# ব্রহ্মসূত্র

( শ্রীভাষ্যানুগামী টীকাসহ )

আচার্য শ্রীক্ষীন্দ্র রামানুজদাস

# ব্রহ্মসূত্র

## ( শ্রীভাষ্যানুগামী টীকাসহ )

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

শ্রীবলরাম ধর্মসোপান
খড়দহ ২৪-পরগণা পশ্চিমবঙ্গ

# মঙ্গলাচরণম্

যস্য কৃপৈককলয়া বধিরঃ শৃণোতি
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ বক্তি মূকঃ।
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভতে চ বন্ধ্যা
তং দেবমেব বরদং শরণং প্রপদ্যে ॥

# ভূমিকা

হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ ছয়টি দর্শন শাস্ত্র প্রসিদ্ধ—কপিলের সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির কর্ম-মীমাংসা এবং বেদব্যাসের ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে বেদান্ত-দর্শনটি প্রায় সর্বজন সমাদৃত। বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রুতি পর্যায়বাচক শব্দ। বিভিন্ন তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ লইয়াই বিভিন্ন উপনিষদ্ রচিত। অনেকেরই ধারণা যে তত্ত্ববস্তু মাত্রই নীরস এবং দুরূহ। আবার অনেকের ধারণা বেদান্তে কেবল নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মই আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারণাই সমুচিত নহে। বেদান্তর্গত বিষয়বস্তু সুবোধ্য না হইলেও অবোধ্য নহে। বিষয়ে একবার প্রবেশ হইলে ইহা সরস এবং আনন্দদায়ক হয়। উপনিষদে সগুণ এবং সাকার ব্রহ্ম-বিষয়ক তত্ত্বেরও আলোচনা আছে।

শিষ্য বা জ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষুগণের প্রশ্ন বা বুদ্ধি অনুযায়ী বিভিন্ন ঋষি বিভিন্নভাবে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, এমন কি প্রশ্নকর্তার আশয় বা অধিকার বুঝিয়া একই প্রশ্নের বিভিন্ন ভঙ্গীতে উপদেশও দৃষ্ট হয়। সেই জন্য বিভিন্ন উপনিষদে স্থলে স্থলে একই বিষয়ের উপদেশঘটিত বাক্যগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়, কোথাও বা আপাতদৃষ্টিতে সামঞ্জস্যরহিত এমন কি পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একই 'আত্ম' শব্দ কখনও পরমাত্মা পরব্রহ্মের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় কখনও বা জীবাত্মাবাচক হইয়া ব্যবহৃত হয়। 'আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি' ইত্যমরঃ। নির্দোষত্ব সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ কখনও পরম ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে আবার কখনও বা নিত্য মুক্ত জীবের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই জন্য বিভিন্ন

উপনিষদে এমন কি একই উপনিষদে বিভিন্ন স্থলে সময়ে সময়ে একই বিষয়ের উপদেশে কিছু কিছু অনৈক্য প্রতীয়মান হয় এবং যথার্থ অর্থের সুস্পষ্ট উপলব্ধি দুষ্কর হইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কারণে সমস্ত বেদান্তবাক্যের পূর্বাপর বিচার দ্বারা উক্ত আশঙ্কাসমূহ বিদূরিত করিয়া পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান বিশেষ প্রয়োজন। বিষ্ণুপুরাণ প্রণেতা পরাশর ঋষির নন্দন বেদব্যাস বাদরায়ণ তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন উপনিষদন্তর্গত এক জাতীয় সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক বিভিন্ন বাক্য সকল সম্যক্ বিচারপূর্বক সমগ্র বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্বগুলির সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া সেগুলিকে সূত্রাকারে সন্নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রসমষ্টিই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত নামে প্রখ্যাত।

হিন্দুধর্মের আচার্যমাত্রেই এই বেদান্ত-দর্শনকে হিন্দুধর্মের সারভূত বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য এই বেদান্ত-দর্শনের মহিমা শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীভাষ্য গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে তিনি লিখিয়াছেন—

'পারাশর্যবচঃ সুধামুপনিষদ্দুগ্ধাব্ধিমধ্যোদ্ধৃতাম্'

অর্থাৎ উপনিষদরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র হইতে উদ্ধৃত পরাশর-নন্দনের এই ব্রহ্মসূত্ররূপ বচন অমৃতস্বরূপ। এই বেদান্ত সূত্রাবলী অতি অল্পাক্ষরে সূত্রাকারে বিবদ্ধ হওয়ায় স্থলে স্থলে সূত্রের প্রকৃত অর্থের নির্দ্ধারণ দুষ্কর হয়। সেইজন্য এই ব্রহ্মসূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মসূত্রটি যেমন সমস্ত উপনিষদাবলীর একটি একত্রীকৃত অত্যাবশক সিদ্ধান্তগ্রন্থ, সেইরূপ আবার এই গম্ভীর অথচ সঙ্কুচিত এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যরূপী আলোচনাপূর্ণ পরিস্ফুট একটি বিস্তৃত গ্রন্থেরও অতি প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এইজন্যই শঙ্কর রামানুজ মধ্ব প্রভৃতি

হিন্দুধর্মের প্রবর্তক বিভিন্ন আচার্যগণ প্রত্যেকে এই ব্রহ্মসূত্রের একটি করিয়া ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভাষ্যে তাঁহারা বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য রামায়ণ মহাভারত বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃতকরতঃ বেদান্ত সূত্রসমূহের তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া নিজ নিজ মতের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

বেদান্তসূত্রের শ্রীরামানুজ স্বামী কৃত ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'। এই ভাষ্যখানি জগৎ-প্রসিদ্ধ। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাংলা ইংরাজী হিন্দি তামিল তেলেগু প্রভৃতি নানা ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। একজন জার্মান (German) মনীষী ইংরাজী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। এই শ্রীভাষ্যে শ্রীরামানুজস্বামী অসামান্য নিপুণতার সহিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সহায়তা লইয়া শাস্ত্রানুগতভাবে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই বেদান্ত সূত্রের নিগূঢ় মর্ম উদ্ঘাটিত করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই 'শ্রীভাষ্য' গ্রন্থখানি অতিশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ, ইহার যুক্তিতর্ক অতি সূক্ষ্ম এবং গম্ভীর।

সাধারণের নিকট শ্রীভাষ্যে আলোচিত বিষয়াবলী যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয় সেই উদ্দেশ্যে শ্রীভাষ্যের অনুগত হইয়া সূত্রের পদচ্ছেদ অন্বয়ার্থ এবং সরলার্থের সহিত এই বেদান্ত-দর্শন গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল। সূত্র অল্পাক্ষরে হওয়ার জন্য যে যে স্থলে সূত্রগত অন্বয়ার্থ দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্য অবগত হওয়া কঠিন আবশ্যকমত সেই সেই উহ্য শব্দ এবং অর্থগুলিও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যেক সূত্রের সরলার্থের মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি আদি হইতে উপযোগী শাস্ত্রবচন অঙ্ক সহিত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সুস্পষ্ট উপলব্ধির জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের এবং প্রত্যেক অধিকরণের প্রথমে আলোচ্য বিষয়ের একটি আভাষ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক পাদের শেষে তত্তৎ পাদান্তর্গত সূত্রসমূহে আলোচিত বিষয়ের একটি সারসংগ্রহও

সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্র প্রবন্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কল্যাণগুণাকরত্ব রূপ স্বরূপ এবং স্বভাব, জগতের স্বরূপ এবং জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের রূপ এবং অনন্ত কল্যাণগুণের সদ্ভাবের বিষয় পুনরায় প্রতিপাদন করিয়া এই অশেষ গুণসম্পন্ন সর্বফলপ্রদ অতএব উপাস্য ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করিবার উপায়রূপী বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত বিভিন্ন উপাসনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্বোধ্যায়োক্ত বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক সংশয় ভঞ্জনপূর্বক বিদ্যার ফলসিদ্ধিরূপ মোক্ষলাভের মার্গ ( অর্চিরাদিমার্গ ) এবং মুক্ত জীবের স্বরূপ ও স্বভাব বিচারপূর্বক নিরূপিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায় শ্রবণাত্মক, দ্বিতীয় অধ্যায় মননাত্মক তৃতীয় অধ্যায় নিদিধ্যাসনাত্মক অর্থাৎ উপাসনাত্মক এবং চতুর্থ অধ্যায় উপাসনার সিদ্ধি বা ফলরূপ মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ক।

যাহাতে পরমব্রহ্মের স্বরূপ স্বভাব উপাস্যত্ব, বিবিধ উপাসনা, উপাসনার ফল এবং তত্তৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উক্ত বিষয় সমূহে আসক্তি এবং প্রীতি বিবৃদ্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যে অন্বয়ার্থ এবং সরলার্থ সমন্বিত করিয়া এই সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবৎ কৃপার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলে কৃতকৃত্য মনে করিব।

পরিশেষে ভক্তপ্রবর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টাচার্য্য কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তিনি তাঁহার কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় অধ্যবসায় সহকারে ব্রহ্মসূত্রের প্রুফ দেখিয়া না দিলে ইহাতে বহু ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল।

শ্রী১০০৮ বলরামস্বামী
শ্রীচরণ-কমল-চঞ্চরীক
শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস

# ব্রহ্মসূত্র

## ( শ্রীভাষ্যালোকে )

## প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ভূত অচেতন প্রভৃতি হইতে অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চেতন পদার্থ ( জীব ) হইতেও পৃথক, অবিদ্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপুরুষার্থ বস্তুর সহিত সম্বন্ধরহিত এবং যিনি একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ অপরিমিত উদারগুণের সাগর সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ এবং সকলের অন্তরাত্মারূপী পরব্রহ্ম, তিনিই বেদান্তবেদ্য। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের এই পরমব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।

### প্রথম পাদ

**উপক্রমণিকা—**

প্রথমপাদে পরমব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, নিত্যত্ব, সর্বব্যাপ্তিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বাত্মকত্ব, আনন্দময়ত্ব, উপাস্যত্ব প্রভৃতি ধর্মের বা গুণাবলীর প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উক্ত জগৎকারণত্ব প্রভৃতি গুণ আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত জীব আকাশ প্রভৃতি অচিৎবস্তু সম্বন্ধেও নির্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হইতে পারে। এইসন্দেহ নিরসনার্থে অন্যান্য শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচারপূর্বক সেই বাক্যগুলি যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা এই পাদে প্রতিপন্ন হইতেছে।

## ১—জিজ্ঞাসা-অধিকরণ

মুমুক্ষু পুরুষ কখন, কিহেতু এবং কি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য জিজ্ঞাসু হইবে তাহাই এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়।

**অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥১।১।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অথ—অনন্তর ; অতঃ—এই কারণে ; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা ( ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছা উদয় হয় )।

সরলার্থ—

প্রথমে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা বৈদিক কর্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে, তখন ঐ সকল কর্ম যে অল্প অস্থির অনিত্য ও পরিমিত ফলদায়ক এই ধারণা দৃঢ় হয়। সেইজন্য এই কর্মবিষয়ে জ্ঞানানন্তর নিত্য অনন্ত ও অপরিমিত ফলদায়ক ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করার জন্য ইচ্ছার উদয় হয় ॥১॥

জিজ্ঞাসা-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—জন্মাদি-অধিকরণ

যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি সাধিত হয় তিনিই যে এই জিজ্ঞাস্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাই এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়।

**জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অস্য—ইহার, এই জগতের ; জন্মাদি—সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ; যতঃ—যাঁহা হইতে ; ( তিনিই ব্রহ্ম )।

সরলার্থ—

বিবিধ বিচিত্র চেতন ( ভোক্তা জীব ) এবং অচেতন বস্তু ( ভোক্তা

জীবের ভোগ্যবস্তু ) পরিপূর্ণ এই জগতের যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সম্পন্ন হয় তিনিই ব্রহ্ম।

জন্মাদি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—শাস্ত্রযোনিত্ব-অধিকরণ

এই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বলিয়া যে একমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাই গ্রাহ্য, তাহাই এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয়।

**শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥১।১।৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( শাস্ত্রং—বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য ; যোনিঃ—কারণ অথবা প্রমাণ ; যস্য—যাহার ; তস্মাৎ—সেই হেতু )। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ—যেহেতু শাস্ত্রই ব্রহ্মকর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি প্রভৃতির কারণবিষয়ে প্রমাণ।

**সরলার্থ—**

ইন্দ্রিয়ের অগোচর ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র শাস্ত্রবাক্যই ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাণ। এই শাস্ত্র-বাক্য হইতেই ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ তাহা প্রমাণিত হয়। যথা—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ( তৈত্তি ভৃগু ১ )—যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতবর্গ সৃষ্ট হয়, ইত্যাদি বাক্য।

শাস্ত্রযোনিত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—সমন্বয়-অধিকরণ

সমস্ত শাস্ত্রই যে এই জগৎকারণ ব্রহ্মকে অনন্ত গুণবিশিষ্ট এবং উপাস্যরূপে নির্দেশ করিতেছেন তাহাই এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইতেছে।

### তত্তু সমন্বয়াৎ ॥১।১।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—ব্রহ্ম শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারেন কিনা এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 'তু' শব্দটি এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে; তৎ—পূর্ব সূত্রোক্ত ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব বা শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব; সমন্বয়াৎ—( সমস্ত শাস্ত্রবাক্যগুলি তাৎপর্যার্থের দ্বারা ব্রহ্মতেই ) সম্যক্‌রূপে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ( ব্রহ্মের শাস্ত্র-প্রমাণকত্ব সিদ্ধ হইতেছে )।

সরলার্থ—

বেদান্তাদি শাস্ত্রবাক্যই যে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবিষয়ে একমাত্র প্রমাণ তাহাই এই সূত্রে বিশেষভাবে দৃঢ় করিতেছেন। উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যগুলির তাৎপর্যার্থ বিচার করিলে দেখা যায় যে এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত ব্রহ্ম পরমপুরুষার্থরূপে সম্যক্ অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন না কোন প্রকারে বলিতেছেন যে ব্রহ্মই জীবের পরমপুরুষার্থ বা পরম প্রয়োজনীয়।

সমন্বয়-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—ঈক্ষত্যধিকরণ ( সূত্র ৫-১২ )

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে—ব্রহ্মবস্তু জিজ্ঞাস্য, তিনিই জগৎকারণ। অতঃপর এই অধিকরণে ৮টি সূত্র প্রতিপাদন করিতেছে যে সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির কারণ নহে। নিমিত্তকারণ এবং উপাদান কারণ উভয়েই ব্রহ্ম।

### ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥১।১।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ঈক্ষতেঃ—ঈক্ষ্ ধাতুর প্রয়োগ হেতু; অশব্দম্—শব্দে অর্থাৎ বেদে

যাহার উল্লেখ নাই ( এইরূপ সাংখ্যে উক্ত প্রধান্ বা প্রকৃতি ) ; ন—জগৎকারণ হইতে পারে না।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ( ছাঃ ৬।২।১ )—হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে 'ইদম্ শব্দবাচ্য' এই জগৎ এক অদ্বিতীয় 'সৎ' বস্তুমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। এই বস্তু ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হইব'। এই 'ঈক্ষণ' ( জ্ঞান বা ইচ্ছা ) শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি বা 'প্রধানে' যখন কোন জ্ঞান বা ইচ্ছা থাকা সম্ভব নয় পরন্তু চেতন ব্রহ্মে থাকা সম্ভব, তখন বেদে যাহার উল্লেখ নাই সেই ( অশব্দ— অবৈদিক ) 'প্রধান' কখনই 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎকারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণরূপে স্বীকার্য।

---

## গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্ ॥১।১।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গৌণঃ—( পূর্ব সূত্রোক্ত 'ঈক্ষণ' শব্দের প্রয়োগ ) গৌণার্থবোধক, মুখ্যার্থবোধক নহে ; চেৎ—যদি বল ; ন—তাহা বলা যায় না ; আত্মশব্দাৎ—যেহেতু 'আত্ম' শব্দের প্রয়োগ আছে।

সরলার্থ—

যদি বলা যায় যে, কখন কখন অচেতন বস্তুতেও চেতনোচিত ইচ্ছার গৌণ প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই স্থলেও সেইরূপ অচেতন 'প্রধানের' সম্বন্ধে 'ঈক্ষণ' শব্দ গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তবে তাহা বলিতে পারা যায় না ; কারণ, এই ছান্দোগ্য উপনিষদ বা শ্রুতিতেই এই প্রকরণে 'চেতন

আত্মা' শব্দের প্রয়োগ আছে। অতএব এই 'ঈক্ষণ' শব্দ গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়া সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে জগৎকারণরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে বলা যায় না, পরন্তু মুখ্যভাবে প্রযুক্ত হইয়া চেতন ব্রহ্মকেই 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎকারণরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

---

### তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তন্নিষ্ঠস্য—উক্ত 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎকারণ বস্তুতে নিষ্ঠাযুক্ত পুরুষের ; মোক্ষোপদেশাৎ—যেহেতু মোক্ষলাভের উপদেশ আছে।

সরলার্থ—

উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন যে, যিনি 'সৎ' শব্দবাচ্য আদি কারণকে নিজের আত্মা বলিয়া জানিবেন তাঁহার মোক্ষলাভ হইবে। অতএব 'সৎ' শব্দবাচ্য জগৎকারণ বস্তু যে আত্মা এ বিষয়ে দৃঢ় নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষলাভের উপদেশ থাকায় 'সৎ' শব্দে কখনই সাংখ্যে বর্ণিত 'প্রধান'কে বুঝাইতে পারে না, পরন্তু পরম ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

---

### হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—উপরন্তু ; হেয়ত্ব—এই 'সৎ' শব্দে হেয়ত্ব বা নিকৃষ্ট বস্তুরূপে ; অবচনাৎ—কোথাও উপদেশ না থাকায় ; ( প্রধান কখনই 'সৎ' শব্দবাচ্য হইতে পারে না )।

সরলার্থ—

সাংখ্যোক্ত 'প্রধানকে' যদি জগৎকারণরূপে নির্ণয় করা শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে এই 'প্রধানে' আত্মবুদ্ধি স্থাপন যখন মোক্ষলাভের

বিরোধী, তখন এই শ্রুতিতেই উপযুক্তস্থলে উহার এই হেয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া উহা পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করা হইত। এইরূপ হেয়ত্ব-জ্ঞাপক কোন উপদেশ না থাকায় এই 'প্রধান' জগৎকারণরূপে নির্ণীত হয় নাই।

---

## প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥১।১।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রতিজ্ঞায়াঃ—প্রতিজ্ঞার ; বিরোধাৎ—বিরোধহেতু।

সরলার্থ—

সাংখ্যোক্ত 'প্রধানকে' যদি 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' এই বাক্যে ( ৫ সূত্র সরলার্থ দেখ ) 'সৎ' পদবাচ্য বলা হয় তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-বাক্যের* বিরোধ হয়। 'প্রধানকে' জগৎকারণ বলিলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের এই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। হেতু এই যে, অচেতন 'প্রধান' যাবৎ অচেতন পদার্থের কারণ হইলেও তাহা চেতন পদার্থের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং কেবল অচিৎতত্ত্বের বিজ্ঞানে চিদ্ অচিদ্ এবং ঈশ্বর—এই তত্ত্বত্রয়যুক্ত সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব এই 'সৎ' বস্তুকে চিদচিৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম বলিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

---

## স্বাপ্যয়াৎ ॥১।১।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বস্মিন্—নিজস্বরূপে ; অপ্যয়াৎ—বিলয় হয় এই কথা উপনিষদে কথিত হইয়াছে বলিয়া ( জগৎকারণবস্তু প্রধান নহেন—পরমব্রহ্ম )।

---

* 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' এই প্রতিজ্ঞাটি "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" ইত্যাদি বাক্যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। এইজন্য ইহাদের 'প্রতিজ্ঞাবাক্য' বলা হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে ( উপনিষদে ) আছে যে সুষুপ্তির সময় ( অতি গভীর নিদ্রার সময় ) যখন কোন স্বপ্ন থাকে না, তখন জীবাত্মা 'সৎ' শব্দবাচ্য এই কারণবস্তুতে বিলীন হয় এবং নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং 'সৎ' শব্দবাচ্য এই কারণবস্তু অচেতন প্রকৃতি হইতে পারে না। এই চেতন যাহাতে বিলীন হয় তাহা চিদচিদ্‌স্বরূপবিশিষ্ট পরমচেতন ব্রহ্ম।

---

**গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিবোধক বাক্যসমূহে ) গতেঃ—গতির অর্থাৎ তাৎপর্যার্থ প্রকাশনের শক্তির ; সামান্যাৎ—একরূপতাহেতু।

সরলার্থ—

উপনিষদে অন্যত্র জগৎকারণবাচক যে সকল বাক্য আছে সে সমস্ত হইতে একমাত্র চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অতএব 'সদেব সৌম্য' ইত্যাদি বাক্যও তাহাদেরই ন্যায় অর্থজ্ঞাপক অর্থাৎ এই 'সৎ' শব্দে চেতন ব্রহ্মকেই বলা হইয়াছে, অচেতন 'প্রধান'কে নহে। নচেৎ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য বিভিন্ন অর্থবোধক হইবে—তাহা দোষাবহ।

---

**শ্রুতত্বাচ্চ ॥১।১।১২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( উপনিষদে ) শ্রুতত্বাৎ—শ্রুত হয় বলিয়া ; চ—ও।

সরলার্থ—

বিভিন্ন উপনিষদে স্পষ্টভাবে এই 'সৎ' শব্দকে আত্মা এবং এই আত্মাকেই জগৎকারণরূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়।

এই অধিকরণের উপসংহার—

অতএব ৫-১২ সূত্রের বিচার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ঈক্ষণ গুণযুক্ত ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ঈক্ষত্যধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—আনন্দময়-অধিকরণ ( সূত্র ১৩-২০ )

ইতিপূর্বে সিদ্ধ হইয়াছে যে প্রথম সূত্রে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্মবস্তু জগৎ-কারণ এবং তিনি সাংখ্যোক্ত অচেতন 'প্রধান' বা প্রকৃতি হইতে পৃথক। এখন এই আনন্দময় অধিকরণে প্রতিপাদিত হইবে যে এই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মবস্তু সর্বপ্রকার হেয়গুণরহিত এবং নিরতিশয় আনন্দময়। অতএব, এই জগৎকারণ ব্রহ্ম, বদ্ধ ও মুক্ত সমস্ত জীব হইতে পৃথক্‌।

### আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥১।১।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ব্রহ্ম ) আনন্দময়ঃ—আনন্দময়-পদবাচ্য ; অভ্যাসাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ আনন্দের উল্লেখ আছে।

সরলার্থ—

পূর্ব জিজ্ঞাসিত জগৎকারণ ব্রহ্ম আনন্দময়, কারণ শ্রুতিতে বহুস্থলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ 'আনন্দ' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।*

---

* যথা—"বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ( তৈত্তি আন ৫ ), "তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ" ( তৈত্তি, আন ৮ ) ইত্যাদি।

## বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥১।১।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিকারশব্দাৎ—বিকারবাচক শব্দ প্রয়োগ হেতু ; ( আনন্দময় শব্দ ব্রহ্মবোধক ) ন—নহে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—তাহা বলিতে পার না ; প্রাচুর্য্যাৎ—আধিক্যহেতু।

সরলার্থ—

আনন্দ শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় করিয়া আনন্দময় শব্দ গঠিত হইয়াছে। বিকার অর্থে অথবা প্রাচুর্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইতে পারে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ময়ট্ প্রত্যয়টি বিকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অতএব ব্রহ্ম আনন্দময় পদবাচ্য হইতে পারেন না। এই সূত্র উক্ত শঙ্কার সমাধান করিয়া বলিতেছে যে, না—তাহা বলা যায় না। কারণ এখানে ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ প্রাচুর্য বা আধিক্য।

( ব্রহ্ম আনন্দময় হওয়ায় এবং দুঃখবহুল জীবের আনন্দের আধিক্যের অভাব থাকায় এখানে সিদ্ধ হইতেছে যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে দুঃখবহুল জীব পৃথক্। অতএব শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে প্রযুক্ত 'আত্মা' শব্দ—জীবাত্মাবোধক হইতে পারে না, পরন্তু পরমাত্মাবোধকই )।

---

## তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তস্য—তাহার, জীবের আনন্দের ; হেতুব্যপদেশাৎ—হেতুরূপে উল্লেখ থাকার জন্য ; চ—ও ( জীব আনন্দময় নহে )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আনন্দময় আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে—এই আত্মা আনন্দ দান করেন অর্থাৎ আনন্দের হেতু ( এষ হি এব আনন্দয়াতি—তৈঃ আঃ ৭ )।

এইরূপে শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন ইনি জীব হইতে পৃথক। অতএব 'আনন্দময় আত্মা' শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইতেছে—জীবকে নহে। সুতরাং জগৎকারণ আনন্দময় বস্তু জীব নহেন, ব্রহ্মই।

---

### মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥১।১।১৬॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

চ—এবং ; মান্ত্রবর্ণিকম্—মন্ত্রে যিনি কথিত তাঁহাকে ; এব—নিশ্চয়, ( আনন্দময় শব্দে ) ; গীয়তে—অভিহিত করা হয়।

**সরলার্থ—**

মন্ত্রে যাহার উল্লেখ আছে তাহা মান্ত্রবর্ণিক। "ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ" ( তৈঃ আঃ ১ ) এই মন্ত্রে যে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন, অন্যান্য শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই 'আনন্দময়' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, ( কিন্তু জীব নহে )।

---

এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, 'সত্য জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম'— এই মন্ত্রে পরিশুদ্ধ মুক্ত জীবাত্মা অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর সূত্রে সেই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন—

### নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥১।১।১৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( মন্ত্রে কথিত ব্রহ্ম ) ইতরঃ—অপর ( পরিশুদ্ধ মুক্ত আত্মা ) ; ন—নহে ; অনুপপত্তেঃ—জীবের পক্ষে মান্ত্রবর্ণিকত্বের অসংগতি হেতু।

**সরলার্থ—**

পূর্ব সূত্র হইতে শঙ্কা হইতে পারে যে এ স্থলে মান্ত্রবর্ণিক শব্দে ব্রহ্মেতর

জীবকেই বুঝাইতেছে। এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন—আনন্দময় পুরুষের প্রসঙ্গে উক্ত শ্রুতিতে পরে বলা হইয়াছে "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়", অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। ইচ্ছামাত্রই চরাচর সমস্ত সৃষ্টি করিবার শক্তি বদ্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই সম্ভব নহে। অতএব এ স্থলে জীবকে মান্ত্রবর্ণিক বলিয়া আনন্দময় বলা যাইতে পারে না। এখানে ব্রহ্মকেই অভিহিত করা হইতেছে।

---

### ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥১।১।১৮॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ভেদব্যপদেশাৎ—ভেদের উল্লেখ হেতু ; চ—ও ( আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক )।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে জীবকে 'বিজ্ঞানময়'রূপে অভিহিত করিয়া তাহা হইতে আনন্দময় আত্মার ভেদ নির্দেশ করা হইয়াছে—'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ' ( তৈত্তিঃ আন ৫ ) অর্থাৎ এই বিজ্ঞানময় জীব হইতে ভিন্ন এবং তাহার অভ্যন্তরস্থিত অন্য আত্মা আনন্দময়। অতএব আনন্দময়পদে জীবকে বুঝাইতেছে না কিন্তু তদতিরিক্ত পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন হইলে কখনই শ্রুতিতে বিজ্ঞানময় (জীব) হইতে আনন্দময়ের ভেদনির্দেশ থাকিত না।

---

### কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥১।১।১৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

কামাৎ—( শ্রুতিতে ) কামনা বা ইচ্ছার উল্লেখ থাকার জন্য ; চ—ও ; ন অনুমানাপেক্ষা—অনুমানকল্পিত সাংখ্যোক্ত প্রধানের বা অচেতন বস্তুর অপেক্ষা বা আবশ্যকতা নাই।

সরলার্থ—

আনন্দময় আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ( তৈত্তি আঃ ৬ ) অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন—বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। এইরূপ শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে আনন্দময়ের ইচ্ছা-মাত্রই জগৎ সৃষ্ট হয় এবং তাঁহার এই সৃষ্টিকার্যে অনুমানকল্পিত সাংখ্যোক্ত প্রধানের বা অচেতন বস্তুর কোন অপেক্ষা বা আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে জীবের ক্রিয়মাণ কার্যমাত্রেই অচেতন প্রকৃতির সাহায্য অপেক্ষিত। সুতরাং প্রকৃতি-নিরপেক্ষ এই আনন্দময় পুরুষ জীব নহে, কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥১।১।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—অপিচ ; ( শাস্ত্র ), অস্মিন—ইহাতে, এই আনন্দময়ে ; অস্য—এই জীবের ; তদ্‌যোগং—আনন্দের যোগ অর্থাৎ আনন্দলাভ ; শাস্তি—উপদেশ দিয়াছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন, 'রসো বৈ সঃ রসং হি এবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতী' ( তৈত্তি আঃ ৭ ) অর্থাৎ ইনি ( ব্রহ্ম ) রসস্বরূপ। জীব সেই রসস্বরূপকে লাভ করিলে আনন্দিত হয়। প্রাপ্তা জীব এবং প্রাপ্য বা লভ্য রসস্বরূপ ব্রহ্ম কখনই এক হইতে পারে না।

অধিকরণের উপসংহার—

সুতরাং আনন্দময় পুরুষ জীবস্বরূপ নহে, কিন্তু ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

আনন্দময়-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—অন্তরাধিকরণ (২১-২২)

আনন্দময় অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে 'আনন্দময়' এই বিশেষ গুণ জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। উপরন্তু উক্ত অধিকরণের ১৯ সূত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছামাত্রেই জগৎ সৃষ্টি জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে যদিও অল্প পুণ্যসম্পন্ন জীবগণের পক্ষে সঙ্কল্পমাত্র জগৎসৃষ্টি এবং আনন্দময় গুণ প্রভৃতি বিশেষ ধর্মসকল সম্ভবপর নহে তথাপি বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন বিশিষ্ট অধিকারী জীব আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে তাহা সম্ভবপর। অন্তর-অধিকরণের সূত্র দুইটীতে এই শঙ্কার সমাধান করা হইয়াছে।

**অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ** ॥১।১।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্তঃ—(সূর্য ও চক্ষুর) অভ্যন্তরস্থ (যে পুরুষ, তিনি ব্রহ্ম); তদ্ধর্মোপদেশাৎ—যেহেতু তাঁহার (পরমাত্মার এইরূপ) ধর্মের উপদেশ আছে।

সরলার্থ—

"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ", "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকং এবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ উদিতঃ, উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপম্ভ্যো য এবং বেদ।" (ছাঃ উঃ ১।৬।৬,৭)।

ইহার অর্থ—সূর্যের মধ্যবর্তী যে সুবর্ণময় পুরুষ দেখা যায়, যাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, নখাগ্র পর্যন্ত সর্বাবয়ব সুবর্ণময়, যাঁহার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ পদ্মের ন্যায়—তাঁহার নাম 'উৎ', কারণ তিনি সকল পাপ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত। যিনি তাঁহাকে এইরূপ জানেন, তিনিও সকল পাপ হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হন। "য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" (ছাঃ ১।৭।৫)

—এই চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দেখা যাইতেছে। এখানে যে আদিত্য এবং চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ একটি পুরুষ শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। কারণ শ্রুতিতে পরমাত্মার নিষ্পাপত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্বলোকেশ্বরত্ব প্রভৃতি যে ধর্মসকল প্রসিদ্ধ আছে এই পুরুষেও সেই সকল ধর্মের উল্লেখ আছে। অতএব সূর্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ এই পুরুষ পরমাত্মা। সুতরাং সূর্য প্রভৃতি পুরুষ পরমাত্মা নহে, জীবমাত্র।

---

## ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥১।১।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভেদব্যপদেশাৎ চ—ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়াও; অন্যঃ—( অভ্যন্তরস্থ এই পুরুষ জীবরূপী সূর্য দেবতা হইতে ) ভিন্ন।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে যে, 'য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি" ( বৃহদাঃ ৩৭।৯ ) অর্থাৎ যিনি ( পরমাত্মা ) সূর্যের অভ্যন্তরে থাকিয়াও সূর্য হইতে পৃথক, সূর্য যাহাকে জানে না, সূর্য যাঁহার শরীর এবং যিনি সূর্যের মধ্যে অবস্থান করতঃ সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এইরূপ শ্রুতিবাক্যে আদিত্যাদি জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ নির্দেশের জন্য অভ্যন্তরস্থ হিরণ্ময় পুরুষ ( শরীর-রূপী ) আদিত্যাদি জীব হইতে পৃথক, তিনিই পরমাত্মা।

অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—আকাশ-অধিকরণ ( সূঃ ২৩ )

ইতিপূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম জগৎকারণরূপী,

ঈক্ষণবিশিষ্ট আনন্দময় এবং সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি কল্যাণগুণবিশিষ্ট। অতএব এই ব্রহ্মবস্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান (অচিদ্‌বস্তু) এবং জীব ( চিদ্‌বস্তু ) হইতে পৃথক। অতঃপর, এই পাদের অবশিষ্ট চারিটি অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইতেছে যে শ্রুতিতে জগৎকারণরূপে আকাশ প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সকল শব্দের উল্লেখ আছে সেগুলি গৌণতঃ তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলকে বুঝাইলেও মুখ্যতঃ তত্তৎ দেবতার অন্তর্যামীরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

## আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥১।১।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আকাশঃ—আকাশ শব্দ ( ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে ) ; তল্লিঙ্গাৎ ( এতৎ-সংক্রান্ত বিবরণে ) ব্রহ্মের চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যায় বলিয়া।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশোহএব এভ্যঃ জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্।' (ছাঃ ১।৯।১), এই সমস্ত ভূতগণ আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়। আকাশ ইহাদের অপেক্ষা বৃহৎ এবং আকাশই পরমগতি। এই শ্রুতিতে আকাশ শব্দে ভূতাকাশকে বুঝাইতেছে না কিন্তু পরমাত্মা পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। যেহেতু এখানে সর্বকারণত্ব পরমমহত্ত্ব এবং পরমগতিত্বরূপ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের গুণাবলীর উল্লেখ আছে।

আকাশাধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—প্রাণাধিকরণ ( সূঃ ২৪ )

### অত এব প্রাণঃ ॥১।১।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এই হেতু ; এব—নিশ্চয় ; প্রাণঃ—প্রাণ শব্দ ( ব্রহ্মবাচক )।

সরলার্থ—

পূর্বসূত্রে আকাশ শব্দের সম্বন্ধে যেরূপ বাক্যসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রুতিতে প্রাণ শব্দের সহিতও তদনুরূপ বাক্য সকলের উল্লেখ দেখা যায়। পূর্বানুরূপ বিচার অনুসারে বুঝা যায় যে, এই প্রাণ শব্দও ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে কারণ, এস্থলেও ব্রহ্মের লক্ষণগুলি দেখা যায়।

প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১০—জ্যোতিরধিকরণ ( সূঃ ২৫-২৮ )

### জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১।১।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জ্যোতিঃ—জ্যোতি শব্দের অর্থ ( ব্রহ্ম ) ; চরণাভিধানাৎ—চরণ বা পাদের ( অংশের ) উল্লেখ আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে······ইদং বাব তৎ যদিদম-স্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" ( ছাঃ ৩।১৩।৭ ) অর্থাৎ এই যে স্বর্গের উপর জ্যোতি প্রদীপ্ত আছে ইহা সেই জ্যোতি যাহা পুরুষের মধ্যে বর্তমান আছে। এখানে এই জ্যোতি শব্দে আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক বস্তু বুঝাইতেছে না, এখানে এই জ্যোতি শব্দ পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

২

কারণ, শ্রুতিতে এই জ্যোতিসম্বন্ধীয় বিবরণস্থলে চারিটি পাদের ( অংশের ) উল্লেখ আছে এবং শাস্ত্রে ব্রহ্মই চতুষ্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

---

### ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥১।১।২৬॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ছন্দোঽভিধানাৎ—( শ্রুতিতে উক্তস্থলে ) ছন্দের উল্লেখ আছে ; ন—অতএব জ্যোতি শব্দ ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—( তাহার উত্তরে বলিতে হয় ) না, তাহা বলিতে পারনা ; তথা—(ঐ ছন্দে) সেইরূপেই ; চেতোঽর্পণনিগমাৎ—চিত্তসমর্পণের উপদেশ আছে বলিয়া ; তথা হি—( অন্যত্রও ) এইরূপ ; দর্শনম্—দেখা যায় ( উদাহরণ দৃষ্ট হয় )।

**সরলার্থ—**

পূর্ব সূত্রোক্ত জ্যোতি-বস্তুর সম্বন্ধে শ্রুতিতে গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ আছে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে যখন এতৎ সম্বন্ধে গায়ত্রী ছন্দের উল্লেখ আছে তখন এই জ্যোতি শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এই আশঙ্কা ঠিক নহে ; কারণ এখানে শ্রুতিতে এস্থলে এই ছন্দরূপেতেই মনোনিবেশ করিবার উপদেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দের দ্বারা যে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, সেই ব্রহ্মেই চিত্তসমাধান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, নচেৎ কেবল অক্ষরাত্মা গায়ত্রীকে সর্বভূতের আত্মারূপে উল্লেখ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। উপরন্তু অন্যত্রও এইরূপ ছন্দসাদৃশ্য-হেতু অন্য বস্তুতেও ছন্দ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব এই শ্রুতি-বাক্যে গায়ত্রী ছন্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

---

## ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥১।১।২৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ভূতাদেঃ পাদব্যপদেশঃ—( উক্ত গায়ত্রী প্রসঙ্গে ) প্রাণীবর্গ প্রভৃতির পাদরূপে উল্লেখের ; উপপত্তেঃ চ—সঙ্গতি থাকার জন্য ও ; এবম্—এইরূপ ( গায়ত্রী ছন্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে )।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে উক্ত গায়ত্রী প্রসঙ্গে প্রাণীবর্গ পৃথিবী শরীর এবং হৃদয় এই চারিটি পদার্থকে গায়ত্রীর চারিটি পাদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র অক্ষররূপা গায়ত্রীছন্দের সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারেনা ; এই গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্মবাচক হইলেই এইরূপ পাদের উল্লেখ সঙ্গত হয়। অতএব এই গায়ত্রী ছন্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

---

## উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥১।১।২৮॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

উপদেশভেদাৎ—উপদেশের প্রভেদহেতু ; ন—না ( গায়ত্রী ছন্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না ) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—না, তাহা বলা যায় না ; উভয়স্মিন্ অপি—উভয় উপদেশের পক্ষেই ; অবিরোধাৎ—যেহেতু বিরোধের অভাব।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে পূর্ববাক্যে আছে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ( ছাঃ ৩।১২।৬ ) অর্থাৎ ব্রহ্মের তিন পাদ ( ভাগ ) স্বর্গলোকের মধ্যে থাকে কিন্তু পরের বাক্যে বলা হইয়াছে 'যদতঃ পরো দিবঃ' (ছাঃ ৩।১৩।৭) অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে উপরে যে ব্রহ্ম অবস্থিত। পূর্ব বাক্যে দিবি

পদে 'দিব' শব্দের সপ্তমী বিভক্তি আছে এবং পরবাক্যে দিবি শব্দের পঞ্চমী বিভক্তি আছে। উক্ত দুইটি বাক্যে 'দিব্' শব্দের বিভিন্ন বিভক্তি থাকায় মনে হইতে পারে যে, এতদ্দ্বারা দুইটি বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ আছে। একটিতে ব্রহ্ম স্বর্গের মধ্যে অবস্থিত আর একটিতে ব্রহ্ম স্বর্গের উপরে অবস্থিত। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা যথার্থ নহে। এস্থলে পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; ব্রহ্ম স্বর্গে অবস্থিত হইলেও তাঁহাকে স্বর্গের উপরে অবস্থিত বলা যাইতে পারে।

জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ১১—প্রাণাধিকরণ ( সূঃ ২৯-৩২ )

### প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রাণঃ—প্রাণ শব্দের অর্থ ( ব্রহ্ম ) ; তথা অনুগমাৎ—যেহেতু সেই প্রকার অর্থ ই অনুগমন করে অর্থাৎ সেই প্রকার অর্থ ই সঙ্গত হয়।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে আছে প্রতর্দ্দন নামক এক ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া হিততম উপদেশ প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র বলিলেন যে, "আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর এবং অমৃতরূপী" ( কৌষী ৩।১ )। এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ জীব ইন্দ্র নহে, ইহা পরমাত্মাবাচক। কারণ অব্যবহিত পরবর্তী আনন্দ অজর অমর প্রভৃতি ধর্মগুলি পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় ; জীবের পক্ষে এ সকলের সম্ভাবনা নাই

---

## ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ, অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১।৩০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন—না ( এখানে প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না ) ; বক্তুঃ—বক্তা ইন্দ্রের ; আত্মোপদেশাৎ—নিজ বিষয়ে উপদেশ দান বলিয়া ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ( তাহা বলিতে পারনা ) ; হি—যেহেতু ; অস্মিন্—এই উপদেশ প্রসঙ্গে ; অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা—আত্মবস্তুর অন্তঃস্থিত পরমাত্মবিষয়ক উপদেশের বাহুল্য আছে।

সরলার্থ—

যদি শঙ্কা হয় যে প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না কারণ, উক্ত স্থলে বক্তা ইন্দ্র 'আমাকে উপাসনা কর' এই কথায় আপনাকে উপাস্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রাণ শব্দ জীবরূপী দেবরাজ ইন্দ্রকেই বুঝাইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন, না তাহা হইতে পারে না। যেহেতু এই প্রকরণে পূর্বাপর বাক্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় উপদেশের বাহুল্য আছে। অতএব এই ইন্দ্র প্রাণাদি শব্দের অর্থও পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

## শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—পরন্তু ; শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে ; উপদেশঃ—উক্ত উপদেশ ( দেওয়া হইয়াছে ) ; বামদেববৎ—যেরূপে বামদেব দিয়াছিলেন।

সরলার্থ—

ইন্দ্র জীব হইলেও নিজকে প্রাণরূপে এবং উপাস্যরূপে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহা, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা, তত্ত্বমসি" ( ছাঃ )

অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক ( ব্রহ্ম, চেতন এবং অচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মা এবং এই বস্তুসকল এই ব্রহ্মের শরীররূপী ), তিনি (সেই ব্রহ্মই) আত্মা বা শরীরী, অতএব তুমিও তিনি (তৎ ত্বম অসি) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য অনুযায়ী শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে উপদেশ দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতেছেন, বামদেব ঋষি পরমব্রহ্মের সর্বাত্মভাব এবং সমস্ত বস্তুর ব্রহ্ম-শরীরত্ব ভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তিনি ইহাও অবগত হইয়াছিলেন যে শরীরবাচক শব্দসমূহ শরীরীবাচক আত্মাকেও বুঝায়, সেইজন্য তিনি নিজ আত্মা ও মনু সূর্য প্রভৃতি অন্যান্য জীবাত্মা যাঁহারা ব্রহ্মের শরীররূপী ( এবং ব্রহ্ম যাহাদের অন্তরাত্মা বা শরীরীরূপী ) সেই শরীরী পরম ব্রহ্মকে 'অহং' শব্দে নির্দেশ করিয়া এবং তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে মনু ও সূর্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম" ইত্যাদি ( বৃহদাঃ উঃ )।

---

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ( ১।১।২৩ ) সূত্র হইতে এই সূত্র অবধি প্রতিপাদিত হইয়াছে যে জীববাচক (ইন্দ্রাদি) এবং অচিৎবাচক (আকাশ ও প্রাণাদি) শব্দ দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। এই সূত্রে এ বিষয়ে শঙ্কা উত্থাপনপূর্বক তাহা নিরাকরণ করিতেছেন।

**জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, নোপাসা-**
**ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ** ॥১।১।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—চিদ্বস্তু জীব এবং অচিদ্বস্তু প্রাণের লক্ষণের উল্লেখ থাকায় ; ন—না অর্থাৎ প্রাণের অর্থ ব্রহ্ম হইতে পারে না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—তাহা বলিতে পার না ; উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ—যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার ; আশ্রিতত্বাৎ—যেহেতু এই তিন প্রকার উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে ; ইহ চ—এস্থলেও ; তদ্‌যোগাৎ—এই তিন প্রকার উপাসনা সম্ভবপর হয় বলিয়া।

সরলার্থ—

পূর্বসূত্রোক্ত অর্থের আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন করিতেছেন। আপত্তি—শ্রুতিতে প্রতর্দ্দন-ইন্দ্র-সংবাদে ইন্দ্র শব্দে চিদ্বস্তু জীববাচক এবং প্রাণশব্দে অচিৎবস্তুবাচক লক্ষণসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব এস্থলে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন যে, না তাহা বলিতে পার না ; কারণ, শাস্ত্রে তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনার বিধি আছে—(১) পরম ব্রহ্মের স্বস্বরূপে, 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্, ব্রহ্মস্বরূপে' ; (২) ব্রহ্মের শরীররূপী জীবাত্মাতে ( ভোক্তা জীবশরীরক১ অন্তর্যামী পরমাত্মার উদ্দেশ্যে ) এবং (৩) ভোগ্য অচিৎবস্তুতে, ( ভোগ্য অচিৎশরীরক২ অর্থাৎ চিৎ এবং অচিৎ উভয় বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মাভাবে৩ )।

যথা শ্রুতি বলিতেছেন—'সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ' অর্থাৎ তিনি সৎবস্তুরূপ চেতন হইলেন এবং ত্যৎবস্তুরূপ অচেতনও হইলেন। অতএব, এখানেও

---

১ ভোক্তা জীব-শরীরকভাবে—জীবাত্মা, পরমাত্মার বা ব্রহ্মের শরীররূপী এবং অচিৎ বস্তুর ভোক্তা। সেইজন্য ব্রহ্ম—ভোক্তা জীব-শরীরক অর্থাৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম ভোগ্য অচিৎ বস্তুর ভোক্তা জীবরূপী শরীর-বিশিষ্ট—এইভাবে।

২ ভোগ্য অচিৎ-শরীরকভাবে—অচিৎবস্তু ভোক্তা জীবের ভোগ্যরূপ এবং জীবাত্মার ন্যায় ব্রহ্মেরও শরীররূপী অর্থাৎ ব্রহ্ম যেরূপ সর্বজীবের অন্তর্যামী সেইরূপ সব অচেতন বস্তুরও অন্তর্যামী। সেইজন্য ব্রহ্ম—ভোগ্য অচিৎ-শরীরক অর্থাৎ—ভোগ্য অচিৎবস্তুরও পরমাত্মা।

৩ চিদচিৎ-শরীরক বা চিদচিৎ-বিশিষ্ট এই ব্রহ্মের তিন প্রকার উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে। প্রথম—ব্রহ্মের নিজস্বরূপে, দ্বিতীয়—চিৎবস্তু জীবাত্মাতে এবং তৃতীয়—অচিৎবস্তুতে। কিন্তু যখন জীবাত্মাতে কিংবা অচিৎবস্তুতে উপাসনার উল্লেখ থাকে তখন বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত পক্ষে এই উপাসনা তত্তৎ জীবের এবং তত্তৎ অচিৎবস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মারই উদ্দেশ্যে বিহিত, তত্তৎ জীবাত্মা বা অচিৎবস্তুর উদ্দেশ্যে নহে।

ইন্দ্র ( চিৎবস্তু ) এবং প্রাণাদি ( অচিৎবস্তু ) শব্দে এই চিদচিদ্ বস্তুর অন্তরাত্মা পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

প্রাণাধিকরণ সমাপ্ত

---

**প্রথম পাদের সার সংগ্রহ—**

প্রথম পাদে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে—(১) বেদাধ্যয়ণের পর সকাম কর্মের ফল যে অল্প এবং অস্থির ইহা অবগত হইয়া মুমুক্ষু জীব অনন্ত এবং স্থির ফলসাধক ব্রহ্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে, (২) এই পরম ব্রহ্ম অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বলিয়া তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। ( ৩ ) এই ব্রহ্ম জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। ( ৪ ) তিনি নিরতিশয় আনন্দ, সর্বজ্ঞত্ব সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি কল্যাণ-গুণবিশিষ্ট। ( ৫ ) তিনি সমগ্র চেতনবস্তুর ( জীবের ) এবং অচেতন বস্তুর অন্তরাত্মা। (৬) সেইজন্য তিনি চিদ্বস্তু জীব ( বদ্ধ এবং মুক্ত ) এবং অচিদ্বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ( ৭ ) শ্রুতিতে যেখানে চিৎ কিংবা অচিৎবস্তুকে জগৎকারণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থলেই তত্তৎ বস্তুর অন্তরাত্মারূপী পরমাত্মা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ( ৮ ) শ্রুতিতে তিন প্রকার উপাসনার বিধান আছে—(i) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের (ii) ইন্দ্রাদি জীবের এবং (iii) প্রাণাদি অচিৎবস্তুর। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপের ব্যতিরিক্ত যেখানে জীব কিংবা অচিৎবস্তুর উপাসনার উল্লেখ আছে সেখানে প্রকৃতপক্ষে এই উপাসনা তত্তৎ জীবের এবং তত্তৎ অচিৎ-বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মারই উদ্দেশ্যে বিহিত, তত্তৎ জীবাত্মা বা অচিৎবস্তুর উদ্দেশ্যে নহে।

**প্রথম পাদ সমাপ্ত।**

---

# দ্বিতীয় পাদ

**উপক্রমণিকা—**

কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য পরমব্রহ্ম পরমাত্মা বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইলেও এই নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট নহে। এই সকল বাক্য চিদ্বস্তু জীব এবং কোন কোন স্থলে প্রধানের (অচিৎবস্তুর) পক্ষেও প্রযোজ্য, এইরূপ সন্দেহের (যদিও অস্পষ্টরূপ) অবকাশ আছে। এই পাদে (১ম অধ্যায় ২য় পাদে) সেই সকল বাক্যগুলি যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাই বিচারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়া উক্ত সন্দেহ দূর করিবেন।

## ১—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি-অধিকরণ (সূঃ ১-৮)

এই অধিকরণে ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্তরূপ অস্পষ্টভাবে সন্দেহ-জনক বাক্যের (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি) বিচার করিতেছেন ;

**সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

সর্ব্বত্র—সমস্ত স্থলে ; প্রসিদ্ধোপদেশাৎ—প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ আছে বলিয়া (এই সকল শ্রুতিবাক্য পরমব্রহ্মের বোধক)।

**সরলার্থ—**

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—"সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত·········স ক্রতুং কুর্বীত, মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" (ছাঃ ৩।১৪।১,২) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, (কারণ ইহা) ব্রহ্ম হইতেই জাত হয়, তাহাতেই স্থিত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয় ; অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে মন প্রাণ এবং রূপের উল্লেখ থাকায় সন্দেহ হইতে পারে যে, এই শ্রুতি বাক্যের প্রারম্ভে ব্রহ্ম শব্দে নিরাকার ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা হয় নাই কিন্তু জীবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই শঙ্কা নিবারণের জন্য

উপরোক্ত সূত্রটির অবতারণা করা হইয়াছে। এখানে সর্বাত্মক ও সর্বকারণ-রূপে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্ম শব্দ পরমাত্মারই বোধক, জীবের নহে, কারণ একমাত্র পরমাত্মা ব্রহ্মই সর্বত্র সর্বাত্মক এবং সর্বকারণরূপে প্রসিদ্ধ। উক্ত শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা ও সর্বকারণতা প্রসিদ্ধরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

---

## বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥১।২।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিবক্ষিতগুণানাম্ উপপত্তেঃ চ—শ্রুতির অভিপ্রেত গুণগণের (ব্রহ্ম সম্বন্ধে) সঙ্গত হয় বলিয়াও।

সরলার্থ—

প্রথম সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অব্যবহিত পরেই আছে "সত্যসংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তঃ অবাকী অনাদরঃ" (ছাঃ ৩।১৪।২) এই সকল গুণবাচক শব্দ পরমাত্মা পরমব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতে পারে। অতএব মনোময়ত্ব ভারূপত্ব সত্যসংকল্পত্ব সর্বকামত্ব সর্বগন্ধত্ব সর্বরসত্ব প্রভৃতি এই গুণগণবিশিষ্ট বস্তুটি নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে।

---

## অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥১।২।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—পুনশ্চ; অনুপপত্তেঃ—সঙ্গত হয় না বলিয়া; ন শারীরঃ—শরীরধারী (জীব) হইতে পারে না।

সরলার্থ—

পূর্ব দুইটী সূত্রে উক্ত সত্যসংকল্পত্ব সর্বকামত্ব, সর্বরসত্ব সর্বগন্ধত্ব প্রভৃতি গুণ সকল দুঃখবহুল ও অজ্ঞপ্রায় শরীরাভিমানী জীবের পক্ষে সঙ্গত হয় না। এইজন্য মনোময় এবং প্রাণ শরীরাদি শব্দে জীববাচকত্ব-রূপ সন্দেহ থাকিতেই পারে না। এই শব্দগুলি ব্রহ্মবোধক।

---

## কর্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কর্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ—কর্ম এবং কর্তার উপাস্য এবং উপাসকের উল্লেখ হেতু ; চ—ও ; ( মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষ জীব নহে ) ।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রসঙ্গে পরে "এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" ( ছাঃ ৩।১৪।৪ ) অর্থাৎ এখান হইতে ( পরলোক ) প্রয়াণের পর ইহাকে ( মনোময়ত্ব প্রাণশরীরত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বরসত্ব, সর্বগন্ধত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্টকে ) প্রাপ্ত হইব—এই বাক্যের উল্লেখ আছে । এই বাক্যে (উপাসক) জীবকে প্রাপ্তির কর্তারূপে এবং মনোময়ত্ব সর্বসঙ্কল্পত্বাদি গুণবিশিষ্টবস্তুকে কর্মরূপে অর্থাৎ ( উপাস্য ) প্রাপ্যবস্তুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । প্রাপ্য ও প্রাপক বস্তু যখন এক হইতে পারে না তখন এই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু পরমব্রহ্মই, জীব নহে ।

---

## শব্দবিশেষাৎ ॥১।২।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শব্দবিশেষাৎ—যেহেতু শব্দগত পার্থক্যও দেখা যায় ।

সরলার্থ—

আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যের প্রসঙ্গে "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" (ছাঃ ৩।১৪।৪) অর্থাৎ এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে আছেন, এই শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ আছে । এস্থলে এই বাক্যে 'আমার' এই শব্দে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং 'আত্মা' এই শব্দে উপাস্যবস্তুকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । এই শব্দগত পার্থক্যের জন্য বুঝিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তুটি পরমাত্মাই, জীব নহে ।

---

### স্মৃতেশ্চ ॥১।২।৬॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

স্মৃতেঃ চ—যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রেও ( এইরূপ শব্দগত পার্থক্য আছে )।

**সরলার্থ—**

'সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো' ( গীতা ১৫।১৫ ) অর্থাৎ আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি। "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ( গীঃ ১৮।৬১ ) অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করেন ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রের বাক্য হইতেও জানা যায় যে জীব উপাসক এবং ঈশ্বর তাহার উপাস্য। অতএব মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু উপাস্যবস্তু পরমাত্মা, জীব নহে।

---

### অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায্যত্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ—( অর্ভক—ক্ষুদ্র ; ওক—আবাসস্থল ) ক্ষুদ্র পরিমাণ স্থানে অধিষ্ঠান হেতু ; তদ্ব্যপদেশাৎ—সেইরূপ অল্প পরিমাণ বলিয়া নির্দেশের হেতু ; চ—ও ; ন—না ( এই নির্দিষ্ট বস্তু ব্রহ্ম হইতে পারেন না ) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—তাহা বলিতে পার না ; নিচায্যত্বাৎ—উপাস্যত্ব হেতু ; এবম্—এইরূপে ( এই অল্প-পরিমাণরূপে ) নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ( ব্রহ্ম ) ব্যোমবৎ চ—আকাশের ন্যায় ( মহান্‌রূপেও উপদিষ্ট হইয়াছেন )।

**সরলার্থ—**

এই আলোচ্য প্রকরণে আত্মার বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত শ্রুতিতে আছে "এষ ম আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অনীয়ান্ ব্রীহের্বা" ( ছাঃ ৩।১৪।৩ ) এই আত্মা

আমার অন্তর্হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইনি ব্রীহি ( ধান্য ) অপেক্ষাও সূক্ষ্ম : এই বাক্যে আত্মাকে অল্প পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অতএব সন্দেহ হইতে পারে যে এস্থলে এ আত্মা পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে না। এই শঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন—এ সন্দেহ যথার্থ নহে, কারণ, হৃদয় মধ্যে ব্রহ্মকে ( পরমাত্মাকে ) সূক্ষ্মরূপে উপাসনার জন্য এইরূপ অল্প পরিমাণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের প্রকৃত পরিমাণের নির্দেশ নহে। কেন না অন্যত্র শ্রুতিতে এই আত্মা বা ব্রহ্মকেই আবার আকাশের ন্যায় অতি মহান বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে।

---

### সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেন্ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ব্রহ্ম যদি জীব-শরীরের মধ্যে অবস্থান করেন তাহা হইলে জীবের ন্যায় ব্রহ্মকেও ) সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ—সুখদুঃখভোগ ( করিতে হয় ); ইতি চেৎ—ইহা যদি ( বল ) ; ন—না ( তাহা করিতে হয় না ); বৈশেষ্যাৎ—কারণ প্রভেদ আছে।

সরলার্থ—

এখানে আপত্তি হইতেছে যে ব্রহ্ম যদি জীবশরীরে জীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাহারও সুখ-দুঃখাদি ভোগ হইবে। এই আপত্তির খণ্ডনে বলিতেছেন—না, শরীরবর্ত্তী হইয়াও ব্রহ্মকে জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতে হয় না, কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রভেদ আছে। জীব পাপপুণ্যের কর্ত্তা এবং তাহার পাপপুণ্য অনুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং জীব অল্পজ্ঞ ও অল্প শক্তি,

ব্রহ্ম কিন্তু পাপপুণ্যের অতীত এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। অতএব ব্রহ্মের সুখদুঃখভোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

সর্বত্রপ্রসিদ্ধি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ২—অত্তৃ-অধিকরণ ( সূঃ ৯-১২ )

পূর্ব সূত্র হইতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, পরমাত্মা যখন ভোক্তা নহেন এবং জীব যখন ভোক্তা তখন শ্রুতিতে যে যে স্থলে ভোক্তা শব্দের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত স্থলেই এই ভোক্তা শব্দে জীবের নির্দেশ হওয়া উচিত। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য অত্তৃ-অধিকরণের চারটি সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

**অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ** ॥১।২।৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অত্তা—ভোক্তা—( ব্রহ্ম ); চরাচরগ্রহণাৎ—যেহেতু চরাচর যাবৎ পদার্থকে ভোজ্যবস্তুরূপে শ্রুতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে ( সেইহেতু এই ভোক্তা ব্রহ্ম )।

**সরলার্থ—**

কঠোপনিষদে আছে—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥　　( ১।২।২৪ )

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়ে যাঁহার অন্ন এবং মৃত্যু যাঁহার উপসেচন ( অন্নের উপকরণরূপ ঘৃতব্যঞ্জনাদি ), তিনি যে এখানে আছেন তাহা কে জানে? এখানে অত্তা বা ভোক্তা শব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে, জীবকে নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি প্রভৃতি চরাচরের ভক্ষণ বা সংহার পরমাত্মা ব্রহ্ম-কর্তৃকই সম্ভব, জীবকর্তৃক নহে। ( শ্রুতিবাক্যে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই

দুইটি শব্দ সমগ্র জগতের উপলক্ষ্যমাত্র, কারণ ব্রহ্ম কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সংহার ( ভক্ষণ ) করেন না কিন্তু সমগ্র চরাচর জগৎকে সংহার করেন।

---

## প্রকরণাচ্চ ॥১।২।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( উক্ত শ্রুতিবাক্য ) প্রকরণাৎ—যেহেতু ( ব্রহ্মের ) প্রকরণে ; চ—ও ( উল্লিখিত হইয়াছে )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে যে প্রকরণে "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে যাহার অন্ন" ইত্যাদি পূর্বোক্ত বাক্যের উল্লেখ আছে সেই প্রকরণেই আবার উল্লিখিত আছে যে "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ( কঠঃ ১।২।২১ ) অর্থাৎ সেই মহান আত্মাকে অবগত হইলে ধীর ব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না। আত্মা-বিষয়ক এইরূপ উক্তি ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা সম্ভব, জীব সম্বন্ধে নহে। অতএব উক্ত অত্তাপুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্মই, জীব নহে।

---

## গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥১।২।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গুহাং—হৃদয়-গুহার মধ্যে ; প্রবিষ্টৌ—প্রবিষ্ট দুটী ; হি—নিশ্চয় ; আত্মানৌ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটী আত্মা ; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু সেইরূপ ( শ্রুতিতে ) দৃষ্ট হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে' ( কঠঃ ১।৩।১ ) অর্থাৎ জগতে তাহারা উভয়ে সুকৃত কর্মের ফল

ভোক্তা এবং এই সর্বোৎকৃষ্ট (হৃদয়) গুহায় প্রবিষ্ট। এখানে 'উভয়ে গুহায় প্রবিষ্ট' এই বাক্যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই চেতন এবং পরম চেতনকেই বুঝিতে হইবে—চেতন জীব এবং অচেতন বুদ্ধি বা প্রাণকে নহে, যেহেতু শ্রুতিতে অন্যত্রও পরমাত্মা হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হন বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্' (কঠঃ ১।২।১২) অর্থাৎ গুহাস্থিত গহ্বরস্থ পুরাতন দেবতাকে (পরমাত্মাকে)। 'ঋতং পিবন্তৌ' প্রথমোক্ত এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়কে ভোক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করেন এবং পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে কর্মফল ভোগ করেন না তথাপি এইরূপ উক্তির কারণরূপে বলিতেছেন যে, দুইটি পথিকের মধ্যে কেবল একজনের মাথায় ছাতা থাকিলেও যেমন 'ছত্রধারীরা যাইতেছে' এই কথা ব্যবহার হয় এখানেও সেইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মা-কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়া জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্য এই ভোগে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েরই কর্তৃত্ব আছে বলা যাইতে পারে। অতএব নবম সূত্রে উল্লিখিত 'অত্তা'পদে পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে।

---

## বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

বিশেষণাৎ—বিশেষরূপে উল্লেখ হেতু ; চ—ও (পূর্বোক্ত গুহাপ্রবিষ্ট উভয়কে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে)।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে উল্লেখ আছে "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু" (কঠ ১।৩।৩), আত্মাকে রথী বলিয়া এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে ;

"সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ( কঠ ১।৩।৯ ) অর্থাৎ এই রথী পুরুষ বিষ্ণুর পরমপদরূপ পথের শেষ ( গন্তব্য স্থলকে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবাত্মাকে পথিকরূপে এবং পরমাত্মাকে গন্তব্যস্থলরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। এইজন্য, পূর্ব সূত্রে যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেই স্থলেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটিকেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অত্তৃ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—অন্তর-অধিকরণ ( সূঃ ১৩-১৮ )

এই অধিকরণে ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত চক্ষুর অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষ যে পরমাত্মা তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।

**অন্তর উপপত্তেঃ ॥১।২।১৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্তরঃ—অভ্যন্তরে অবস্থিত ( পুরুষ ); ( পরমাত্মাই বটেন ), উপপত্তেঃ—যেহেতু সেইরূপ বুঝা যায়।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মা ইতি হোবাচ, এতদমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি" ( ছাঃ ৪।১৫।১ ) অর্থাৎ এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যায়, ইহাই আত্মা, ইহা অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। এই বাক্যে সন্দেহ হইতে পারে যে এই অক্ষি মধ্যস্থিত পুরুষ কি চক্ষুমধ্যে পতিত বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব? না চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, অথবা জীব, অথবা পরম ব্রহ্ম? ইহার উত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন যে, এই চক্ষুমধ্যস্থ পুরুষ প্রতিবিম্বাদি নহেন, ইনি পরমাত্মা।

৩

কারণ এইস্থলে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্মের উল্লেখ আছে সে সকল পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও বিষয়ে উপপন্ন হইতে পারে না।

---

### স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥১।২।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( শ্রুতিতে অন্যত্র পরমব্রহ্মের ) স্থানাদেঃ—স্থান প্রভৃতির ; ব্যপদেশাৎ চ—উল্লেখ আছে বলিয়াও ( এই অক্ষি পুরুষ পরম ব্রহ্ম )।

সরলার্থ—

আশঙ্কা হইতে পারে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ স্থানবিশেষের অবস্থানের উল্লেখ অসঙ্গত, কারণ তিনি সর্বত্র অবস্থিত। অতএব পূর্বসূত্র ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে না। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য আলোচ্য সূত্রে বলিতেছেন যে শ্রুতিতে অন্যত্রও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে স্থান, নাম, রূপ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যথা "যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" (বৃহদাঃ ৩।৭।১৮) (স্থান) অর্থাৎ যিনি চক্ষুর মধ্যে অবস্থানকরতঃ, 'হিরণ্যশ্মশ্রু' (রূপ) অর্থাৎ স্বর্ণময় শ্মশ্রু ইত্যাদি।

---

### সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥১।২।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ—সুখবিশিষ্ট বা সুখরূপে উল্লেখ আছে বলিয়া ; চ—ও ; এব—নিশ্চয়ই ( অক্ষিপুরুষ পরমব্রহ্ম )।

সরলার্থ—

এই শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে "কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ( ছাঃ ৪।১০।৫ ) অর্থাৎ এই অক্ষিপুরুষ ( চক্ষুমধ্যস্থ পুরুষ ) ( কং ) সুখস্বরূপ এবং ( খং ) আকাশস্বরূপ, তিনি আনন্দময় এবং আকাশের ন্যায় নির্লেপ। অক্ষিপুরুষ এইরূপ আনন্দময় এবং নির্লেপ গুণবিশিষ্ট বলিয়া পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহই নহেন।

## অতএব চ স ব্রহ্ম ॥১।২।১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতএব—এই হেতু নিশ্চয় ; চ—ও ; সঃ—এই অক্ষি পুরুষও ; ব্রহ্ম—পরমাত্মা।

সরলার্থ—

এই অক্ষি পুরুষকে আনন্দময় ও নির্লেপভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি পরমাত্মা ব্রহ্মই। প্রতিবিম্ব, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অথবা অন্য কোন জীবও হইতে পারে না।

---

## শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ( ১-২-১৭ )

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রুতোপনিষৎক-গতি-অভিধানাৎ—যিনি উপনিষদের তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার যে মার্গে গতি বা প্রয়াণ হয় ( অর্চিরাদিমার্গ ), সেইরূপ গতির উল্লেখ হেতু ; চ—ও ( এই অক্ষিপুরুষ পরমাত্মাই )।

সরলার্থ—

উক্ত শ্রুতির এই প্রকরণে আছে "তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি……" ( ছাঃ ৪।১৫।৫ ) অর্থাৎ এই অক্ষি পুরুষকে যিনি জানেন তিনি অর্চিকে প্রাপ্ত হন ; অর্চিরাদিমার্গে প্রয়াণ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। অতএব বুঝা যাইতেছে যে এই অক্ষিপুরুষ পরমাত্মাই, অপর কেহ নহেন।

---

## অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১।২।১৮॥

( চক্ষুতে ও অভ্যন্তরে প্রতিবিম্ব প্রভৃতির ) অনবস্থিতেঃ—( সর্বদা ) অবস্থানের সম্ভাবনা না থাকায় ; অসম্ভবাৎ—( অমৃতত্বাদি ধর্মেরও )

সম্ভাবনা না থাকায়, চ—ও ; ন ইতরঃ—( এই অক্ষি পুরুষ ) প্রতিবিম্ব বা জীব কেহই নহে।

সরলার্থ—

সম্মুখে কোন বস্তু থাকিলে কেবল তখনই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সর্বদা দেখা যায় না ; উক্ত শ্রুতিবাক্যে নির্দিষ্ট অমৃতত্ব প্রভৃতি গুণাবলী ও এই ছায়াপুরুষে থাকা সম্ভব নহে। অতএব এই অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহেন।

অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৪—অন্তর্যামি-অধিকরণ ( সূঃ ১৯—২১ )

এই অধিকরণে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বা উপনিষদে 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো……ইত্যাদি' বাক্যে পৃথিব্যাদির অন্তর্যামী এই পুরুষ পরমব্রহ্ম পরমাত্মাই, তিনি যে জীব বা প্রকৃতি নহেন তাহা বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

---

**অন্তর্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্তর্যামী—'অন্তর্যামী' শব্দের অর্থ পরমাত্মা ; অধিদৈবাধিলোকাদিষু—দেবতা এবং লোক প্রভৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই পুরুষে ; তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ—তাঁহার ( পরমাত্মা পরমব্রহ্মের ) ধর্মের নির্দেশ হেতু।

সরলার্থ—

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ( বৃহদাঃ ৩।৭।৩ ) অর্থাৎ যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে

থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে নিয়মন করেন, ইনিই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ। এই শ্রুতি উক্ত বাক্যে অন্তর্যামী পুরুষ যে জীব হইতে পারেন না এবং ইনি যে পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই নহেন তাহা এই অন্তর্যামী পুরুষের সর্বান্তরত্ব সর্বাত্মকত্ব এবং সর্বনিয়ামকত্ব প্রভৃতি ধর্মের উল্লেখ হইতেই নিশ্চয় করা যায়। এই সকল ধর্ম পরমব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তুতে সম্ভব নহে।

---

**ন চ স্মার্তমতদ্ধর্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১।২।২০॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( এই অন্তর্যামী পুরুষ ) চ স্মার্তম্ ন—এবং স্মৃতিতে উক্ত অচেতন প্রকৃতি বা প্রধানও নহেন ; শারীরঃ চ ন—শরিরাভিমানী জীবও নহেন ; অতর্দ্ধমাভিলাপাৎ—যে সমস্ত ধর্ম তাহাদের সম্ভব নয় সেই সমস্ত ধর্মের উল্লেখ থাকা হেতু।

**সরলার্থ—**

স্মার্ত অর্থাৎ সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত অচেতন প্রভৃতি কিংবা শরীরাভিমানী জীব, কেহই এই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পারে না ; কারণ তৎসম্বন্ধীয় উক্ত শ্রুতিবাক্যে সর্বান্তরত্ব, সর্বাত্মকত্ব ও সর্বনিয়ামকত্ব বা সর্বেশ্বরত্ব ইত্যাদি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে সেগুলি প্রকৃতিতে কিংবা জীবে সম্ভবপর নহে। অতএব, এই অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই নহেন।

---

ইতিপূর্বে, অন্তর্যামী পুরুষের ধর্মসমূহ জীবে সম্ভব হয় না এই পরোক্ষ কারণ দেখাইয়া অন্তর্যামী পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হেতু দেখাইতেছেন ।

### উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১।২।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়ে অপি—( কান্ব এবং মাধ্যন্দিন ) উভয় শাখাতেই ; হি—যেহেতু ; এনম্—এই জীবকেই ; ভেদেন—(পরমাত্মা হইতে) ভিন্নরূপে ; অধীয়তে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সরলার্থ—

যজুর্বেদীয় কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্যামী পুরুষ হইতে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব এই সাক্ষাৎ নির্দেশ হেতু জীব কখনই পরমাত্মা হইতে পারে না।

অন্তর্যামি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৫—অদৃশ্যত্ব-অধিকরণ ( সূঃ ২২-২৪ )

মুণ্ডক উপনিষদে পরাবিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিতগণ যাঁহাকে ভূতযোনি অর্থাৎ সর্বভূতের উৎপত্তিস্থল বলিয়া দর্শন করেন তিনি অক্ষর বস্তু, তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, সর্বগত প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। এই অদৃশত্বাদি গুণবিশিষ্ট অক্ষর ভূতযোনি পুরুষ যে জীব নহেন কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বর তাহাই এই অধিকরণে বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

### অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥১।২।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ—অদৃশত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত ( বস্তুটি পরমাত্মা ) ; ধর্মোক্তেঃ—যেহেতু ( শ্রুতিতে উক্ত স্থলে ) তদুপযুক্ত ধর্মের উল্লেখ রহিয়াছে।

সরলার্থ—

মুণ্ডক উপনিষদে আছে যে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তৎ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্, অগোত্রম্, অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ( মুণ্ড ১।১ ৫,৬ ) অর্থাৎ পরা বিদ্যা অপরা বিদ্যা হইতে পৃথক্, যে পরা বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষর বস্তুকে পাওয়া যায়, যিনি দৃষ্টিযোগ্য নহেন গ্রহণযোগ্য নহেন, যাঁহার গোত্র নাই বর্ণ নাই, যিনি চক্ষু কর্ণ হস্ত পদবিহীন, যিনি নিত্য বিভু সর্বগত এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সর্বজীবের উৎপত্তি স্থল বলিয়া দর্শন করেন। এই ভূতযোনি অক্ষর বস্তু জীব কিংবা প্রধান নহেন, ইনি নিশ্চয়ই পরমাত্মা, কারণ উক্ত শ্রুতিবাক্যের পরেই এই বস্তুকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব অক্ষরত্ব, অদৃশ্যত্ব ইত্যাদি গুণ পরমাত্মা জীব এবং প্রধান এই সমস্ত বস্তুতে থাকা সম্ভব হইলেও সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বশক্তিমত্ব প্রভৃতি গুণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতেই সম্ভব নহে। অতএব সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান ভূতযোনি এই অক্ষর বস্তু নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রধান বা জীব নহে।

---

## বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১।২।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ—বিশেষণ এবং ভেদের নির্দেশ হেতু ও; ( এই অক্ষর ভূতযোনি বস্তু ) ন ইতরৌ—অন্য দুইটী বস্তু নহে ( প্রকৃতি ও পুরুষ নহে, কিন্তু পরমাত্মা )।

সরলার্থ—

এক বিজ্ঞানের জ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান হয় এই প্রকার শ্রুতি-বাক্যে জগৎকারণ বস্তুকে বিশেষিত করা হইয়াছে বলিয়া এবং এই

শ্রুতিতে আলোচ্যমান প্রকরণে 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' ( মুঃ ২।১।২ ) অর্থাৎ অব্যাকৃত সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে পরবস্তু ( শ্রেষ্ঠবস্তু ) যে জীবাত্মা, সেই জীবাত্মা হইতেও যিনি পরবস্তু তিনি পরমাত্মা—এই বাক্যে, প্রকৃতি ও জীব হইতে পরমাত্মার ভেদহেতু এই ভূতযোনি অক্ষর পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা, কিন্তু প্রকৃতি বা জীব নহে।

---

**রূপোপন্যাসাচ্চ** ॥১।২।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

রূপ উপন্যাসাৎ চ—( উক্ত ভূতযোনি অক্ষর বস্তুর একটি বিলক্ষণ ) রূপের উল্লেখও রহিয়াছে বলিয়া ( এই অক্ষর ভূতযোনি বস্তু পরমাত্মা )।

সরলার্থ—

উক্ত শ্রুতিবাক্য প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বাক্যটির উল্লেখ আছে—

"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা।

( মুঃ ২।১।৪ )

অর্থাৎ অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র এবং সূর্য তাঁহার দুই চক্ষু, দিক্‌সমূহ তাঁহার কর্ণদ্বয়, বেদ তাঁহার বাক্যরূপী, বায়ু তাহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার চরণদ্বয় এবং তিনি সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা। তাঁহার এই প্রকার রূপের উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, এই অক্ষর সর্বভূতযোনি বস্তু চিদচিদাত্মক অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তরাত্মারূপী পরমাত্মা। উক্ত রূপোপন্যাসযুক্ত বস্তু কোন জীব বা প্রকৃতির পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

অদৃশ্যত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—বৈশ্বানর-অধিকরণ ( সূঃ ২৫-৩৩ )

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি" ( ছাঃ ৫।১১।৬ ) অর্থাৎ সম্প্রতি আপনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন, অতএব এ বিষয় আমাদিগকে বলুন এইরূপ উপক্রমণিকা করিয়া পরে বলিয়াছেন যে "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" ( ছাঃ ৫।১৮।১ ) অর্থাৎ যে লোক এই প্রদেশ-পরিমিত স্থানে অবস্থিত কিন্তু ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করে, ইত্যাদি বাক্য। এখানে বিচার্য যে, এই বৈশ্বানর শব্দে জঠরাগ্নি, পঞ্চভূতের ভূতাগ্নি, অগ্নিদেবতা কিংবা সর্বভূতান্তরাত্মা পরমাত্মা—নিরূপণ করিতেছে কাহাকে ? এই অধিকরণে বিচার দ্বারা নির্দিষ্ট হইতেছে যে, উক্ত বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে, অপর কাহাকেও নহে ।

---

### বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ॥১।২।২৫॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

বৈশ্বানরঃ—বৈশ্বানর শব্দ ( ব্রহ্মবাচক ) ; সাধারণ শব্দ-বিশেষাৎ—যেহেতু এই বৈশ্বানর শব্দ সাধারণবাচক শব্দ অপেক্ষা বিশেষ অর্থবাচক।

**সরলার্থ—**

এই প্রকরণে পূর্বাপর বাক্যগুলির পরস্পর সঙ্গতির বিচার করিলে বুঝা যায় যে এই বৈশ্বানর শব্দ সাধারণ অর্থবোধক শব্দ নহে কিন্তু বিশেষ অর্থবোধক। তাৎপর্য এই যে, এই প্রকরণের প্রারম্ভে বর্ণিত আছে যে কয়েকজন পণ্ডিত ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কিং ব্রহ্ম ?" অর্থাৎ ব্রহ্ম কি বস্তু আমা-

দিগকে বলুন। তখন অশ্বপতি আত্মবস্তু বিষয়ে এই বিলক্ষণ উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে বৈশ্বানর-আত্মাই পরমাত্মা পরব্রহ্ম,—জঠরাগ্নি ভূতাগ্নি বা অগ্নি দেবতা ( জীব ) নহেন।

---

**স্মর্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥১।২।২৬॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

স্মর্যমাণং—যে বিষয়ে পুনঃপুনঃ স্মরণ করা যায় ; ( অন্যান্য শ্রুতি ও স্মৃতিতে পরমাত্মা বিষয়ে এই প্রকার অগ্নিমূর্দ্ধা অর্থাৎ অগ্নি যাহার মস্তক প্রভৃতি রূপের স্মরণ করা যায় অর্থাৎ উল্লেখ আছে ) ; অনুমানং স্যাৎ— অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'বৈশ্বানর' শব্দ যে পরমাত্মা তাহারই অনুমাপক বা জ্ঞাপক ; ইতি—এই প্রকার অর্থ।

**সরলার্থ—**

পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানর আত্মার যেরূপের উল্লেখ করা হইয়াছে অন্যত্র শ্রুতি ও বিষ্ণুপুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রহ্মের সেই রূপ উল্লেখ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'বৈশ্বানর' শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। যথা—যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিঃ ( মহাভারত শান্তিপর্ব ৪৭।৭০ ) অর্থাৎ অগ্নি যাহার মুখ, দ্যুলোক যাহার শির এবং আকাশ যার নাভি ইত্যাদি।

---

**শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদ্ অসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥১।২।২৭॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

শব্দাদিভ্যঃ—বৈশ্বানর শব্দের অর্থে অগ্নি শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া ; অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ আছে

বলিয়াও ; ইতি চেৎ—( এই বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মবাচক ) নয় ইহা যদি বল ; ন—না তাহা বলিতে পার না ; তথা—ঐ প্রকারে ; দৃষ্টি-উপদেশাৎ—দৃষ্টি অর্থাৎ উপাসনার উপদেশ হেতু ; অসম্ভবাৎ—( জঠরাগ্নিতে এই প্রকরণস্থ ধর্মগুলির অস্তিত্ব ) সম্ভব নহে বলিয়া ; পুরুষম্ অপিচ—পুরুষ বলিয়াও ; এনম্ অধীয়তে—( কোন শ্রুতি ) এই বৈশ্বানরকে উল্লেখ করিয়াছেন ( অতএব এই বৈশ্বানর জঠরাগ্নি হইতে পারেন না, ইনি পরমাত্মা বস্তু ) ।

সরলার্থ—

আশঙ্কা হইতে পারে যে শ্রুতি অগ্নিশব্দে বৈশ্বানরকে অভিহিত করিতেছে এবং সেইজন্যই দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, অতএব এই 'বৈশ্বানর' শব্দে জঠরাগ্নি বুঝিতে হইবে, পরমাত্মাকে নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, না, সে শঙ্কা করা যায় না, কারণ, এই প্রকরণে শ্রুতিতে উপদেশ দিতেছেন যে, দেহাভ্যন্তরস্থ এই জঠরাগ্নিতে তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে দর্শন বা উপাসনা করিতে হইবে। উপরন্তু শাস্ত্রে বৈশ্বানরকে সর্ব প্রাণীর শরীরী পরমাত্মারূপে উপদেশ করা হইয়াছে। যথা "অহম্ বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাম্ দেহমাশ্রিতঃ" ( গীতা ১৫।১৪ ) অর্থাৎ আমি ( শ্রীকৃষ্ণ ) বৈশ্বানররূপে সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করি। এই সর্বাত্মকত্ব উক্তি জঠরাগ্নির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। পুনরায়, শ্রুতিতে বৈশ্বানরকে পুরুষরূপে উল্লেখ আছে, কিন্তু জঠরাগ্নিকে কখনই পুরুষ বলা যায় না। এই পুরুষ শব্দে সর্বত্রই পরমাত্মাকে অভিহিত করা হইয়াছে, অতএব এই বৈশ্বানরশব্দ কিছুতেই জঠরাগ্নি হইতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে।

———

## অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥১।২।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতএব—পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য ; ন দেবতা—( এই বৈশ্বানর ) অগ্নি দেবতা নহে ; ভূতং চ ( ন )—এবং ভূতাগ্নিও নহেন।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত কারণে এই স্থলে উক্ত বৈশ্বানর শব্দের অর্থ দেবতা কিংবা ভূতাগ্নি কোনটিই নহে কিন্তু পরমাত্মাই।

---

## সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥১।২।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সাক্ষাৎ অপি—( এই বৈশ্বানর শব্দে ) সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপদেশেও ; অবিরোধং—বিরোধ নাই ; জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য বলিয়াছেন।

সরলার্থ—

উক্ত শ্রুতির অর্থ বিচারে ২৭শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে বৈশ্বানরশব্দে জঠরাগ্নিরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অর্থাৎ জঠরাগ্নির অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। জৈমিনি ঋষি বলেন যে, এই স্থলে জঠ-রাগ্নিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশে কোন বিরোধ নাই, কারণ এই বৈশ্বানর প্রসঙ্গে অগ্নি শব্দের সহিত অগ্রনয়ন অর্থাৎ ফলসিদ্ধিরূপ গুণেরও উল্লেখ আছে।

---

## অভিব্যক্তেরিতি আশ্মরথ্যঃ ॥১।২।৩০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভিব্যক্তেঃ—অভিব্যক্তির জন্য ( পরমাত্মা এস্থলে প্রাদেশমাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছেন ) ; ইতি—ইহা ; আশ্মরথ্যঃ—আশ্মরথ্য নামক আচার্য ( মনে করেন )।

সরলার্থ—

শঙ্কা হইতে পারে যে এই বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্ম-বাচক হইতে পারে না, কারণ, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মাবস্তু উক্ত শ্রুতিতে প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারেন না। এই শঙ্কার সমাধানের জন্য আচার্য আশ্মরথ্য বলেন যে, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি সর্বত্র সমান নহে। যেখানে অভিব্যক্তি অধিক সেখানেই তাহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। উপাসকগণের হৃদয় প্রদেশে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত করা যায় বলিয়া এই অপরিচ্ছিন্ন বস্তুকে প্রাদেশমাত্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

---

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ॥১।২।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনুস্মৃতেঃ—পুনঃপুনঃ স্মরণ বা উপাসনার জন্য ; ইতি—ইহা ; বাদরিঃ—বাদরি নামক আচার্য ( মনে করেন )।

সরলার্থ—

বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে যে পূর্বোক্ত মস্তক হস্তপদাদিরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে কল্পনা করা হইয়াছে তাহা উপাসনারই নিমিত্ত।

---

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥১।২।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সম্পত্তেঃ—সম্পত্তির বা উপাসনার জন্য ( এইরূপ উক্তি ) ; ইতি—ইহা ; জৈমিনি—জৈমিনি আচার্য ( মনে করেন ) ; তথা হি দর্শয়তি—( শ্রুতিও ) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লেখ আছে "উর এব বেদির্লোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ ( ছাঃ ৫।১৮।২ ) অর্থাৎ ( জীবদেহের ) বক্ষস্থলই ইহার বেদী, লোমসকল ইঁহার পুচ্ছ এবং গার্হপত্য অগ্নিই হৃদয় ইত্যাদি। জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে এই সকল বাক্য প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রত্ব প্রতিপাদনের জন্য অর্থাৎ আহারের সময় প্রাণ অপান প্রভৃতি বায়ুতে আহুতি দেওয়া হয় এই আহুতিকে অগ্নিহোত্র নামক হোমরূপে কল্পনার জন্যই উপাসকের বক্ষ প্রভৃতিকেই বেদী প্রভৃতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

---

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১।২।৩৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এনম্—এই পরমাত্মাকে; অস্মিন্—উপাসকের শরীর-মধ্যে; আমনন্তি চ—ও ( শ্রুতি ) বলিয়া থাকেন।

সরলার্থ—

তস্য হ বা এতস্য……মূর্ধৈব সুতেজাঃ ( ছাঃ ৫।১৮।২ ) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে উপাসকের মস্তক চিবুক ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদ্বারা পরমাত্মাকে এই উপাসকের দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

---

সার সংগ্রহ

২য় পাদের আরম্ভে বলা হইয়াছে যে এই পাদে, যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক বলিয়া স্পষ্টভাবে নির্দেশ নাই, অপর পক্ষে সেই বাক্য গৌণভাবে জীবকেও বুঝাইতে পারে সেগুলি যে সমস্তই ব্রহ্মবাচক, জীববাচক নহে, বিচারপূর্বক তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই পাদের ছয়টি অধিকরণের মধ্যে প্রথম, তৃতীয় এবং ষষ্ঠ অধিকরণে সূত্রকার

ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্ত প্রকার কয়েকটি বাক্য বিচার করিয়াছেন, দ্বিতীয়ে 'কঠ', চতুর্থে 'বৃহদারণ্যক' এবং পঞ্চমে 'মুণ্ডক' শ্রুতির এই প্রকার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। প্রথম অধিকরণে মনোময় এবং প্রাণ-শরীরবিশিষ্ট জ্যোতিরূপ যে পুরুষের উল্লেখ আছে সেই পুরুষ যে জীব নহেন কিন্তু পরমাত্মা পরমব্রহ্মই সেই বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধিকরণে কঠোপনিষদোক্ত যে অত্তা বা ভোক্তা পুরুষ তিনি যে ভোক্তা জীব নহেন কিন্তু পরমাত্মাই, শঙ্কা নিবারণপূর্বক তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধিকরণে ছান্দোগ্যোক্ত চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত পুরুষ এবং চতুর্থ অধিকরণে বৃহদারণ্যোকোক্ত পৃথিব্যাদির অধিদৈব অধিলোকাদি পুরুষ কেহই যে জীব নহে কিন্তু পরমাত্মাই তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রে স্থানবিশেষে 'অক্ষর' শব্দ সূক্ষ্ম প্রকৃতিবাচক, জীববাচক এবং পর-মাত্মাবাচক—এই তিন অর্থবোধক হইতে পারে। মুণ্ডক উপনিষদে পরাবিদ্যা সম্বন্ধে উল্লিখিত অক্ষরবস্তু যে প্রকৃতি কিংবা জীব নহে কিন্তু উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধিকরণে ছান্দোগ্যোক্ত 'বৈশ্বানর' শব্দ যে জঠরাগ্নি, ভূতাদি অথবা অধিদেবতাবোধক নহেন কিন্তু পরমাত্মাবোধক তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

## তৃতীয় পাদ

### উপক্রমণিকা—

দ্বিতীয় পাদের ন্যায় তৃতীয় পাদেও কতকগুলি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া এই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য যে ব্রহ্মবিষয়ে পর্যবসিত তাহা বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। তবে দ্বিতীয় তৃতীয় পাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় পাদের মধ্যে এই সকল শ্রুতিবাক্য স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক না হইয়া গৌণরূপে জীবগ্রাহক সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় পাদের বিচার্য শ্রুতিবাক্যগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টরূপে জীববোধক

এবং প্রকৃতিবাচক বলিয়া প্রতীতি হয়। এই পাদের শ্রুতিবাক্যগুলি কি কারণে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে জীববোধক এবং প্রকৃতিবোধক বলিয়া প্রতীয়মান হয় সূত্রের সরলার্থে তাহা উল্লেখ করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

## ১—দ্যুভ্বাদি-অধিকরণ ( সূঃ ১-৬ )

এই অধিকরণে মুণ্ডক উপনিষদোক্ত স্বর্গ পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের আধারস্বরূপ যে আত্মবস্তু, তাহা জীবাত্মা নহে পরমাত্মাই— এই সিদ্ধান্তটি ৬টি সূত্রে বিচারপূর্বক প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

১ম সূত্রে আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া কি কারণে এই বাক্যোক্ত বিষয় দ্যুলোক ভূলোক আদির আশ্রয়রূপ আত্মবস্তু অধিকতর স্পষ্টরূপে জীববাচক বা প্রকৃতিবাচক তাহা কথিত হইয়া ইহার ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

### দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥১।৩।১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং—দ্যুলোক ( স্বর্গলোক ) ভূলোক প্রভৃতির আধার বা আশ্রয় ( পরব্রহ্ম ); স্বশব্দাৎ—কারণ এই শ্রুতিবাক্যে সেইরূপ অর্থবোধক শব্দের ( 'আত্মা' শব্দের ) উল্লেখ আছে।

**সরলার্থ—**

মুণ্ডকোপনিষদোক্ত এই শ্রুতির বিচার করা হইতেছে—

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

( মুণ্ড ২।২।৫ )

অর্থাৎ যে বস্তুর মধ্যে স্বর্গ পৃথিবী আকাশ এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মন আশ্রিত একমাত্র সেই আত্মবস্তুকেই জান, অন্য বাক্য বর্জন কর, তিনি অমৃতের সেতু। এই শ্রুতির পরবর্তী বাক্য হইতে আরও বুঝা যায় যে,

আশ্রয়স্বরূপ এই আত্মবস্তুও নাড়ীসমূহের আধারস্বরূপ এবং এই বস্তু দেবাদিভেদে বহু প্রকারে জন্মধারণ করে। শঙ্কা হইতে পারে যে, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের আধারবস্তু যাহাতে নাড়ীসমূহও সম্বন্ধযুক্ত এবং যাহা দেবাদিভেদে বহু প্রকারে জন্মগ্রহণ করে এই সকল ধর্ম জীবের অথবা সূক্ষ্ম প্রকৃতির ( সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে মন প্রাণ পৃথিবী প্রভৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া ) ধর্ম, পরমাত্মার নহে। উপরন্তু এই শ্রুতিবাক্যে 'সেতু' শব্দের উল্লেখ থাকায় এবং যেহেতু সেতুর অপর পার আছে কিন্তু ব্রহ্মবস্তু অপার বা অসীম, এইজন্যও এই আত্মবস্তু জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে, পরমাত্মাকে নহে।

এই শঙ্কার সমাধানের বিচারে বলিতেছেন যে, এই শ্রুতিবাক্যে 'আত্মা' শব্দ এবং 'অমৃতস্য সেতুঃ' এই দুটি শব্দের উল্লেখ আছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে এই 'আত্মা' শব্দ সাধারণতঃ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহই অমৃতের সেতু ( মুক্তিলাভের উপায় ) হইতে পারে না। অতএব 'অমৃতের সেতু' এই শব্দটি বিশেষ-রূপে ব্রহ্মবাচক। উক্ত বাক্যে 'আত্মা' এবং 'অমৃতস্য সেতু' এই দুইটি শব্দের উল্লেখ থাকায় দ্যুলোক এবং ভূলোক প্রভৃতির আধারবস্তু পর-মাত্মাই, জীবাত্মা নহে।

---

## মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাচ্চ ॥১।৩।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং ; মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ—যেহেতু মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য-রূপে (এই আত্মবস্তুর) নির্দেশ আছে ; (অতএব এই আত্মবস্তু পরমব্রহ্ম)।

সরলার্থ—

মুণ্ডক উপনিষদে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাহারা এই সংসার

বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যান, দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়রূপ উক্ত পুরুষ তাহাদেরও প্রাপ্যস্বরূপ। যথা—শ্রুতিবাক্য "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি (মুণ্ডক ৩।১।৩)...... তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ (মুঃ ৩।২।৮) অর্থাৎ তখন সেই বিদ্বান পুরুষ পাপপুণ্য বর্জনপূর্বক নির্লেপ হইয়া পরম ব্রহ্মের সাম্য লাভ করেন......ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নামরূপ পরিত্যাগপূর্বক পরাৎপর দিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব দ্যুলোক ভূলোকাদির আশ্রয়ভূত এই আত্মা পরমাত্মাই—জীব নহে।

---

## নানুমানমতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃচ্চ ॥১।৩।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(পূর্বোক্ত স্বর্গ পৃথিবী আদির আধার আত্মবস্তু); অনুমানম্ ন—অনুমানগম্য প্রকৃতি নহে; প্রাণভৃৎ চ ন—প্রাণী বা জীবও নহে; অতচ্ছব্দাৎ—যেহেতু এই প্রসঙ্গে তদ্বাচক কোন শব্দের উল্লেখ নাই।

সরলার্থ—

এই প্রকরণে অচেতন বস্তুবোধক কোন শব্দ নাই বলিয়া সাংখ্যোক্ত অনুমানগম্য প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি এই বাক্যে প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। স্পষ্টরূপে জীববাচক কোন শব্দের উল্লেখও এই প্রসঙ্গে না থাকায় উক্ত বাক্য জীববোধকও নহে, পরন্তু পরম ব্রহ্মই।

---

## ভেদব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভেদব্যপদেশাৎ—ভেদের নির্দেশের অভাবহেতু (উক্ত বাক্য পরমাত্মা-বোধক)।

সরলার্থ—

উক্ত প্রকরণে শ্রুতি বলিয়াছেন—'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ, জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্' ( মুঃ ৩৷১৷২ ) অর্থাৎ ( জীব অবিদ্যার দ্বারা ) বিমোহিত হইয়া শোক করে, কিন্তু যখন নিজ গুণ হইতে পৃথক আনন্দময় ঈশ্বরকে দর্শন করে—এইরূপ জীব এবং ব্রহ্মের ভেদের কথা শ্রুতিতে এবং গীতাদি স্মৃতিতে বহু স্থলে উল্লেখ আছে।

---

## প্রকরণাৎ ॥১৷৩৷৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রকরণাৎ—( পরমাত্মাবোধক ) প্রকরণে উক্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ-হেতু।

সরলার্থ—

মুণ্ডক উপনিষদে এই প্রকরণে প্রথমে কথিত হইয়াছে—'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' (১৷১৷৩) অর্থাৎ হে ভগবান কাহাকে জানিলে এই সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হওয়া যায় ; 'অথ পরা যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে ; যৎ তৎ অদ্রেশ্যম্······তৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ' ( মুঃ ১৷১৷৫,৬ ) অর্থাৎ এই পরাবিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ ( পরমব্রহ্ম ) পরিজ্ঞাত হন, যিনি অদৃশ্যত্বাদি গুণসম্পন্ন, সেই ভূতযোনি পরমব্রহ্মকে জ্ঞানিগণ দর্শন করিয়া থাকেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্মবিষয়ে আলোচ্যমান এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্তু পরমব্রহ্মই—জীব বা প্রকৃতি নহে।

---

### স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১।৩।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্থিতি-অদনাভ্যাং চ—কেবল অবস্থিতিমাত্র এবং ভোগ হেতুও ( পরমব্রহ্ম এবং জীব বিভিন্ন বস্তু )।

সরলার্থ—

শ্বেতাশ্বেতর শ্রুতিতে আছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" ( শ্বে ৪।৬ ) অর্থাৎ ( দেহরূপ ) একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করে, তন্মধ্যে একটি ( জীবাত্মা ) স্বাদু ফল ( প্রিয় কর্মফল ) ভোগ করে, অন্যটি (ব্রহ্ম) ভোগ করে না কেবল দর্শন করে মাত্র। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ এবং আলোচ্যমান প্রকরণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বলিয়া দ্যুলোক ভূলোক আদি আয়তনবিশিষ্ট এই পুরুষ পরমাত্মাই—জীব নহে।

---

## ২—ভূমাধিকরণ ( সূঃ ৭,৮ )

'ভূমা' শব্দের অর্থ বিপুল বা অনন্ত। ইহাকে শ্রুতিতে সুখস্বরূপ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সনৎকুমার-নারদ সংবাদে নারদকে উপদেশকালে সনৎকুমার বলিতেছেন "সুখং তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" অর্থাৎ সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য বস্তু, 'ভূমৈব সুখং' ভূমাই সুখ। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত এই ভূমা শব্দ অতিশয় আনন্দরূপে যদিও জীব-বোধক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তথাপি ইঁহা যে পরমব্রহ্ম তাহাই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এই 'ভূমা' শব্দ কি কারণে জীববোধক তাহা সহজে বুঝিবার জন্য সনৎকুমার-নারদ সংবাদটির উল্লেখ দরকার। জ্ঞান উপদেশ লাভের জন্য নারদ যখন সনৎকুমারের নিকট যাইয়া বলিলেন যে আমি অমুক অমুক

শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি অতএব আমায় জ্ঞান উপদেশ করুন, তখন সনৎকুমার বলিলেন, তুমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ তৎসমুদয় নামেরই অন্তর্গত। এই শুনিয়া নারদকর্তৃক প্রশ্ন এবং সনৎকুমারকর্ত্তৃক তাহার উত্তরে উল্লেখ আছে যে, এই নাম অপেক্ষা বাক্ অধিক, বাক্ অপেক্ষা মন অধিক। এই প্রকার ক্রমশঃ অধিক উল্লেখ করিতে করিতে প্রাণকে সর্বাধিক বলিয়া উল্লেখ করিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরও উপদেশ দিলেন যে, ভূমা অর্থাৎ সর্বাধিক অনন্ত বিভু বস্তুই সুখ এবং অল্প বস্তুতে সুখ নাই।

এই স্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, সুখস্বরূপ এই ভূমা জীবের উদ্দেশ্যেই নির্দেশ করা হইয়াছে কারণ, নারদকে উপদেশের সময় সনৎকুমার নামের অধিক বাক্য ইত্যাদি বলিতে বলিতে ক্রমশঃ প্রাণকে সর্বাধিক বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং এই প্রাণ শব্দ এখানে জীবাত্মাবাচী; অতএব এই ভূমা বা সর্বাধিক বস্তু জীবাত্মা বলিয়া স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

এই ভূমা অধিকরণে এই সন্দেহ নিরাকরণপূর্বক ভূমা শব্দ যে পরমাত্মাবাচকই তাহা প্রতিপাদন করা হইতেছে।

---

## ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥১।৩।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভূমা—ভূমা শব্দের অর্থ (পরমাত্মা); সম্প্রসাদাৎ—(সম্যক্ প্রসীদতি—সম্যক্‌রূপে যিনি প্রসন্ন হন অর্থাৎ সুষুপ্তিদশাপন্ন জীবাত্মা) জীবাত্মা হইতে; অধি—উপরে; উপদেশাৎ—উপদেশ হেতু।

সরলার্থ—

এই ভূমা অধিকরণের উপক্রমে বলা হইয়াছে যে প্রাণের অধিক

আর কোন বস্তু নাই এই বলিয়া ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পম্" ( ছাঃ ৭।২৪।১ ) অর্থাৎ যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, জানা যায় না তাহাই ভূমা ; আর এতদ্ব্যতীত যাহাতে অন্য বস্তু দেখা যায় জানা যায় ও শোনা যায় তাহা অল্প। ইহার দ্বারা সন্দেহ হইতে পারে যে প্রাণরূপে এই জীবই ভূমাবস্তু। এই সন্দেহ নিরাকরণে বলিতেছেন যে, এই প্রকরণের অব্যবহিত পরেই উল্লিখিত অন্য বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাণ অর্থাৎ জীবের পরেও তাহা হইতে আধিক্যযুক্ত বস্তুর উল্লেখ আছে, ইনিই সেই পরমাত্মাই, ভূমা বা বিভু বস্তু—জীব নহে। যথা ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য—'এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।৩।৪ ) অর্থাৎ এই জীব সুষুপ্তিকালে শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিকে ( পরমাত্মাকে ) লাভ করিয়া স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়।

---

**ধর্মোপপত্তেশ্চ** ॥১।৩।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( এই ভূমা প্রকরণে উল্লিখিত ) ধর্মোপপত্তেঃ—ধর্মসমূহের ( পরমাত্মাতেই ) উপপত্তি বা সম্ভাবনা আছে বলিয়া ; চ—ও ( 'ভূমা' শব্দে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে )।

সরলার্থ—

এই প্রকরণে 'ভূমা' শব্দে অমৃতত্ব, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠত্ব, সর্বাত্মকত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সে সমস্ত ধর্ম পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়। যথা—'এতদ্ অমৃতং", "স্বে মহিম্নি", "স এব ইদম্ সর্বম্।" অতএব এই 'ভূমা' শব্দ পরমাত্মারই বোধক—জীবের নহে।

---

## ৩—অক্ষর-অধিকরণ ( সূঃ ৯-১১ )

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদে একটি শ্রুতিবাক্যে 'অক্ষর' পদের উল্লেখ আছে। যথা—কস্মিন্ খলু আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ? স হোবাচ এতদ্বৈ তৎ অক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমো, অবায়ুম্, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশোত্রম্, অবাক্ ইত্যাদি ( বৃহদাঃ ৩।৮।৮ ) অর্থাৎ গার্গী প্রশ্ন করিলেন কাহাতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আকাশ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহা অক্ষর, ব্রাহ্মণেরা বলেন—ইহা স্থূল নয়, ক্ষুদ্র নয়, হ্রস্ব নয়, দীর্ঘ নয়, লোহিত নয়, তরল নয়, ছায়াযুক্ত নয়, অন্ধকারময় নয়, আকাশ নয়, রসযুক্ত নয়, গন্ধযুক্ত নয়, চক্ষুহীন, কর্ণহীন বাক্যহীন ইত্যাদি।

অক্ষর শব্দটি শ্রুতিতে স্থলবিশেষে সূক্ষ্ম প্রকৃতি জীবাত্মা অথবা পরমাত্মাকে বুঝাইয়া থাকে। এই অক্ষর শব্দ সূক্ষ্ম প্রকৃতির বাচক বলিয়া এবং এই সূক্ষ্ম প্রকৃতির বিকার দ্বারা আকাশ উৎপন্ন হয়, সেইজন্য আকাশের আধার বলিয়া এবং এই শ্রুতিতে অক্ষর বস্তুতে আকাশকে ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে বলিয়া এই অক্ষর শব্দ সূক্ষ্মপ্রকৃতি বাচক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

পুনরায়, জীবাত্মা স্বরূপতঃ উক্ত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত অস্থূল, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অসঙ্গ, অচক্ষুষ্ক, অশোত্র, অবাক্ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন বলিয়া এবং আকাশাদি অচিৎ বস্তুর ধারক বলিয়া, উক্ত 'অক্ষর' শব্দ জীববাচক বলিয়াও সন্দেহ হইতে পারে। এই অধিকরণের তিনটী সূত্রে এই 'অক্ষর' শব্দ যে পরমাত্মারই বাচক—জীব কিংবা প্রধানের নহে, বিচারপূর্বক তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

## অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥১।৩।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অক্ষরম্—অক্ষর পদের অর্থ ( পরমাত্মা ) ; অম্বরান্তধৃতেঃ—যেহেতু আকাশ পর্যন্ত সকল বস্তু ধারণের উল্লেখ আছে।

সরলার্থ—

আলোচ্যমান বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিবাক্যটি এই অধিকরণের উপক্রমণিকায় অর্থসহিত লিখিত হইয়াছে এবং কি কারণে এই 'অক্ষর' শব্দ প্রধান বা সূক্ষ্মপ্রকৃতিবাচক কিংবা জীববাচক বলিয়া সন্দেহ হয় তাহাও কথিত হইয়াছে।

এস্থলে অম্বরান্ত শব্দে অর্থাৎ আকাশেরও পারের বা উপরের তত্ত্ব সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধানকে বুঝাইতেছে। এই সূক্ষ্ম প্রকৃতির আধার পরমাত্মা বস্তুই, জীব হইতে পারে না। এই কারণে আলোচ্যমান শ্রুতির অক্ষর শব্দ পরমাত্মারই বাচক—জীব কিংবা প্রধানের বাচক নহে।

---

## সা চ প্রশাসনাৎ ॥১।৩।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সা—অম্বরান্তের এই ধৃতি ; চ—ও ; প্রশাসনাৎ—প্রকৃষ্ট শাসন বা নিয়মনের দ্বারা সম্ভব হয়।

সরলার্থ—

'অক্ষর' শব্দবাচ্য বস্তুটী প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা পৃথিবী হইতে সূক্ষ্মত আকাশ পর্যন্ত যাবৎ বস্তু ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ ধৃতি এবং এইরূপ প্রশাসন পরমাত্মাতেই সম্ভব—নিয়াম্য জীবাত্মা বা অচেতন প্রধানে সম্ভব নহে। অতএব এই অক্ষর শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। যথা— "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ

"( বৃহদাঃ ৩।৮।৯ ), হে গার্গি এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনেই সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে ইত্যাদি।

---

## অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১।৩।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যে ) অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেঃ—পরমাত্মা হইতে অন্য ভাবের ব্যাবৃতি বা নিষেধ হেতু ; চ—ও ( এই অক্ষর শব্দ পরমাত্মারই বাচক )।

সরলার্থ—

আলোচ্যমান অক্ষর শব্দের প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন—এই অক্ষর বস্তু কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় না অথচ দর্শন করে, কাহারও দ্বারা শ্রুত হয় না অথচ শ্রবণ করে ইত্যাদি ( বৃঃ ৩।৮।১১ )। এখানে দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্বাদি ধর্মের উল্লেখ থাকায় এই অক্ষর শব্দের অচেতনত্ব বা প্রধান-বাচকত্ব নিবারিত হইতেছে এবং সকলের অদৃষ্ট অথচ যাবতীয় চিদচিদ্ বস্তুর দ্রষ্টারূপ এই অক্ষর বস্তু জীববাচকও হইতে পারে না। উক্ত ধর্মসকল কেবলমাত্র পরমাত্মাতেই সম্ভব, অতএব এই অক্ষর শব্দ পরমাত্মারই বাচক।

---

### ৪—ঈক্ষতিকর্ম-অধিকরণ ( সূঃ ১২ )

## ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ ॥১।৩।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ঈক্ষতিকর্ম—ঈক্ষণ বা দর্শনরূপ ক্রিয়ার কর্মরূপে বা বিষয়রূপে ; ব্যপদেশাৎ—উপদেশ উল্লেখহেতু ; সঃ—এই দর্শনের বিষয় পরমাত্মা।

সরলার্থ—

আলোচ্যমান বিষয়টী প্রশ্ন উপনিষদের একটী বাক্য অবলম্বনে বিচারিত হইতেছে, যথা—"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 'ওম' ইত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত……স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" (প্রশ্ন ৫।৫) অর্থাৎ যিনি অ, উ, ম এই তিনটী অক্ষরযুক্ত ওঁকার শব্দের দ্বারা পরম পুরুষের ধ্যান করেন…… তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন এবং এই শ্রেষ্ঠ জীবভাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়মধ্যস্থ পুরুষকে ঈক্ষণ বা দর্শন করেন। এখানে সন্দেহ হয় যে, যখন এই ধ্যানকর্তা জীব ব্রহ্মলোকে নীত হন এবং শ্রেষ্ঠ জীব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর পুরুষকে দর্শন করেন তখন এই শ্রেষ্ঠতর পুরুষ হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা (জীবরূপী)।

কিন্তু পূর্বাপর শ্রুতিবাক্যের বিচার এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের বিচার দ্বারা এবং অন্যান্য তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ঈক্ষণের কর্মরূপ বা বিষয়রূপ সেই পদার্থটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা। কারণ, এই শ্রুতিতে উক্ত বাক্যের পরেই উল্লেখ আছে যে, "বিদ্বান পুরুষ ওঁকার অবলম্বনের দ্বারাই সেই শান্ত অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এখানে যে সকল ধর্মের উপদেশ আছে সে সকল কেবল পরম পুরুষেই সঙ্গত হয়। অতএব এই ঈক্ষণ বা দর্শনের বিষয়-বস্তু পরমাত্মা—অপর কেহ নহে।

---

## ৫—দহর-অধিকরণ (সূঃ ১৩-২২)

এই অধিকরণটি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লিখিত 'দহর' শব্দ যে ভূতাকাশ বা জীববাচক নহে কিন্তু পরমব্রহ্মেরই বোধক বিচারপূর্বক তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। যথা ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য—'অথ যদিদম্ অস্মিন্

ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (৮।১।১) অর্থাৎ এই যে ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ হৃদয়ে দহর পুণ্ডরীক অর্থাৎ ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে (হৃদয়াকাশ) তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহাকে অন্বেষণ করিবে, তাহাকে জানা কর্তব্য। এই শ্রুতিতে যে দহরাকাশের (ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশের) উল্লেখ আছে—সেই দহরাকাশকে ভূতাকাশ বা জীব বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। আকাশ শব্দ স্পষ্টভাবেই ভূতাকাশের বোধক, যখন তৎসম্বন্ধে জীব বা পরমাত্মাবোধক অন্য কোন লক্ষণের উল্লেখ না থাকে। এই শ্রুতিবাক্যে যখন বলা হইয়াছে যে এই দহরাকাশের অভ্যন্তরে যে পদার্থ আছে তাহা অন্বেষণ করা উচিত, তখন এই দহরাকাশ অল্প পরিমাণ বলিয়া যে জীবাত্মাবাচক এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু যে পরমাত্মাবাচক সাধারণতঃ এ সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। এই অধিকরণের ১০টি সূত্রে বিচারপূর্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে যে এই দহরাকাশ পরমাত্মারই বাচক—জীববাচক বা ভূতাকাশবাচক নহে। প্রথম চারিটি সূত্রে ভূতাকাশত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে, পরবর্তী ৬টী সূত্রে জীববাচকত্ব খণ্ডন করা হইয়াছে।

---

## দহর-উত্তরেভ্যঃ ॥১।৩।১৩॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

দহরঃ—দহর শব্দের অর্থ (পরমব্রহ্ম); উত্তরেভ্যঃ—এতৎপ্রসঙ্গের পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে (তাহা বুঝা যায়)।

**সরলার্থ—**

যে শ্রুতিবাক্য হইতে মুখ্যতঃ 'দহর' শব্দের অর্থের বিচার হইতেছে—অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্······ইত্যাদি (৮।১।১)—সেই বাক্যটী

এই অধিকরণের উপক্রমণিকায় ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। এই শ্রুতি-বাক্যে হৃদয়-পদ্মের অভ্যন্তরে যে দহরাকাশের উল্লেখ আছে তাহা ভূতাকাশ কিংবা জীবাত্মার বোধক বলিয়া সন্দেহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই দহর শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে, কারণ, এই দহরাকাশের প্রসঙ্গে পরবর্তী শ্রুতিবাক্যগুলি বলিতেছেন যে দহরাকাশরূপ এই আত্মা নিষ্পাপ সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট এবং উক্ত ধর্মসমূহ কেবলমাত্র পরমাত্মা বিষয়েই সম্ভব হইতে পারে, অন্য কোন বিষয়ে সম্ভব নহে। এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ দহরাকাশও সেই পরিমাণ ইত্যাদি।

শ্রীরামানুজ স্বামীর সিদ্ধান্ত—এই 'দহরাকাশ' শব্দের অর্থ পরমব্রহ্ম। এই শ্রুতিবাক্যের পরে 'অস্মিন যৎ অন্তঃ' অর্থাৎ এই দহরাকাশের মধ্যে যাহা আছে—এই 'যাহা' পদে ব্রহ্মের যে অনন্ত গুণরাশি তাহার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে উক্ত শ্রুতিতে 'তৎ অন্বিষ্টব্যম্' অর্থাৎ তাহাকে অন্বেষণ করা কর্তব্য—এই 'তৎ' শব্দে পরমব্রহ্ম এবং তাহার গুণরাশি উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

---

গতিশব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১।৩।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গতিশব্দাভ্যাং—গতি (গম্যস্থলপ্রাপ্তি) এবং শব্দ (অন্যান্য শ্রুতির বাক্য) হইতে; তথাহি দৃষ্টং—সেইরূপ দেখা যায়; লিঙ্গং চ—এইরূপ বোধক চিহ্নও আছে।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরের বাক্যটী "ইমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি (ছাঃ ৮।৩।২) অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ (সুষুপ্তির সময় এই হৃদপদ্মে দহরাকাশরূপ) ব্রহ্মলোকে

গমন করে। তথাপি এই ব্রহ্মলোককে জানিতে পারে না। জীবের প্রত্যহ এই রূপ দহরাকাশে গমনের উল্লেখ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে এই দহরাকাশই ব্রহ্ম। অন্যান্য শ্রুতিবাক্যেও সুষুপ্তির সময় জীবের ব্রহ্মের সহিত মিলনের উল্লেখ আছে। সুষুপ্তির সময় জীব যখন দহরাকাশে গমন করে তখন বুঝিতে হইবে যে, এই দহরাকাশই পরমাত্মা-জ্ঞাপক চিহ্ন।

---

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ধৃতেঃ—ধৃতি বা ধারণ হেতু; চ—ও; মহিম্নঃ—মহিমার বিষয়; অস্য—পরমাত্মার; অস্মিন্—এই দহর-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে; উপলব্ধে—যেহেতু দেখা যায়।

সরলার্থ—

এই দহরাকাশ সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মার জগদ্ধারণরূপ প্রসিদ্ধ মহিমার উল্লেখ আছে। অতএব এই দহরাকাশ নিশ্চয়ই পরমাত্মারই বোধক। যথা—দহর প্রকরণে শ্রুতিবাক্য, "অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিঃ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" ( ছাঃ ৮।৪।১ ) অর্থাৎ পূর্বোক্ত দহরাকাশের নির্দেশের পরে বলা হইতেছে এই সমস্ত জগতের সম্ভেদের বা পার্থক্য নির্দেশের জন্য তিনিই জগতের ধারণকর্তা সেতুস্বরূপ। অন্যত্র শ্রুতিতেও পরমাত্মার ধারকত্বের নির্দেশ আছে—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ( বৃহঃ ৩।৮।৯ ) অর্থাৎ হে গার্গি এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনাধীনে সূর্য এবং চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

---

**প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১।৩।১৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রসিদ্ধেঃ চ—( আকাশ শব্দের ব্রহ্মবোধকত্বের ) প্রসিদ্ধি হেতুও।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে অন্যত্রও আকাশ শব্দে পরমব্রহ্মকে নির্দেশের প্রসিদ্ধি আছে। যথা তৈত্তিঃ শ্রুতিবাক্য—'যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। ( তৈ আন ৭ ) অর্থাৎ যদি এই আকাশ আনন্দস্বরূপ ( ব্রহ্ম ) না হইত। অতএব দহরাকাশ পরমব্রহ্মই, অপর কেহই নহে।

---

এইভাবে এই অধিকরণের ৪টী সূত্রে দহর শব্দের ভূতাকাশ অর্থ খণ্ডন করিয়া অতঃপর ৬টী সূত্রে তাহার জীববাচকত্ব খণ্ডন করিতেছেন—

**ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১।৩।১৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ইতর-পরামর্শাৎ (ছান্দোগ্যের এই প্রকরণে অপর একটী শ্রুতিবাক্যে) জীবরূপ অপর পদার্থের উল্লেখ থাকা হেতু ; স—এই দহরাকাশ জীবই ; ইতি চেৎ—যদি বল ; ন—না, তাহা বলা যায় না ; অসম্ভবাৎ—যেহেতু তাহা অসম্ভব।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্যের এই প্রকরণে অপর একটী শ্রুতিবাক্য "অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা।" (ছাঃ ৮।৩।৪ ) অর্থাৎ এই সম্প্রসাদ* ( শরীর-বিমুক্ত আবির্ভূতস্বরূপ জীব ) শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম

---

* সম্প্রসাদ—যিনি সম্যকরূপে প্রসন্ন হয়। জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া প্রসন্ন হয় বলিয়া সম্প্রসাদ শব্দে সাধারণত জীবকেই বুঝায়।

জ্যোতিরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিয়া স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, ইহাই আত্মা। যদি বলা যায় যে এই 'সম্প্রসাদ' পদে জীব অর্থ ই গ্রহণীয় এবং তজ্জন্য পূর্বোদ্ধৃত উপক্রম বাক্যে ( ৮।১।১ ) দহর শব্দও জীববাচক, তাহা বলিতে পারা যায় না কারণ, দহর সম্বন্ধে নিষ্পাপত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে জীবে সে সকল গুণ থাকা উচিত নয়।

---

## উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৮॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

উত্তরাৎ—( যে শ্রুতিবাক্যে দহর সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে তাহার ) পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে ; চেৎ—যদি ( মনে করা যায় যে, জীবই দহরাকাশবাচ্য—তাহা ঠিক নহে ) আবির্ভূতস্বরূপঃ—( যেহেতু এই পরবর্তী শ্রুতিবাক্যে মুক্তাবস্থ জীবের ) প্রকৃত স্বরূপের আবির্ভাবের কথা বলা হইয়াছে। তু—কিন্তু ( দহরাকাশ সর্বদাই উক্ত কল্যাণগুণ পরিপূর্ণ )।

**সরলার্থ—**

বিচার্যমান দহর সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যের পরে অন্য শ্রুতিবাক্যে প্রজাপতি ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশকালে আত্মাকে 'অপহত-পাপ্‌মা সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি অর্থাৎ নিষ্পাপ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ( ছাঃ ৮।৭।১ ) এই জন্য আশঙ্কা হইতে পারে যে পরবর্তী বাক্যে যখন জীব-শরীরের নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি গুণের নির্দেশ আছে তখন পূর্ববর্তী শ্রুতিবাক্যেও ( প্রকরণের উপক্রমবাক্য ) ( ৮।১।১ ) দহর শব্দে জীবকেই বুঝাইতেছে। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না, কারণ, সংসারদশায় অবিদ্যাদিবশতঃ জীবেরস্বরূপ

তিরোহিত থাকে পরে মুক্তাবস্থায় সেই অপহত-পাপ্‌মত্বাদি গুণবিশিষ্টাদি শরীরের প্রকাশ হয়, কিন্তু দহরাকাশ সর্বদাই নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি কল্যাণ গুণে পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং জীব কখনই পূর্বোক্ত দহরাকাশ হইতে পারে না।

---

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে পূর্বসিদ্ধান্ত যদি ঠিক হয় ( দহর শব্দ নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত পরমাত্মার বোধক ) তাহা হইলে দহর প্রকরণের শেষে প্রজাপতি ইন্দ্র সংবাদে প্রজাপতির উপদেশ বাক্যে ( ৮।৭।১ ) নিষ্পাপত্ব সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট জীবের প্রস্তাবের কারণ কি ? তাহার উত্তর অতঃপর সূত্রে বলিতেছেন—

**অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥১।৩।১৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পরামর্শঃ—( জীবের ) উল্লেখ ; অন্যার্থঃ চ—অন্য উদ্দেশ্যেও করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

দহর বাক্যের পরবর্তী প্রজাপতি বাক্যে জীবের উল্লেখের অন্য উদ্দেশ্য আছে—প্রজাপতিবাক্য—'অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।' ( ছাঃ ৮।৩।৪ ) অর্থাৎ এই শরীর হইতে সমুত্থানের পর জীব পরম জ্যোতিরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে আবির্ভূত হয়। এই বাক্যে দহরাকাশরূপ উপাসনার দ্বারা জীবের স্বরূপের আবির্ভাব সম্পন্ন হয় এই উপদেশের জন্য মুক্ত জীবের নিষ্পাপত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু, জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনের জন্য নহে।

## অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম্ ॥১৷৩৷২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অল্প শ্রুতেঃ—( দহর বিষয়ে ) অল্প পরিমাণত্ব শ্রবণ হেতু ( দহর শব্দ জীববাচক ) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; তৎ উক্তম্—তাহার উত্তর ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে ( নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ—ব্রহ্মসূত্র ১৷২৷৭ )।

সরলার্থ—

যদি আশঙ্কা হয় যে, দহর শ্রুতিতে দহরাকাশকে অল্প পরিমাণযুক্ত বলা হইয়াছে অতএব জীবই এখানে দহরাকাশ শব্দবাচ্য ; তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে না, তাহা হইতে পারে না। কারণ ঐরূপে উপাসনার জন্যই এই অল্প পরিমাণত্বের উপদেশ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে ; ( যথা—নিচায্যত্বাৎ এবম্—সূত্র ১৷২৷৭ )।

---

## অনুকৃতেস্তস্য চ ॥১৷৩৷২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তস্য—তাহার ( দহরাকাশের গুণও কর্মাদির ) ; অনুকৃতেঃ চ—( মুক্ত জীববাচক ) অনুকরণ হেতু ; অর্থাৎ সাম্যভাব প্রাপ্তি হেতু ( জীব দহরাকাশ হইতে পারে না )।

সরলার্থ—

শ্রুতিবাক্য আছে—"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ( মুঃ ৩৷১৷৩ ) অর্থাৎ তখন ( ব্রহ্মদর্শনানন্তর ) সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ বর্জন করতঃ নিরঞ্জন ( সর্বপ্রকার দোষরহিত ) হইয়া ( ব্রহ্মের সহিত ) পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিবাক্য এবং অন্যান্য শ্রুতিতে দহরাকাশ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মসাদৃশ্য লাভের ( অনুকরণের ) উপদেশ হেতু, এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে

পারে না, কারণ, অনুকরণকারী এবং অনুকরণীয় বস্তু অর্থাৎ যিনি অনুকরণ করেন এবং যাহাকে অনুকরণ করা হয় এই দুইটি বস্তু কখনই এক হইতে পারে না।

---

## অপি স্মর্যতে ॥১।৩।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(উপাসনা দ্বারা উপাস্যের সাদৃশ্য লাভ) স্মর্য্যতে অপি—স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে।

সরলার্থ—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (গীঃ ১৪।২) অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমার সমান ধর্ম প্রাপ্ত হয়—এইরূপ পরমাত্মা উপাসনা দ্বারা জীবের তৎ সাদৃশ্যরূপ ফলের উপদেশ বহু স্মৃতিবাক্যে দেখা যায়। সুতরাং পরমাত্মাই এই দহরাকাশ শব্দবাচ্য—জীব নহে।

---

## ৬—<u>প্রমিতাধিকরণ</u> ( সূঃ ২৩,২৪ )

পূর্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে দহরাকাশ ( হৃদয়াকাশ ) অল্প পরিমাণযুক্ত হইলেও উপাসনার জন্য এই অল্পত্বের নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অধিকরণে বলিতেছেন যে শ্রুতি উক্ত অল্প পরিমাণবিশিষ্ট অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত যে পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন তিনি ভূতভবিষ্যৎ যাবৎ পদার্থের নিয়ামক। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অল্প পরিমাণযুক্ত, অতএব ইহা অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না, ইহা অল্প পরিমাণ জীবেরই বাচক। এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ যে জীববাচক নহে কিন্তু পরমাত্মারই বাচক তাহা এই অধিকরণের দুইটি সূত্রে প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

---

## শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥১।৩।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রমিতঃ—পরিমিত পুরুষ ( পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ) ; শব্দাদেব—শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সরলার্থ—

কঠ শ্রুতির বহু স্থলে এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যথা—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশানো ভূতভব্যস্ত ন ততো বিজুগুপ্সতে।" ( কঠঃ ২।৪।১২ ) অর্থাৎ এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র ( অঙ্গুলির ন্যায় পরিমাণযুক্ত ) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন। তিনি অতীত এবং ভবিষ্যতের ঈশান বা শাসনকর্তা ইত্যাদি।

এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অল্প পরিমাণযুক্ত এবং জীবও অল্প পরিমিত, এই জন্য এই পুরুষকে জীব বলিয়া সন্দেহের সম্ভাবনা আছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ভূত এবং ভবিষ্যতের নিয়ামক উক্ত শ্রুতিবাক্যে এই গুণের উল্লেখ হেতু নিশ্চিত জানা যায় যে, এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই, জীব নহেন। কারণ, এই সর্বকালবর্তী সর্বতোমুখী শাসন-শক্তি জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে।

——

## হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১।৩।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; হৃদ্যপেক্ষয়া—মনুষ্য হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলিয়া ( এই পুরুষের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণের নির্দেশ হইয়াছে ) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ—যেহেতু ( শাস্ত্র উপদেশ বিষয়ে ) মনুষ্যেরই অধিকার আছে।

সরলার্থ—

উপাসনা বিধায়ক শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার আছে। মনুষ্যের হৃদয়

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত। উপাস্য পরমাত্মা অনন্ত হইলে উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্য হৃদয়ে প্রকট হ'ন। এই কারণে পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

## সপ্তম অষ্টম নবম অধিকরণ ( প্রাসঙ্গিক )

পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে ক্ষুদ্রপরিমাণ মনুষ্য-হৃদয়ে উপাসনার সুবিধার জন্য উপাস্য পরমেশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এতদুপরি আরও বলা হইয়াছে যে উপাসনা বিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রযুজ্য।

অতঃপর তিনটি অধিকরণে [ দেবতা অধিকরণ ( ২৫-২৯ ) মধু-আদি অধিকরণ ( ৩০-৩২ ), অপশূদ্র অধিকরণ ( ৩৩-৩৯ ) ] বিচার করা হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যায় দেবতাদিগের এবং শূদ্রদিগের অধিকার আছে কি-না। অতএব এই পাদের মূল উদ্দেশ্য হইতে এই তিনটি অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়ের কিছু পার্থক্য আছে। সেইজন্য এই তিনটি অধিকরণকে প্রাসঙ্গিক বলিয়া অভিহিত করা হয়।

## ৭—দেবতা অধিকরণ ( সূঃ ২৫-২৯ )

এই অধিকরণের ( ২৫-২৯ ) ৪টি সূত্রে প্রতিপাদন করা হইতেছে যে দেবতা প্রভৃতির ও শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।

---

### তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১।৩।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ ঋষি ( মনে করেন ); তদুপরি অপি—মনুষ্যের উপরে যাঁহারা থাকেন—তাঁহাদেরও অর্থাৎ দেবতাদিগেরও ( ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ); সম্ভবাৎ—যেহেতু তাঁহারাও ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ।

সরলার্থ—

বাদরায়ণ ঋষি মনে করেন যে, মনুষ্যগণের যেমন মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, দেবতাদিগেরও সেইরূপ অধিকার আছে। যেহেতু তাহারাও দেহধারী এবং তাহাদেরও দেহনিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভের প্রয়োজন আছে এবং যেহেতু তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে সমর্থ।

---

## বিরোধঃ কর্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥১।৩।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(যদি দেবতাগণের দেহ আছে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে) কর্মণি—কর্ম বিষয়ে; বিরোধঃ—বিরোধ হয়; ইতি চেৎ—ইহা যদি আপত্তি হয়; ন—সে আপত্তি থাকিতে পারে না; অনেকপ্রতিপত্তেঃ—(দেবতাদিগের একই কালে) অনেক দেহ ধারণ সম্ভব হয় বলিয়া; দর্শনাৎ—এইরূপ দেখা যায় বলিয়া।

সরলার্থ—

যদি বলা যায়—দেবতাদিগের শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলে যদিও বিদ্যাগ্রহণ সামর্থ্যে কোন বিরোধ হয় না তথাপি তাহাদের বিভিন্ন কর্ম বিষয়ে নিশ্চয়ই বিরোধ হইতে পারে, যেহেতু শরীরধারী একই ইন্দ্রের কি প্রকারে বিভিন্ন স্থানে যজ্ঞাদিতে একই সময়ে আবির্ভূত হওয়া সম্ভব হইতে পারে? না—এই আপত্তি ঠিক নয়। কারণ, দেবতাগণ একই সময় অনেক দেহধারণ করিতে পারেন। যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনিগণের একই সময়ে বহু শরীর ধারণপূর্বক বহু কার্য করিবার কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর।

---

## শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥১।৩।২৭

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শব্দে—বৈদিকশব্দে (বিরোধ আছে); ইতি চেৎ—যদি এই আপত্তি হয়; ন—না, সে আপত্তি ঠিক নয় (কারণ); অতঃ—এই বৈদিক শব্দ হইতে; প্রভবাৎ—(দেবতাদির) উৎপত্তি হেতু; প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্—প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) এবং অনুমান (স্মৃতি) প্রমাণ হইতে (তাহা জানা যায়)।

সরলার্থ—

দেহধারী বস্তুমাত্রই অনিত্য (উৎপত্তি-বিনাশশীল)। দেবতাগণের যদি দেহ থাকে, তবে তাহাদিগকেও অনিত্য বলিতে হয়। অতএব ইন্দ্রাদি বৈদিকশব্দ এবং বেদ উভয়কেই অনিত্য বলিতে হয়। এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন—না, এই আপত্তি ঠিক নহে। কারণ, ইন্দ্র কোন একটি বিশেষ জীবের নাম নহে। যখন যে জীব দেবতাদের অধিপতিরূপে অবস্থান করেন তখনই তাহাকে ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। অতএব কোন ইন্দ্রাদিদেবতা অনিত্য হইলেও ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দ এবং বেদ অনিত্য নহে, উভয়েই নিত্য। পূর্ব পূর্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বৈদিকমন্ত্র স্মরণ করিয়া তদনুরূপ দেবতা প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যথা, শ্রুতি—"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ" (তৈ নারা ৬।১।৩৮) অর্থাৎ বিধাতা পূর্বের ন্যায় সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন; স্মৃতি—"বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার-সঃ" (বিঃ পু ১।৫।৬৩) অর্থাৎ বেদের শব্দ হইতেই তিনি দেবাদির সৃজন করিয়াছিলেন। অতএব ইন্দ্রাদি দেবতা অনিত্য হইলেও বেদ এবং বৈদিক শব্দ নিত্য।

———

**অতএব চ নিত্যত্বম্** ॥১।৩।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—পূর্ব স্থত্রের উক্তি হেতু ; এব—নিশ্চয়ই ; চ—ও ; নিত্যত্বম্—বেদের নিত্যত্ব।

সরলার্থ—

যেহেতু ব্রহ্মা বেদের শব্দসমূহ স্মরণ করিয়া তদনুরূপ দেবতামনুষ্যাদি ভূতগণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেইহেতু প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রাদি দেবতার শরীর অনিত্য হইলেও বেদ এবং বৈদিক শব্দসমূহ নিত্য।

---

**সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ** ॥১।৩।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(কল্পসৃষ্টির সময় পূর্বকল্পের মত) সমাননামরূপত্বাৎ—নাম ও আকৃতি সমান হয় বলিয়া ; চ—ও ; আবৃত্তৌ অপি—(প্রতিকল্পে পুনঃ পুনঃ) আগমনেও অবিরোধাৎ—কোন বিরোধ নাই ; দর্শনাৎ স্মৃতেঃ চ—যেহেতু দর্শনে অর্থাৎ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ—

প্রলয়ের সময় সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়। প্রলয়ান্তে পুনঃসৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বৈদিক শব্দ স্মরণ করিয়া পূর্ব পূর্ব কল্পের অনুরূপ নাম ও আকারবিশিষ্ট জীব ও জগৎ সৃষ্ট করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। শ্রুতি এবং স্মৃতি এইরূপ সমান নাম ও রূপবিশিষ্ট সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—শ্রুতি, 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ' (তৈ নারা ৬।১।৩৮) ইত্যাদি অর্থাৎ বিধাতা সূর্য এবং চন্দ্রকে পূর্বকল্প অনুগুণ সৃজন করিলেন ইত্যাদি ; স্মৃতি, "যথর্ত্তবৃতুলিঙ্গানি নানারূপানি পর্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথাভাবা যুগাদিষু"

ইত্যাদি, অর্থাৎ বিভিন্ন ঋতুতে ঋতুচিহ্নসমূহ যেমন পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, তেমনি প্রলয়ান্তেও পূর্বকল্পের অনুরূপ বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়, ইত্যাদি।

---

## ৮—মধু-আদি অধিকরণ ( সূত্র ৩০-৩২ )

পূর্ব অধিকরণে প্রতিপন্ন হইল যে, দেবতাদিগেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। এখন সন্দেহ হইতেছে যে, সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার থাকিলেও মধুবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার আছে কি না। এই মধু অধিকরণে ৩টি সূত্রে (৩০-৩২) বিচারপূর্বক তাঁহার মীমাংসা করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী সূত্র পূর্বপক্ষ অর্থাৎ কারণের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই। ৩য় সূত্রটি পূর্বাপর বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে এই মধুবিদ্যা প্রভৃতি বিশেষ বিদ্যাতেও দেবতাদের অধিকার আছে।

---

**মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥১।৩।৩০॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য ( মনে করেন ) ; মধ্বাদিষু—মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে ; অসম্ভবাৎ—অসম্ভাবনা হেতু ; ( দেবতাদিগের ) অনধিকারং—অধিকার নাই।

**সরলার্থ—**

মধুবিদ্যা সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে এই সূর্য দেবগণের মধু ( মধুর ন্যায় আনন্দদায়ী )। এস্থলে সূর্যকে যখন দেবমধু বলিয়া উপাসনার বিধান করা হইয়াছে তখন সূর্যদেবের পক্ষে নিজেকে

মধু কল্পনা করিয়া উপাস্যরূপে উপাসনা করা সম্ভব নহে, অতএব সূর্য-দেবের মধুবিদ্যায় অধিকার নাই। উক্ত শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এই মধুবিদ্যায় উপাসনার ফলে উপাসক অষ্টবসুর একটি বসু নামক দেবত্ব প্রাপ্ত হন। অতএব বসু নামক দেবগণের এই উপাসনায় অধিকার থাকা সম্ভব নহে। বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যায় এইরূপ আরও কয়েকটি বিশেষ বিদ্যা আছে যাহার উপাস্য এবং উপাসনা ফলের বিচারপূর্বক জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে সূর্যদেবের যখন নিজেই নিজের উপাসনা সম্ভব নহে এবং বসু প্রভৃতির পুনরায় বসুত্ব লাভের প্রয়োজন নাই, তখন এইরূপ উপাসনায় তাহাদের অধিকার নাই। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১।৩।৩১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( দেবগণের বিষয়ে ) জ্যোতিষি—জ্যোতিঃ শব্দ-নির্দিষ্ট ব্রহ্ম ; ভাবাৎ—( উপাসনা ) সদ্ভাবহেতু ; চ—ও ( বুঝা যায় যে মধু আদি বিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই )।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিতেছেন—"তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽ-মৃতম্" ( বৃহদারণ্যক ) অর্থাৎ দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে ( পরমাত্মাকে ) আয়ু এবং অমৃতরূপে উপাসনা করেন। এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা দেবতাদের বিশেষ উপাসনার উপদেশ বুঝা যায়। অতএব সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যায় মনুষ্য ও দেবতার তুল্য অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যা প্রভৃতি বিশেষ উপাসনায় দেবতার অধিকার নাই ; কেবল মনুষ্যদিগেরই এই অধিকার আছে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥১।৩।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ আচার্য ব্যাসদেব ( মনে করেন ) ; ভাবং অস্তি হি—( এই সাধুবিদ্যা প্রভৃতিতে দেবতাদিগেরও ) অধিকার আছে।

সরলার্থ—

যেখানে সূর্যকে মধু বলিয়া উপাসনার বিধান আছে সেখানে সূর্যদেব তাহার অন্তস্থিত পরমাত্মার উপাসনা করিবেন আর যেখানে বসুত্বপ্রাপ্তি ফলের উল্লেখ আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, বসুগণ পরকল্পে পুনরায় বসুত্ব লভের আকাঙ্ক্ষা রূপ উপাসনার অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

---

## ৯ম—অপশূদ্র অধিকরণ ( সূত্র ৩৩-৩৯ )

আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যখন মুক্তি এবং শূদ্রেরও যখন মুক্তিলাভের-ইচ্ছা আছে এবং তদুপযোগী সামর্থ্যও আছে এবং এই ব্রহ্মবিদ্যায় যখন মানুষেরও অধিকার আছে এবং শূদ্রবর্ণীয় পুরুষ, যখন মনুষ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত তখন ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। এই অধিকরণে ৭টি সূত্রেতে ( ৩-৩৯ ) বিচারপূর্বক নির্ণয় করা হইতেছে যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।

---

## শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥১।৩।৩৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অস্য—ইহার ; শুক—শোক ( হইয়াছিল ) ; তৎ—তাহা বুঝিতে পারা যায় ; অনাদর-শ্রবণাৎ—( তাহার প্রতি ) অবজ্ঞার বিষয় শ্রবণ

করা যায় বলিয়া ; তদা—তখন ( সেই অবজ্ঞার পরেই ) ; আদ্রবণাৎ—( আচার্য সন্নিহিতে ) গমন করিয়াছিলেন বলিয়া ; সূচ্যতে হি—নিশ্চয় সূচিত হয়।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে জানশ্রুতিরাজার একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে উল্লেখ আছে যে, দুইজন মহাত্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবার সময় জানশ্রুতি রাজাকে ব্রহ্মবিদ্যায় অনভিজ্ঞ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই নিন্দা শ্রবণে জানশ্রুতি ক্ষুব্ধ হইয়া তখনই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি রৈক্কের নিকট গমন করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই রৈক্ক ঋষি জানশ্রুতিকে 'শূদ্র' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, রৈক্ক শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া এবং তৎপূর্বে তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায় যে জানশ্রুতি শূদ্র ছিলেন এবং শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।

এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই সূত্রে বলা হইতেছে যে, নিন্দা শ্রবণে জানশ্রুতির শুক অর্থাৎ শোক হইয়াছিল এবং এই শোকের নিমিত্তই তাহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। কারণ, ছান্দোগ্য শ্রুতির আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় যে, এইরূপ শোকাবিষ্ট হইয়া জানশ্রুতি তখনই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থে গুরুর উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। এই শোক এবং তজ্জন্য দ্রুত গমনের সূচনার জন্যই আচার্য রৈক্ক তাহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। কিন্তু শূদ্র জাতীয় বলিয়া নহে, অতএব ইহার দ্বারা শূদ্র জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার প্রতিপাদিত হইতেছে না।

—

### ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ॥১।৩।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ক্ষত্রিয়ত্ব-অবগতেঃ চ—(ক্ষত্রিয় ধর্মের উল্লেখ হেতু জানশ্রুতির) ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতীতি হয় বলিয়াও।

সরলার্থ—

উক্ত শ্রুতিতে এই প্রকরণে উল্লেখ আছে যে, জানশ্রুতি বহুদায়ী অর্থাৎ প্রচুর দানশীল এবং তিনি রৈক্ক ঋষির নিকট সারথি প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রচুর দানকার্য এবং সারথিপ্রেরণরূপ ক্ষত্রিয় ধর্মের উল্লেখহেতুও বুঝিতে হইবে যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু শূদ্র ছিলেন না এবং রৈক্ককর্তৃক তাহাকে শূদ্ররূপে সম্বোধন তাহা জাতি-শূদ্রের অভিপ্রায় নহে।

---

### উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥১।৩।৩৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উত্তরত্র—পরে ; চৈত্ররথেন—(ক্ষত্রিয়) চৈত্ররথের সহিত একত্রে ; লিঙ্গাৎ—নির্দেশ থাকায় (বুঝিতে হইবে যে জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন)।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে এই প্রকরণের শেষাংশে ক্ষত্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ চিত্ররথ বংশ-জাত অভিপ্রতারী নামক সুবিদিত ক্ষত্রিয়ের সহিত জানশ্রুতির একত্রে উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ছিলেন—শূদ্র নহে।

---

### সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারের জন্য) সংস্কার-পরামর্শাৎ—উপনয়ন

সংস্কারের উল্লেখ থাকায়; ( শূদ্রজাতিতে ) তদ্ অভাব অভিলাপাৎ— এই উপনয়ন সংস্কারের অভাবের উল্লেখ থাকায়; চ—ও ( বুঝিতে হইবে যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই )।

সরলার্থ—

বেদাধ্যয়নের পূর্বে উপনয়ন-সংস্কারের প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ দিয়াছেন এবং শূদ্রের এইরূপ সংস্কারের নিষেধ করিয়াছেন। অতএব বেদাধ্যয়নে বা ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই।

---

**তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১।৩।৩৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্ অভাব নির্ধারণে—শূদ্রত্বের অভাব নির্ধারণ হইলে পরে; প্রবৃত্তেঃ চ—তখন ( ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতে ) প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, গৌতম ঋষির নিকট জাবালির পুত্র সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গিয়াছিলেন। গৌতম সত্যকামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোমার গোত্র কি?' সত্যকাম মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিলেন যে তাহার মাতা তাহার গোত্র জানেন না। তখন গৌতম বুঝিলেন যে, বালক যখন সত্যকে ত্যাগ করে নাই তখন সে ব্রাহ্মণ, কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই এইরূপ অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিতে পারে না। এইরূপ বিচারপূর্বক তিনি তখন সত্যকামের উপনয়ন সংস্কার করিয়া তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেও সিদ্ধ হইতেছে যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই।

---

## শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১।৩।৩৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ—( শূদ্রকর্তৃক ) বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে শূদ্রকর্তৃক বেদের শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই।

---

## স্মৃতেশ্চ ॥১।৩।৩৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মৃতেঃ চ—স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ নিষেধ আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

স্মৃতিশাস্ত্রেও শূদ্রের বেদ অধ্যয়ন ও শ্রবণের জন্য দণ্ডের বিধান আছে; অতএব বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই।

---

১।৩।২৪ সূত্র অবধি অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমিত যে পরমাত্মা, বিচারপূর্বক সে বিষয়ে সিদ্ধ করিয়াছেন; ২৫ সূত্র হইতে এই ৩৯ সূত্র অবধি এই ১৫টি সূত্রে প্রাসঙ্গিকরূপে দেবতার ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার এবং শূদ্রজাতির এ বিষয়ে অনধিকার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন এই প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার শেষ করিয়া পুনরায় কঠ উপনিষদের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণত্ব প্রতিপাদক প্রকরণের কোন কোন বাক্যের আলোচনা করা হইতেছে।

### প্রমিতাধিকরণ ( উত্তরাংশ ৪০-৪১ )

( প্রথমাংশ সূত্র ২৩-২৪ )

এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষকে এই অধিকরণে প্রথমাংশে

( সূত্র ২৩, ২৪ ) পরমাত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতঃপর দুইটি সূত্রে অন্য হেতুর বিচার দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় করা হইয়াছে।

**কম্পনাৎ** ॥১।৩।৪০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কম্পনাৎ—( এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত প্রাণের ভয়ে ) সূর্য অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত জগতের কম্পনের উল্লেখ আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

কঠোপনিষদে এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ প্রকরণে উল্লেখ আছে যে,

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ( কঠ ২।৬।২,৩ )

অর্থাৎ ( অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ) প্রাণ স্পন্দমান বা কম্পমান হইলে এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ নিসৃত হয় এবং ইহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ; ইহার ভয়ে অগ্নি সূর্য ইন্দ্র বায়ু ও যম, নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে নির্দিষ্ট প্রাণ, যাঁহা হইতে চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র প্রভৃতি সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইতেছেন এবং যাঁহার প্রতাপে ইঁহারা কম্পিত হইতেছেন অর্থাৎ নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, সেই প্রাণ কি বস্তু ? প্রাণ বায়ু অথবা পরমাত্মা—যাহাকে সেই প্রকরণে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—এই প্রাণ প্রাণবায়ু হইতেই পারে না, পরমাত্মারই বাচক, কারণ এই প্রাণবস্তু হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হয়, ইহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারা যায় এবং ইঁহার ভয়ে চন্দ্র সূর্য ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সাধন করিয়া থাকেন।

——

## জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥১।৩।৪১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( এই প্রকরণে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষের প্রসঙ্গে ) জ্যোতিঃ দর্শনাৎ—জ্যোতির উল্লেখ হেতু।

সরলার্থ—

কঠোপনিষদে এই প্রকরণে আছে 'তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতি ( কঠ ২।৫।১৫ ) অর্থাৎ তাহার ( এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষের ) আভা বা জ্যোতির দ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়। অন্যান্য বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মের জ্যোতির বিষয় উল্লেখ আছে। অতএব এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পদার্থ বস্তুই যে পরম ব্রহ্মই, তাহা সিদ্ধ হইতেছে।

---

## ১০—অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশ-অধিকরণ ( সূত্র ৪২-৪৪ )

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে পূর্বোক্ত দহরাকাশ প্রকরণে শ্রুতিবাক্য আছে 'আকাশো হবৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা ( ছাঃ ৮।১৪।১ ) অর্থাৎ আকাশই নাম ও রূপের ( নামরূপবিশিষ্ট সমগ্র জগতের ) নির্বাহক, ( কারণ ) সেই নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে আছে তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত তিনিই আত্মা। এই শ্রুতিবাক্যটির অব্যবহিত পূর্বে আর একটি শ্রুতিবাক্য আছে যাহা:নিশ্চিতরূপে মুক্ত আত্মারই বোধক। যথা—'অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্ভবামি।' ( ছাঃ ৮।১৩।১ ) অর্থাৎ অশ্ব যেমন রোমসকল কম্পিত করিয়া ধূলারাশি ঝাড়িয়া ফেলে সেইরূপ পাপরাশি বিধৌত করিয়া রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় বিমুক্ত হইয়া এবং ক্ষণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগপূর্বক কৃতার্থ হইয়া ( আত্মদর্শন লাভ করিয়া ) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি। অতএব এই

দুইটি শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য পরস্পর সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সংশয় হয় যে আকাশশব্দ স্পষ্টরূপেই মুক্ত জীবকে নির্দেশ করিতেছে। এই শঙ্কা নিবারণার্থে বলিতেছেন নাম ও রূপবিশিষ্ট সমগ্র জগতের নির্বাহক পুরুষ-রূপ এই 'আকাশ' একমাত্র পরমাত্মারই বাচক হইতে পারে কিন্তু মুক্ত জীবের বাচক হইতে পারে না। কারণ, মুক্ত জীব হইলেও তাহার জগৎ নির্বাহকত্বের কোন শক্তি থাকে না।

এই 'আকাশ' শব্দ যে পরমাত্মারই বাচক—মুক্ত জীবের নহে, তাহা অতঃপর তিনটি সূত্রেও বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন। এই অধিকরণে পরমাত্মা এবং জীব এমন কি মুক্তজীবও যে ভিন্ন বস্তু তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

### আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৪২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আকাশঃ—'আকাশ' শব্দের অর্থ ( পরমাত্মা ) ; অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপ-দেশাৎ—যেহেতু এই আকাশকে নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন বস্তু অর্থাৎ নাম ও রূপবিশিষ্ট পদার্থ সমূহের ( সমগ্র জগতের ) নির্বাহকরূপে তৎসমুদয় হইতে ভিন্ন বস্তু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

এই শ্রুতিবাক্যে 'আকাশ' শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে—মুক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয় নাই। কারণ এই আকাশকে নাম ও রূপবিশিষ্ট জগতের নির্বাহক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পরমব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহই নাম ও রূপের নির্বাহক হইতে পারে না। মুক্ত জীবও জগৎ সৃষ্টির অর্থাৎ নাম ও রূপের নির্বাহক হইতে পারে না, পরমব্রহ্মকর্তৃক নাম ও রূপের এই নির্বাহকত্বের কথা বহু শ্রুতিতে উল্লেখ

আছে। অতএব এই আকাশ শব্দ পরমাত্মাবাচকই, অপর কেহই নহে, এমন কি মুক্ত জীবও নহে।

---

## সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥১।৩।৪৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সুষুপ্তি-উৎক্রান্ত্যোঃ—সুষুপ্তির সময় এবং শরীর হইতে বহির্গমনের সময় ; ভেদেন—( জীব ও পরমাত্মার ) ভেদের নির্দেশহেতু।

সরলার্থ—

এই সূত্রে অন্য শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন বস্তু। যথা—বৃহদারণ্যকে কথিত আছে যে সুষুপ্তি অবস্থায় জীব পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য কিংবা অন্তরস্থ কোন বিষয়েই জানিতে পারে না ( বৃঃ ৬।৩।২১ ) অতএব এই শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে পরমাত্মা এবং জীব ( আলিঙ্গনকারী এবং আলিঙ্গিত বস্তু ) পৃথক বস্তু। পুনরায় এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, দেহত্যাগের সময় এই জীব পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া চলিয়া যায় ( বৃঃ ৬।৩।৩৫ ), সুতরাং অধিষ্ঠাতা ( পরমাত্মা ) অধিষ্ঠিত ( জীবাত্মা ) নিশ্চিতই পৃথক বস্তু।

---

## পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥১।৩।৪৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( শ্রুতিতে এই আলিঙ্গনকর্তা পরমাত্মা বিষয়ে ) পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ—পতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ থাকায় ( বুঝিতে হইবে যে পরমাত্মা এবং জীব ভিন্ন বস্তু )।

সরলার্থ—

সুষুপ্তি-সংক্রান্ত পূর্বোক্ত শ্রুতির অল্প পরেই, বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—'সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ' অর্থাৎ ( সুষুপ্তির সময়ে ) যে প্রাজ্ঞ আত্মা জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করেন এবং মৃত্যুর সময় যিনি জীবাত্মাতে অধিষ্ঠিত হন তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশী এবং সকলের ঈশ্বর, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে নিশ্চিত বুঝা যায় যে আকাশ-বিষয়ে এই সর্বপতিত্ব সর্বেশ্বরত্বাদি ধর্মসমূহ কেবল পরমাত্মাতেই সম্ভব হইতে পারে, মুক্তাবস্থ জীবে এই সকল ধর্ম সম্ভব নহে। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নাম ও রূপে নির্বাহকরূপে 'আকাশ' শব্দে যাহাকে অভিহিত করা হইয়াছে তিনি পরমাত্মাই এবং তিনি মুক্ত জীব হইতেও ভিন্ন।

---

সার-সংগ্রহ—

এই পাদে যে শ্রুতিবাক্যগুলি বিচার করা হইয়াছে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে জীববাচক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তৎসমুদয় যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক, তাহা অন্য শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিদ্বারা বিচারপূর্বক সিদ্ধ করা হইয়াছে। কি কারণে উক্ত শ্রুতিবাক্য-গুলি জীববাচক বলিয়া স্পষ্টতররূপে সন্দেহ হয় তাহাও বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে ১০টি অধিকরণ। তন্মধ্যে ৭টি অধিকরণ মুখ্য এবং ৩টি অধিকরণ ( ৭ম, ৮ম, ৯ম ) ষষ্ঠ অধিকরণের ( প্রমিতাধিকরণ ) প্রসঙ্গে গৌণভাবে বিচার করা হইয়াছে, এই তিনটি অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণের

দুই অংশের মধ্যে স্থাপিত ৭টি মুখ্য অধিকরণের মধ্যে প্রথমটিতে মুণ্ডক দ্বিতীয় পঞ্চম ও দশমে ছান্দোগ্য, তৃতীয়ে বৃহদারণ্যক, চতুর্থটিতে প্রশ্ন, যষ্ঠে কঠ উপনিষদের কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে। প্রথম দ্যুভূ-আদি অধিকরণে, মুণ্ডক উপনিষদুক্ত (২।২।৫,৬) "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী" ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গ পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষের আধারস্বরূপ যে আত্মবস্তু তাহা জীবাত্মা নহে পরমাত্মাই, এই সিদ্ধান্তটি বিচারপূর্বক সিদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভূমা অধিকরণে, ছান্দোগ্যোক্ত (৭।২৪।১) "যত্র নান্যৎ পশ্যতি……স ভূমা ইত্যাদি" বাক্যে এই 'ভূমা' শব্দ অতিশয় আনন্দরূপ বলিয়া জীবাত্মবোধক রূপে প্রতীত হয় বিচারপূর্বক এই সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া উক্ত ভূমা শব্দ যে পরমাত্মারই বোধক তাহা প্রতিপন্ন করা হইতেছে। তৃতীয় অক্ষরাধিকরণে, বৃহদারণ্যক উক্ত (৩।৮।৮) "স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং…ইত্যাদি" বাক্যে 'অক্ষর' শব্দ যদিও কতকগুলি কারণে সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা জীববাচকরূপে সন্দেহ হইতে পারে তথাপি ইহা যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মারই বাচক তাহা সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। চতুর্থ ঈক্ষতিকর্ম অধিকরণে প্রশ্ন উপনিষদুক্ত (৫।৫) "যঃ পুনরেতং…পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত…নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ …পুরুষম্ ঈক্ষতে—ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট ধ্যান এবং দর্শনের বিষয়রূপ যে পুরুষ তিনি জীবরূপী ব্রহ্মা নহেন কিন্তু পরমাত্মা পরমব্রহ্মই তাহা সিদ্ধ করা হইয়াছে। পঞ্চম দহরাধিকরণে, ছান্দোগ্যোক্ত (৮।১।১) "অথ যদিদম্ অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্" ইত্যাদি বাক্যে 'দহর' শব্দ যে ভূতাকাশ বা জীববাচক নহে কিন্তু পরমব্রহ্মেরই বোধক তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ষষ্ঠ প্রমিত-অধিকরণে, কঠ শ্রুতিতে একাধিকবার উক্ত (২।৪।১২,১৩ ; ২।৪।১৭) অন্যান্য শ্রুতিতে উক্ত অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রমিত (পরিমিত) পুরুষ অল্প পরিমাণযুক্ত নির্দ্দিষ্ট হইলেও যে জীব নহেন পরমাত্মাই তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দশম অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশ-

অধিকরণে, ছান্দোগ্যোক্ত (৮।১৪।১) "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্বহিতা"...ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট 'আকাশ' শব্দ যদিও অব্যবহিত পূর্বের শ্রুতিবাক্যের সহিত অর্থসমন্বয় করিলে মুক্ত জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয় তথাপি এই আকাশ শব্দ যে পরমাত্মারই বাচক মুক্ত জীবের নহে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

প্রমিত-অধিকরণের দুইটি অংশের মধ্যে অবস্থিত তিনটি প্রাসঙ্গিক অধিকরণের মধ্যে দেবতা এবং মধু অধিকরণে সিদ্ধ হইয়াছে যে দেবতাগণের মধু-বিদ্যা প্রমুখ সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে এবং (৩য়) অপশূদ্র অধিকরণে বলা হইয়াছে যে এই ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্র জাতির অধিকার নাই।

---
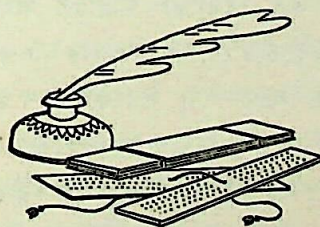
# চতুর্থ পাদ

**উপক্রমণিকা—**

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদে আপাত দৃষ্টিতে যথাক্রমে অস্পষ্টভাবে জীববোধক এবং স্পষ্টভাবে জীববোধক শ্রুতিবাক্য সমূহের বিচার করা হইয়াছে এবং সে গুলি যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মারই বাচক তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন চতুর্থ পাদে কতকগুলি বাক্যের বিচার করা হইবে যেগুলি অচেতন সূক্ষ্ম প্রকৃতিবাচক ( সাংখ্যোক্ত প্রধানবাচক ) অথবা জীববাচক বলিয়া সন্দেহের আভাসযুক্ত অর্থাৎ এইরূপ সন্দেহ ইতিপূর্বে অধ্যায়দ্বয়ে উক্ত দুই জাতীয় শ্রুতিবাক্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর অস্পষ্ট এবং কষ্টকল্পিত। এই বাক্যগুলির উপর বিচার করিয়া সেগুলি যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মবাচক তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

---

## ১—আনুমানিক-অধিকরণ ( সূঃ ১-৭ )

এই অধিকরণে কঠোপনিষদে ( ১৷৩৷১০,১১ ) শ্রুতিবাক্যে (এই পাদের প্রথম সূত্রে উদ্ধৃত করা হইয়াছে) উল্লিখিত অব্যক্ত পদের বিচার-পূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, এই 'অব্যক্ত' শব্দ কাহারও কাহারও মতে সাংখ্যদর্শনোক্ত অনুমানগম্য জগৎকারণরূপ সূক্ষ্ম প্রকৃতির বাচক। এই অধিকরণে বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে এই অব্যক্ত শব্দে এখানে জীবের স্থূল শরীরকেই বুঝাইতেছে সূক্ষ্ম শরীরকে নহে, সাংখ্যদর্শন বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্র অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন এই জন্য সাংখ্যদর্শনোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে আনুমানিক বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধান এবং বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি এই উভয় মতে সূক্ষ্ম প্রকৃতি যদিও জগতের কারণরূপ; কিন্তু প্রভেদ এই যে সাংখ্য মতে প্রধান

স্বতন্ত্ররূপে জগৎ সৃষ্টি করে, পক্ষান্তরে বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি ভগবৎ-পরতন্ত্র হইয়া তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টির উপাদানকারণরূপে নিযুক্ত হয়। অতএব এই অব্যক্ত ( স্থূল শরীর ) জগৎকারণ না হইয়া জগৎকারণ-বস্তুকে ( ব্রহ্মকে ) প্রাপ্তির জন্য সাধনার সহায়।

---

**আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ, ন শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দর্শয়তি চ ॥১।৪।১॥**

আনুমানিকম্ অপি—সাংখ্যদর্শনোক্ত অনুমানকল্পিত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকেও ( জগৎকারণ ) একেষাম্—কাহার কাহার মতে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—না, তাহা বলিতে পার না ; শরীররূপক-বিন্যস্ত-গৃহীতেঃ—উপমার জন্য রূপকভাবে কথিত এই বাক্যে ( অব্যক্ত শব্দ ) শরীররূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ; দর্শয়তি চ—( এতৎ সম্বন্ধীয় কঠোপনিষদ-বাক্যের শেষভাগে—"যচ্ছেদ্ বাঙমনসী……যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ( কঠঃ ১।৩।১৩ ) এই অর্থ ( স্পষ্টভাবে ) দেখানো হইয়াছে।

সরলার্থ—

কঠোপনিষদুক্ত নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, এই বাক্যে উল্লিখিত "অব্যক্ত" শব্দটি সাংখ্য-মতানুযায়ী অনুমানগম্য সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে এবং কেহ কেহ বলেন সাংখ্যমতাবলম্বীগণকর্তৃক 'প্রকৃতিকে' জগৎকারণরূপে বর্ণনা করিবার একটি প্রমাণ হইতেছে এই শ্রুতিবাক্য—

—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

( কঠ ১।৩।১০,১১ )

অর্থাৎ—রূপরসাদিসমন্বিত ভোগ্য বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলিয়া ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ, আত্মা অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, ইহাই পরমগতি। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে এই অব্যক্ত শব্দে সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে এবং এই অব্যক্ত বস্তু মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ। উপরন্তু, এই শ্রুতিবাক্যের তত্ত্বনির্ণয়প্রণালী সাংখ্য-মতের পোষক এবং এই বাক্যে পঞ্চবিংশৎ তত্ত্বরূপ পুরুষের (আত্মার) উপরে আর কোন তত্ত্ব নাই বলা হইয়াছে। অতএব এই শ্রুতি হইতে উক্ত 'অব্যক্ত' বা মূল প্রকৃতি যে জগৎকারণ—এই সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন যে, না তাহা হইতে পারে না যেহেতু এখানে 'অব্যক্ত' শব্দে সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধানকে নির্দেশ করা হইতেছে না।

উপরিউদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পূর্বের অন্য শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, এই 'অব্যক্ত' শব্দ স্থূল শরীরবাচক, কারণ, সেই শ্রুতিবাক্যে জীবকে রূপকভাবে শরীরকে রথরূপে কল্পনা করিয়া জীবকে রথারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্"॥(কঠঃ ১।৩।৩,৪)

অর্থাৎ আত্মাকে রথী বলিয়া এবং শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে। বুদ্ধিকে সারথি মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়কে অশ্ব, ভোগ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের বিচরণভূমি বলিয়া জানিবে। এই বাক্যের পরেও পুনরায় বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়কে বশে আনিতে পারিলে জীব তখন বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয় ( কঠ ১।৩।৯ )।

কঠোপনিষদের এই প্রকরণে পূর্বাপর এই শ্রুতিগুলির বিচার করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব-পূর্ব শ্রুতিবাক্যগুলিতে ( ১।৩,৪,৯ ) বিষ্ণু, আত্মা, শরীর বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগ্য বিষয় এইরূপ ক্রমানুযায়ী পর পর উল্লেখ আছে এবং এই প্রকরণেই পরবর্তী শ্রুতিবাক্য ( ১।৩।১০,১১,১০ ) পুরুষ, অব্যক্ত, আত্মা, বুদ্ধি মন, অর্থ ও ইন্দ্রিয় এই ক্রমানুযায়ী উল্লেখ আছে। একই প্রকরণে এই দুইপ্রকার বাক্যের তাৎপর্য-বিচার এবং সমন্বয় করিলে বুঝা যায় যে, পুরুষ ( পরাগতি ) এবং বিষ্ণু একই বস্তু, এবং শরীর ও অব্যক্ত এক বস্তু। অব্যক্তকে ( শরীরকে ) যে আত্মা (জীবাত্মা) হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, জীব অভীষ্ট লাভের জন্য শরীরের সাহায্যেই চেষ্টা করিতে সমর্থ। অতএব এই অব্যক্ত শব্দ অনুমানগম্য এবং জগৎকারণ হইতে পারে না।

---

পূর্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যার আপত্তি এই হইতে পারে যে স্থূল শরীর তো ব্যক্ত বস্তু। ইহার উদ্দেশ্যে 'অব্যক্ত' শব্দের প্রয়োগ কি প্রকারে সম্ভব ? এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন পরবর্তী সূত্রে।

**সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥১।৪।২॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তু—ইহা সম্ভব ; ( কারণ ), সূক্ষ্মং—শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ( এই অব্যক্ত শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে ) ; তদর্হত্বাৎ—( ভূত-সূক্ষ্মই স্থূল শরীররূপে পরিণত হইয়া ) পুরুষার্থ-সাধনের উপযুক্ত হয় বলিয়া।

**সরলার্থ—**

অব্যক্ত ( সূক্ষ্ম প্রকৃতি ) স্থূল শরীররূপে পরিণত হইয়া শরীরধারী জীবের পুরুষার্থ প্রাপ্তিরূপ উপকার সাধনে সমর্থ। এই কারণে এখানে অব্যক্ত শব্দ স্থূল শরীরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

---

### তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥১।৪।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্-অধীনত্বাৎ—তাঁহার অধীনতা হেতু ; অর্থবৎ—(উপাসনা কার্যে) সার্থক হয়।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত কঠোপনিষদ বাক্যে রথীরূপে কল্পিত জীব এবং রথরূপে কল্পিত শরীর ( অব্যক্ত ) উভয়েই অন্তর্যামী পরমাত্মার অধীন বলিয়া পরমাত্মার উপাসনায় এই আত্মা ও অব্যক্তের নিজ নিজ অধিকারের অন্তর্গত কার্য সার্থক হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্যদর্শনানুযায়ী এই ( অব্যক্ত ) স্বতন্ত্র বস্তু কাহারও অধীন নহে, কিন্তু বেদান্তের অব্যক্ত ঈশ্বরের অধীন, যেহেতু শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর এই ভূতসূক্ষ্মরূপ অব্যক্তের সাহয্যে স্থূল জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে জীবকে প্রবেশ করাইয়া এবং নিজে প্রবেশ করিয়া এতদ উভয়ের নিয়ামক-রূপে অবস্থিত থাকেন। অতএব পরমাত্মার এই অধীনতা হেতু 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থসার্থকতা, কিন্তু সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র অব্যক্তরূপে নহে।

---

### জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।৪।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জ্ঞেয়ত্ব—( যেহেতু এই অব্যক্তকে জানিতে হইবে এই প্রকার ) জ্ঞেয়ত্বের ; অবচনাৎ চ—উপদেশও নাই ; ( অতএব উক্ত অব্যক্ত শব্দকে সাংখ্যের সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলা যায় না )।

সরলার্থ—

সাংখ্যদর্শনে কথিত হইয়াছে যে, মোক্ষলাভের জন্য প্রকৃতি এবং পুরুষ বিষয়ে, জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু কঠোপনিষদে উক্ত এই

'অব্যক্ত' বস্তুকে যে জানিতে হইবে—এইরূপ উপদেশ শ্রুতিতে কোথাও দেখা যায় না। অতএব বুঝা যায় যে এই অব্যক্ত শব্দ সাংখ্য উক্ত অব্যক্ত বা প্রধান নহে কিন্তু ইহা রথরূপে কল্পিত স্থূল শরীর।

---

## বদতীতি চেন্ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১।৪।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বদতি—( এই অব্যক্তকে জানা উচিত ) শ্রুতি ইহা বলিতেছেন ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—না, তাহা বলেন না, হি—যেহেতু ; প্রাজ্ঞঃ—উপনিষদ যে বস্তুকে জ্ঞেয়রূপে বলিয়াছেন তিনি পরমাত্মা ; প্রকরণাৎ—কারণ কঠোপনিষদের যে প্রকরণে এই 'অব্যক্ত' শব্দের উল্লেখ আছে সেই প্রকরণে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বিষয়।

সরলার্থ—

কঠোপনিষদে আলোচ্যমান প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্<br>
তথাঽরসম্ নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।<br>
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্<br>
নিচায্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥"　　( কঠ ১।৩।১৫ )

অর্থাৎ শব্দহীন, স্পর্শহীন রূপহীন ইত্যাদি অনাদি অনন্ত মহত্তত্ত্বেরও পরবর্তী তত্ত্বকে উপাসনার দ্বারা জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। এই শ্রুতিবাক্যে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের অতীত এবং মহত্তত্ত্বেরও উচ্চে স্থিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট এই তত্ত্বকে এই সাংখ্যোক্ত 'অব্যক্ত' বস্তু এবং জ্ঞেয় বস্তু বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—না, সেরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না, কারণ, এই প্রকরণে

অন্যান্যশ্রুতিবাক্য (কঠ ১।৩।৯,১২) পর্যালোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই স্থলে অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি শব্দ স্বরূপান্বিত প্রাজ্ঞ পরমপুরুষ পরমাত্মাকেই উপাস্যরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

---

## ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃপ্রশ্নশ্চ ॥১।৪।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ত্রয়াণাম্ চ এব—(শ্রুতিতে—যম ও নচিকেতা সংবাদে নচিকেতা কর্তৃক) কেবলমাত্র তিনটিই ; এবম্ উপন্যাসঃ—এই প্রকার উল্লেখ ; প্রশ্নঃ চ—এবং প্রশ্নও (দেখিতে পাওয়া যায়)।

সরলার্থ—

কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে নচিকেতা যমকে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—অগ্নিবিদ্যারূপ উপাসনা বিষয়ে, জীবাত্মারূপ উপাসক বিষয়ে এবং পরমাত্মারূপ উপাস্য বিষয়ে। অতএব এই উপাস্য পরমাত্মা, তৎপ্রাপ্তির উপায় বা সাধন এবং সাধক বা উপাসক জীবাত্মা কেবলমাত্র এই তিনটিরই প্রশ্ন ও উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত প্রকৃতির উল্লেখ মাত্রও দেখা যায় না, অতএব এস্থলে সাংখ্য উক্ত অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব সম্ভব নহে।

---

## মহদ্বচ্চ ॥১।৪।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

মহৎ বৎ চ—মহৎ শব্দের প্রয়োগের ন্যায়ও।

সরলার্থ—

'মহৎ' শব্দ স্থলবিশেষে কচিৎ প্রকৃতিবাচক, জীবাত্মবাচক এবং

পরমাত্মবাচক হইয়া থাকে ; সেইরূপ 'অব্যক্ত' শব্দও স্থলবিশেষে পরমার্থ-বোধকঅর্থে ব্যবহার হইতে পারে, অতএব সব দিক্ বিচার করিলে বুঝা যায় যে এই অব্যক্ত শব্দে সাংখ্যোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয় নাই।

আলোচ্যমান শ্রুতিবাক্যে ( কঠ ১।৩।১০ ) 'বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ' অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষা মহান আত্মা উৎকৃষ্ট এ স্থলে আত্ম শব্দের সহিত অভেদরূপে মহৎ শব্দের উল্লেখ থাকায় যেমন বুঝা যায় যে এখানে এই মহৎ শব্দে সাংখ্যোক্ত মহৎ তত্ত্বের অভিপ্রায় নাই, সেইরূপ উক্ত শ্রুতি-বাক্যেই "মহতঃ পরং অব্যক্তং" অর্থাৎ এই মহৎ আত্মা হইতেও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব অব্যক্ত—আত্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে নির্দেশ থাকায় এই অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিবাচক হইতেই পারে না।

আনুমানিক-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—চমস-অধিকরণ ॥ ( ৮-১০ )

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে 'অজামেকাম্' ইত্যাদি বাক্যে ( শ্বেঃ ৪।৫ ) অজা শব্দে প্রধানোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে—এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য এই অধিকরণে দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্য শ্রুতিবাক্য ( বৃহদারণ্যক ) 'চমস্' শব্দের উল্লেখ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

**চমসবদবিশেষাৎ ॥১।৪।৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চমসবৎ—'চমস' শব্দের ন্যায় ; অবিশেষাৎ—কোনরূপ বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ না থাকায়।

সরলার্থ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ( শ্বেঃ ৪।৫ )

অর্থাৎ একটি লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ অজা (জন্মরহিত) বস্তু নিজের অনুরূপ বহু সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই অজাকে ভোগ করিবার জন্য অপর একটি অজবস্তু তাহার সহিত একত্রে শয়ন করে। আর একটি অজবস্তু এই অজাকে ভোগান্তে পরিত্যাগ করে।

সন্দেহ হইতে পারে যে এই শ্রুতিবাক্যে জগৎ সৃষ্টিকারিনী 'অজা' শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে, বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে নহে। সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয়েই সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু প্রভেদ এই যে সাংখ্যোক্ত প্রধান স্বতন্ত্র বা স্বাধীনরূপে সৃষ্টি করিতে সমর্থ কিন্তু বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি পরমেশ্বরের অধীনতায় ব্রহ্মাত্মক হইয়া জগৎসৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহৃত। এই সূত্রে 'চমস' শব্দের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বিচারপূর্বক বলিতেছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'অজা' পদটি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির বাচক হইতে পারে না। কারণ এই শ্রুতিবাক্যে 'অজা' শব্দে তৎপ্রতিপাদক কোনও বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ নাই। শ্রুতিতে এইরূপ বস্তুবিশেষের প্রতিপাদক বিশেষ লক্ষণের ব্যবহারের পদ্ধতি দেখা যায়। যেমন—বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'চমস' (চাম্‌চা) শব্দকে নিম্নভাগে গর্ত ও উপরিভাগে গোলাকৃতি এই দুটি বিশেষ লক্ষণদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। অতএব এই 'অজা' অর্থাৎ জন্মরহিত বস্তু, বেদান্তোক্ত ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতিকেই বুঝাইতেছে কারণ অন্যান্য বেদান্ত বাক্য এবং গীতা বাক্যও জগৎ সৃষ্টিকারিণী

জন্মরহিত এই প্রকৃতিকে ব্রহ্মাত্মিকারূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই অজা প্রকৃতি যে ব্রহ্মাত্মিকা তাহাই অন্য শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন।

---



জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়তে একে ॥১।৪।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—নিশ্চয়; ( এই অজা—বেদান্তোক্ত ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, কারণ, ইহা ); জ্যোতিরুপক্রমা—জ্যোতি হইতে ( ব্রহ্ম হইতে ) উৎপন্ন হইয়াছে; তথাহি অধীয়ত একে—তৈত্তিরীয় শাখিগণ এই 'অজাকে' ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন।

সরলার্থ—

উপনিষদে 'জ্যোতি' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া তৎপরে এই 'অজা' জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ এই জন্মরহিত সূক্ষ্ম-প্রকৃতি যে ব্রহ্মকারণক বা ব্রহ্মাত্মক তৈত্তিরীয় নারায়ণ উপনিষদে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। অতএব এই 'অজা' শব্দ সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রধানের বাচক নহে পরন্তু বেদান্তোক্ত ব্রহ্মাত্মক সূক্ষ্ম প্রকৃতিরই বাচক।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সূক্ষ্ম প্রকৃতি যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এই উৎপন্ন বস্তুকে তদ্বিরুদ্ধ অজা বা জন্মরহিত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

---

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবৎ অবিরোধঃ ॥১।৪।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কল্পনা উপদেশাৎ—সৃষ্টির উপদেশ হেতু; চ—ও, মধু আদিবৎ—( মধু বিদ্যায় উক্ত ) মধু-আদির ন্যায়; অবিরোধঃ—কোন বিরোধ হয় না।

সরলার্থ—

মধুবিদ্যাপ্রকরণে—বসু প্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে উপভোগ করেন বলিয়া 'মধু' ( স্থূল বা কার্যাবস্থায় উপভোগ্য মধুরূপে ) কথিত হইয়াছে আবার প্রলয়কালে কারণ-অবস্থায় তাহার অমধুত্ব ও কথিত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ প্রকৃতির কারণ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 'অজা' বলা হইয়াছে আবার কার্যাবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে জ্যোতিঃ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। অতএব এই 'অজা' এবং 'জ্যোতিরুপক্রমা' শব্দ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

চমস-অধিকরণ সমাপ্ত

——

৩য়—<u>সংখ্যোপসংগ্রহ-অধিকরণ</u> ( সূঃ ১১-১৩ )

এই পাদের প্রথম আনুমানিক-অধিকরণে এবং দ্বিতীয় চমস-অধিকরণে দুটি শ্রুতিবাক্যে উক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিবাচক প্রধান এবং ত্রিগুণাত্মক জন্মরহিত অজা প্রকৃতি যে প্রকৃতপক্ষে বেদান্তোক্ত ভগবৎ-পরতন্ত্র প্রকৃতির বাচক তাহা বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই অধিকরণে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'পঞ্চ পঞ্চজনা' এই সংখ্যাবাচক বাক্যটি যে, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে না পরন্তু বেদান্তোক্ত ভগবৎপরতন্ত্র সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।

——

**ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ** ॥১।৪।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সংখ্যা উপসংগ্রহাৎ—সাংখ্যোক্ত সংখ্যার সহিত সমসংখ্যক হইলেও ; নানাভাবাৎ—পার্থক্যহেতু ; অতিরেকাৎ চ—আধিক্য হেতুও ; ন—এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যক বাক্য সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধান নহে।

সরলার্থ—

বৃহদারণ্যক শ্রুতির নিম্নোক্ত বাক্যটির এখানে বিচার করা হইতেছে।

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।

তমেব মন্যে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥" (বৃহদাঃ ৪।৪।১৭)

অর্থাৎ পাঁচটি 'পঞ্চজন' (পঁচিশটি তত্ত্ব) এবং আকাশ যাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি। যিনি অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মাকে অবগত হন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে এই পঞ্চ পঞ্চজন-রূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাত্মক সাংখ্যোক্ত প্রধানের সহিত সমসংখ্যক বলিয়া ইহা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বই হওয়া উচিত। উত্তরে বলিতেছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু এ স্থলে 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' শব্দে পঞ্চ পদার্থবিশিষ্ট পঞ্চ সংখ্যক অর্থ বুঝাইতেছে। অতএব সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে ইহার পার্থক্য আছে। অধিকন্তু এই শ্রুতিবাক্যে পঞ্চবিংশতি পদার্থ ব্যতীত আকাশ এবং আত্মা এই দুইটিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পারে না।

---

তবে এই পঞ্চ পঞ্চজনা বস্তু কে কে? ইহার উত্তর দিতেছেন নিম্নোক্ত সূত্রে—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১।৪।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(এই পঞ্চজন যে) প্রাণাদয়ঃ—প্রাণ প্রভৃতি; (তাহা) বাক্যশেষাৎ—বাক্য শেষ হইতে (বুঝা যায়)।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরে উল্লেখ আছে যে, "প্রাণস্য প্রাণম্ উত

চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শোত্রস্য শোত্রম্ উত অন্নস্য অন্নং মনসো যে মনো বিদুঃ” ( বৃহদাঃ ৪।৪।১৮ ) অর্থাৎ যাহারা সেই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র অন্নের অন্ন এবং মনের মনকে জানেন ( যাহারা এইরূপ ব্রহ্মকে জানেন )। এখানে পঞ্চজন শব্দ প্রাণ ( বায়ু গুণবিশিষ্ট ), চক্ষু, শ্রোত্র ( কর্ণ ), অন্ন ( পৃথিবী—গন্ধগুণবিশিষ্ট ) এবং মন এই পাঁচটি ব্রহ্মাশ্রিত পদার্থের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই পঞ্চবিংশতি সংখ্যা প্রধানোক্ত পঞ্চবিংশতি সংখ্যা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

---

শুক্ল যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন্ শাখায় পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যটির উল্লেখ আছে। এই যজুর্বেদের কান্ব শাখাতেও এতদনুরূপ বাক্য পাওয়া যায়, তাহাতে ‘অন্নস্য অন্নং’ কথাটি নাই, বাকী চারিটি পদার্থের উল্লেখ আছে। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে কেবল চারিটি শব্দের উল্লেখ থাকায় এস্থলে ‘পঞ্চজনাঃ’ শব্দের প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পরবর্তী সূত্রে ইহার উত্তর দিতেছেন।

## জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥১।৪।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জ্যোতিষা—‘জ্যোতিঃ’ শব্দের দ্বারা ; একেষাম্—অন্য একটি শাখার ( কান্ব শাখার ) ; অন্নে—অন্ন শব্দের ; অসতি—উল্লেখ না থাকায়।

সরলার্থ—

কান্ব শাখায় উক্ত বাক্যটির পূর্বে ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের উল্লেখ আছে। প্রকরণের উপক্রমে উল্লিখিত এই জ্যোতিঃ শব্দ প্রকাশবাচী এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহকে প্রকাশ করে বলিয়া এই জ্যোতিঃ শব্দ ইন্দ্রিয়ের বাচক। অতএব মাধ্যন্দিন শাখার বাক্যের ন্যায় এস্থলে অন্নের উল্লেখ

না থাকিলেও এই জ্যোতি শব্দবাচ্য ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই পঞ্চজন শব্দের পঞ্চত্ব সংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সংখ্যোপসংগ্রহ অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—কারণত্বাধিকরণ ( সূঃ ১৪,১৫ )

সাংখ্যোক্ত প্রধান যে জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তাহার আর একটি কারণ দেখাইয়া এই অধিকরণে সেই সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন। বেদান্তে, সর্বত্রই যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় তাহা কথিত হয় নাই। আবার কোথাও বলা আছে যে "অসদ্বা ইদম-গ্রাসীৎ" (তৈত্তি)—অগ্রে এই জগৎ অসৎরূপে বর্তমান ছিল এবং তাহা হইতেই সৎরূপে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে (ছাঃ ৩)—এই প্রকার আরও শ্রুতি বাক্য আছে। (যথা বৃহদারণ্যকে, "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যা-কৃতমাসীৎ)" যাহা দ্বারা অচেতন প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলা যাইতে পারে। পুনরায়, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহত্ত্বগুণবিশিষ্ট, প্রকৃতির পক্ষেও এই অর্থ প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তি দ্বারা সাংখ্যোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে।

এই অধিকরণের দুটী সূত্রে এই সন্দেহ নিরাকরণপূর্বক পরব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

### কারণত্বেনচাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥১।৪।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আকাশাদিষু চ—আকাশ আদির সৃষ্টিতেও; কারণত্বেন—কারণরূপে (ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হন); যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ—যেহেতু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি প্রভৃতি গুণ ব্রহ্ম বিষয়েই অবধারিত হয়।

সরলার্থ—

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে—আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—ব্রহ্ম প্রথমে তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। প্রশ্নোপনিষদে আছে—ব্রহ্ম প্রথমে প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে সর্বজ্ঞও সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্ম আকাশ, প্রাণ, তেজ প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা। যে সমস্ত সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম বা আত্মা শব্দের উল্লেখ নাই সে সমস্ত স্থলেও সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা বুঝিতে হইবে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে প্রকৃতি জগৎকারণ বলিয়া সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহা যথার্থ নহে। সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্তবাক্যই ব্রহ্মই যে সৃষ্টির কারণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছে।

---

যেখানে শ্রুতি সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে 'এই জগৎ প্রথমে অসৎই ছিল এবং এই অসৎ হইতেই জগৎ সৎরূপে সৃষ্ট হইয়াছে' সেখানে তখন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব কিভাবে প্রতিপন্ন হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

**সমাকর্ষাৎ ॥১।৪।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(প্রকৃতির জগৎকারণতাবোধক উক্ত শ্রুতিবাক্যে) সমাকর্ষাৎ—(সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের) সমাকর্ষণ হেতু অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু।

সরলার্থ—

"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈ আন ৬) অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন; আমি বহু হইব—এই পূর্ব শ্রুতিতে যে সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈত্তি আন ৭) অর্থাৎ ইহা আগে অসৎরূপে স্থিত ছিল, পরবর্তী এই বাক্যেও সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মেরই

সমাকর্ষণ বা সম্বন্ধ হেতু এস্থলে ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা বুঝিতে হইবে। বর্তমানকালে যেরূপ নাম ও রূপের দ্বারা এই জগৎ অভিব্যক্ত পূর্বে সেইরূপ ছিল না বলিয়া 'প্রলয়কালে' নাম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য সৃষ্টিবোধক বাক্যেরও এইরূপ অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

পূর্ব অধিকরণ অবধি ১৫টি সূত্রে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জগৎকারণতা নিরসন এবং পরমব্রহ্মের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অধুনা, ১৬ হইতে ২৮ সূত্রে তিনটি অধিকরণে সাংখ্যোক্ত পুরুষেরও জগৎকারণত্ব নিরসনপূর্বক পরমব্রহ্মের জগকারণত্ব প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

---

## ৫—জগদ্বাচিত্ব-অধিকরণ ( সূত্র ১৬-১৮ )

শ্রুতিতে কোন কোন বাক্যে জগৎকারণরূপে 'পুরুষ'কে অভিহিত করা হইয়াছে এবং সেই পুরুষ সম্বন্ধে এমন গুণের উল্লেখ আছে যাহার দ্বারা সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত এই পুরুষ জীববাচক। এই অধিকরণে কৌষীতকি উপনিষদুক্ত সেইরূপ একটি বাক্যের পূর্বাপর বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইতেছে যে, উক্ত শ্রুত্যুক্ত পুরুষ শব্দটি পরম-ব্রহ্মেরই বাচক—জীববাচক নহে।

### জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১।৪।১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( নিম্নোদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক শ্রুতিবাক্যে 'এতৎ' শব্দটি ) জগদ্বাচিত্বাৎ—সমগ্র জগতের বাচক বলিয়া ( এই শ্রুতিবাক্যের 'পুরুষ' শব্দ সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে কিন্তু পরম ব্রহ্ম )।

সরলার্থ—

কৌষীতকি উপনিষদে রাজা অজাতশত্রু বালাকি নামক ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন—"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্তা যস্য বা এতৎ কর্ম—স বেদিতব্যঃ" ( কৌষী ৪।১৮ ) অর্থাৎ হে বালাকে ! যিনি এই সকল পুরুষের কর্তা এবং ইহা যাঁহার কর্ম তাঁহাকে জানিতে হইবে। এখানে "ইহা যাঁহার কর্ম" এ স্থলে 'যাঁহার' শব্দে পুণ্যপাপরূপ কর্মের কর্তা জীবকে বুঝাইতেছে এবং এই জীবই সেই জ্ঞাতব্য কর্তা পুরুষ এইরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু এই শ্রুতিবাক্যের 'এতৎ' শব্দে পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎকে নির্দেশ করা হইতেছে ( জগদ্বাচিত্বাৎ )। পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে—এই সকল পুরুষের যিনি কর্তা এই সমগ্র জগতেরও যিনি কর্তা তাঁহাকেই জানিতে হইবে। (যদিও জীবের কর্ম অনুসারে ফলভোগের জন্য জগতের বস্তুসকল সৃষ্টি হয়- কিন্তু সেই সৃষ্টির কর্তা পরমব্রহ্ম—জীবের:এই জগৎ সৃষ্টির কোন ক্ষমতা নাই।)

---

## জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ তদ্‌ব্যাখ্যাতম্ ॥১।৪।১৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—( অব্যবহিত পরবর্তী শ্রুতিবাক্যে ) যেহেতু জীবের লক্ষণ এবং মুখ্যপ্রাণের লক্ষণের উল্লেখ আছে ; ন—( অতএব এই পুরুষ ) পরমব্রহ্মবাচক নহে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি হয় ; তদ্‌ব্যাখ্যাতম্—ইতিপূর্বে (১।১।২৯,৩২) বিচার দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে" (কৌষী ৪।২০) অর্থাৎ এই প্রজ্ঞাত্মা আত্ম-

সমূহের দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে। এই ভোক্তৃস্বরূপ জীবের লক্ষণ থাকায় এবং 'অথাস্মিন প্রাণ এবৈকধা ভবতি' (কৌষী ৪।১৯) অর্থাৎ এই প্রাণে একীভাব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ প্রাণধর্মের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এই জ্ঞাতব্য পুরুষ পরমব্রহ্ম নহে কিন্তু জীব কিম্বা মুখ্য-প্রাণ। এই সন্দেহের নিরসনের জন্য বলিতেছেন যে ইতিপূর্বে (১।১।২৯,৩২ সূত্রে প্রাণাধিকরণে প্রতর্দন বিদ্যায়) বিচার দ্বারা উপপন্ন করা হইয়াছে যে, যেখানে উপক্রম বা আরম্ভ এবং উপসংহার বাক্যের বিচার-দ্বারা ব্রহ্ম-বিষয়ে তাৎপর্য নির্ধারিত হয় সেখানে অপর পদার্থবাচক বলিয়া প্রতীয়মান শব্দগুলিকেও এই উপক্রম এবং উপসংহার বাক্যের তাৎপর্য-অনুযায়ী ব্যাখ্যা করাই বিধেয়। বিচার্যমান স্থলে উপক্রমে 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' অর্থাৎ তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি এবং উপসংহারেও 'যিনি এই প্রকার জানেন তিনি সমস্ত পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন' এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম প্রতিপাদনই এই প্রকরণের তাৎপর্য। সুতরাং জীব এবং মুখ্য প্রাণের লক্ষণবাচক শব্দগুলিও ব্রহ্ম বিষয়ে প্রযুক্ত হইতেছে—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। (জীবের লক্ষণ এবং প্রাণের লক্ষণ অন্তর্যামী ব্রহ্মবিষয়েও প্রয়োগ করা যায়।)

---

জীবের লক্ষণসমুহ ব্রহ্মবিষয়ে কিরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

**অন্যার্থস্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১।৪।১৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—এই শব্দ শঙ্কা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য মনে করেন; অন্যার্থং—জীব ভিন্ন অপরের উদ্দেশ্যে (পরমাত্মার উদ্দেশ্যে); প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্—(এই প্রসঙ্গে) প্রশ্ন এবং

তাহার উত্তরে ( এইরূপই বুঝা যায় ) ; অপিচ—উপরন্তু ; একে—কোন কোন শাখীরা ; এবম্—এইরূপ ( পাঠও করিয়া থাকেন ) ।

সরলার্থ—

( শ্রুতিতে ) জীবের লক্ষণসমূহ যে ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহার প্রমাণস্বরূপ এই সূত্রে দুইটী উদাহরণ দিতেছেন। প্রথম—আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে অজাতশত্রু-বালাকি সংবাদে শ্রুতিতে প্রশ্নোত্তর-রূপে ব্রহ্মবস্তু বিচারিত হইয়াছে যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে পরমাত্মা হইতেই জীবের উৎপত্তি হয় এবং সেই পরমাত্মবস্তুকে বুঝাইবার জন্য জীব ও প্রাণের প্রসঙ্গ অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য—"ক্বৈষ এতদ্‌বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট" ( কৌষী ৪।১৮ ) হে বালাকে এই পুরুষ কোথায় শয়ন করিয়াছিল ইত্যাদি ; "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ( কৌষী ৪।১৯ ) তখন সে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়। এ স্থলে প্রাণ শব্দে পরমাত্মা বুঝাইতেছে। পুনরায় এই প্রসঙ্গে "এতস্মাৎ আত্মনঃ" ইত্যাদি বাক্যে আত্মা শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে। বাজসেনীয় শাখীরা বালাকি অজাতশত্রু সংবাদে পরমাত্মবিষয় প্রতিপাদনের জন্য জীব-লক্ষণের আরও স্পষ্টভাবে অবতারণা করিয়াছেন। বাজ-সেনীয় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য—এই বিজ্ঞানময় পুরুষ ( জীব ) যখন সুষুপ্ত থাকেন তখন এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত নিজ বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়া এই যে হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ ( দহরাকাশরূপ পরমাত্মা ) তাহার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন।

অতএব এই অধিকরণের তিনটি সূত্রে বিচার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে পূর্বোদ্ধৃত কৌষীতকি শ্রুতিবাক্যের ( সূঃ ১৪।১৬ ) 'পুরুষ' শব্দটি নিখিল জগতের কারণবস্তু পরমব্রহ্মেরই বাচক কিন্তু সাংখ্যোক্ত পুরুষের ( জীবের ) নহে এবং এই পরমব্রহ্মই জ্ঞাতব্য বস্তু।

জগদ্বাচিত্ব অধিকরণ সমাপ্ত

———

## ৬—বাক্যান্বয়-অধিকরণ (সূঃ ১৯-২২)

উপরোক্ত অধিকরণে শ্রুতি-উক্ত জগৎকারণরূপ পুরুষ যে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে অর্থাৎ বেদান্তোক্ত জীব নহে কিন্তু পরমব্রহ্মই তাহা প্রতিপাদন করিয়া এই অধিকরণে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে যেখানে 'আত্ম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে সেখানে বিশেষ কোন হেতুর নির্দেশ না থাকিলে এই 'আত্ম' শব্দ পরমাত্মাকেই বুঝায় কিন্তু সাংখ্যোক্ত আত্মা বা জীবাত্মাকে বুঝায় না। কি কি কারণে এই আত্মশব্দ পরমাত্মবোধক তাহাই এই অধিকরণের চারিটি সূত্রে উল্লেখ করিতেছেন।

### বাক্যান্বয়াৎ ॥১।৪।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বাক্যানাং—(এই প্রকরণের পূর্বাপর) সমস্ত শ্রুতিবাক্যের ; অন্বয়াৎ—(পরমাত্মাতেই) তাৎপর্য আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদে* 'আত্মাকেই জানা কর্তব্য'—এইরূপ উপদেশ আছে। এই আত্মা শব্দে যে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে জীবাত্মাকে নহে তাহাই এই শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রুতিবাক্য—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি" অর্থাৎ পতির সন্তোষের জন্য পতি প্রিয় হন না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হইয়া থাকেন (বৃহদাঃ ৪।৫।৬) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো, মৈত্রেয়ি আত্মনি বা খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্" (বৃহদাঃ ৪।৫।৬) অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করিবে। হে

* মৈত্রেয়ী—যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী।

মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন এবং বিশেষ জ্ঞান হইলে পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎই বিজ্ঞাত হওয়া যায়। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই আত্মশব্দ জীবাত্মাবাচক কারণ, পতি পত্নী পুত্র মিত্র গৃহ বিত্ত প্রভৃতি প্রীতির বিষয় সম্পর্কিত এই আত্মা পরমাত্মা হইতে পারে না, পরমাত্মা বিষয়ভোগ করেন না, সুতরাং পরমাত্মার প্রীতি হয় এরূপ ধারণা যুক্তি-বিরুদ্ধ। অতএব এই আত্মাশব্দে জীবাত্মা বুঝাইতেছে এবং এই জীবাত্মাই জ্ঞাতব্য। এই আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য বলিতেছেন যে এই প্রকরণের পূর্বাপর সমস্ত বাক্যগুলি বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে এই আত্মশব্দ পরমাত্মারই বাচক—জীবাত্মার নহে, কারণ এই প্রসঙ্গের প্রারম্ভে শ্রুতি বলিতেছেন—মৈত্রেয়ী তাহার স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—"আমি যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিব না তাহাতে আমার প্রয়োজন কি ? এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহা আমাকে উপদেশ করুন।" ইহার পরেই যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন।

যাঁহাকে জানিলে অমৃতত্বলাভ করা যায়, যাঁহাকে জানিলে অন্যান্য সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় সেই বস্তু নিশ্চয়ই পরমাত্মা—কখনই জীবাত্মা হইতে পারে না। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য যে বলিতেছেন আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়, আত্মাশব্দ পরমাত্মাবাচক হইলেও এই বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয়। এই বাক্যের তাৎপর্য এইরূপ—পতির (জীবের), প্রিয় হইব এইরূপ ইচ্ছা করিলেই পতির প্রিয় হইবার সামর্থ্য নাই ; কিন্তু পরমাত্মার ইচ্ছা হইলে তখন পতির প্রিয় হইতে পারেন। জীবের পূর্বকর্মানুগুণ পরমাত্মা তাহাদিগকে পতি পুত্র গৃহ বিত্ত ইত্যাদি দ্বারা সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। পরমাত্মার ইচ্ছা না হইলে এই সমস্ত পতি পুত্র প্রীতিদায়ক হইতে পারে না। যে আনন্দময় পরমাত্মা নিজ আনন্দ কণামাত্র প্রদান করিয়া পতি পুত্র প্রভৃতিকে আনন্দদান করেন সেই পরমাত্মাই জ্ঞাতব্য বস্তু।

অতএব প্রকরণোক্ত পূর্বাপর বাক্যগুলির তাৎপর্য সমন্বয়ের দ্বারা বুঝা যায় যে, এই আত্মশব্দ পরমাত্মারই বোধক।

---

## প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥১।৪।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রুতির প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ—(একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান) এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য সিদ্ধির ; লিঙ্গম্—লক্ষণহেতু ; আশ্মরথ্যঃ—আশ্মরথ্য নামক আচার্য মনে করেন (এ স্থলে জীবাত্মবাচক আত্মাশব্দে পরমাত্মাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে।)

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের প্রকরণে উল্লেখ আছে "আত্মনো বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতম্" অর্থাৎ আত্মার বিষয় বিশেষ জ্ঞান হইলে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। 'একটির বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান' শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞাবাক্য কেবল পরমাত্মার বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়, জীবাত্মার বিজ্ঞানের দ্বারা নহে। এই কারণে আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে। তিনি আরও মনে করেন যে, যেহেতু এই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই বিলীন হয় এইজন্য ইহা ব্রহ্মেরই কার্যস্বরূপ এবং ব্রহ্ম-কার্যরূপ এই জীবাত্মা কারণরূপ ব্রহ্মের শরীরেই সন্নিবিষ্ট থাকে এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। আশ্মরথ্য আচার্যের মতে এই কারণেই জীববাচক 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইয়া 'একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান'—এই প্রতিজ্ঞাবাক্য সিদ্ধ হইয়াছে।

---

## উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিতি ঔড়ুলোমিঃ ॥১।৪।২১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

উৎক্রমিষ্যতঃ—দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের ; এবম্ ভাবাৎ—পরমাত্মার স্বভাবপ্রাপ্তি হয় বলিয়া (জীববাচক 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে); ইতি ঔড়ুলোমিঃ—ইহা ঔড়ুলোমি নামক আচার্য মনে করেন।

**সরলার্থ—**

পূর্ব সূত্রে আশ্মরথ্যের মতে জীববাচক আত্মশব্দে পরমাত্মার নির্দেশের হেতুরূপে বলা হইয়াছে যে জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অতএব ব্রহ্মকার্য, সেইজন্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ঔড়ুলোমি এ কথা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না, তাহার মতে জীবাত্মা মুক্তির সময় দেহ হইতে নির্গমনকালে পরমাত্মার ভাব প্রাপ্ত হয় এই কারণেই জীববাচক আত্মশব্দের দ্বারা পরমাত্মার নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত। যথা শ্রুতিবাক্য—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসংপদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" (ছাঃ ৮।১২।৩) অর্থাৎ এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে নিষ্ক্রমণ করতঃ এবং পরম-জ্যোতিরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক স্বরূপে পরিণত হয়।

---

## অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥১।৪।২২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

(জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার) অবস্থিতেঃ—অবস্থিতির জন্য (আত্ম-শব্দে পরমাত্মার নির্দেশ হইয়াছে); ইতি—ইহা ; কাশকৃৎস্নঃ—কাশ-কৃৎস্ন আচার্য (মনে করেন)।

**সরলার্থ—**

ঔড়ুলোমি আচার্য যে বলিয়াছেন শরীর হইতে উৎক্রমণের সময়

জীবের নিজ প্রকৃতস্বরূপের আবির্ভাব হয়, কাশকৃৎস্ন আচার্য তাহা যুক্তি-যুক্ত মনে করেন না। কারণ এই অভিমতে, মোক্ষলাভের পূর্বে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ প্রভেদ ছিল তাহা জানা যায় না এবং এ বিষয়ে বহু তর্কের অবকাশ থাকিয়া যায়।

কাশকৃৎস্ন আচার্য মনে করেন যে পরমাত্মাই অন্তর্যামিরূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, যথা শ্রুতি—"যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ যিনি আত্মার অন্তরে অবস্থিত থাকেন......ইত্যাদি বাক্য। এইরূপ অবস্থিতির জন্য জীববাচক 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে। কাশকৃৎস্নের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত তাঁহার (পরমাত্মার) তাদাত্ম্যসম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাদাত্ম্যজনিত অভেদ শ্রুতিসমূহ, গুণপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, ব্রহ্ম-উপাসনার দ্বারা মোক্ষ প্রতিপাদিকা শ্রুতিসমূহ এবং জগৎ-কারণবাচী শ্রুতিসমূহের সামঞ্জস্য উপপন্ন হইয়া যায়। কাশকৃৎস্নের মতটিই সূত্রকার বাদরায়ন সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যেহেতু এই অধিকরণে এইটিই শেষ সূত্র।

বাক্যান্বয়-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—প্রকৃতি-অধিকরণ (সূঃ ২৩-২৮)

এই চতুর্থ পাদে পূর্ব অধিকরণ অবধি জগতের নিমিত্তকারণ প্রসঙ্গে উল্লিখিত সাংখ্যোক্ত প্রধান এবং পুরুষ বা বেদান্তোক্ত জীবাত্মা বলিয়া সন্দেহযুক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি যে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝাইতেছে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়া প্রতিপক্ষ মত খণ্ডন করা হইয়াছে। অতঃপর, এই প্রকৃতি-অধিকরণে বলিতেছেন যে এই পরমাত্মা পরমব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণও বটেন। এতদ্বারা পাতঞ্জল যোগদর্শনের মতও খণ্ডন করা হইতেছে।

## প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রকৃতিঃ—উপাদান কারণ ; চ—ও ( পরমাত্মা পরমব্রহ্ম ) ; ( এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত ) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্ত-অনুপরোধাৎ — শ্রুত্যুক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য এবং দৃষ্টান্তের বিরোধ হয় না বলিয়া ।

সরলার্থ—

( পাতঞ্জল যোগদর্শন অনুযায়ী ) পরমব্রহ্মের উপাদান-কারণত্বে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি পরমব্রহ্মকে নিষ্কল ( নিরংশ ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন, অজর, অমর ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতিকে অচেতন বিকারশীলা জন্মরহিত ও নিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব পরমব্রহ্ম ঈশ্বর উপাদান-কারণ হইতে পারেন না, এই প্রকৃতি ব্রহ্মকর্ত্তৃক বিকার প্রাপ্ত হইয়া উপাদান-কারণরূপে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

এই সূত্রে এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া নিমিত্ত-কারণরূপ ব্রহ্মই যে উপাদান-কারণও বটেন তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন ।

শ্রুতিবাক্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত বিষয় জানা হইয়া যায় । যথা, প্রতিজ্ঞাবাক্য "যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্, অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।৩) অর্থাৎ যাঁহাকে ( যে ব্রহ্মকে ) শুনিলে যাঁহাকে জানিলে অশ্রুত সমস্ত বস্তু শোনা এবং জানা হইয়া যায়, ইহাই, এক বিজ্ঞানে সমস্ত বিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য । শ্রুতির দৃষ্টান্তবাক্যে এই ভাবটি আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে । যথা "সৌম্য ! একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ম্ বিজ্ঞাতং স্যাৎ ( ছাঃ ৬।১।৪ ) একটি মৃৎপিণ্ডকে ( ব্রহ্মবস্তুকে ) জানিলেই সমস্ত মৃত্তিকানির্মিত বস্তুকে ( পরিদৃশ্যমান এই জগৎকে ) জানা যায় । যদি ব্রহ্মকে উপাদান কারণরূপেও নির্ণয় করা

না হয় তাহা হইলে শ্রুতি-উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও দৃষ্টান্তবাক্যের সার্থকতা থাকে না। অতএব পরমব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।

---

## অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভিধ্যা—ধ্যানের বা সঙ্কল্পের ( সৃষ্টির ইচ্ছার ); উপদেশাৎ—উপদেশ হেতু ; চ—ও ( ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টির নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয়ই )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ( তৈত্তিঃ আন ৬ ) তিনি ( ব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব ; "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ( ছান্দোগ্য উঃ ৬।২।৩ ) তিনি ( ব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জন্ম লইব। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মই নিজ সঙ্কল্প-অনুগুণ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।

---

## সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥১।৪।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সাক্ষাৎ—সুস্পষ্টভাবে ; উভয়াম্নানাৎ—নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ এই উভয়ের উল্লেখহেতু ; চ—ও ( ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে, "সেই বনটি কি, সেই বৃক্ষটিই বা কি, যাহা দিয়া ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্ম তদ্ বনং, ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ ( অষ্টক ২।৮।৭,৮ ) অর্থাৎ ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ ছিলেন। এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মের নিমিত্তকারণত্বের এবং উপাদানকারণত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

## আত্মকৃতেঃ ॥১।৪।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মকৃতেঃ—নিজেকেই নানা আকারে পরিণত করার জন্য ( ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ( তৈত্তি-আন ৭।১ ) সেই ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে ( বহুরূপে, জগৎরূপে ) করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে তিনি নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ উভয়ই।

---

## পরিণামাৎ ॥১।৪।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পরিণামাৎ—পরিণামহেতু।

সরলার্থ—

আপত্তি হইতে পারে যে, কারণের গুণ কার্যে বর্তমান থাকে, ইহাই সর্বত্র অপরিহার্য, এবং ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্য নির্দোষ, জ্ঞান ও আনন্দময় অথচ পরিদৃশ্যমান জগৎ তদবিপরীত গুণযুক্ত, তখন ব্রহ্মকে

জগতের উপাদানকারণ বলা অসঙ্গত। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা। শ্রুতিতে বহুস্থলে উল্লেখ আছে যে, প্রলয়কালে জীবাত্মা এবং সূক্ষ্মপ্রকৃতি পরমব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে অর্থাৎ জীব ও সূক্ষ্মপ্রকৃতি পরমব্রহ্মের শরীররূপী। যথা শ্রুতিবাক্য "তমঃ পরে দেবে একীভবতি" 'তম' অর্থাৎ সূক্ষ্মতম প্রকৃতি পরদেবতা পরমব্রহ্মে একীভূত হইয়া যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে শরীরী পরমব্রহ্ম সূক্ষ্ম শরীররূপ এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্থূলাকার নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া তন্মধ্যে জীবকে প্রবেশ করাইয়া নিজেও প্রবেশ করিয়া থাকেন। যথা শ্রুতিবাক্য—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃত-মাসীৎ তদ্ নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত" অর্থাৎ: প্রলয়কালে এই জগৎ সূক্ষ্মরূপে (ব্রহ্মে) অবস্থিত ছিল; সৃষ্টিকালে এই সূক্ষ্মরূপ জগৎকে (সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে) স্থূলাকারে পরিণত করিয়া নাম ও রূপবিশিষ্ট করিলেন। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সৃষ্ট জগৎবিষয়েও শ্রুতি বলিতেছেন "যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্য আপঃ শরীরং," ইত্যাদি অর্থাৎ পৃথিবী যে ব্রহ্মের শরীর, জল যে ব্রহ্মের শরীর, "যস্য বিজ্ঞানং শরীরং,"* "যস্যাত্মা শরীরং," অর্থাৎ বিজ্ঞান যাঁহার শরীর আত্মা যাঁহার শরীর। এই সকল শ্রুতিবাক্য সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছেন যে প্রলয়কালে এই চিদ্‌বস্তু জীবাত্মা এবং অচিদ্‌বস্তু সূক্ষ্ম প্রকৃতি শরীরী ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে অবস্থান করে, এই সৃষ্টির প্রাক্কালে এবং সৃষ্টিকালেও এই সূক্ষ্ম প্রকৃতিকে স্থূলরূপে পরিণত করিয়া তন্মধ্যে জীবকে প্রবেশ করাইয়া এবং নিজেও প্রবেশ করিয়া অর্থাৎ এই চিদচিদ্ বস্তুদ্বয়কে স্থূল শরীররূপে স্বীকার করিয়া তন্মধ্যে নিজে শরীরী পরমাত্মা-রূপে অবস্থান করেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নিজ শরীর রূপী সূক্ষ্ম প্রকৃতির পরিণাম দ্বারাই ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইয়া

---

* যস্য বিজ্ঞানং শরীরং—কাণ্ব পাঠ ; যস্য আত্মা শরীরং—মাধ্যন্দিন পাঠ।

থাকেন। অতএব এই প্রসঙ্গে কারণ ও কার্যের বিপরীত স্বভাবরূপ আপত্তির কোন অবকাশ নাই।

---

## যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যোনিঃ—উৎপত্তি (স্থলরূপে); চ—ও; গীয়তে—কথিত হইয়াছে; হি—যেহেতু (সেইজন্য ব্রহ্ম উপাদানকারণও বটেন)।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "কর্তারমীশং পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্" (মু ৩।১।৩) যিনি জগৎকর্তা ঈশ্বর এবং যিনি জগতের যোনি বা উপাদানকারণরূপ সেই পুরুষকে (দর্শন করেন); "যদ্‌ভূতযোনিম্ পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মু ১।১।৬) পণ্ডিতগণ যাহাকে প্রাণিদিগের যোনি বা উৎপত্তিস্থলরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই নির্দেশ করিতেছেন যে ব্রহ্ম সর্বভূতের উপাদানকারণও বটেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বভূতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদানকারণ—উভয়ই।

প্রকৃতি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—সর্বব্যাখ্যানাধিকরণ (সূঃ ২৯)

## এতেন সর্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১।৪।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এতেন—ইহা দ্বারা; সর্বে—সমস্ত বেদান্ত বাক্য; ব্যাখ্যাতাঃ—বর্ণিত হইল। (অধ্যায়টি সমাপ্ত হইল বলিয়া ব্যাখাতা শব্দটি দুইবার বলা হইয়াছে)।

সরলার্থ—

এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ( ১।১।২ ) হইতে যোনিশ্চ হি গীয়তে ( ১।৪।২৮ ) পর্যন্ত সূত্রসমূহে যে বিচার এবং যুক্তি প্রণালী প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা নিরীশ্বরবাদ সাংখ্যমত বৈশেষিক মত ইত্যাদি খণ্ডন করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্য সমুদয়ের যে চেতন এবং অচেতন বস্তু হইতে বিলক্ষণ পুরুষ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি পরমব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া (নিমিত্ত এবং উপাদান) প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য তাহা প্রদর্শিত হইল।

---

**সার সংগ্রহ—**

সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে সূক্ষ্ম প্রকৃতি অচেতন হইলেও চেতনবস্তু পুরুষের সংস্পর্শের জন্য ইহা দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্যোক্ত এই সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধানের সহিত বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতির পার্থক্য এই যে সাংখ্যবাদীদের এই 'প্রধানের' জগৎকারণত্বে স্বতন্ত্রতা আছে কিন্তু বেদান্তোক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরের সংকল্প অনুযায়ী তৎপরিচালিত হইয়া ব্রহ্মোপাদানতায় যথাযথরূপে বিভিন্ন বিভিন্ন নামে এবং আকারে পরিণত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। সাংখ্যোক্ত পুরুষ এবং বেদান্তোক্ত জীব এক প্রকার সমপর্যায়বাচক হইলেও সাংখ্যোক্ত জীব ( পুরুষ ) স্বতন্ত্র, বেদান্তোক্ত জীব একান্ত ঈশ্বরপরতন্ত্র। এই পাদে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যগুলির বিচার করা হইয়াছে সেগুলি সমস্ত জগৎকারণবোধক সম্পর্কিত। তন্মধ্যে কতকগুলি অচেতন সূক্ষ্ম প্রকৃতিবিষয়ক এবং কতকগুলি চেতন জীববিষয়ক। সূক্ষ্মপ্রকৃতিবিষয়ক শ্রুতিগুলিতে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে এইরূপ সন্দেহের হেতুসমূহ উল্লেখ করিয়া এবং চেতন বা জীববিষয়ক

শ্রুতিগুলিতে সাংখ্যোক্ত পুরুষকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে এই সন্দেহের হেতুসমূহ উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্বক সেই সকল সন্দেহ নিরাকরণ করতঃ এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যগুলি যে পরম ব্রহ্মেরই জগৎ-কারণতাবোধক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই পাদে ৮টি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম চারিটি অধিকরণে সূক্ষ্ম প্রকৃতির সম্পর্কিত শ্রুতিবাক্যগুলির বিচার করিয়াছেন। তৎপরে তিনটি অধিকরণে পুরুষ (চেতন বস্তু) সম্পর্কিত শ্রুতিবাক্যগুলির বিচার করিয়াছেন। সপ্তমে জগতের উপাদানকারণও যে ব্রহ্ম তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অষ্টম অধিকরণে সমগ্র প্রথম অধ্যায়ের সারমর্ম উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথম অধিকরণে কঠোপনিষদের বাক্যাবলীর ; দ্বিতীয়ে শ্বেতাশ্বেতর, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, নারায়ণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদগুলির কয়েকটি বাক্যের ; তৃতীয়ে বৃহদারণ্যক এবং চতুর্থে তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের জগৎকারণত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মপ্রকৃতি সম্পর্কিত একই প্রকার কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে। পঞ্চম অধিকরণে কৌষীতকি উপনিষদের জগৎকারণত্ববোধক কতকগুলি শ্রুতিবাক্য এবং ষষ্ঠ অধিকরণে বৃহদারণ্যকোক্ত ঐরূপ কতকগুলি শ্রুতিবাক্য বিচারিত হইয়াছে। সপ্তম অধিকরণের বিচারে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এবং অষ্টমে তৈত্তিরীয় ও মুণ্ডক উপনিষদগুলির কয়েকটি বাক্যের অর্থসঙ্গতি করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আনন্দময় কল্যাণগুণসাগর পরমব্রহ্মই যে জগৎকারণ এবং সাংখ্যোক্ত প্রধান বা পুরুষ যে জগৎকারণ নহে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং এই প্রতিপাদনে প্রধানতঃ শ্রুতি ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক কারণগুলি খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণত্বের উক্ত সিদ্ধান্তটি পুনরায় দৃঢ় করিতেছেন। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় পাদে সাংখ্যাদি বেদবাহ্য শাস্ত্রসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ ইহা প্রতিপাদনকরতঃ তাহাদের অসামঞ্জস্য দর্শিত হইয়াছে। ৩য় এবং ৪র্থ পাদে বেদান্তপক্ষে যে পরস্পর বিরুদ্ধাদি দোষ নাই তাহা প্রতিপাদনের জন্য চিদচিদাত্মক সমগ্র প্রপঞ্চ জগৎ যে সমস্তই ব্রহ্মের কার্যরূপী অতএব এই হিসাবে সমস্তই অভিন্ন তাহা শাস্ত্রবচন এবং তর্ক দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে।

## প্রথম পাদ

**উপক্রমণিকা—**

এই পাদে জগৎকারণ বিষয়ে সাংখ্যোক্ত মত, পাতঞ্জল যোগদর্শনের মত, বৈষেষিকদিগের পরমাণুতে কারণবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে এই অধ্যায়টি তর্কপ্রধান। তন্মধ্যে এই ১ম পাদের তর্ক প্রণালী এই যে, ইহাতে প্রধানতঃ জগৎকারণবোধক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহাদিগের সহিত ব্রহ্মের জগৎকারণত্বের

( অবিরোধ প্রদর্শনপূর্বক ) প্রতিপাদন করিয়া প্রতিবাদী মতগুলিকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

১—স্মৃতি-অধিকরণ ( সূত্র ১,২ )

এই অধিকরণে সাংখ্যবাদীদের আপত্তি উল্লেখপূর্বক তাহা খণ্ডন করা হইতেছে।

**স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন, অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥২।১।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মৃতি-অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ—( যদি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া স্থির করা হয় তাহা হইলে ) সাংখ্যশাস্ত্রের সার্থকতা থাকে না ; ইতি চেৎ—এইরূপ আপত্তি যদি করা হয় ; ( তাহার উত্তর এই যে ) ন—তাহা বলিতে পারা যায় না ; অন্যস্মৃতি-অনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ—সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া মনুস্মৃতি প্রভৃতিরও সার্থকতার হানিরূপ দোষ হয়।

সরলার্থ—

বিভিন্ন কর্মবিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র বলিতে বিশেষরূপে বিধিনিষেধাত্মক উপদেশসমন্বিত ধর্মশাস্ত্রকে বুঝাইয়া থাকে যেমন মনুস্মৃতি শাণ্ডিল্য-স্মৃতি, পরাশরস্মৃতি ইত্যাদি। শ্রুতি অবলম্বনে ঋষি প্রণীত গ্রন্থসকল ও সাধারণভাবে স্মৃতি বা তন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সাংখ্যশাস্ত্রে সূক্ষ্মপ্রকৃতি বা প্রধান জগৎকারণরূপে নির্ণীত হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে যদি প্রথম অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্মই জগৎকারণরূপে স্বীকৃত হন তাহা হইলে এই দোষ হয় যে, সাংখ্যস্মৃতির আর কোন সার্থকতা থাকে না। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন মনু প্রভৃতি বিবিধ স্মৃতিশাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

যদি সাংখ্য মতানুসারে প্রধানের কারণবাদ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মনু প্রভৃতি স্মৃতি এবং মহাভারতাদি শাস্ত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কপিল ঋষি যোগবলে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার রচিত স্মৃতি অনুসারে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্মিত হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—

---

**ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ** ॥২।১।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ইতরেষাং চ—মনু প্রভৃতি ঋষি রচিত অন্যান্য স্মৃতিতেও; অনুপলব্ধেঃ—এই সকল সিদ্ধান্ত দেখা যায় না বলিয়া ( তাহা স্বীকার্য নহে )।

সরলার্থ—

কপিলোক্ত সিদ্ধান্ত মনুস্মৃতি মহাভারতাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নহে। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি পরিহারপূর্বক বেদানুসারিণী স্মৃতির পরিগ্রহ কর্তব্য।

---

## ২—যোগ-প্রত্যুক্তি অধিকরণ ( সূঃ ৩ )

পাতঞ্জল দর্শনে যোগ হইতে অতিরিক্ত যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আছে তাহার অপ্রামাণ্য নিরূপণ করিতেছেন।

**এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ** ॥২।১।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এতেন—ইহা দ্বারা ( কপিলকৃত সাংখ্য স্মৃতির সিদ্ধান্তে পরিহার প্রণালীর দ্বারা ); যোগঃ প্রত্যুক্তঃ—পাতঞ্জলকৃত যোগস্মৃতির সিদ্ধান্তও নিরাকরণ হইল।

সরলার্থ—

কপিলকৃত স্মৃতির সিদ্ধান্তে পরিহার প্রণালীর দ্বারা পাতঞ্জলকৃত যোগস্মৃতির সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করা হইল।

'শ্রীভাষ্য' বলিতেছেন যে, যদিও সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শন নিরীশ্বরবাদী নহে বলিয়া অধিকতর গ্রাহ্য, তথাপি এই যোগদর্শনে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে এজন্য যোগদর্শন সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় নহে।

প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিকরণের তাৎপর্য এই যে সাংখ্য যোগদর্শনের যে অংশ বেদবিরোধী তাহা ত্যাজ্য এবং যে অংশ বেদানুসারী তাহা গ্রহণীয়, কারণ অতীন্দ্রিয় এবং অভ্রান্ত বেদই একমাত্র প্রমাণ। পূর্বপক্ষ সাংখ্যবাদী ও যোগদর্শনবাদী

---

## ৩—বিলক্ষণত্ব অধিকরণ ( সূঃ ৪-১২ )

এই অধিকরণে পুনরায় সাংখ্য পাতঞ্জল মতের বেদবিরুদ্ধ অংশ খণ্ডন করিতেছেন।

**ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥২।১।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিলক্ষণত্বাৎ—অচেতন প্রকৃতি চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া; ন—( ব্রহ্ম জগতের কারণ ) নহে; অস্য—এই জগতের; তথাত্বং—এইরূপ বৈলক্ষণ্য; চ—ও; শব্দাৎ—শাস্ত্র হইতে ( জানা যায় )।

সরলার্থ—

প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা এবং শাস্ত্র বাক্য দ্বারা যখন জানা যায়

যে এই অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু তখন এই চেতন ব্রহ্ম তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অচেতন জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

"মৃৎ অব্রবীৎ" অর্থাৎ মৃত্তিকা বলিল—এইরূপভাবে বেদে স্থলে স্থলে অচেতন বস্তুতে চৈতন্য কার্যের উল্লেখ আছে। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে মৃত্তিকা জল প্রভৃতি যাবৎ অচেতনবস্তু চৈতন্যযুক্ত এবং এজন্য পূর্ব সূত্রের যে আপত্তি, চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের উপাদানকারণ হইতে পারে না, সে আপত্তি স্বীকার্য নহে। তাহার উত্তরে প্রতিপক্ষ পুনরায় বলিতেছেন—পূর্বপক্ষ সাংখ্যমতবাদী।

---

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥২।১।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—এই শব্দের প্রয়োগ শঙ্কা নিরাকরণার্থ; অভিমানিব্যপদেশঃ—(মৃত্তিকা বলিলেন, এই প্রকার শ্রুতিবাক্যে) অভিমানি দেবতার উপদেশ করা হইয়াছে; বিশেষ-অনুগতিভ্যাম্—অচেতন অপেক্ষা বিশেষ গুণের উল্লেখের জন্য এবং ( জড়বস্তুর মধ্যে অগ্নি প্রভৃতি দেবতারও ) প্রবেশের উল্লেখ থাকার জন্য।

সরলার্থ—

বেদে স্থলে স্থলে, "মৃত্তিকা বলিয়াছিল সেই অগ্নি আলোচনা করিলেন" ইত্যাদি জড়বস্তুকর্তৃক চৈতন্যকার্যের যে সব উল্লেখ আছে তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই সকল কার্য অচেতন মৃত্তিকা প্রভৃতির নহে কিন্তু তত্তৎ অভিমানি দেবতাদিগের। কারণ, শ্রুতিতে এই সকল দেবতার বিশেষ উল্লেখ আছে এবং জড়বস্তুর মধ্যে তাহাদের প্রবেশেরও

উল্লেখ আছে। অতএব অচেতন জগৎ প্রকৃতপক্ষে চেতন হইতে পারে না। সেইজন্য চেতন ব্রহ্ম তাহা হইতে বিলক্ষণ অচেতন বস্তুরও উপাদানকারণ হইতে পারে না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।

---

## দৃশ্যতে তু ॥২।১।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; দৃশ্যতে—দেখা যায়।

সরলার্থ—

এই সূত্রে পূর্ব দুইটী সূত্রের সাংখ্যমতের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া নিজ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে। একটি পদার্থ হইতে তদ্বিলক্ষণ অন্য স্বভাববিশিষ্ট অপর একটি পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা দেখা যায়। যেমন—চেতন পুরুষ হইতে অচেতন কেশ, নখাদির উৎপত্তি এবং অচেতন মধু বা গোময় হইতে চেতন কীট আদির উৎপত্তি।

---

## অসদিতি চেন্ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥২।১।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( এক বস্তু হইতে বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট বিলক্ষণ অপর একটি বস্তু উৎপত্তি হয় তাহা স্বীকার করিলে ) অসৎ—কার্যবস্তু মাত্রেই 'অসৎ' বা সত্তারহিত হইয়া পড়ে ; ইতি চেৎ—যদি ইহা বলা যায় ; ন—তাহা বলা যায় না ; প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ—কারণ ( পূর্ব সূত্রে কার্য ও কারণের ) স্বরূপমাত্রই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

এক বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট অপর একটি

বস্তু উৎপত্তি হয় তাহা স্বীকার করিলে উৎপন্ন বস্তুটি 'অসৎ' বা সত্তারহিত হইয়া পড়ে অর্থাৎ কারণবস্তু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এইরূপ শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন যে, না, তাহা ঠিক নয় কারণ পূর্ব সূত্রে কারণবস্তু হইতে কার্যবস্তুর স্বারূপ্যমাত্রেরই নিষেধ করা হইয়াছে কিন্তু কার্যবস্তু এবং কারণবস্তু যে এক বস্তু নহে তাহা কোথাও বলা হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টির পরে সৃষ্ট জগতের কারণবস্তু ব্রহ্ম হইতে পৃথক লক্ষণ দেখা যায় বটে কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যখন এই সকল লক্ষণ প্রকট ছিল না তখনও এই জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত ছিল ইহা স্বীকার করিতে কোনরূপ বিরোধ নাই।

---

## অপীতৌ তদ্বৎ প্রসংগাদসমঞ্জসম্ ॥২।১।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(প্রলয়কালে, ব্রহ্মে) অপীতৌ—(জগৎ) লীন হইলে; তদ্বৎ প্রসংগাৎ—(ব্রহ্মবস্তুতেও) জগতের দোষ-প্রসঙ্গের সম্ভাবনার জন্য; অসমঞ্জসম্—সামঞ্জস্য থাকে না।

সরলার্থ—

যদি এই সিদ্ধান্ত হয় যে প্রলয়কালে জড় ও চেতনবিশিষ্ট এই জগৎ ব্রহ্মে বিলীন হয় এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কারণবস্তু এবং কার্যবস্তু উভয়েই একই গুণসম্পন্ন হইবে অর্থাৎ জগতের বিকারাদি (পরিণামাদি) দোষে এবং জীবের অজ্ঞত্ব কর্মবশ্যত্ব প্রভৃতি দোষে ব্রহ্মবস্তু দূষিত হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্ম যে জগতের উৎপত্তির কারণ এই মতটীও যুক্তি সঙ্গত হয় না। সুতরাং প্রধানোক্ত বিকারশীল সূক্ষ্ম প্রকৃতি জগতের কারণ এই মতটি যুক্তিযুক্ত।

---

প্রতিবাদীর এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন—

**ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥২।১।৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন—না ( উৎপত্তির কারণ হইয়াও ব্রহ্ম দোষদুষ্ট হ'ন না ); তু—কিন্তু ; দৃষ্টান্তভাবাৎ—কারণ এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

সরলার্থ—

জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়াও ব্রহ্ম জগতের দোষে দুষ্ট হন না। কারণ এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যথা—মানুষ জন্মের পর ক্রমশঃ বালক, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়—এই প্রকারে মনুষ্য-শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তন্মধ্যস্থ শরীরী জীবাত্মার অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ জীবাত্মা এবং দেহবিশিষ্ট ( চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ) এই জীব ব্রহ্মের শরীর ( "যস্য পৃথিবী শরীরং···ইত্যাদি" )। অতএব এই জীবের কর্মবশ্যত্ব অজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ ব্রহ্মে স্পর্শ করে না। ব্রহ্মের নিষ্পাপত্ব সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি কল্যাণগুণসমূহ যথাবৎ দোষগন্ধবিহীনই থাকে।

---

**স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২।১।১০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বপক্ষদোষাৎ চ—যেহেতু নিজের পক্ষেও ( সাংখ্যমতবাদী প্রতিপক্ষেও ) দোষ আছে।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে কথিত হইল যে উপনিষদুক্ত ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দোষ। এই সূত্রে বলা হইতেছে যে সাংখ্যোক্ত প্রধান-কারণবাদ দোষযুক্ত। সাংখ্যমতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে প্রকৃতি অচেতন বস্তু হইলেও নির্গুণ

নির্বিকার পুরুষের চৈতন্যবস্তুর সান্নিধ্যমাত্রেই এই প্রকৃতি সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এই মতটিও কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

অতএব ব্রহ্ম-কারণবাদই সঙ্গত।

---

## তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥২।১।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাৎ—যেহেতু কেবল তর্কের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না।

সরলার্থ—

অতীন্দ্রিয় অলৌকিক বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ে শ্রুতিবাক্যই একমাত্র প্রমাণ। এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য যুক্তি তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু যাহা শ্রুতি-অনুগত নহে কেবল সেইরূপ তর্কের দ্বারা তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তর্কের দ্বারা নিজ মত স্থাপন করিবার পর তদপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি পুনরায় তর্কের দ্বারা সেই মত খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। অতএব, কেবল বেদবাহ্য তর্কের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না।

এই সূত্রে বৌদ্ধ কণাদ (বৈশেষিক) গৌতম (ন্যায়) ক্ষপনক (বৌদ্ধমত-বিশেষ) কপিল ( সাংখ্যমত ) পাতঞ্জল ( যোগদর্শন ) মতবাদগুলি, যাহা কেবল তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের খণ্ডন করা হইল।

---

## অন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসংগঃ ॥২।১।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(শ্রুতিবাক্য ভিন্ন) অন্যথা—অন্য প্রকারে; অনুমেয়ম্—তত্ত্ব নির্ণয়ের অনুমান করিবার প্রয়োজন আছে; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা

যায় ; এবম্ অপি—তাহা হইলেও ; অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—তর্কের যে পূর্বোক্ত অপ্রতিষ্ঠারূপ দোষ তাহা নিরস্ত হয় না।

সরলার্থ—

যদি বলা যায় যে, শ্রুতিবাক্যজনিত প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রকারেও তত্ত্ব নির্ণয় করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা হইলেও শ্রুতি-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্রভাবে কেবল মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা তর্কের শেষ হইতে পারে না, এই দোষ তো থাকিয়াই যায়। অতএব ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মবস্তুর শ্রুতি এবং তদনুরূপ শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ এবং এই শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ অর্থ নিরূপণের জন্য যুক্তি তর্ক গ্রহণীয়।

বিলক্ষণত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—শিষ্টাপরিগ্রহ-অধিকরণ ( সূঃ ১৩ )

পূর্ব অধিকরণে সাংখ্য-মতবাদ পাতঞ্জল মতের বেদবিরুদ্ধ অংশ খণ্ডন করিয়া এই অধিকরণে বেদবাহ্য অন্যান্য দর্শনও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে।

**এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥২।১।১৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এতেন—ইহা দ্বারা ; শিষ্ট-অপরিগ্রহাঃ অপি—বেদবাহ্য অবশিষ্ট মত সকলও ; ব্যাখ্যাতাঃ—ব্যাখ্যা করা হইল ( পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যাখ্যান করা হইল )।

সরলার্থ—

সাংখ্যমত খণ্ডনে ইতিপূর্বে অবলম্বিত বিচারপ্রণালীর দ্বারা কেবল বেদবাহ্য তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ( শূন্যবাদ ), কণাদ ( বৈশেষিক ),

গৌতম ( ন্যায় ), ক্ষপণক ( বৌদ্ধমতবিশেষ ), ভিক্ষু ( জৈনমত )—এই সমস্ত মতগুলিও প্রত্যাখ্যাত হইল।

শিষ্টাপরিগ্রহ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—ভোক্ত্রাপত্তি-অধিকরণ ( সূঃ ১৪ )

আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যেমন অচেতন শরীরাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া এই করণকলেবরদ্বারা নিজের ভোগসাধন করে, সেইরূপ চেতন ও অচেতন বস্তুদ্বয় বিশিষ্ট জীবরূপ এই শরীর মধ্যে অবস্থানকরতঃ শরীরী ব্রহ্মেরও ভোগসাধনরূপ দোষের প্রসঙ্গ হইতে পারে। এই অধিকরণে এই দোষ-প্রসঙ্গ খণ্ডন করিতেছেন।

**ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ, স্যাল্লোকবৎ ॥২।১।১৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ভোক্ত্রাপত্তেঃ—যেহেতু ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা আছে; অবিভাগঃ—অতএব ব্রহ্ম এবং জীবের মধ্যে কোন বিভাগ বা প্রভেদ থাকিতে পারে না; চেৎ—যদি ইহা বলা হয়; ( তদুত্তরে বলিতেছেন ) স্যাৎ—বিভাগ বা প্রভেদ আছে; লোকবৎ—লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়।

**সরলার্থ—**

শরীরী জীবাত্মা যেমন অচেতন শরীরসম্বন্ধবশতঃ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে, চেতন-অচেতনবিশিষ্ট শরীরসম্বন্ধবশতঃ শরীরী ব্রহ্মও সেইরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে পারে। সুতরাং জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, প্রভেদ থাকিতে পারে, সাংসারিক ব্যাপারে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রাজা যেমন শরীরধারী হইলেও স্বাধীন এবং শাসনকর্তা বলিয়া প্রজাগণ হইতে তাহার প্রভেদ আছে,

সেইরূপ পরমস্বাধীন অশেষ কল্যাণগুণযুক্ত ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ আছে।

ভোক্ত্রাপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—আরম্ভণ-অধিকরণ ( সূঃ ১৫-২০ )

এই অধ্যায়ের পূর্ব অধিকরণগুলিতে জগৎসৃষ্টিকার্যে সাংখ্যাদি অন্যান্য মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়া উপনিষদ্-কথিত ব্রহ্মকারণবাদ স্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর এই অধিকরণে এই কারণরূপ ব্রহ্ম এবং কার্যরূপ জগৎ যে অভিন্ন তাহাই, তৎসম্পর্কিত উপনিষদ্-বাক্য অবলম্বনে যুক্তি তর্ক দ্বারা মীমাংসিত হইতেছে।

**তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ-অনন্যত্বম্—সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের অভেদত্ব; আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ—শ্রুতি-উক্ত 'আরম্ভণ' প্রভৃতি শব্দ হইতে ( জানা যায় )।

সরলার্থ—

আপত্তি হইতে পারে যে, যখন ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষাদি উপলব্ধি হয় তখন কারণবস্তু ব্রহ্ম এবং কার্যবস্তু জগৎ এক হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, এ বিষয়ে এতৎসম্পর্কিত শ্রুতি-বাক্যসমূহই একমাত্র প্রমাণ। যথা—"যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ···বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং" ( ছাঃ ৬।১।৪ ) অর্থাৎ হে সৌম্য একটি মাটির পিণ্ডকে জানিলে যেরূপ মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত সমস্ত পদার্থকে জানা যায়···বাক্যের আরম্ভের জন্য (ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য) এই সকল মৃন্ময় পাত্র আকার-বিশিষ্ট এবং নামবিশিষ্টরূপে সৃষ্ট হয়। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবা-

দ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়, তৎ তেজ অসৃজত (ছাঃ ৬।২।২,৩) অর্থাৎ হে সৌম্য (শ্বেতকেতু)! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই (ব্রহ্ম) ছিল, তিনি (সেই সৎব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—বহু হইব বহুরূপে সৃষ্ট হইব। তদনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ,......ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৬,৭) অর্থাৎ (হে শ্বেতকেতো) এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সৎ-মূলক (সৎব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সৎব্রহ্মেই অবস্থিত এবং প্রলয়কালে সৎব্রহ্মেই লীন থাকে। এই সমস্ত জগৎই এই ব্রহ্মাত্মক (চিদচিদ্‌বিশিষ্ট সমস্ত জগতের মধ্যেই ব্রহ্ম আত্মরূপে অবস্থিত), তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমিও সেই। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" (ছাঃ ৩।১৪।১) এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, যেহেতু এই ব্রহ্ম হইতে ইহা সৃষ্ট হয় এবং ইহাতেই লীন হয়। এইরূপে "বাচারম্ভণ" শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন প্রকরণস্থ এই জাতীয় বাক্য সমূহের তাৎপর্য বোধগম্য হইলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই সকল বাক্য চেতন অচেতনাত্মক জগৎকে পরম ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছেন—যেরূপ কারণরূপী মৃৎপিণ্ড অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও ঘট কলসাদিরূপে পরিণত মৃত্তিকাপাত্র হইতে অভিন্ন নহে।

---

পূর্ব সূত্রে ব্রহ্ম ও জগতের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনে শ্রুতি-প্রমাণ দেখাইয়া অতঃপর এই অধিকরণের অবশিষ্ট ৫টি সূত্রে যুক্তি এবং তর্ক অবলম্বনে জগৎ এবং ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কারণরূপ মৃত্তিকা এবং কার্যরূপ ঘট প্রভৃতির

যে প্রভেদ, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং তদ্‌বোধক শব্দের যে প্রভেদ, তাহা যে এই মৃত্তিকার অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্যই কিন্তু বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই এ বিষয়ে নিশ্চয়তা কি ? তাহার উত্তর অতঃপর দুইটি সূত্রে বলিতেছেন—

প্রথম—

**ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২।১।১৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভাবে চ—কার্যাবস্থার সদ্ভাবেও ; উপলব্ধেঃ—কারণের উপলব্ধি হয় বলিয়া।

সরলার্থ—

মৃন্ময় ঘটাদিরূপ বস্তুর কার্যাবস্থাতে সেই সকল বস্তুর কারণরূপ মৃত্তিকারও উপলব্ধি হইয়া থাকে বলিয়া এবং নির্মিত হইবার পূর্বে এই সকল ঘট সেই মৃত্তিকাই ছিল এইরূপ স্মরণ হয় বলিয়াও, কারণ হইতে কার্যের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

---

দ্বিতীয়—

**সত্ত্বাৎ চ অপরস্য ॥২।১।১৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপরস্য—অপর দ্রব্যের অর্থাৎ কার্যরূপ দ্রব্যের ( নির্মিত দ্রব্যের ) ; ( কারণবস্তুতে ) সত্ত্বাৎ চ—অস্তিত্ব থাকে বলিয়াও ( কার্য ও কারণে অনন্যত্ব বুঝিতে হইবে )।

সরলার্থ—

অপর অর্থাৎ কার্যরূপ ঘট সরা প্রভৃতি মৃন্ময় দ্রব্য নির্মাণের পূর্বে এই সকল মৃন্ময় পাত্রের উপাদানগত কারণরূপ মৃত্তিকাতেও বিদ্যমান থাকে বলিয়া কার্য ও কারণের অভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে লোকে

ঘটাদি মৃন্ময় পাত্র দেখিয়া মনে করে যে, এই সমস্ত ঘটাদি পাত্র তৈয়ারী হইবার পূর্বে কেবল মৃত্তিকাপিণ্ডমাত্র ছিল। সেইরূপ শ্রুতিও বলিতেছেন—হে সৌম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল। অতএব কার্যরূপ জগৎ এবং কারণরূপ ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু।

---

পুনরায়, আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতি এই জগৎকে 'অসৎ' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে। অতএব এই অসৎরূপ জগৎ ও সৎরূপ ব্রহ্ম কিরূপে অভিন্ন হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

**অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন, ধর্মান্তরেণ বাক্যশেষাদ্**
**যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ॥২।১।১৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

(শ্রুতিতে) অসদ্-ব্যপদেশাৎ—জগৎকে 'অসৎ' বলিয়া উল্লেখ করার জন্য; ন—ইহা (সৎ) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বস্তু নহে; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; ন—না (ইহা প্রকৃতপক্ষে 'অসৎ' বা সত্তাহীন বস্তুর উল্লেখ নহে); ধর্মান্তরেণ—নামরূপবিহীন ব্যবহারের অনুপযুক্ত অবস্থার জন্য ('অসৎ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে); বাক্যশেষাৎ—(এতৎ সম্পর্কিত বাক্যের সমাপ্তি হইতে); যুক্তেঃ—যুক্তি দ্বারা; শব্দান্তরাৎ—অপর শব্দ হইতেও (তাহা বুঝা যায়)।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিয়াছেন—অসদেব ইদমগ্র আসীৎ (ছাঃ ৬।২।১) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎই ছিল। শ্রুতিতে অন্য স্থলেও জগৎকে অসৎ বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। এই শ্রুতিতে বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে এই অসৎ শব্দে প্রকৃতপক্ষে জগৎকে

সত্তারহিত বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই এবং তাহার নিম্নলিখিত কারণ দেখাইতেছেন—সৃষ্ট (স্থূল) জগতের পদার্থনিচয় নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া যেরূপ ব্যবহারযোগ্য থাকে, সৃষ্টির পূর্বে ইহা যখন কারণ-ব্রহ্মে লীন থাকে তখন এইরূপ ব্যবহারযোগ্য নামরূপাদি ধর্ম থাকে না বলিয়া প্রলয়াবস্থায় ধর্মান্তরপ্রাপ্ত এই সূক্ষ্ম জগৎকে অসৎ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রলয়-অবস্থায় এই ধর্মান্তরপ্রাপ্ত সূক্ষ্ম জগৎকে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া যে অসৎ বলা হইয়া থাকে তাহার তিনটি হেতু দেখাইতেছেন। প্রথম প্রমাণ "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" প্রকরণ প্রারম্ভে শ্রুতি এই কথা বলিবার অব্যবহিত পূর্বেই বলিতেছেন—"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) হে সোম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সদ্‌বস্তুই ছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ যুক্তি—লোকে সাধারণত ব্যবহারযোগ্য স্থূল পদার্থকেই "সৎ" রূপে অভিহিত করা থাকে। কিন্তু ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্মবস্তু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাহাকে "অসৎ" বলিয়া থাকে। অন্যান্য প্রকরণের শ্রুতিবাক্যও (শব্দান্তর) এই অভিপ্রায়েই 'অসৎ' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—"তদ্ অসদেব সৎ মনোঽকুরুত" অর্থাৎ তিনি অসৎ মনকে সৎরূপে সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রুতিবাক্যে "মনঃ" শব্দ থাকায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই মনঃ সৃষ্টির পূর্বে অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যবহার্য ছিল বলিয়া 'অসৎ' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে এবং ব্যবহার্যরূপে সৃষ্ট হওয়াতে সৎরূপে অভিহিত হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে 'অসৎ' বাক্যের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে জগৎকে 'সৎ' বলিয়া উল্লেখ করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য এবং এই জগৎকে বহুস্থলে সৎ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা কারণবস্তু ব্রহ্ম ও কার্যরূপ জগতের অভিন্নতা উপপন্ন হইতেছে।

---

অতঃপর এই অধিকরণের অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে কার্য এবং কারণবস্তুর অভিন্নত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

**পটবচ্চ** ॥২।১।১৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

পটবৎ চ—পটের ন্যায়ও।

**সরলার্থ—**

কতকগুলি সূতাকে আতান ও বিতানরূপে ( টানা ও পোড়েনরূপে ) সাজাইয়া তাঁতের সাহায্যে বিশেষ সংযোগের দ্বারা নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া কার্যরূপে পরিণত এই সূতাকে 'বস্ত্র' আখ্যা দেওয়া হয়; ব্রহ্মও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। টানা এবং পোড়েন রূপ সূতা থাকিলেও যেমন বয়নকার্য দ্বারা বস্ত্ররূপে পরিণত হইবার পূর্বে উহা ব্যবহার উপযোগী নহে বলিয়া বস্ত্র নামে অভিহিত হয় না, সৃষ্টির পূর্বে জগৎও সেইরূপ ব্যবহারের অনুপযোগী বলিয়া 'অসৎ' নামে অভিহিত হয়।

---

**যথা চ প্রাণাদিঃ** ॥২।১।২০॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

যথা—যেমন; প্রাণাদিঃ চ—প্রাণ প্রভৃতিও।

**সরলার্থ—**

একই বায়ু যেরূপ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রাণ অপান আদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্মই জগতের বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন রূপ নাম এবং স্বভাববিশিষ্ট হইয়া বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে বলিয়া তদনুরূপ নামে অভিহিত হয়।

আরম্ভণ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—ইতরব্যপদেশ-অধিকরণ ( ২১-২৩ )

ইতিপূর্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে জগৎ সৃষ্টির কারণবস্তু ব্রহ্ম ও কার্যবস্তু জগৎ অভিন্ন। বহুস্থলে কতকগুলি ব্রহ্ম এবং জীব সম্পর্কিত শ্রুতি-বাক্যের উপদেশ হইতে প্রতীয়মান হইতে পারে যে ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। অতএব এখানে আপত্তি উঠিতে পারে যে যখন ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টির কারণ এবং ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন তখন জীবই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে এবং জীবের জগৎকারণত্ব স্বীকার করিলে কতকগুলি দোষ আসিয়া পড়ে। এই অধিকরণের প্রথম সূত্রে এই দোষের উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে জীব যে জগৎকারণ হইতে পারে না তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

**ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥২।১।২১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ইতরব্যপদেশাৎ—ইতরের অর্থাৎ জীবের উল্লেখবশতঃ; হিতা-করণাদিদোষপ্রসক্তিঃ—( নিজের ) হিত না করা রূপ দোষের প্রসঙ্গ হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতিবাক্য 'তত্ত্বমসি'—তুমি সেই ব্রহ্ম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই আত্মাই ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জীবের ব্রহ্মভাবের প্রতীতি হয়। কিন্তু এইরূপ হইলে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের পক্ষে জীবের ( ব্রহ্মের নিজের ) সুখময় জগৎ সৃষ্টি না করা দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা—এইরূপ দোষের সম্ভাবনা হয়। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ, অতঃপর দুইটি শ্লোকে উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন—

———

### অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ ॥২।১।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(ব্রহ্ম জীব নহে) তু—কিন্তু ; অধিকং—পৃথক বস্তু ; ভেদনির্দেশাৎ—যেহেতু শ্রুতি এই পার্থক্যের নির্দেশ করিতেছেন।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে উক্ত দোষের প্রসক্তি হইতে পারে না। যদিও পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে কার্যবস্তু এবং কারণবস্তু অভিন্ন তথাপি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক, কারণ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য জীব ও ব্রহ্মের এই ভেদ নির্দেশ করিতেছে। যথা—'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' ( শ্বেঃ ৬।৯ ) অর্থাৎ তিনিই কারণবস্তু এবং ইন্দ্রিয়ের অধিপতি যে জীব সে জীবেরও অধিপতি। 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি' ( শ্বেঃ ১।৬ ) অর্থাৎ জীব হইতে পৃথক প্রেরক আত্মাকে ( পরমাত্মাকে ) চিন্তা করিয়া প্রীত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে ইত্যাদি জীব ও ব্রহ্মের ভেদবাচক শ্রুতিবাক্য।

---

### অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২।১।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অশ্মাদিবৎ চ—চুম্বক লৌহ প্রস্তর ইত্যাদির ন্যায়ও ; তদনুপপত্তিঃ—জীবের ব্রহ্মভাব সম্ভব নহে।

সরলার্থ—

কেবল যে ভেদবাচক শ্রুতিবাক্যের জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে তাহা নহে, উপরন্তু বস্তুর স্বরূপ আলোচনা করিলেও এই ভেদ প্রতিপন্ন হয়। যেমন পাষাণ কাষ্ঠ প্রভৃতি অচেতন বস্তু ব্রহ্ম হইতে

অভিন্ন হইতে পারে না সেইরূপ অনন্ত দুঃখের আকর জীবেরও নিরতিশয় আনন্দময় সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। "যস্যাত্মা শরীরঃ" অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের শরীর প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে জীব ও ব্রহ্মের এই শরীর শরীরীভাবের জন্য স্থলে স্থলে শ্রুতিবাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। 'অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২২) সূত্রেও ইতিপূর্বে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে।

ইতরব্যপদেশ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—উপসংহার-দর্শন-অধিকরণ (সূঃ ২৪,২৫)

পুনরায় সাংখ্যাদি মতবাদীদের অন্য আর একটি আপত্তির কথা তুলিয়া এই অধিকরণে যুক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতেছেন—

**উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন, ক্ষীরবদ্ধি ॥২।১।২৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

(লৌকিক ব্যবহারে বস্তু - নির্মাণে) উপসংহারদর্শনাৎ—উপকরণের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা যায় বলিয়া (এবং সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম এক এবং সহায়শূন্য) থাকেন বলিয়া; ন—ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; (তদুত্তরে বলিতেছেন) ন—না, তাহা বলা যায় না; হি—যেহেতু; ক্ষীরবৎ—দুগ্ধের ন্যায় (এই জগৎসৃষ্টি দুগ্ধ হইতে দধির ন্যায়)।

**সরলার্থ—**

যদি এই আপত্তি হয় যে—যখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তার অনেক উপকরণের সাহায্য লইতে হয় (যথা—কুম্ভকারের পক্ষে মৃত্তিকা, জল, চক্র ইত্যাদি উপকরণ), তখন

স্বরূপতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কোন উপকরণের সাহায্য না লইয়া কখন জগৎসৃষ্টি কার্য সম্পাদন করিতে পারেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, দুগ্ধ যদি অন্য কোন উপকরণের সাহায্য না লইয়া দধিতে পরিণত হইতে পারে তাহা হইলে সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের পক্ষে অন্য কোন সাহায্য না লইয়া একাকী জগৎ রচনা নিশ্চয়ই সম্ভবপর।

---

## দেবাদিবদপি লোকে ॥২।১।২৫॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

লোকে—এই জগতে; দেবাদিবৎ অপি—দেবতা প্রভৃতি শক্তিমান পুরুষদিগের ন্যায় ও ( ব্রহ্ম বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন )।

**সরলার্থ—**

শাস্ত্রে দেখা যায়, জগতে দেবতা ঋষি প্রভৃতি শক্তিমান পুরুষগণ কোন প্রকার বাহ্য উপকরণের সহায়তা না লইয়া নিজ সঙ্কল্প প্রভাবে গৃহাদি বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন। সুতরাং সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের পক্ষে সংকল্পমাত্রই সহায়ান্তর বিনা বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

উপসংহারদর্শন-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—কৃৎস্নপ্রসক্তি অধিকরণ ( সূঃ ২৬-৩১ )

এই অধিকরণের প্রথম সূত্রে নিরবয়ব ব্রহ্মের পক্ষে জগৎসৃষ্টি সম্ভব নহে, এইরূপ সাংখ্যাদি মতবাদীদিগণকর্তৃক ব্রহ্মের পক্ষে জগতের উপাদান কারণত্বের আর একটি আপত্তির উল্লেখ করিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি সূত্রে শ্রুতিবাক্য ও যুক্তি দ্বারা এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন।

## কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২।১।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণরূপে স্বীকার করিলে ) কৃৎস্নপ্রসক্তি—সম্পূর্ণ ব্রহ্মের ( জগৎরূপে পরিণাম ) স্বীকার করিতে হয় ; বা—নতুবা ; ( এই দোষ পরিহারের জন্য ব্রহ্মের অবয়বত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা হইলে ) নিরবয়বত্ব শব্দকোপঃ—ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব শ্রুতিবাক্য দোষযুক্ত হইয়া পড়ে।

সরলার্থ—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ( ছাঃ ৬।২।১ ) অর্থাৎ হে সোম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎস্বরূপ মাত্রই ছিল। "ইদম্ বা অগ্রে নৈব কিঞ্চ-নাসীৎ" ( যজুঃ ২।২।৮ ) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অপর কিছু বস্তু ছিল না প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে কারণ-অবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিল, অপর কিছুই ছিল না। এই নিরবয়ব ব্রহ্মের জগতের উপাদান কারণ বিষয়ে সাংখ্য প্রভৃতি মতবাদীরা আপত্তি করিতেছেন যে, নিরবয়ব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইলে জগৎসৃষ্টির সময় সম্পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপটি জগদাকারে পরিণত হইতে হয় এবং সেইজন্য সমস্ত ব্রহ্মের স্বরূপই বিলুপ্ত হয় এরূপ স্বীকার করিতে হয়। নতুবা আংশিকভাবে ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে ব্রহ্ম অবয়বী হইয়া পড়েন। তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যগুলি দুষ্ট হইয়া পড়ে। ( এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ )।

---

## শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ( এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে ) ; শ্রুতিঃ—যেহেতু শ্রুতি

নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টিরূপ বিচিত্র শক্তিযোগের কথা বলিতেছেন; শব্দমূলত্বাৎ—( এবং ব্রহ্ম বিষয়ে ) শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ।

সরলার্থ—

উক্ত আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে কারণ, অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে শ্রুতিই প্রমাণ এবং শ্রুতির বাক্যসমূহ ব্রহ্মের এই বিচিত্র শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তির দ্বারা জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন।

——

## আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মনি চ—জীবাত্মাতেও; এবং—এইরূপ; বিচিত্রাঃ—নানা প্রকার বিচিত্র শক্তি; চ—ও; হি—নিশ্চিত; ইহা দেখা যায়।

সরলার্থ—

জীবাত্মা এবং অন্যান্য অচেতন পদার্থেরও প্রত্যেকের বিভিন্ন বিচিত্র স্বতন্ত্র ধর্ম দেখা যায়। সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিবিধ বিচিত্র স্বতন্ত্র শক্তি যে থাকিবে তাহা তো হইতেই পারে। অতএব নিরবয়ব হইয়াও এবং অবিকৃত থাকিয়াও নানা প্রকার বস্তুতে পরিণত হইবার শক্তি ব্রহ্মের থাকা সম্ভবই।

——

## স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥২।১।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বপক্ষদোষাৎ চ—যেহেতু সাংখ্য প্রভৃতি মতবাদীদেরও নিজপক্ষে দোষের প্রসঙ্গ হয়।

**সরলার্থ—**

সাংখ্যোক্ত প্রধানবাদী বলিয়া থাকেন যে সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রধান নিরবয়ব বস্তু। বৈশেষিকরাও বলিয়া থাকেন যে "পরমাণু" নিরবয়ব বস্তু। সুতরাং সাংখ্য বৈশেষিক উভয়ের মতের নিরবয়ব কারণবস্তু হইতে জগতের পরিণাম স্বীকার করিতে হইলে তাহাদের দ্বারা উত্থাপিত ব্রহ্ম কারণবাদের যে দোষ তাহাদের মতও সেই দোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

---

### সর্বোপেতা চ তর্দ্দশনাৎ ॥২।১।৩০॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

(পরম দেবতা) সর্বোপেতা—সর্বশক্তিযুক্তা ; চ—ও ; তদ্ দর্শনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায়।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্বশক্তিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ( শ্বেতাশ্ব ৬।৮ ) অর্থাৎ এই ব্রহ্মের বহুবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বাভাবিক জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তিও শ্রুত হয়। "সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" ( ছাঃ ৩।১৪।২ ) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম সত্যসংকল্প আকাশসদৃশ মহান, সর্বকর্মা, সর্বকামযুক্ত, সর্বরসযুক্ত বাক্য ও আদররহিত এই সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন। অতএব এই সর্বশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মের পক্ষে স্বয়ং নিরবয়ব এবং অবিকৃত থাকিয়াও জগৎসৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে।

---

**বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্** ॥২।১।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিকরণত্বাৎ—করণকলেবরের অভাবহেতু ; ন—ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; তদ্ উক্তম্—তাহার উত্তর ইতিপূর্বে ( ২৭ এবং ২৮ সূত্রে কথিত হইয়াছে )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" ( শ্বেতাতাঃ ৬।৮ ) অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্যোপযোগী কোন করণকলেবর নাই। অতএব যদি আপত্তি হয় যে ব্রহ্মের যখন করণকলেবর নাই তখন তাহার পক্ষে জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য ( নিমিত্তকারণ ) সম্ভবপর নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—এ আপত্তি ঠিক নহে। এ আপত্তির খণ্ডন "শব্দমূলত্বাৎ" ( ২।১।২৭ ) এবং "বিচিত্রাশ্চ হি" ( ২।১।২৮ ) এই দুইটি সূত্রে দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রুতিবাক্যই একমাত্র প্রমাণ এবং এই শ্রুতিই বলিতেছেন বিচিত্র শক্তির জন্য ব্রহ্ম করণকলেবর বিহীন হইয়াও সকল প্রকার কার্যকরণে সমর্থ। যথা শ্রুতিবাক্য "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" অর্থাৎ ব্রহ্ম চক্ষুহীন হইয়াও দর্শনসমর্থ, কর্ণহীন হইয়া? শ্রবণসমর্থ, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণসমর্থ, এবং পদহীন হইয়াও গমনসমর্থ।

কৃৎস্নপ্রসক্তি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

১০—প্রয়োজনবত্ত্ব-অধিকরণ ( সূঃ ৩২-৩৬ )

এই অধিকরণের প্রথম সূত্রে প্রতিবাদীরা আর একটি আপত্তি উঠাইয়া ব্রহ্মের জগৎকারণত্বে আপত্তি করিতেছেন এবং অবশিষ্ট চারিটি সূত্রে এই আপত্তি পরিহার করা হইতেছে।

## ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥২।১।৩২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রয়োজনবত্ত্বাৎ—যেহেতু দেখা যায় যে কোন কার্য করিতে হইলে তাহার প্রয়োজন থাকা অবশ্য কর্তব্য ; ( এবং যেহেতু পূর্ণকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না ) সেইজন্য ; ন—ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না।

**সরলার্থ—**

যেহেতু দেখা যায় যে কোন কার্য করিতে হইলে তাহার প্রয়োজন থাকা অবশ্য কর্তব্য এবং পূর্ণকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

——

## লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ॥২।১।৩৩॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

লোকবৎ—জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায় ; ( প্রয়োজন না থাকিলেও ) তু—কিন্তু ; লীলাকৈবল্যম্—কেবল লীলার জন্যই ( ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন )।

**সরলার্থ—**

জগতে দেখা যায় যে রাজা মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রীড়াচ্ছলে কেবল আনন্দ উপভোগের জন্য নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে। সেইরূপ পূর্ণকাম ব্রহ্ম কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলার জন্য জগৎ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন।

——

**বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥২।১।৩৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( ঈশ্বরের বিবিধ বিচিত্র জগৎ সৃষ্টিতে ) বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন—বৈষম্য ও নিষ্ঠুরতা নাই ; সাপেক্ষত্বাৎ—যেহেতু ( এই বিবিধ বিচিত্র জগৎ সৃষ্টিতে ) জীবের পুর্ব কর্মের অপেক্ষা থাকে ; তথাহি দর্শয়তি—( শ্রুতি ) সেইরূপ দেখাইতেছেন।

**সরলার্থ—**

ব্রহ্ম তাহার বিচিত্র জগৎ সৃষ্টিতে দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী ইত্যাদি বিভিন্ন জীব এবং কাহাকেও অত্যন্ত সুখী এবং কাহাকেও অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব কেবল লীলার জন্য এই সৃষ্টি, বিষম এবং পক্ষপাত ও নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা ঠিক নহে। কারণ, নিজ নিজ পুর্ব কর্মানুগুণ এই বিষম দেহযুক্ত করিয়া এবং সুখ দুঃখ যুক্ত করিয়া জীবকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রুতিও সেইরূপ উল্লেখ করিতেছেন। যথা—"সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি" ( বৃহদা ৪।৪।৫ ) অর্থাৎ যিনি পুণ্যকার্য করেন তিনি পরজন্মে সাধু হন এবং যিনি পাপ কার্য করেন তিনি পরজন্মে পাপী হন। অতএব ঈশ্বর বৈষম্যও নিষ্ঠুরতাহীন।

---

**ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥২।১।৩৫॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( পুর্ব সূত্রে কথিত হইয়াছে যে পুর্ব কর্মানুসারে সৃষ্ট জীবের কর্ম-ভোগ হয় ) ন—ইহা স্বীকার করা যায় না ; কর্ম-অবিভাগাৎ—যেহেতু ( সৃষ্টির পুর্বে ) জীব ও ব্রহ্মের বিভাগ ছিল না এবং সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন

জীবের নির্দিষ্ট কর্ম বলিয়া কোন বিভাগ ছিল না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ( তদুত্তরে বলিতেছেন ) ন—এই আশঙ্কা ঠিক নহে ; অনাদিত্বাৎ—যেহেতু জীব এবং তাহার কর্মপ্রবাহ অনাদি ; চ—( জীব ও তাহার কর্ম অনাদি হইলেও জীব ও ব্রহ্মের অবিভাগত্ব বা একত্ব ) উপপন্ন হইতে পারে ; উপলভ্যতে চ—এবং ( শাস্ত্র বাক্য হইতে জীবের এই অনাদিত্ব ) উপলব্ধি হয় ।

সরলার্থ—

পূর্বে সূত্রে কথিত হইয়াছে যে পূর্ব কর্মানুসারে সৃষ্ট জীবের কর্মভোগ হয় ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ সৃষ্টির পূর্বে জীব ও ব্রহ্মের বিভাগ ছিল না এবং সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের নির্দিষ্ট কর্ম বলিয়া কোন বিভাগ ছিল না। তদুত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে, কারণ জীব ও তাহার কর্মপ্রবাহ অনাদি। শ্রুতি বলিতেছেন যে সৃষ্টির পূর্বে ( প্রলয়কালে ) জীব নাম ও রূপ বিহীন হইয়া একমাত্র 'সৎ' ব্রহ্মে বিলীন ছিল। ইহা দ্বারা নাম রূপ বিহীন জীবের ব্রহ্মের সহিত অবিভাগ বা ঐক্য প্রতিপন্ন হয় .এবং বিভিন্ন শ্রুতি এবং স্মৃতি-বাক্য হইতে উপলব্ধি হয় যে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব নিত্য এবং অনাদি। যথা—"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (শ্বেতা ১।৯)—সর্বজ্ঞ পরমব্রহ্ম এবং অল্পজ্ঞ জীব উভয়েই জন্মরহিত এবং নাশরহিত ( অনাদি ও অনন্ত )। "নিত্যো নিত্যানাম্" ( কঠ ৫।১৩ ) বহু নিত্য চেতনের ( জীবের ) মধ্যে একটি নিত্য পরমচেতন ( পরমব্রহ্ম ) ।

---

**সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥২।১।৩৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

**সর্বধর্ম উপপত্তেঃ চ—(কারণবস্তু ব্রহ্মে) সমস্ত ধর্ম উপপন্ন হয় বলিয়া।**

সরলার্থ—

এই সূত্রে এই পাদের উপসংহার করিতেছেন। প্রতিপক্ষদিগের সাংখ্যোক্ত প্রধান এবং বৈশেষিক পরমাণু প্রভৃতি কারণবস্তুতে যে সকল কারণ ধর্ম সঙ্গত হয় না সে সমস্ত কারণ ধর্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়। সুতরাং বৈদান্তিক মতে ব্রহ্মই যে একমাত্র জগৎকারণ তাহাই যুক্তিযুক্ত। সাংখ্য এবং বৈশেষিকগণের প্রধান বা পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রয়োজনবত্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## প্রথম পাদের সারসংগ্রহ—

এই পাদে ১০টি অধিকরণ। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অধিকরণে সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতি বিভিন্ন-মতানুযায়ী প্রধান, পরমাণু প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর জগৎকারণত্ব প্রতিপাদনকে লইয়া ব্রহ্মের কারণত্বে যে দোষ প্রদর্শিত হইতেছে সেই দোষ শাস্ত্রানুগত তর্ক দ্বারা পরিহারপূর্বক একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব, যাহা ১ম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্ত প্রথমে দৃঢ় করা হইল।

ষষ্ঠ অধিকরণে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মকার্য জগতের ভিন্নত্ব প্রতিপাদক 'অসৎকার্য'-বাদীদের যুক্তি ও তর্কমূলক মতের উল্লেখ করিয়া উপযোগী শ্রুতিবাক্য দ্বারা এবং বিশেষ যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। এই অধিকরণে অদ্বৈতবাদীদিগের যে মত—ব্রহ্ম এবং জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান জগতের মিথ্যাত্ব, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য উপযোগী শ্রুতিসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্তসহ জ্ঞান-গম্ভীর সুনিপুণ যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহারও খণ্ডন করিয়াছেন। সপ্তম অধিকরণে, জীব এবং ব্রহ্মের অভেদবাচক কতকগুলি শ্রুতিবাক্য ( "তত্ত্বমসি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি ) উদ্ধৃত করিয়া, জীব ও ব্রহ্মের

অভিন্নত্ব প্রতিপাদনপূর্বক ব্রহ্মকারণতাবাদে পূর্বপক্ষরূপে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে জীববাচক ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদনবাদী যুক্তি ও তর্ক বিচার দ্বারা উক্ত দোষ পরিহার করা হইয়াছে।

অষ্টম ও নবম অধিকরণে পুনরায়, প্রতিপক্ষ সাংখ্য এবং পরমাণু-মতবাদীগণকর্তৃক ব্রহ্মের জগৎকারণত্বরূপ বৈদান্তিক মতের কতকগুলি দোষারোপের উল্লেখ করিয়া সেই দোষগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। এই দুইটি অধিকরণ প্রায়ই যুক্তিতর্কাত্মক। দশম অধিকরণে ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র কারণ এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক মতবাদী প্রধান পরমাণু আদি কারণ নহে, তাহার উপসংহার করিয়াছেন।

---
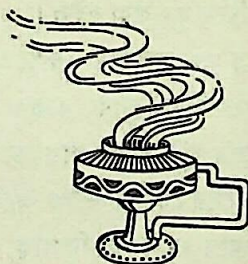
# দ্বিতীয় পাদ

## উপক্রমণিকা—

পূর্ব পাদে শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে যুক্তি তর্ক দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া এবং পরপক্ষ প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া কপিলের সাংখ্য, কণাদের বৈশেষিক এবং পাতঞ্জলের যোগদর্শন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই পাদে ব্রহ্ম-কারণতাবাদের দৃঢ়তা সাধনের জন্য পুনরায় পূর্বোক্ত সাংখ্যাদি মতগুলি ভিন্ন প্রণালীতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উপরন্তু চারি প্রকার বৌদ্ধমত, জৈনমত, পাশুপত মত বিবৃত করিয়া তাহাও সেই প্রণালীতে খণ্ডিত হইয়াছে। এই পাদের যুক্তিতর্কের বিশেষ প্রণালী এই যে ইহাতে প্রতিপক্ষ মতসমূহের দোষগুলি প্রদর্শন করিয়া সেই মতগুলিকে খণ্ডনকরতঃ জগতের ব্রহ্ম-কারণতাবাদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধিকরণে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন মতে অপেক্ষিত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য অংশগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন পাশুপত মত খণ্ডনকরতঃ নারদপাঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্রে যে বেদবিরুদ্ধ কোন অংশ নাই তাহা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথম পাদের ন্যায় এই পাদটিও তর্কপ্রধান।

---

### ১—রচনানুপপত্তি-অধিকরণ ( সূঃ ১-৯ )

এই অধিকরণের ১ম সূত্রে সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসমূহ এবং তদনুযায়ী প্রকৃতির জগৎকারণত্বের উল্লেখ করিয়া এই সিদ্ধান্তের দোষ প্রদর্শনপূর্বক যুক্তি তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইয়াছে এবং এই খণ্ডনে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

## রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ ॥২।২।১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

রচনা অনুপপত্তেঃ চ—যেহেতু জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না ; ন অনুমানম্—অনুমানগম্য সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না ; প্রবৃত্তেঃ চ—( অচেতন প্রধানের জগৎ রচনা অনুগুণ সর্বপ্রথম পরিস্পন্দনের ) প্রবৃত্তির অভাব হেতু ও ( অনুমানগম্য প্রধান জগৎ-কারণ হইতে পারে না )।

**সরলার্থ—**

সাংখ্যমত যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতিবাক্যের উপর নহে এবং এই যুক্তিতর্ক ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী। সেইজন্য ইহাকে আনুমানিক* বা ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানগম্য বলা হইয়া থাকে। এই মতে অচেতনবস্তু প্রধান ( সূক্ষ্ম প্রকৃতি ) স্বতন্ত্রভাবে জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সূত্রে সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণবাদের দোষ দেখান হইতেছে। প্রথম দোষ, চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কোন অচেতনবস্তু স্বাধীনভাবে কোন পদার্থ রচনা করিতে পারে না, সুতরাং অচেতন প্রকৃতি যে নিজ হইতেই স্বাধীনভাবে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় দোষ, কোন বস্তু রচনাকালে তদ্বিষয়ে প্রথমে প্রবৃত্তি প্রয়োজন। এই প্রবৃত্তি কেবল চেতনবস্তুর পক্ষে সম্ভব, অচেতনবস্তুর পক্ষে নহে। সুতরাং অচেতন প্রকৃতি চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া স্বাধীনভাবে জগৎ রচনা করিতে পারে না। অতএব পরম চেতন ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

---

* অনুমানরূপ এই প্রমাণটি—হেতু, সাধ্য পক্ষ এবং দৃষ্টান্ত এ কয়টি বিশিষ্ট বিষয় আলোচনার দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। বিস্তৃত অবগতির জন্য "ন্যায় গ্রন্থ" দ্রষ্টব্য।

**পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥২।২।২॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

পয়ঃ অম্বুবৎ—(অচেতনবস্তু) দুগ্ধ এবং জলের দৃষ্টান্তের ন্যায় (অচেতন প্রকৃতিরও স্বতন্ত্র পরিণতি সম্ভব); চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; তত্র অপি—সেস্থলেও (এই পরিণতির কারণ চেতনের অধিষ্ঠান)।

**সরলার্থ—**

সাংখ্যবাদীরা বলিতে পারেন যে, দুগ্ধ যেরূপ নিজ হইতেই দধিতে পরিণত হয় এবং জল যেরূপ নিজ হইতেই বরফ ইত্যাদিতে পরিণত হয়—কোনরূপ চেতনের কর্তৃত্বের অপেক্ষা রাখে না, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত প্রধানও চেতনের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে নিজেই জগৎরূপে পরিণত হইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য উত্তর দিতেছেন—না, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, কারণ, দুগ্ধ এবং জলের উক্ত পরিণতির জন্য চেতনের অধিষ্ঠানের বা কর্তৃত্বের অনুমান করিতেই হইবে। তাহাদের এই পরিণতি স্বতন্ত্ররূপে নিজ হইতেই হইতে পারে না।

---

প্রকৃতির অধিষ্ঠান ব্যতীত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ রচনা করিলে কি কি দোষ হয় তাহা অতঃপর সূত্রে উল্লেখ করিতেছেন—

**ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২।২।৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ব্যতিরেকেন—যেহেতু সৃষ্টির ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ সৃষ্টির বিপরীত প্রলয়-দশার; অনবস্থিতেঃ—অবস্থান হইতে পারে না; অনপেক্ষত্বাৎ চ—এবং যেহেতু সৃষ্টি কার্যে প্রধান (চেতনাদি) অন্য কাহারও সহায়তার অপেক্ষা রাখে না (উক্ত দুইটি অসঙ্গতির জন্য 'প্রধান' জগৎ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না)।

সরলার্থ—

চেতনের সহায়তার অপেক্ষা না রাখিয়াই নিজ স্বাভাবিক শক্তিবলে প্রকৃতি যদি জগৎ রচনায় প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সে সর্বদাই জগৎ রচনা করিয়া যাইবে, কারণ এই রচনা বন্ধ করিবার জন্য চৈতন্যের আবশ্যকতা থাকে। সুতরাং জগতের কখনও প্রলয়াবস্থা সম্ভব হইবে না। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্তও সাংখ্যমতের প্রতিকূল। অতএব প্রতিপন্ন হয় যে পরম চেতন ঈশ্বরই সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন।

---

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২।২।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( তৃণাদির দুগ্ধাকারে পরিণতি ) অন্যত্র—( ধেনু ভিন্ন ) অন্য পশুতে ; অভাবাৎ—দেখা যায় না বলিয়া ; তৃণাদিবৎ—সাংখ্যোক্ত তৃণ প্রভৃতির পরিণতির দৃষ্টান্ত ; ন—সঙ্গত নহে।

সরলার্থ—

সাংখ্যবাদীরা তর্ক করিতে পারেন যে, ধেনুর উদরে ভুক্ত তৃণ যেমন অন্য কোন বস্তুর সহায়ের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে নিজেই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ অন্য বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাধীন-ভাবে জগৎরূপে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না এই যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু দুগ্ধরূপে এই পরিণতির জন্য ভুক্ত তৃণ নিশ্চয়ই গাভীর দেহান্তর্গত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে। নতুবা অভুক্ত তৃণসমূহেরও ঐরূপ পরিণতি দেখা যাইত। এই সূত্রে পূর্বসূত্রটি আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

## পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥২।২।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পুরুষ-অশ্মবৎ—পুরুষ এবং চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; তথাপি—তাহা হইলেও ( দোষ খণ্ডন হয় না )।

সরলার্থ—

সাংখ্যবাদীরা নিরপেক্ষ প্রধান কারণবাদ পুষ্টির জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন—পঙ্গু ও অন্ধ পুরুষের দৃষ্টান্ত এবং চুম্বক পাথর ও লৌহের দৃষ্টান্ত। পঙ্গু যেমন চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া অন্ধের স্কন্ধে চড়িয়া পথনির্দেশ দানে তাহাকে চালিত করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে এবং লৌহ যেমন চুম্বক প্রস্তরের সন্নিধানে তাহার নিকটে চালিত হয় সেইরূপ চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান কার্য করিতে সমর্থ হয়। সাংখ্য-বাদীদের এই তর্কের উত্তরে আপত্তি করিতেছেন যে, এই দুটী দৃষ্টান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, পঙ্গুর চলৎশক্তি না থাকিলে উপদেশ দ্বারা অন্ধকে চালিত করিবার ক্ষমতা আছে এবং সাংখ্যোক্ত চেতন পুরুষ ব্যাপক বস্তু, অতএব সর্বদাই প্রধানের সন্নিহিত থাকে বলিয়া এই সান্নিধ্যবশতঃ সর্বদাই সৃষ্টি কার্য চলা উচিত এবং কখন প্রলয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং ব্যাপক পুরুষের সহিত অব্যাপক চুম্বক পাথরের দৃষ্টান্ত সমীচীন নয়।

---

## অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( প্রধানের গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণের ) অঙ্গিত্ব—প্রাধান্য ; অনুপপত্তেশ্চ—উপপন্ন হয় না বলিয়াও ( প্রধানের জগৎকারণত্ব অসঙ্গত।

সরলার্থ—

সাংখ্যসিদ্ধান্তে প্রকৃতি সত্ত্বঃ রজ তমঃ এই তিনটী গুণের সমষ্টি। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের মধ্যে কোন একটি গুণের প্রাধান্য বা অঙ্গিভাবহেতু তদনুগুণ প্রকৃতির পরিণাম সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়। তদুত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন যে এই সিদ্ধান্ত নির্দোষ নহে। কারণ, প্রলয়কালে এই তিনটি গুণই সাম্য অবস্থায় থাকে। অতএব অচেতন প্রকৃতির পক্ষে এই সাম্য অবস্থা হইতে একটিকে প্রধানরূপে পরিণত করা সম্ভব নহে। সুতরাং তন্মূলক জগৎসৃষ্টিও উপপন্ন হইতে পারে না। পুনরায় যদি এই গুণত্রয়ের বৈষম্য উপপন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও চৈতন্য শক্তির অভাবহেতু সর্বদাই সৃষ্টিকার্য চলিতে থাকিবে; প্রলয়াবস্থার সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব দোষদুষ্ট বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় দ্বারা প্রধান কারণবাদ সমর্থিত হয় না।

---

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥২।২।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্যথা—পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকারে; অনুমিতৌ চ—( জগৎকারণে প্রধানের ) অনুমান করিলেও; জ্ঞশক্তি-বিয়োগাৎ—জ্ঞানশক্তির অভাববশতঃ ( প্রকৃতি বা প্রধানের জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হয় না )।

সরলার্থ—

সাংখ্যোক্ত প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতির অনুকূলে যে সমস্ত যুক্তি ইতিপূর্বে দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে প্রধানের জগৎকারণত্ব অনুমান করিলেও এই প্রধান যখন জ্ঞানশক্তিবিহীন তখন সে সমস্ত যুক্তিও উক্তরূপে দূষিত হইতে পারে।

অতএব অচেতন প্রকৃতি হইতে স্বাধীনভাবে জগৎসৃষ্টিরূপ সিদ্ধান্তটি কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয় না।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥২।২।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভ্যুপগমে অপি—(কোন প্রকারে প্রধানের জগৎকারণত্ব) স্বীকার করিয়া লইলেও ; অর্থ-অভাবাৎ—প্রয়োজনের অভাববশতঃ (অনুমান-গম্য জগৎকারণরূপ প্রধানের অস্তিত্বের কোন সার্থকতা নাই)।

সরলার্থ—

সাংখ্যমতে পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তি এবং প্রধানের সম্বন্ধবর্জন অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবর্জনরূপ কৈবল্যমুক্তি এবং প্রকৃতিসম্বন্ধরূপ ভোগ। তাহারা আরও বলেন যে পুরুষ স্বরূপতঃ নির্বিকার এবং চৈতন্যস্বরূপ। সুতরাং এই চৈতন্যস্বরূপ নির্বিকার পুরুষের পক্ষে প্রকৃতিদর্শন বা সম্বন্ধরূপ ভোগ বা সম্বন্ধবর্জনরূপ মুক্তি কোনটী সম্ভবপর নহে। আর যদিও বা এইরূপ স্বরূপবিশিষ্ট পুরুষের প্রকৃতির সান্নিধ্য-বশতঃ সুখ দুঃখজনক ভোগ কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে তাহা হইলে তো এই ব্যাপকবস্তু প্রকৃতির সর্বদাই পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ কোন কালেই পুরুষের আর এই প্রকৃতি বর্জন এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না।

---

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২।২।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিপ্রতিষেধাৎ চ—পরস্পর বিরোধবশতঃ ও ; (সাংখ্যমত) অসমঞ্জ-সম্—সামঞ্জস্যরহিত।

সরলার্থ—

সাংখ্যসিদ্ধান্তে পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থবোধক বহু বাক্য সন্নিবেশিত আছে বলিয়া এই সিদ্ধান্তটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিপ্রায় এই যে সাংখ্যদর্শন কোথাও পুরুষকে নির্বিকার বলিয়াছেন, আবার সেই নির্বিকার বস্তুকেই ভোক্তা এবং প্রকৃতির প্রবর্তকরূপ কর্তা বলিয়াছেন। আবার কোথাও বলিয়াছেন—পুরুষ বদ্ধও হয় না মুক্তও হয় না কিন্তু প্রকৃতি বদ্ধ ও মুক্ত হয়। এই প্রকার বহু পরস্পর বিরুদ্ধার্থবোধক বিষয় সন্নিবিষ্ট থাকায় সাংখ্য দর্শনের মতটি সামঞ্জস্যহীন।

রচনানুপপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—মহদ্দীর্ঘ-অধিকরণ ( সূত্র ১০-১৬ )

পূর্ব অধিকরণে প্রধানের জগৎকারণত্ব মতটি ( সাংখ্যমত ) অসঙ্গত এবং পরস্পরবিরুদ্ধ; অতএব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অধিকরণে জগৎ সৃষ্টিতে কণাদের পরমাণু কারণবাদ যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এই অধিকরণের বিভিন্ন সূত্র সম্পর্কিত কণাদমতের জ্ঞাতব্য অংশটি সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যেক সূত্রে সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

**মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্** ॥২।১।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্—হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল পরিমাণবিশিষ্ট ( অণু পরিমাণবিশিষ্ট ) পরমাণু হইতে; মহদ্দীর্ঘবৎ বা—মহৎ এবং দীর্ঘ পরিমাণবিশিষ্ট চতুরণুর উৎপত্তির ন্যায়ও ( কণাদের পরমাণুবাদের অন্যান্য বিষয়গুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ )।

সরলার্থ—

এই সূত্রের অর্থটী বুঝিবার জন্য কণাদের পরমাণু কারণবাদের এই

বিষয়ে জ্ঞাতব্য অংশটি কথিত হইতেছে। বৈশেষিক দর্শনের মতে জগতের সূক্ষ্মতম আদি উপাদান পদার্থ হইতেছে 'পরমাণু', এই পরমাণুটি নিরবয়ব এবং অণুপরিমাণবিশিষ্ট। দুইটি 'পরমাণু' মিলিয়া একটি 'দ্ব্যণুক' এবং চারিটি পরমাণু মিলিয়া একটি 'চতুরণু' হয়। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্র্যণুক, ত্র্যণুক হইতে চতুরণু ক্রমশঃ বৃহত্তর পরমাণু পরিমাণের নাম অণু বা পরিমণ্ডল। দ্ব্যণুকের পরিমাণের নাম হ্রস্ব এবং ত্র্যণুক ও চতুরণুর পরিমাণ মহৎ ও দীর্ঘ। পরমাণুর গুণ দ্ব্যণুকে এবং দ্ব্যণুকের ত্র্যণুক ও চতুরণুতে থাকে না। দ্ব্যণুক ও ত্র্যণুকাদি ক্রমশঃ বৃহত্তর উপপন্ন বস্তুতে নূতন নূতন বিশেষ গুণের উদ্ভব হইয়া থাকে। পুনরায়, এই মতে এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুটি পৃথক এবং কেবল প্রত্যেক পরমাণুটি যে এইরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তাহা নহে, উপরন্তু পরমাণু হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদি বস্তুও পরমাণু হইতে এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্যপ্রযুক্ত। এই "বিশেষ" পদার্থ স্বীকারই বৈশেষিক দর্শনের এক প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বৈদান্তিক মতে প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে "বিশেষ"জনিত এই পার্থক্য এবং তাহা হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদির মধ্যেও বিশেষজনিত পার্থক্য স্বরূপতঃ ভিন্ন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

কণাদের এই বৈশেষিক মতের দোষ প্রদর্শনপূর্বক তাহা খণ্ডন করিতেছেন। যদি পরমাণুসমূহ নিরবয়ব অর্থাৎ তাহাদের কোন প্রদেশ বা অংশ না থাকে তাহা হইলে এই নিরংশ শতশত পরমাণু সংযুক্ত হইলেও দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদি বৃহত্তর বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশের সহিত বিভিন্ন অংশের সংযোগরূপেই বৃহত্তর বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পরমাণুও দ্ব্যণুকের অণু বা পরিমণ্ডল এবং হ্রস্বপরিমাণ হইতে ত্র্যণুক ও চতুরণুর মহৎ ও দীর্ঘ

পরিমাণ সম্ভব নহে। আর যদি অংশের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে পরমাণুর অবয়বত্ব স্বীকার করিতে হয়। অতএব হ্রস্ব পরিমাণ-বিশিষ্ট এবং পরিমাণ পরিমণ্ডলবিশিষ্ট পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক ও চতুরণুর উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ ও সামঞ্জস্যরহিত। কণাদমতের অন্যান্য অনেক বিষয়ও এইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

এখন কণাদমতের আর একটি দোষের উল্লেখ করিতেছেন—

উভয়থাপি ন কর্মাতস্তদভাবঃ ॥২।২।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়থা অপি—( জীবে কিংবা পরমাণুতে ) উভয় প্রকারেই ( পূর্ব কর্মজনিত 'অদৃষ্ট' স্বীকার করিলেও ); ন কর্ম—( পরমাণু সংযোগরূপ ) কর্মারম্ভ সম্ভব হয় না ; অতঃ—অতএব ; তদ্ অভাব—কণাদ মতানুযায়ী সৃষ্টি প্রকরণ হইতে পারে না।

সরলার্থ—

কণাদমতে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে বিভিন্ন পরমাণুর সংযোগরূপ যে ক্রিয়া উপস্থিত হয় তাহার কারণ হইতেছে জীবের পূর্ব কর্মানুগুণ অদৃষ্ট। চেতন কর্তৃক কর্মজনিত লব্ধ অদৃষ্ট যখন এই চেতনবস্তুতে থাকাই সম্ভব-পর তখন তদ্দ্বারা পরমাণুতে ক্রিয়ার উৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার, এই 'অদৃষ্ট' জীবেই থাকুক কিংবা পরমাণুতেই থাকুক উহা যখন সর্বদাই বর্তমান তখন এক সময়ে পরমাণুতে অকস্মাৎ কার্যারম্ভের কোন কারণ থাকে না এবং এই কার্যগতি একবার আরম্ভ হইলে তাহার বিরামও হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ প্রলয়ও সম্ভব নয়। অতএব কর্মজনিত অদৃষ্টের দ্বারা পরমাণু সংযোগ বা সৃষ্টি—বৈশেষিকদের এই মতের সামঞ্জস্য নাই।

---

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২।২।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমবায়-অভ্যুপগমাৎ—'সমবায়' সম্বন্ধ স্বীকারের নিমিত্তও ( অসামঞ্জস্য ) ; সাম্যাৎ—দ্রব্যের সহিত জাতীয় গুণের সমবায় সম্বন্ধের ন্যায় এই সমবায় সম্বন্ধ পরমাণু সংযোগে স্বীকার করিলে ; অনবস্থিতেঃ—অনবস্থা দোষ হয়।

সরলার্থ—

বৈশেষিক মতে দুইটি পরমাণু মিলিয়া যখন একটি দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হয় তখন উৎপন্ন অবয়বী এই দ্ব্যণুকের স্থিতিটি অবয়বরূপ পরমাণু-দ্বয়ের সমবায় সম্বন্ধের* উপর নির্ভর করে। এখানে আপত্তি হইতেছে এই যে দ্রব্যে গুণ ইত্যাদি বস্তু বিষয়ে প্রত্যক্ষ নিত্য এবং অপৃথক্‌সিদ্ধ সম্বন্ধবশতঃ একটি নিত্য সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু দ্ব্যণুক ত্র্যণুক প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ ক্ষণস্থায়ী বস্তুতে সমবায় সম্বন্ধ কল্পনা করিলে একটি ক্ষণস্থায়ী অনিত্য সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হয় এবং দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টিকালে এই নূতন সৃষ্ট সমবায় সম্বন্ধই বা কি প্রকারে এই দ্ব্যণুকে অবস্থান করিতেছে তাহার জন্য অপর একটি সমবায় সম্বন্ধ কল্পনা করার প্রয়োজন হয়। অনিত্য বলিয়া এইরূপে পর পর অনবরত সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপ পরিস্থিতির নাম অনবস্থা-দোষ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দ্রব্যে গুণের নিত্য প্রতীতির জন্য সমবায় সম্বন্ধ স্বীকারের ন্যায় যদি কণাদ মতে সৃষ্টিকালে দ্ব্যণুক ত্র্যণুক

---

* সমবায় সম্বন্ধ—দ্রব্যের গুণ, এই গুণের জাতি নিত্য সংযোজিত। তাহাদের কোন অবস্থায়ই পৃথক স্থিতি নাই, এই নিত্য মিলিত ( সমবেত ) সম্বন্ধের নাম সমবায় সম্বন্ধ। এই সমবায় নিত্য। দ্রব্য দেখিলেই যে তৎসঙ্গে তাহার নিত্য সহচরগণের উপলব্ধি হয় এই সমবায় সম্বন্ধই তাহার কারণ।

প্রভৃতি অনিত্য বস্তুতে অনিত্য সমবায় সম্বন্ধের কল্পনা করা যায় তাহা হইলে অনাবস্থা দোষ হয়। অতএব কণাদ মত ও তাহার অঙ্গগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

## নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২।২।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

নিত্যম্ এব—(দ্ব্যণুকাদিগত এই সমবায় সম্বন্ধ) নিত্যই (যদি কল্পনা করা হয়); ভাবাৎ চ—তাহা হইলে (দ্ব্যণুকাদি হইতে উৎপন্ন জগতেরও) নিত্যসদ্ভাব স্বীকার করিতে হয়, এইজন্যও (কণাদের মতটি দোষযুক্ত)।

সরলার্থ—

দ্ব্যণুকাদিগত এই সমবায় সম্বন্ধ নিত্যই যদি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে দ্ব্যণুকাদি হইতে উৎপন্ন জগতেরও নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জগৎ প্রকৃতপক্ষে অনিত্য। সুতরাং এই সমবায় সম্বন্ধটি স্বীকারের জন্যও কণাদের মতটি দোষযুক্ত।

---

## রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্যয়ো দর্শনাৎ ॥২।২।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(বৈশেষিকদের মতে পরমাণু) রূপাদিমত্ত্বাৎ চ—রূপ প্রভৃতি বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হওয়ার জন্যও; বিপর্যয়ো দর্শনাৎ—তাহাদের সিদ্ধান্তের বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর ভাবের প্রতীতি হয়, এই কারণেও (কণাদের মত দূষিত)।

সরলার্থ—

বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন, মৃত্তিকা জল অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থূল বস্তুর গন্ধ রস তেজ প্রভৃতি বিশেষ গুণের ন্যায় তত্তৎ জাতীয় পরমাণুরও বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। পরমাণুরও এই সব বিশেষ গুণ স্বীকার করিলে কি সব দোষ হয় তাহা বলিতেছেন। দেখা যায় যে ঘটপটাদির ন্যায় রূপরসাদিবিশিষ্ট যাবৎ স্থূল বস্তুই অবয়ববিশিষ্ট অনিত্য হইয়া থাকে। অতএব পরমাণুতেও যদি ঐ সকল গুণের বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা হয় তাহা হইলে এই সকল পরমাণুও অবয়ববিশিষ্ট এবং অনিত্য হইয়া পড়িবে এবং যুক্তিসঙ্গত এই সিদ্ধান্ত বৈশেষিকমতের পরমাণুগত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ তাহাদের মতে পরমাণু নিরবয়ব এবং নিত্য। এই পরস্পর বিরুদ্ধতার জন্যও বৈশেষিক মত দোষযুক্ত।

---

## উভয়থা চ দোষাৎ ॥২।২।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়থা চ—পরমাণুর রূপাদিগুণের (অস্তিত্ব বা রাহিত্য) উভয় প্রকার স্বীকারে; দোষাৎ—যেহেতু দোষ উপপন্ন হয় (সেইজন্য বৈশেষিক মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ)।

সরলার্থ—

পরমাণুর রূপাদি গুণের অস্তিত্ব বা রাহিত্য উভয় প্রকার স্বীকারেই দোষযুক্ত। পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করিলে কি দোষ হয় তাহা পূর্ব সূত্রে কথিত হইয়াছে। স্বীকার না করিলে কি দোষ হয় তাহা এই সূত্রে কথিত হইতেছে। কারণগত গুণ যে কার্যগত গুণেরই কারণ তাহা যুক্তিসিদ্ধ। অতএব যদি জগৎকারণরূপ পরমাণুর রূপাদি গুণের

স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে কার্যরূপ জগতের বিভিন্ন পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য বলিতে হয়, এবং তাহাও দোষদুষ্ট। অতএব উভয়পক্ষেই কণাদের মতটি দূষিত।

---

## অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২।২।১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপরিগ্রহাৎ চ—( বৈদিক ঋষিগণ এই মত ) গ্রহণ করেন না বলিয়াও; অত্যন্তম্ অনপেক্ষা—অত্যন্ত অপেক্ষণীয় নহে অর্থাৎ একেবারেই গ্রহণের অযোগ্য।

সরলার্থ—

কোন বিশিষ্ট ( বৈদিক ) লোকই বৈশেষিক দর্শনের এই মত স্বীকার করেন নাই। এইজন্য এই মত একেবারেই গ্রহণীয় নহে।

পরমাণুকারণবাদ নিরস্ত করিয়া অতঃপর তিনটি অধিকরণে বিভিন্ন বৌদ্ধমতের বিভিন্ন শাখার বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়া সেই সকল মত খণ্ডন করিতেছেন। এই সূত্রগুলির অর্থ অবধারণার জন্য বৌদ্ধমতের সার বিষয়গুলির সংক্ষেপ জ্ঞান প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

সিদ্ধান্তের বিভিন্ন অঙ্গের কিছু কিছু পার্থক্য হেতু বৌদ্ধমতে চারিটি সম্প্রদায় আছে। যথা—( ১ ) বৈভাষিক ( ২ ) সৌতান্ত্রিক ( ৩ ) যোগাচার ( ৪ ) মাধ্যমিক। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি মতই—প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সমস্ত তত্ত্বই ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণিকবাদ। চতুর্থটির মতে সর্বশূন্যত্বই প্রকৃত তত্ত্ব অর্থাৎ শূন্যবাদ। "মাধ্যমিক" এই শূন্য-বাদই বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্তের পরাকাষ্ঠা। ক্ষণিকবাদের তিনটি মতের মধ্যে প্রথমটি (১) বৈভাষিক—এই মতে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এই ভূত

চতুষ্টয় হইতে—বাহ্যজগৎ স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইহারা আকাশের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, পরমাণুকেই ইহারা জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। স্থূল জগৎ-রূপ বাহ্য পদার্থসমূহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অনুমানসিদ্ধ। এই সূক্ষ্ম পরমাণু এবং তাহা হইতে জাত এই স্থূল জগৎ সমস্তই ক্ষণিক অর্থাৎ উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তাহাদের মতে জগতের উৎপত্তি এবং ব্যবহার উপপন্ন হয় না। বাহ্য পদার্থ ব্যতীত সুখ ও দুঃখরূপ "চিত্ত" আন্তর পদার্থ তাহারা স্বীকার করেন। ইহাদের মতে এই চিত্তই সুখ দুঃখ অনুভবের একমাত্র বস্তু। এই "চিত্ত" বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রবাহকে তাহারা "বিজ্ঞান" আখ্যা দিয়াছেন, যেহেতু ইহা জ্ঞাতৃত্বের কার্য সম্পন্ন করে। এতদ্‌ব্যতীত কোনরূপ "আত্মবস্তু" তাহারা স্বীকার করেন না (২) সৌত্রান্তিক মত—এই মতটিও পূর্বোক্ত বৈভাষিক মতের সদৃশ; পার্থক্য এই যে ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন না এবং উক্ত বাহ্য এবং আন্তর পদার্থ সকল কেবল অনুমানসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন।

(৩) যোগাচার সিদ্ধান্ত—এই মতে কোনরূপ বাহ্য পদার্থ স্বীকৃত হয় না। সুখ দুঃখের অনুভবিতারূপে চিত্ত বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রবাহকে "বিজ্ঞান" বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহাদের মতে অভ্যন্তরস্থ এই বুদ্ধি-বিজ্ঞানই ঘটপটাদি রূপ বাহ্য আকারে প্রতীত হয়। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই। (৪) মাধ্যমিক মত—ইহা ঘটপটাদি রূপ কোনরূপ বাহ্যপদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ কোনরূপ অন্তর পদার্থ—কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে শূন্যত্বই প্রকৃততত্ত্ব। এই জন্য তাহাদিগকে সর্বশূন্যত্ববাদী বলা হয়।

———

### ৩—সমুদায়-অধিকরণঃ ( ১৭-২৬ )

এই অধিকরণে বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক এই দুইটি ( বাহ্যাস্তিত্ব-বাদী ) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত খণ্ডিত হইতেছে—

**সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥২।২।১৭॥**

সমুদায়ে—( জগৎরূপ ) বাহ্যপদার্থ সমূহের সংঘাত হইতে সৃষ্টি ; উভয়হেতুকেঽপি—পরমাণু কারণ হইতে এবং তজ্জনিত পৃথিব্যাদি কারণ হইতে ( জগৎ উৎপন্ন স্বীকার করিলেও ) ; তৎ অপ্রাপ্তিঃ—এই সংঘাত বা সৃষ্টি সিদ্ধ হয় না।

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি এবং এই পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ইন্দ্রিয় সকল মন বা চিত্তের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও এই পরমাণু এবং তদুৎপন্ন পৃথিব্যাদি পদার্থ সমস্তই যখন অতিমাত্র ক্ষণস্থায়ী তখন তাহাদের সমুদায় বা একত্র সমাবেশ হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না।

---

**ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেন্ন, সংঘাতভাবা-নিমিত্তত্বাৎ ॥২।২।১৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ক্ষণিক হইলেও ক্ষণস্থায়ীরূপে উৎপন্ন বিভিন্ন বাহ্য ও আন্তর পদার্থ ) ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ—নিজেদের মধ্যে পরস্পরের কারণ বলিয়া ; উপপন্নম্—( তাহাদের সংঘাত দ্বারা উৎপত্তি ) সিদ্ধ হইতে পারে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—( তদুত্তরে বলিতেছেন )—না ; সংঘাতভাব-অনিমিত্তত্বাৎ—ক্ষণিকত্বহেতু তাহাদের সংঘাত এবং তদ্দ্বারা ভাব অর্থাৎ উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

সরলার্থ—

নিজ মত পোষণের জন্য বৌদ্ধগণ বলিতে পারেন যে যদিও পরমাণু বা তৎকৃত পৃথিব্যাদি পদার্থ সমস্তই ক্ষণিক তথাপি: ক্ষণিক পদার্থের নিত্যত্ব বুদ্ধিরূপ যে অবিদ্যা তাহা হইতে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সংস্কার উৎপন্ন হয় এরং সংস্কার হইতে চিত্তরূপ বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং ইহা হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে পুনরায় সুখ-দুঃখ অনুভব দ্বারা পুনরায় সমস্ত পদার্থে স্থিরত্ব বুদ্ধিরূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে আবার রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হয়। এইরূপ চক্রাকারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কার্যকারণরূপে সংবদ্ধ হইয়া লোক-ব্যবহার সংগত হইতে পারে। তদুত্তরে বেদান্তসূত্র বলিতেছেন—না, তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ ক্ষণিক বস্তুসমূহের সংঘাত হইতে পারে না এবং তদ্দ্বারা বস্ত্বন্তরও উপপন্ন হইতে পারে না। যদিও স্বীকার করা হয় যে, অবিদ্যা স্থিরত্ববুদ্ধি উৎপাদন করে, তথাপি কারণ ও কার্যরূপী "চিত্ত" আদি প্রত্যেক পদার্থ ই প্রকৃতপক্ষে যখন ক্ষণিক অর্থাৎ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যখন বিনষ্ট হইয়া যায় তখন এই অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন রাগ-দ্বেষাদি জন্মিবে কাহার? এবং ইহার ফলে এই রাগ-দ্বেষাদি হইতে অবিদ্যাই বা উৎপন্ন হইবে কিরূপে? সুতরাং ক্ষণিক বস্তুর সংঘাত বা সমুদায় কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

---

## উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব নিরোধাৎ ॥২।২।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং (যদি বলা যায় যে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও পূর্বক্ষণে উৎপন্ন বস্তুটিই পরক্ষণে উৎপত্তির হেতু, তাহা বলিতে পার না); উত্তরোৎ-পাদে পূর্ব্বনিরোধাৎ—যেহেতু পরবর্ত্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে পূর্ববর্তীক্ষণের অভাব হয়।

সরলার্থ—

পূর্বক্ষণকে উত্তরক্ষণের কারণ বলিয়া বলিতে পারা যায় না কারণ উত্তরক্ষণে পূর্বক্ষণ থাকে না অর্থাৎ পূর্বক্ষণের অভাব থাকে। ( "অসৎ" হইতে সদ্বস্তুর উৎপত্তিবাদী বা অসৎবাদীদের ন্যায় ) অভাব বস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিলে অভাববস্তু সর্বদাই অভাবরূপে বর্তমান বলিয়া সেই বস্তুর সর্বদা উৎপত্তি সম্ভব হওয়া উচিত এবং এই কারণরূপ অভাব বস্তুর কোনরূপ বিশিষ্টতা না থাকায় ইহা হইতে কার্যরূপ সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইতে পারে। এই কারণেও এই মতটি দূষিত।

---

### অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২।২।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( কারণের ) অসতি—অসদ্ভাবে ; প্রতিজ্ঞা উপরোধো—( বৌদ্ধ-মতের ) প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিপরীত হয় ; অন্যথা—কারণের অসদ্ভাব যদি না স্বীকার করা হয় ; যৌগপদ্যম্—তাহা হইলে পূর্ব এবং পরক্ষণবর্তী কার্যকারণের একই কালে উপলব্ধি স্বীকার করিতে হয়।

সরলার্থ—

বৌদ্ধমতের:প্রতিজ্ঞাবাক্য ( স্থির সিদ্ধান্ত ) এই যে—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় (অধিপতি) আলোক প্রভৃতি (সহকারী) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ঘটপটাদি আলম্বন (তৎ) পূর্বক্ষণের জ্ঞান ( সমনন্তর প্রত্যয় )—এই চারিটি বিষয়ই জ্ঞান উৎপত্তির কারণ। এই সূত্রে এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অসঙ্গতি প্রদর্শিত হইতেছে। যদি কারণবস্তুর অসদ্ভাবরূপ অভাবকে কার্যোৎ-পত্তির হেতু বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে তোমাদের প্রতিজ্ঞাবাক্যের অমান্য করা হয়। আর যদি এই দোষ খণ্ডনের জন্য কার্যোৎপত্তির ক্ষণেও পূর্বক্ষণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে পূর্বক্ষণটি

স্থিরতর হইয়া উত্তরক্ষণের সহিত একত্র উপলব্ধি হইবে। কিন্তু যুগপৎ ক্ষণদ্বয়ের এই উপলব্ধি বৌদ্ধমতে সম্ভব নহে।

---

## প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২।২।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রতিসংখ্যানিরোধ-অপ্রতিসংখ্যানিরোধ-অপ্রাপ্তিঃ—স্থূল বিনাশ এবং সূক্ষ্ম বিনাশ উভয়ই অসম্ভব; অবিচ্ছেদাৎ—যেহেতু বৈদান্তিকাদি সৎবাদীদের মতে কারণবস্তুর সহিত কার্যবস্তুর নিরন্বয় বিচ্ছেদ (সম্বন্ধের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ) কখন হয় না।

সরলার্থ—

বৌদ্ধমতে বস্তুর বিনাশ দুই প্রকার। (১) প্রতিসংখ্যা-নিরোধ বা স্থূল বিনাশ; ইচ্ছাপূর্বক লগুড়াদি আঘাতে ঘটাদি বস্তু ভগ্ন করা। (২) অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ—কালের পরিণামে প্রত্যক্ষ বস্তুর নিয়ত সূক্ষ্ম ক্ষয় বা বিনাশ। উপরন্তু এই মতে বস্তু একবার বিনষ্ট হইলে তাহার উপাদান কারণের সহিত আর কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। ইহাকে "নিরন্বয় ধ্বংস" বলা হয়। বৌদ্ধমতের প্রতিসংখ্যা-নিরোধরূপ স্থূল এবং অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধরূপ সূক্ষ্মরূপ বিনাশের কল্পনাও অসম্ভব। যেহেতু বৈদান্তিকাদি 'সৎ'বাদীদের মতে সৎপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ কেবল অবস্থান্তর প্রাপ্তিমাত্র—প্রকৃত ধ্বংস নহে।

---

## উভয়থা চ দোষাৎ ॥২।২।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়থা চ—উভয় প্রকারেই; দোষাৎ—দোষদুষ্ট হয় বলিয়া।

সরলার্থ—

ক্ষণিকত্ববাদীগণের মতে এই জগৎ অভাব বা অসৎরূপ তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণেই নিরন্বয় ধ্বংস বা তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। উৎপত্তি এবং ধ্বংসের এই উভয় প্রকার সিদ্ধান্তই প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব। যেহেতু কারণ এবং কার্য একই জাতীয় হয়—ইহাই সর্ববাদী সম্মত। অতএব, তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যের তুচ্ছতাই উপপন্ন হয়। সুতরাং উৎপত্তিকালেই জগৎ তুচ্ছরূপে উৎপন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত। অতএব এইরূপ তুচ্ছ জগতের বিনাশের পরে তুচ্ছত্বপ্রাপ্তি কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

——

## আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২।২।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং; আকাশে—আকাশকে ভাববস্তু বলিয়া স্বীকার করা উচিত; অবিশেষাৎ—যেহেতু (পৃথিব্যাদি ভাববস্তু হইতে) ইহার কোন বিশেষ নাই।

সরলার্থ—

বৌদ্ধমতে বলা হয় যে, আকাশ কোনরূপ বস্তু নহে, ইহা পৃথিবী জল প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের অভাবমাত্র। এই সূত্রে বলিতেছেন যে এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নহে,—কারণ, পৃথিব্যাদির যেমন উপলব্ধি হয় আকাশেরও সেইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। আকাশকে অভাববস্তু বলিবার কোনরূপ বিশেষ লক্ষ্য নাই।

——

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২।২।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনুস্মৃতেশ্চ—প্রত্যভিজ্ঞা* বা পূর্ব অনুভূতির স্মরণহেতুও ( ক্ষণিকত্ব-বাদ সংগত নহে )।

সরলার্থ—

দেখা যায় যে দ্রষ্টার পূর্বঅনুভূত পদার্থের স্মরণ থাকে। অতএব ঘটপটাদি পদার্থের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় না। কারণ, পূর্বকালবর্তী দ্রষ্টা পুরুষ এবং দৃষ্ট পদার্থ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া যদি বিনষ্টই হইয়া যায়, তাহা হইলে পূর্বস্মৃতি থাকিবেই বা কাহার? পূর্বকালিক দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তু একই থাকিলে এই প্রত্যভিজ্ঞা বা অনুস্মরণ সম্ভব হইতে পারে।

---

অতঃপর সূত্রে সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়া এই অধিকরণের তৎপরস্থ অন্তিমসূত্রে সাধারণভাবে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২।২।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অসতো—বিনষ্ট বস্তুর ধর্মসমূহ ( জ্ঞানের বিষয় হয় ); ন—না; অদৃষ্টত্বাৎ—যেহেতু এইরূপ কখনও দেখা দেখা যায় না।

সরলার্থ—

সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদের মতে বাহ্য বস্তু ক্ষণিক হইলেও তদ্‌বিষয়ক বিভিন্ন ধর্ম চিত্ত বা বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিজ্ঞানে সংক্রমিত হইয়া ঐ সকল পদার্থের অনুভব হইয়া থাকে। এই সূত্রে এই মতের অসঙ্গতি

---

* প্রত্যভিজ্ঞা—পূর্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্বানুভূতরূপে জ্ঞান হয় তাহা হইলে সেই অনুভূত-বিষয়কে প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয়।

দেখাইতেছেন—যে পদার্থ বিদ্যমান নাই তাহার ধর্মসমূহ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সুতরাং এই অবিদ্যমান ধর্মও অন্যত্র সংক্রমিত হইতে পারে না এবং এইরূপ সংক্রমণও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব দ্রষ্টা এবং দৃষ্ট বস্তুর সদ্ভাবই বস্তুবিষয়ক বিবিধ জ্ঞানের একমাত্র কারণ।

---

## উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২।২।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এবং—অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থ হইতে সদ্বস্তুর উদ্ভব সম্ভব হইলে; উদাসীনানাম্ অপি চ—নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিদিগের চেষ্টার অভাব হইতেও; সিদ্ধিঃ—ইচ্ছানুরূপ বস্তুলাভরূপ সিদ্ধি হইতে পারে।

সরলার্থ—

যদি অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থ হইতে সদ্‌বস্তুর উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহা হইলে নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিদিগের চেষ্টার অভাব হইতেও ইচ্ছানুরূপ বস্তু-লাভরূপ সিদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব অবিদ্যমান বস্তু হইতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি কখনই সম্ভবপর নহে।

সমুদায়-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৪—<u>উপলব্ধি-অধিকরণ</u> ( ২৭-২৯ )

এই অধিকরণে ক্ষণিকবাদরূপ 'যোগাচার' বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে।

## নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২।২।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থের ) অভাবঃ—অস্তিত্বের অভাব; ন—থাকিতে পারে না; উপলব্ধেঃ—যেহেতু তাহাদিগের উপলব্ধি হয়।

সরলার্থ—

যোগাচারমতে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যবস্তুসমূহ অস্তিত্ববিহীন এবং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা ; একমাত্র বিজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিই ( ক্ষণিক হইলেও ) সত্য পদার্থ। উক্ত মতের অসঙ্গতি প্রদর্শন করিতেছেন। বাহ্য পদার্থ সকল আমরা প্রতক্ষ্যাদির দ্বারা সর্বদা উপলব্ধি করিয়া থাকি। অতএব তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাহারা যে অস্তিত্বহীন এ মত সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

---

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২।২।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বৈধর্ম্ম্যাৎ—বৈধর্ম্ম্য বা বৈলক্ষণ্যহেতু ( স্বপ্নকালীন জ্ঞান হইতে জাগ্রতকালীন বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্যহেতু ) ; স্বপ্নাদিবৎ—( দৃষ্ট বাহ্য-বস্তুসকল যে ) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের সদৃশ ; ন—তাহা ঠিক নহে।

সরলার্থ—

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানের তুলনা করা যাইতে পারে না। কারণ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকলের হেতু নিদ্রাদিদোষে দুষ্ট ইন্দ্রিয় এবং মন। এইজন্য স্বপ্নকালীন যে সকল বস্তু দেখা যায় জাগ্রত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং স্বপ্নকালীন বস্তু মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু জাগ্রতকালীন দৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব জাগ্রত অবস্থার এবং স্বপ্নকালিক অবস্থার জ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীত। সেইজন্য জাগ্রতকালীন দৃষ্ট পদার্থকে কিছুতেই অস্তিত্ববিহীন বা মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

---

**ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥২।২।২৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( স্বপ্নকালেও অস্তিত্বহীন বস্তুবিষয়ক কোন জ্ঞানের ) ভাবঃ—সম্ভাব; ন—হইতে পারে না; অনুপলব্ধেঃ—যেহেতু এইরূপ উপলব্ধি হয় না।

সরলার্থ—

স্বপ্নকালিক জ্ঞানও কোন কর্তা এবং কর্মের বিষয়েই হইয়া থাকে; কর্তা ও কর্মশূন্য জ্ঞান কুত্রাপি হইতে পারে না। অতএব স্বপ্নকালীন জ্ঞান বাহ্যপদার্থবিষয়ক জ্ঞান, ইহা নির্বিষয়ক হইতে পারে না।

উপলব্ধি-অধিকরণ সমাপ্ত।

—

## ৫—<u>সর্ব্বথা-অনুপপত্তি-অধিকরণ</u> ( সূত্র ৩০ )

এই অধিকরণে বৌদ্ধমতের চরম সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক মত—সর্বশূন্যত্ববাদ খণ্ডন করা হইতেছে। ইতিপূর্বে উক্ত বাহ্যপদার্থের বা বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ কিছুই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই সত্য পদার্থ—ইহাই বুদ্ধদেবের চরম সিদ্ধান্ত। পূর্বোক্ত তিনটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে যে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার কারণ বিভিন্ন বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্বশূন্যত্ব-বাদ উপলব্ধির জন্য বুদ্ধির অযোগ্যতা।

**সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( সর্বশূন্যত্ববাদ অসম্ভব। ) সর্বথা—সর্ব প্রকারে; অনুপপত্তেঃ চ—অসঙ্গত বলিয়াও।

সরলার্থ—

এই সর্বশূন্যত্ববাদ কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ,

সৎপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না এবং স্বরূপতঃ অসৎবস্তু স্বীকার করিলেও তাহার শূন্যত্ব কখনই প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ যাহার সাহায্যে প্রমাণিত হইবে অন্ততঃ সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে ; আবার যদি প্রমাণটিকেও অসত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তথাপি শূন্যত্ববাদ প্রমাণাভাবে সিদ্ধ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, মিথ্যা প্রমাণ দ্বারা সত্যরূপে স্বীকৃত হইলে যে কোন মতই সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে।

সর্বথা-অনুপপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—একস্মিন্নসম্ভব অধিকরণ ( সূত্র ৩১-৩৪ )

ইতিপূর্বে বিভিন্ন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া এখন আর্হত বা জৈনমত খণ্ডন করিতেছেন। সূত্রের মর্মগুলি বুঝিবার জন্য জৈনমতের প্রধান বক্তব্যগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে। জৈনমতবাদীগণও পরমাণুকে জগতের মূল কারণ বলিয়া থাকেন। ইহারা নিরীশ্বরবাদী এবং জগৎকে জীব ও অজীবময় বলিয়া থাকেন। তাহারা জীব ব্যতিরিক্ত আরও পাঁচটি অজীব পদার্থ স্বীকার করেন। যথা—ধর্ম, অধর্ম, পুদ্‌গল ( যাহা পুঞ্জীভূত হইয়া পুনরায় গলিয়া বা নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ) কাল ও আকাশ। তাহাদের মতে প্রত্যেক পদার্থই সর্বদা সৎ এবং অসৎ, নিত্য এবং অনিত্য, ভিন্ন এবং অভিন্ন। আত্মা তাহাদের মতে দেহপরিমিত এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ দেহভেদে সংকোচ বিকাশের উপযোগী।

**নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥২।২।৩১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একস্মিন—একই পদার্থে ; ন—( একই সময়ে বিরুদ্ধ ধর্ম ) থাকিতে পারে না ; অসম্ভবাৎ—যেহেতু ইহা অসম্ভব।

সরলার্থ—

জৈনমতের একই পদার্থে একই সময়ে নিত্য অনিত্য, সত্তা অসত্তা প্রভৃতি পরস্পরবিরুদ্ধ স্বভাব থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। অতএব এই মতটি অত্যন্ত অসঙ্গত।

---

### এবঞ্চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্ ॥২।২।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এবং—এইরূপ হইলে; চ—ও; আত্মা-অকার্ৎস্ন্যম্—আত্মার অপূর্ণতা হয়।

সরলার্থ—

আত্মা যদি ক্ষুদ্র বৃহৎ দেহ অনুসারে তত্তৎ পরিমিত হয়, তাহা হইলে হস্তীর ন্যায় বৃহৎ দেহ হইতে তদ্দেহান্তে পুনরায় কীটাণু প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে যখন প্রবেশ করে তখন পূর্বাবস্থিত বৃহদাত্মা পরবর্তী এই ক্ষুদ্রতম স্থানে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না। তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে স্থিত অবস্থায় আত্মার অসম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটি অসঙ্গত।

---

### ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২।২।৩৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং; পর্যায়াদ্ অপি—অবস্থাক্রমে ( সঙ্কোচ-বিকাশের স্বীকার ) ও; অবিরোধঃ ন—বিরোধ দূর করিতে পারে না; বিকারাদিভ্যঃ—যেহেতু (এইরূপ স্বীকারে আত্মার) বিকারাদি দোষের সম্ভাবনা থাকে।

সরলার্থ—

যদি ক্ষুদ্র বৃহৎ দেহের পর্যায়ক্রমে আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সদাই এক অবস্থাপন্ন অব্যয় আত্মাতে সঙ্কোচ বিকাশহেতু বিকাররূপ দোষ উপপন্ন হয়।

---

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২।২।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্ত্যাবস্থিতেঃ—যেহেতু মোক্ষদশায় আত্মা সদাই একই পরিমাণ বিশিষ্ট ; উভয়নিত্যত্বাৎ চ—এবং আত্মা ও তাহার এই মোক্ষকালীন পরিমাণ উভয়েই নিত্যবস্তু ; অবিশেষঃ—( সেইজন্য ) আত্মার কোন অবস্থাতেই ( সঙ্কোচ বিকাশরূপ ) বিশেষ কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না।

সরলার্থ—

যেহেতু মোক্ষদশায় আত্মা সদাই একই পরিমাণবিশিষ্ট এবং আত্মা ও তাহার পরিমাণ উভয়ই নিত্যবস্তু, সেইজন্য আত্মার কোন অবস্থাতেই সঙ্কোচ বিকাশরূপ কোন লক্ষণ থাকিতে পারে না।

একস্মিন্নসম্ভব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

৭—পশুপতি-অধিকরণ ( সূত্র ৩৫-৩৮ )

বেদান্তানুযায়ী ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদানকারণ উভয়ই। এই অধিকরণে আলোচ্য পাশুপতমতে, পশুপতি কেবল নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকৃত। অধিকন্তু এই মতের তত্ত্বপ্রণালী অবৈদিক। ইহার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি এই অধিকরণের চারিটি সূত্রে তৎসম্পর্কিতভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া সেগুলি খণ্ডিত হইবে।

## পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥২।২।৩৫॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

পত্যুঃ—পশুপতির মত অর্থাৎ পাশুপত মত ( আদরণীয় নহে ); অসামঞ্জস্যাৎ—যেহেতু ইহা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

**সরলার্থ—**

পাশুপত মতবাদীদের সিদ্ধান্ত ও আচার দূষণীয় ও বেদবিরুদ্ধ। যথা—নরকপাল পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও ভোজন, মদ্যকুম্ভ স্থাপন, যে কোন জাতির দীক্ষামাত্রেই ব্রাহ্মণত্বলাভ, মোক্ষসিদ্ধির উপায় ইত্যাদি। এই বেদবিরুদ্ধ আচার ও সিদ্ধান্তের জন্য পশুপতির মত সম্পূর্ণ অসঙ্গত, অতএব আদরণীয় নহে।

—

......*

## অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২।২।৩৬॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ চ—( পাশুপত মতে পরমেশ্বর, প্রকৃতিতে ) অধিষ্ঠিত না হইয়াই জগৎ সৃষ্টি করেন, এইজন্যও ( পাশুপত মত আদরণীয় নহে )।

**সরলার্থ—**

পাশুপত মতে ঈশ্বর শাস্ত্রগম্য নহেন, অনুমানগম্য এবং তিনি কেবল জগতের নিমিত্তকারণমাত্র এবং তিনি শরীরবিহীন। তিনি জগতের উপাদানকারণরূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত না হইয়াই এই সৃষ্টি পরিচালনা করেন। নিরধিষ্ঠান অনুমানগম্য ঈশ্বরের পক্ষে জগৎ সৃষ্টির পরিচালনা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব এই মতটি অনাদরণীয়।

—

* এই সূত্রের পরে আচার্য শঙ্কর "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা আচার্য রামানুজকর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই।

**করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥২।২।৩৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

করণবৎ—( অশরীরী জীবাত্মার ) দেহেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানের ন্যায় ; চেৎ—যদি বলা যায় ; ন—তাহা বলিতে পারা যায় না ; ভোগাদিভ্যঃ—যেহেতু তাহা হইলে ভোগাদির সম্ভাবনা থাকে।

সরলার্থ—

যদি বলা যায়, যেমন জীবাত্মা অশরীরী হইয়াও ভোগ সাধন দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরও অশরীরী হইয়া প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন ; তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না, কারণ পুণ্যপাপরূপ কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জীবাত্মার এই অধিষ্ঠান সম্ভব হয় কিন্তু ঈশ্বরের এইরূপ ফলভোগের কোন সম্ভাবনা নাই।

---

**অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥২।২।৩৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—অথবা ; অন্তবত্ত্বম্—বিনাশ ( জন্ম-মৃত্যু ) ; অসর্বজ্ঞতা—সর্বজ্ঞতার অভাব।

সরলার্থ—

পশুপতিরও পুণ্যপাপ যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে জীবের ন্যায় তাহারও জন্ম-মৃত্যু এবং সর্বজ্ঞতার অভাবের সম্ভাবনা থাকে।

পশুপতি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৮—উৎপত্ত্যসম্ভব-অধিকরণ ( সূত্র ৩৯-৪২ )

এই অধিকরণে ‘পাঞ্চরাত্র’ নামক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিষয়ে আপত্তির উল্লেখ করিয়া সেই আপত্তি খণ্ডনপূর্বক ইহার ( পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের ) প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতেছেন। তন্মধ্যে দুইটি সূত্র পূর্বপক্ষরূপে আপত্তির উল্লেখ করিতেছে, অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে আপত্তির খণ্ডন করা হইতেছে।

### উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২।২।৩৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ—যেহেতু ( পাঞ্চরাত্রোক্ত মতে জীবের ) উৎপত্তি সম্ভব হয় না ( অতএব ইহার সিদ্ধান্ত অসঙ্গত )।

সরলার্থ—

পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমব্রহ্ম বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণরূপ ব্যূহ-জীবকে সৃষ্টি করিয়া এই জীবতত্ত্বে অধিষ্ঠান করেন, এবং এই সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক ব্যূহ-মন সৃষ্টি করিয়া এই মনস্তত্ত্বে অধিষ্ঠান করেন এবং ইহা হইতে অনিরুদ্ধ প্রাকৃত পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। এই সৃষ্টি এবং অধিষ্ঠানের জন্য সঙ্কর্ষণকে জীবসংজ্ঞা এবং প্রদ্যুম্নকে মনঃসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ, যেহেতু শ্রুতি জীবাত্মাকে অনাদি ও নিত্যবস্তু বলিয়াছেন। অতএব পঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

——

### ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥২।২।৪০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কর্ত্তুঃ—কর্তা হইতে ; করণম্—করণেরও উৎপত্তি ; ন—সম্ভব হয় না।

সরলার্থ—

পুনরায়, পাঞ্চরাত্রমতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সংকর্ষণ-সংজ্ঞক কর্তাজীব হইতে প্রদ্যুম্ন-সংজ্ঞক মনের উৎপত্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু শ্রুতিতে একমাত্র পরমব্রহ্ম হইতে মন প্রভৃতি সমস্তকরণ বা ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অতএব ইহাদের সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।

---

### বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ২।২।৪১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিজ্ঞানাদিভাবে—( পূর্বোক্ত সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহের ) বিজ্ঞানস্বরূপ ভাব হেতু এবং আদি বা কারণবস্তুরূপ ব্রহ্মভাবহেতু ; বা—অতএব ; তদ্ অপ্রতিষেধঃ—সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ নহে।

সরলার্থ—

সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি কারণরূপ ব্রহ্ম বস্তুই। আশ্রিতবৎসল পরমব্রহ্ম নিজ আশ্রিত জীবসমূহের আশ্রয়দান ও কল্যাণ সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় আপনাকে চার ভাগে ( চতুর্ব্যূহে ) বিভক্ত করিয়া জীবাত্মা ও তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তত্তৎ বস্তুর অধিষ্ঠাতারূপে জীব মন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য সুসঙ্গতই।

---

### বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২।২।৪২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিপ্রতিষেধাৎ চ—( পাঞ্চরাত্রে জীবের উৎপত্তি ) নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও।

সরলার্থ—

পাঞ্চরাত্র মতে জীবের উৎপত্তি নাই ; অতএব এই শাস্ত্রে "বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ-সংজ্ঞ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে" এই উক্তির এইরূপ অর্থ ই হইতে পারে না যে সঙ্কর্ষণ প্রকৃতপক্ষে জীব এবং এই জীব পরমাত্মা বাসুদেব হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতপক্ষে সঙ্কর্ষণ জীবাত্মা তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বলিয়া তাহাকে জীব-সংজ্ঞক বলা হইয়াছে। অতএব পাঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে, ইহার প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল।

উৎপত্তি-অসম্ভব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

সার-সংগ্রহ—

উপক্রমে বলা হইয়াছে যে এই দ্বিতীয় পাদের সাংখ্যাদি পরপক্ষের দোষগুলি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মতগুলি খণ্ডন করা হইয়াছে এবং এই পাদের বিচার তর্কপ্রধান।

এই পাদে আটটি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে সাতটি অধিকরণে পরপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। প্রথম অধিকরণে নয়টি সূত্রে সাংখ্যমতের মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি এবং কয়েকটি মুখ্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহাদের অসামঞ্জস্য প্রদর্শনপূর্বক খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধিকরণে সাতটি সূত্রে বৈশেষিক মত ; তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম অধিকরণে সর্ব-সমেত চৌদ্দটি সূত্রে বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং মাধ্যমিক এই চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত ; ষষ্ঠ অধিকরণে চারিটি সূত্রে জৈনমত, সপ্তম অধিকরণে চারিটি সূত্রে পাশুপত মত পূর্বোক্ত প্রণালীতে যুক্তিতর্ক দ্বারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিপাদন করিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে। অষ্টম বা অন্তিম অধিকরণে চারিটি সূত্রে নারদ পাঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্রে বেদবিরুদ্ধ অংশের আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া বিভিন্ন শাস্ত্রবচন এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা আশঙ্কার সমাধান করিয়া এই নারদ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

---

# তৃতীয় পাদ

উপক্রমণিকা—

স্বপক্ষে যে খণ্ডনযোগ্য কোন দোষ নাই তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রপঞ্চ জগতের যাবৎ চিৎবস্তু ( আত্মবস্তু ) ও অচিৎবস্তু যে ( জড়বস্তু ) ব্রহ্মেরই কার্যরূপ এবং বিশেষণরূপ তাহা এই পাদে বিভিন্ন শ্রুতি-পুরাণাদি উদ্ধৃত করিয়া বিশেষিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া ভূতগ্রামের সৃষ্টি জীবের স্বরূপ এবং এই সম্বন্ধীয় পরস্পর আপাত-বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যের অবিরুদ্ধতা মীমাংসিত হইয়াছে।

---

## বিয়দধিকরণ ( সূত্র ১-৯ )

এই অধিকরণে এবং পরবর্তী তেজ-অধিকরণে প্রাণ ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত যে প্রকৃত ব্রহ্মবাচক কারণ বস্তু নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মের কার্যবস্তু অতএব, ব্রহ্মকার্যভূত এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এই আকাশাদি শব্দ যে ব্রহ্মবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বিচারপূর্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥২।৩।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিয়ৎ—আকাশ; ন—( উৎপন্ন ) হয় না; অশ্রুতেঃ—যেহেতু এইরূপ কোন শ্রুতি নাই।

সরলার্থ—

আকাশের উৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয় না এবং

আকাশের ন্যায় নিরবয়ব সর্বব্যাপী বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নহে। অতএব আকাশ উৎপন্ন হয় না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

অতঃপর সূত্রে এই পূর্বপক্ষীয় আপত্তি খণ্ডন করা হইতেছে।

**অস্তি তু ॥২।৩।২**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; অস্তি—( আকাশের উৎপত্তিবোধক শ্রুতি ) আছে।

সরলার্থ—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ( তৈত্তিঃ আন ১ )। এই শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়। অতএব এ সকল বিষয়ে শ্রুতিবাক্যই যখন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ তখন সাধারণ যুক্তিতর্কে অনুপপন্ন মনে হইলেও উক্ত শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা আকাশের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে।

---

পূর্বপক্ষীয়গণ বলিতেছেন যে আকাশের উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকিলেও এই শ্রুতিবাক্য গৌণভাবে ব্যবহৃত, মুখ্যভাবে নহে।

**গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ॥২।৩।৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( পূর্বোক্ত আকাশ উৎপত্তিবোধক শ্রুতি ) গৌণী—গৌণ অর্থবোধক ; অসম্ভবাৎ—যেহেতু ইহার উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; শব্দাৎ চ—যেহেতু এইরূপ শ্রুতিবাক্যও দেখা যায়।

সরলার্থ—

বৈশেষিক প্রভৃতি মতে আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে। আকাশ একটি অভাব বস্তু মাত্র। পুনরায় শ্রুতি বলিতেছেন "তত্তেজোঽসৃজত"

( ছাঃ ৬।২।৩ )—তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ; অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজঃ উৎপন্ন হইল ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতি ইহাও বলিতেছেন যে "বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চ এতদমৃতং" ( বৃহদাঃ ২।৩।৩ ) অর্থাৎ বায়ু এবং আকাশ ইহারা উভয়েই অমৃতস্বরূপ। অমৃত বস্তু অর্থাৎ যাহার বিনাশ নাই তাহার উৎপত্তিও নাই। অতএব আকাশের উৎপত্তি সম্ভব নহে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২।৩।৪॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

একস্য—একই ('সম্ভূত') শব্দের ; স্যাৎ চ—( প্রকরণ বিশেষে মুখ্যার্থ এবং গৌণার্থ ) হইতে পারে ; ব্রহ্মশব্দবৎ—'ব্রহ্ম' শব্দের ন্যায়।

**সরলার্থ—**

পূর্বপক্ষীয় পূর্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে যে শ্রুতি যখন একস্থলে বলিতেছেন আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল এবং অন্যস্থলে বলিতেছেন তিনি (প্রথমে) তেজঃ সৃজন করিলেন তখন আকাশের উৎপত্তি বাক্য গৌণার্থে এবং তেজের উৎপত্তিসূচক বাক্য মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে —এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে ( এটি পূর্বপক্ষীয় মতের বিরুদ্ধে আপত্তি ; অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তিসূচক শ্রুতিবাক্য গৌণভাবে ব্যবহৃত—এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে )। তদুত্তরে পূর্বপক্ষীয়গণ বলিতেছেন যে এই প্রয়োগ সম্ভব। একই ব্রহ্মশব্দ ( বৃহত্তর গুণের জন্য ) প্রকৃতিতে এবং পরমাত্মাতেও প্রযোজ্য হইলেও ইহার প্রকৃতিবোধক অর্থ গৌণ এবং পরমাত্মাবোধক অর্থই মুখ্য। সেইরূপ আকাশের উৎপত্তিবোধক অর্থ গৌণ। অতএব আকাশ উৎপন্ন হয় না। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।

---

পূর্বপক্ষরূপ পূর্ব দুইটী সূত্রের আপত্তি অতঃপর তিনটি সূত্রে পরিহার করিতেছেন—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২।৩।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ—প্রতিজ্ঞাবাক্যের হানি হয় না অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাবাক্য অক্ষুণ্ণ থাকে; অব্যতিরেকাৎ—যেহেতু (ব্রহ্ম হইতে আকাশ) পৃথক বস্তু নহে।

সরলার্থ—

এক ব্রহ্মবস্তুর বিজ্ঞানে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হয়। এইটী শ্রুতির একটি প্রতিজ্ঞাবাক্য। আকাশ যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তাহা স্বীকার করিলে তবে এই প্রতিজ্ঞাবাক্য অক্ষুন্ন থাকে। কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হইলে তবে ব্রহ্মকার্যরূপ এই আকাশ কারণরূপ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং এইরূপ অভিন্ন প্রতিপন্ন হইলে তবেই পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের সার্থকতা হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়।

——

শব্দেভ্যঃ ॥২।৩।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শব্দেভ্যঃ—শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতেও (ইহা জানা যায়)।

সরলার্থ—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ ৬।২।১) অর্থাৎ হে সোম্য এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে এই আকাশও সৃষ্টির পূর্বে কারণরূপ সৎব্রহ্মেই বিলীন ছিল। পুনরায় ব্রহ্ম হইতে আকাশের

উৎপত্তিবোধক শ্রুতিও ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব আকাশের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকর্তব্য।

---

### যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২।৩।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যাবৎ বিকারং তু—যত কিছু নামরূপবিশিষ্ট বিকারপ্রাপ্ত পদার্থ বা কার্যপদার্থ আছে ; বিভাগঃ—তৎসমস্তই বিভিন্ন উৎপন্ন বস্তু ; লোকবৎ—যেমন লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয়।

সরলার্থ—

লৌকিক ব্যবহারে যেমন "ইহারা সকলে দেবদত্তের পুত্র" এইরূপ বলিয়া তন্মধ্যে কোন একটি ব্যক্তিকে "দেবদত্তের পুত্র"রূপে নির্দেশ করিলে অপর ব্যক্তিগণকেও দেবদত্তের পুত্র বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হয়, এস্থলেও তদ্রূপ। জগতের সমস্ত বস্তুকেই নির্দেশ করিয়া "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং" ( ছাঃ ৬।৮।৭ ) অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া উল্লেখ করায় বুঝিতে হইবে যে জগতে আকাশাদি পদার্থনিচয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বা ব্রহ্মের কার্যবস্তু। অতএব কার্যবস্তু আকাশ কখনও জগৎকারণ বস্তু হইতে পারে না।

---

### এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২।৩।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এতেন—আকাশ পদার্থের উক্ত বিচার দ্বারা ; মাতরিশ্বা—বায়ু ; ব্যাখ্যাতঃ—বর্ণিত হইল।

সরলার্থ—

যে প্রণালীতে আকাশের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হইল সেই প্রকারে বায়ুর উৎপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল।

---

**অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥২।৩।৯॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তু—কিন্তু ; সতঃ—সৎবস্তু ব্রহ্মের ( উৎপত্তি ) ; অসম্ভবঃ—সম্ভব নহে ; অনুপপত্তে—যেহেতু তাহা উপপন্ন হয় না ।

**সরলার্থ—**

আকাশাদির ন্যায় সৎবস্তু পরমব্রহ্মের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । কারণ, তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিলে তিনি আদি কারণ হইতে পারেন না এবং এই সদ্বস্তু ব্রহ্মের বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন হইতে পারে না ।

বিয়দ্-অধিকরণ সমাপ্ত ।

---

## তেজোঽধিকরণ ( সূত্র ১০-১৭ )

পূর্বাধিকরণে যেরূপ আকাশ এবং বায়ু উৎপন্ন বস্তু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে এই অধিকরণে সেইরূপ তেজ জল এবং পৃথিবীকেও উৎপন্ন বস্তুরূপে প্রতিপন্ন করিয়া, আকাশাদি হইতে উৎপত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য প্রকৃতপক্ষে আকাশাদি তত্তৎশরীরধারী ( অন্তর্যামী ) ব্রহ্মেরই যে কারণত্ব প্রতিপাদক তাহা স্থাপিত করিয়া, অন্তিম সূত্রে কার্যরূপে উৎপন্ন স্থাবর জঙ্গম সর্ব পদার্থ যে 'ব্রহ্ম' শব্দে পর্যবসিত—এই তাৎপর্য নিরূপণ করিতেছেন ।

**তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥২।৩।১০॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অতঃ—এই বায়ু হইতে ; তেজঃ—তেজ উৎপন্ন হয় ; তথাহি—সেইরূপই ; আহ—( শ্রুতি ) বলিতেছেন ।

সরলার্থ—

"বায়োঃ অগ্নিঃ" ( তৈত্তি আন ১।২ ) অর্থাৎ বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে বায়ু অগ্নির উৎপত্তির কারণ। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## আপঃ ॥২।৩।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আপ ঃ—জলের ( উৎপত্তি )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "অগ্নেরাপঃ ( তৈ আ ১।২ ) অর্থাৎ অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি হয়।

---

## পৃথিবী ॥২।৩।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পৃথিবী—পৃথিবীর ( উৎপত্তি )।

সরলার্থ—

"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ( তৈ আন ১।২ ) অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। "তা অন্নমসৃজন্ত" ( ছান্দো ৬।২।৪ ) অর্থাৎ সেই সকল জল অন্ন সৃজন করিলেন। অতএব জল হইতে পৃথিবী বা অন্ন সৃষ্ট হয়। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

'অন্ন' শব্দে কি করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইতেছে তাহা বলিতেছেন—

**অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২।৩।১৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ —প্রকরণ বা প্রসঙ্গ হইতে, রূপ বা বর্ণ হইতে এবং অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত শব্দ হইতেও (বুঝা যায় যে অন্ন শব্দ পৃথিবীবাচক)।

সরলার্থ—

সন্দেহ হইতে পারে যে শ্রুতি একবার বলিতেছেন জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, পুনরায় বলিতেছেন—জল হইতে অন্নের উৎপত্তি। এই অন্ন শব্দ কি প্রকারে পৃথিবীবোধক হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন যে অন্ন শব্দ পৃথিবীরই বোধক, যেহেতু (১) আকাশাদি পৃথিব্যন্তমহাভূতের সৃষ্টি প্রকরণে অন্নের উল্লেখ (২) অন্নের সম্বন্ধে কৃষ্ণ বর্ণ রূপের উল্লেখ এবং অধিকাংশ স্থলে পৃথিবীর ও কৃষ্ণবর্ণের উল্লেখ (৩) "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" অন্যত্র এই শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ এবং 'তা অন্নম-সৃজন্ত' এই শ্রুতিবাক্যের সহিত ঐক্যার্থ। এ সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।

———

**তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥২।৩।১৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু (পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষীয় চারিটি সূত্রের আপত্তি পরিহারার্থ); তদভিধ্যানাৎ—তাহার সঙ্কল্প হইতেই (সৃষ্টি); এব—নিশ্চিত; তল্লিঙ্গাৎ—এই প্রকার সৃষ্টিবোধক শ্রুতিবাক্য হইতে; সঃ—তিনিই (ব্রহ্মই) (যে প্রকৃত কারণবস্তু তাহা বুঝা যায়)।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষীয় চারিটি সূত্রে বলা হইয়াছে যে আকাশ হইতে

বায়ু এবং বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে আকাশাদি ভূত হইতে বায়ু প্রভৃতি ভূত উৎপন্ন হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই আকাশ প্রভৃতি ভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সকল বস্তুর শরীরী বা আত্মারূপে ভূত সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়াছেন। কারণ পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের অন্তরে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান এবং ব্রহ্মের সৃষ্টির সঙ্কল্প প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে যথা—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি তিষ্ঠন্" (বৃহদা ৩।৭।৩) অর্থাৎ যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে, জলের অভ্যন্তরে এবং তেজের অভ্যন্তরে অবস্থান করতঃ; "যস্য পৃথিবী শরীরং" (সুবল উঃ ৭) পৃথিবী যাহার শরীর; 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈত্তি ৬।২) অর্থাৎ তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। অতএব প্রকৃতপক্ষে আকাশাদি তত্তৎ বস্তুর আত্মা বা শরীর ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টি করেন। আকাশাদি অচেতন বস্তুর পক্ষে জগৎ সৃষ্টি অসম্ভব।

——

## বিপর্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥২।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিপর্যয়েণ—(প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তিবোধক কোন কোন শ্রুতিবাক্য) বিপরীতরূপে; তু—নিশ্চয়; ক্রমঃ—সৃষ্টি-পরম্পরা; অতঃ চ—এই কারণেও; উপপদ্যতে—উপপন্ন হইতেছে (তত্তৎ বস্তুর শরীরীরূপ ব্রহ্মেরই প্রকৃতপক্ষে সর্বকারণত্ব)।

সরলার্থ—

"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী (মু ২।১।৩) এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু

অগ্নি জল এবং পৃথিবী এই সমস্ত সৃষ্ট হয়। এই প্রকার কতকগুলি বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যে প্রকৃত সৃষ্টিক্রমের বিপরীতভাবের উল্লেখ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি এইরূপ ক্রমের উল্লেখ না করিয়া শ্রুতিবাক্যে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে উল্লেখ করায়, এই উৎপত্তি ক্রমবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন—যদিও এই উক্তি ক্রমবিরুদ্ধ তথাপি ইহা যুক্তিযুক্ত। ক্রমসিদ্ধ এবং ক্রমবিরুদ্ধ এই সকল শ্রুতিবাক্যের বিচার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে আদি কারণ ব্রহ্মই আকাশ বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূতের এবং প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আদি তত্তৎ বস্তুর আত্মারূপে বা শরীরিরূপে প্রকৃতপক্ষে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব ক্রমবিরুদ্ধ হইলেও পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য সার্থক হয় এবং ক্রমসিদ্ধ ও ক্রমবিপরীত আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য সমূহের তাৎপর্য-সমন্বয় হইয়া যায়।

---

## অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥২।৩।১৬॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অন্তরা—(পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে প্রাণ এবং আকাশের) মধ্যে; বিজ্ঞানমনসী—ইন্দ্রিয় ও মন; ক্রমেণ—পরপর (উৎপন্ন হয়); তল্লিঙ্গাৎ—উক্ত শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ হইতে; ইতি চেৎ—যদি বলা যায়; ন—তাহা হইতে পারে না; অবিশেষাৎ—(এই বাক্যের "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ" রূপ পূর্ব পদগুলির সহিত এই দুইটি পদও) অবিশেষ অর্থাৎ সমান-লক্ষণযুক্ত।

**সরলার্থ—**

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় আকাশ

উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে ইন্দ্রিয় এবং মন পরপর ক্রমশঃ সৃষ্ট হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন এইরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই, যেহেতু উক্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে, সৃষ্ট প্রাণের সহিত সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ অপরাপর সৃষ্টবস্তু মন ইন্দ্রিয় আকাশাদি পঞ্চভূতেরও সেইরূপই সম্বন্ধ। তাৎপর্য এই যে, সৃষ্টির ক্রমানুযায়ী পূর্ব পূর্ব সৃষ্টবস্তু আত্মা বা শরীরিরূপে পরবর্তী বস্তু সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত বস্তুর সৃষ্টির আদি কারণ সর্বাত্মা বা সর্বশরীরী ব্রহ্মই। এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধের জন্যই প্রাণ মন আকাশ বায়ু আদি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই বাচক।

---

## চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্ত-স্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ ॥২।৩।১৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমবিষয়ক (শব্দ দ্বারা); তু—কিন্তু; তদ্ব্যপদেশঃ—তত্তৎ বস্তুর উল্লেখ; ভাক্ত—গৌণ; তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ—যেহেতু ব্রহ্মের সদ্ভাবই তাহাদের সদ্‌ভাব [এই সূত্রে ভাক্ত শব্দটির পরিবর্তে 'অভাক্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হইলেও সমীচীন হয়। যথা তদ্ব্যপদেশ—ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে উল্লেখ; অভাক্ত—মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক (যেহেতু ব্রহ্মের সদ্ভাবই যাবৎ চরাচরের সদ্ভাব)]।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রের অর্থ হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে যদি স্থাবর জঙ্গম বিষয়ক সমস্ত শব্দ ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন পদার্থের অর্থবোধের জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দের উল্লেখ সম্ভবপর হয় না। এই সূত্রে এই সন্দেহ নিরসন করিতেছেন। এই সূত্রে শ্রীরামানুজাচার্য

ভাক্ত শব্দে ভাক্ত এবং অভাক্ত এই দুই প্রকার প্রয়োগই সমীচীন অর্থ-বোধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (ভাক্ত মানে গৌণ, অভাক্ত মানে অগৌণ বা মুখ্য।) এই সূত্রের অভিপ্রায়—এই জগতের চরাচর যতকিছু পদার্থ আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় অতএব ব্রহ্মের বিশেষণস্বরূপ এবং ব্রহ্ম সেই সমস্ত পদার্থের আত্মা বা শরীরী অর্থাৎ বিশেষ্যস্বরূপ এবং এই সমস্ত জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব ব্রহ্মেরই অধীন। অতএব ঘটপটাদি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বোধের জন্য যে প্রকৃতি-প্রত্যয়সংযুক্ত বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ তাহা গৌণ প্রয়োগ কারণ তাহা ব্রহ্মের শরীররূপ বা বিশেষণরূপ বিভিন্ন জাগতিক পদার্থবোধের জন্য প্রযুক্ত এবং এই বিশেষণ বিশেষ্যের একটি অংশ বলিয়া এই প্রয়োগ একদেশিক। যেহেতু বিশেষ্যের প্রতীতিতেই বিশেষণ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি এবং যেহেতু ব্রহ্মের অস্তিত্বেই এই সকল বিশেষণরূপ সমগ্র জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব এবং যেহেতু ব্রহ্ম নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া নিজেও তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া তত্তৎ নাম রূপ এবং আধারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন এবং এই নাম বা শব্দের মধ্যে অর্থবোধক শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেইজন্য চরাচর সমস্ত পদার্থ-বাচক শব্দগুলিও কারণরূপী শরীরী বা বিশেষ্য ব্রহ্মেরই বোধক এবং এই অর্থই অভাক্ত বা মুখ্যার্থ।

তেজোঽধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৩—আত্মা-অধিকরণ ( সূত্র ১৮ )

এই অধিকরণে জীব যে জন্মরহিত এবং নিত্য তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মা—জীবাত্মা ; ন—(উৎপন্ন হয়) না ; শ্রুতেঃ—( এইরূপ ) শ্রুতিবাক্যহেতু ; নিত্যত্বাৎ চ—নিত্যত্ব হেতুও ; তাভ্যঃ—যেহেতু এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

সরলার্থ—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ( কঠ ২।১৮ )—জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মেও না মরেও না। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ" ( শ্বেঃ ১।৯ )—জ্ঞানী ঈশ্বর এবং অজ্ঞানী জীব উভয়েই জন্মরহিত। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" (কঠ ২।১৮)—এই জীবাত্মা জন্মরহিত নিত্য শাশ্বত এবং চিরন্তন, শরীর বিনষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে আত্মার উৎপত্তি নাই।

আত্মা-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

৪—জ্ঞ-অধিকরণ ( সূত্র ১৯-৩২ )

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না এবং নিত্য—তৃতীয় অধিকরণে ইহা প্রতিপাদনপূর্বক সেই প্রসঙ্গে এই অধিকরণে জীবাত্মার জ্ঞাতৃত্ব অণুত্ব এবং অব্যাপিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

জ্ঞোঽতএব ॥২।৩।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( আত্মা ) জ্ঞঃ—জ্ঞানবান ( যেহেতু শ্রুতিতে উল্লেখ আছে ) ; অতএব—এই কারণেই।

সরলার্থ—

আত্মা জ্ঞানবান ( কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে ) যেহেতু এই প্রকার শ্রুতিবাক্য দেখা যায়। যথা—"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"

( বৃহদাঃ ৪।৫।১৫ ) অরে মৈত্রেয়ী, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ( প্রশ্ন ৪।৯ ) অর্থাৎ এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ( জীবাত্মা ) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা স্পর্শকর্তা শ্রোতা আঘ্রাণকর্তা আস্বাদনকর্তা মননকর্তা বোদ্ধা ও কর্তা।

---

## উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥২।৩।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উৎক্রান্তি-গতি-আগতীনাম্—দেহ হইতে বহির্গমন এবং ( প্রতি জন্মে ) গমনাগমনের জন্য ( বুঝা যায় যে জীব স্বরূপতঃ অণু, সর্বব্যাপী বিভুবস্তু নহে )।

সরলার্থ—

শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় জীব মৃত্যুকালে শরীর হইতে নির্গমণ করে এবং প্রতি জন্মে কর্মফল ভোগের জন্য দেহান্তরে প্রবেশ করে। শ্রুতিতে এই গমনাগমনের উল্লেখের জন্য জানা যায় যে জীব অণু বস্তু (বিভু বা সর্বব্যাপক বস্তু হইলে গমনাগমনের প্রয়োজন ছিলনা)। যথা, শ্রুতিবাক্য—"তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্ধ্নো বাহন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ" ( বৃহদাঃ ৪।৪।২ ) অর্থাৎ এই আত্মা সেই উজ্জ্বল ক্ষুদ্র হৃদয়রন্ধ্র দিয়া অথবা চক্ষু বা মস্তক ( ব্রহ্মরন্ধ্র ) কিংবা শরীরের অন্য প্রদেশ দিয়া নির্গমণ করে। "যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি ( কৌষী ১।২ ) অর্থাৎ যে সব জীব এই পৃথিবী হইতে প্রয়াণ করে তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে। "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে" ( বৃহদাঃ ৪।৪।৬ )—সেই চন্দ্রলোক হইতে পুনরায় এই ভূলোকে আগমন করিয়া কর্মফল ভোগ করে।

---

## স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২।৩।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উত্তরয়োঃ—এই গমন এবং আগমনে ; স্বাত্মনা চ—জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব (দেখা যায় বলিয়া জীব অণু-পরিমাণ)।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে জীবের কর্ত্তৃত্ব এই গমনাগমনের কারণ। অতএব আত্মা নিশ্চয়ই অণু-পরিমাণ। কারণ বিভু এবং সর্বগত হইলে তাহার গমনাগমন করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না।

——

## নাণুরতৎ-শ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥২।৩।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অণুঃ ন—(আত্মা) অণু পরিমাণ নহে ; অতৎশ্রুতেঃ—যেহেতু অণু-পরিমাণবাচক শ্রুতি নাই ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; ইতর অধিকারাৎ—অন্য বস্তুর প্রকরণবশতঃ।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে—"স বা এষ মহানজ আত্মা' (বৃহদাঃ ৪।৪।২৫) অর্থাৎ সেই এই জন্মরহিত মহান্ (বিভু) আত্মা। আত্মাকে এস্থলে বিভু বলা হইয়াছে অতএব আত্মা অণু হইতে পারে না। যদি এই আপত্তি হয়, তৎখণ্ডনার্থ বলিতেছেন—তাহা বলিতে পারা যায় না কারণ এই শ্রুতিবাক্য জীবাত্মা-বিষয়ক নহে কিন্তু পরমাত্মা-বিষয়ক, যেহেতু ইহা পরমাত্মা প্রকরণে উল্লিখিত হইয়াছে।

——

### স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২।৩।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বশব্দ-উন্মানাভ্যাং চ—অণুবোধক শব্দ এবং অণু-পরিমাণবাচক শ্রুতিবাক্য হইতেও ( আত্মার অণুত্ব প্রতিপাদিত হয় )।

সরলার্থ—

'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' (মুণ্ড ৩।১।৯) অর্থাৎ আত্মা যে অণু-পরিমাণ তাহা মানসিক অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ( শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯ ) অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহার একটি ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম জীব। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জীবের অণু-পরিমাণত্ব প্রমাণিত হয়।

---

### অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২।৩।২৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অবিরোধঃ—বিরোধ নাই ; চন্দনবৎ—( যেহেতু ) চন্দনের মত।

সরলার্থ—

আপত্তি হইতে পারে যে অণুপরিমাণ জীবের দেহের একাংশে স্থিত হইয়া সমস্ত দেহগত বেদনা প্রভৃতি অনুভব করা কি প্রকারে সম্ভবপর ? তদুত্তরে বলিতেছেন, চন্দন যেমন দেহের একাংশে লেপন করিলে সমস্ত শরীরব্যাপী আনন্দের কারণ হয়, আত্মাও সেইরূপ অণু-পরিমাণ হইলেও ইহার জ্ঞানগুণের ব্যাপ্তি দ্বারা সমস্ত শরীরের বেদনাদি অনুভব করিতে পারে।

---

### অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২।৩।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ—অবস্থানের বৈশিষ্ট্যবশতঃ ( চন্দন সর্বাঙ্গের

আনন্দকর ); ইতি চেৎ—ইহা যদি বল; ন—তাহা বলা যায় না; হৃদি হি অভ্যুপগমাৎ—যেহেতু আত্মবস্তুও হৃদপদ্মরূপ বিশেষ স্থানে স্থিত থাকে।

সরলার্থ—

যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে, চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি বস্তুগুলি শরীরের স্থান বিশেষে লেপন করা হয় বলিয়া ইহা সাধারণভাবে আনন্দ দিতে পারে কিন্তু আত্মবস্তু যখন ঐরূপে কার্য করে বলা যায় না তখন তাহার পক্ষে সর্বাঙ্গের বেদনা প্রভৃতি অনুভব করা সম্ভবপর নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, না তাহা নহে, আত্মাও হৃদয়পদ্মরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে।

---

## গুণাদ্বালোকবৎ ॥২।৩।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গুণাৎ—জ্ঞানগুণের জন্য ( আত্মার সর্বাঙ্গের অনুভব ); আলোকবৎ—( দীপাদি প্রকাশমান বস্তুর ) আলোকের ন্যায়।

সরলার্থ—

প্রদীপাদি প্রকাশমান বস্তু একস্থানে থাকিয়াও যেমন বহু স্থান আলোকিত করিতে পারে সেইরূপ আত্মবস্তু দেহের হৃদয়পদ্মে থাকিয়াও ইহার জ্ঞানরূপ গুণের দ্বারা সর্বাঙ্গব্যাপী হইয়া থাকে।

---

## ব্যতিরেকো গন্ধবত্তথা চ দর্শয়তি ॥২।৩।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গন্ধবৎ—( পুষ্পচন্দনাদি গন্ধবিশিষ্ট বস্তুর ) গন্ধের ন্যায়; ব্যতিরেকো—গুণী বস্তু হইতে পৃথকভাবে অবস্থান (সম্ভব); তথাচ দর্শয়তি—শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ—

যেমন পুষ্প চন্দন প্রভৃতি গন্ধবিশিষ্ট বস্তু একস্থানে অবস্থিত থাকিলেও তাহার সুগন্ধে বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান-বিশিষ্ট আত্মবস্তু দেহের একস্থানে ( হৃদয়পদ্মে ) অবস্থিত হইলে ইহার জ্ঞানরূপ গুণ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত থাকে। সেইজন্য দেহের যে কোন স্থানের বেদনাদি অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই দৃষ্টান্ত ছাড়া শ্রুতিবাক্যও এইরূপ জ্ঞানের ব্যাপ্তি উল্লেখ করিতেছে। যথা—"জানাতি এব অয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ জীবাত্মা এই পুরুষ নিশ্চয়ই জ্ঞাতা ( জ্ঞানগুণক বস্তু )।

---

## পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৩।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পৃথক্ উপদেশাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে ( জ্ঞানী এবং জ্ঞাতার ) পৃথক্ ভাবে উপদেশ আছে।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ( বৃহদাঃ ৪।৩।৩০ ) অর্থাৎ বিজ্ঞাতার বা জীবের জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না। এই শ্রুতিবাক্যে জ্ঞাতা জীব হইতে তাহার গুণ যে পৃথক তাহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে।

---

## তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২।৩।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্গুণসারত্বাৎ—( আত্মার ) সারভূত গুণ বলিয়া; তু—কিন্তু; তদ্ব্যপদেশঃ—আত্মা "জ্ঞান", "বিজ্ঞান" শব্দে অভিহিত হয়; প্রাজ্ঞবৎ—পরব্রহ্মের ন্যায়।

সরলার্থ—

এই জ্ঞানী আত্মার সারভূত গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে আত্মাকে "জ্ঞান" বা "বিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—"বিজ্ঞানম্ যজ্ঞং তনুতে ( তৈত্তি আন ৫ ) অর্থাৎ জীব যজ্ঞ করে। প্রাজ্ঞ পরমব্রহ্মের "আনন্দ" সারভূত গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে তাহাকে আনন্দ শব্দে নির্দেশ করিয়াছে। যথা—"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ( তৈত্তি ভৃগু ৬।১ ) অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন।

---

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥২।৩।৩০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যাবৎ আত্মভাবিত্বাৎ চ—আত্মা যতদিন থাকে জ্ঞানও ততদিন থাকে এই সিদ্ধান্ত হেতুও ; ন দোষঃ—( জ্ঞানশব্দের আত্মবাচকত্বে ) দোষ হয় না ; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু সেইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ—

আত্মবস্তু অনাদি ও নিত্য এবং তাঁহার জ্ঞানরূপ গুণ অনাদি নিত্য। জ্ঞান আত্মার এইরূপ নিত্য সহচর বলিয়া আত্মবস্তুর উদ্দেশ্যে যে জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ তাহা দোষাবহ নহে। লৌকিক এবং শাস্ত্র ব্যবহারেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যথা—লৌকিক, গাভীতে গোত্বাদি ধর্ম নিত্য সহচর। এইজন্য গোত্বাদিশব্দে গাভীর নির্দেশ হইয়া থাকে। এই গোত্বাদি ধর্ম পুংলিঙ্গবাচক ষণ্ডের ( ষাঁড়ের ) নিত্য সহচর বলিয়া গোত্বাদি শব্দ ষণ্ডের উদ্দেশ্যেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পুনরায় আনন্দ ধর্ম ব্রহ্মের নিত্য সহচর বলিয়া অভিহিত করা হয়।

---

প্রতিপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জীবের যখন কোন জ্ঞান থাকে না, তখন এই জ্ঞান জীবের নিত্য সহচর নহে। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য অতঃপর সূত্রটির অবতারণা করিতেছেন—

---

**পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ** ॥২।৩।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পুংস্ত্বাদিবৎ—পুরুষধর্মের (শুক্রাদির) ন্যায় ; তু—কিন্তু ; অস্য সতঃ—জীবের ( সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের ) অস্তিত্ব থাকে ; অভিব্যক্তি-যোগাৎ—যেহেতু ( জাগ্রত অবস্থায় ) এই জ্ঞানের অভিব্যক্তি দেখা যায়।

সরলার্থ—

মানুষের বাল্যকালে শুক্রাদি পুরুষত্বের লক্ষণ প্রকাশ না হইলেও উহা যেমন অনভিব্যক্তরূপে সেই বালকে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে তাহার অভিব্যক্তি হয়, সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের জ্ঞানও সেইরূপ অনভি-ব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং জাগ্রত অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়।

---

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ কিন্তু অণুবস্তু ; কোন কোন মতে আত্মাকে জ্ঞান-স্বরূপ এবং বিভুবস্তু বলা হইয়াছে। এই মতের খণ্ডনার্থে অতঃপর সূত্রের অবতারণা—

**নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা** ॥২।৩।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং বিভুবস্তু সর্বগত এবং সর্বব্যাপক হইলে ) নিত্য-উপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ—সর্বদাই একই সঙ্গে বিষয়ের উপলব্ধি এবং অনুপলব্ধির সম্ভাবনা ; অন্যথা বা—অথবা এইরূপ না হইলে ; অন্যতর-নিয়মঃ—কেবল উপলব্ধি নতুবা কেবল অনুপলব্ধির সম্ভাবনা হইতে পারে।

সরলার্থ—

নিজ নিজ অদৃষ্টবশতঃ বিভিন্ন জীবের জ্ঞানরূপ ধর্মের সংকোচ-বিকাশ হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি আত্মাকে জ্ঞানগুণযুক্ত পুরুষ না বলিয়া কেবল জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বব্যাপক বিভু বস্তু বলা হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত দোষের সম্ভাবনা হয়। আত্মা যদি একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ এবং ব্যাপক ও সর্বদেহগত হয় তাহা হইলে সর্বসময়ে সর্বজীবে সর্ববিষয়ে প্রকাশ বা উপলব্ধি থাকিবে কারণ আত্মার এই জ্ঞানস্বরূপতা প্রত্যেক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সহিত সমানভাবে সংযুক্ত থাকিবে। আবার যখন কোন এক ব্যক্তির অদৃষ্টবশতঃ কোন কারণে সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মবস্তু অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইবে তখন এই ব্যক্তির আবৃত জ্ঞানস্বরূপটি সর্বব্যাপক এবং সর্বগত বলিয়া সর্বব্যক্তিরই জ্ঞানসংকোচের সম্ভাবনা থাকিবে ; এবং কোন একটি বিশেষ অদৃষ্টের সহিত কোন একটি বিশেষ আত্মার সহিত সম্বন্ধ-জনিত যে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন অদৃষ্টজনিত বিভিন্নরূপ জ্ঞানের প্রকাশ বা সংকোচ উপলব্ধি হয় তাহা স্থাপন করা সম্ভব হইবে না। অতএব, আত্মা অণু এবং জ্ঞানগুণ বিশিষ্ট।

জ্ঞ-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৫—কর্ত্তৃ-অধিকরণ ( ৩৩-৩৯ )

ইতিপূর্বে আত্মার অণুত্ব এবং জ্ঞানগুণত্ব স্থাপন করিয়া এই অধিকরণে জীবের কর্তৃত্ব এবং এবং এই কর্তৃত্বের প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—

**কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥২।৩।৩৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কর্তা—( জীব ) কর্মের কর্তা ; শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ—( বিধি-নিষেধাত্মক ) শাস্ত্রের সার্থকতার জন্য।

সরলার্থ—

উক্ত আত্মবস্তু কর্মের কর্তাও বটে কারণ ঐরূপ হইলে তবে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধাত্মক সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। অর্থাৎ, ইহা করা উচিত এই প্রকার বিধি এবং ইহা করা উচিত নয়— জীবকে এই প্রকার উপদেশদানের জন্যই শাস্ত্র ; জীব যদি কর্তা হয় তবে এই শাস্ত্রের কোনও সার্থকতা থাকে না।

—

উপাদানাদ্বিহারোপদেশাচ্চ ॥২।৩।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উপাদানাৎ—( জীবাত্মা ) প্রাণাদির উপাদান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রহণ করে বলিয়া ; বিহারোপদেশাৎ চ—এবং শাস্ত্রে জীবাত্মার যথেচ্ছ বিচরণের উল্লেখ থাকার জন্য ( আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"স যথা মহারাজো…এবমেবৈষ এতৎপ্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে" ( বৃহদা ২।১।১৮ ) অর্থাৎ মহারাজ যেমন নিজ অনুচরবর্গসহ যথেচ্ছ বিচরণ করেন সেইরূপ এই আত্মা প্রাণসমূহের ( ইন্দ্রিয়গণের ) সহিত স্বেচ্ছানুসারে স্বশরীর মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়সমূহের গ্রহণ এবং যথেচ্ছ বিচরণের উল্লেখের জন্য আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

—

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্যয়ঃ ॥২।৩।৩৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ক্রিয়ায়াং—( শাস্ত্রে ) কর্মে ; ব্যপদেশাৎ চ—( আত্মার ) কর্তৃত্বের নির্দ্দেশ হইতেও ; ( আত্মাকে কর্তা বলিয়া স্বীকর্তব্য ) ; ন চেৎ—তাহা

যদি না করা হয়; নির্দ্দেশ-বিপর্যয়ঃ ( স্যাৎ )—( শব্দগত ) বিভক্তি-নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম ঘটে।

সরলার্থ—

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপি চ" ( তৈত্তি আন ৫।১ ) অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ জীবই যজ্ঞ করে এবং বিভিন্ন কর্ম সম্পন্ন করে—শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশহেতু আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু যদি এই 'বিজ্ঞান' শব্দকে মন বা বুদ্ধিবাচক বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে, বুদ্ধি যেহেতু করণরূপ সেইজন্য বুদ্ধির দ্বারা যজ্ঞ করে এইরূপ নির্দেশ হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ 'বিজ্ঞানং' এই প্রথমা বিভক্তি না দিয়া 'বিজ্ঞানেন' এই তৃতীয়া বিভক্তি দেওয়া উচিত ছিল। অতএব এই শ্রুতিবাক্যে বুদ্ধিকে না বুঝাইয়া আত্মাকে বুঝাইতেছে এবং আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইতেছে।

---

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥২।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উপলব্ধিবৎ—(শ্রুতিবাক্য অনুসারে অনাত্মবস্তুর কর্তৃত্বের অসঙ্গতির) উপলব্ধির ন্যায়; অনিয়মঃ—( যুক্তি এবং তর্কের দ্বারাও ) এইরূপ অসঙ্গতি সিদ্ধ হয়।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে যেমন আত্মার অকর্তৃত্ব এবং বুদ্ধির কর্তৃত্ব অসঙ্গত বলিয়া উপপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব যে অসঙ্গত তাহাও যুক্তিতর্ক দ্বারা এই সূত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রকৃতি বস্তুটি এক এবং সকল জীবের সহিত প্রকৃতির সাধারণ-সম্বন্ধ সমান। অতএব আত্মাকে কর্তা স্বীকার না করিয়া প্রকৃতিকে কর্তা বলিয়া যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রকৃতিকৃত কর্মের ফলসকল জীবকেই

সমানভাবে ভোগ করিতে হয়। এবং এতদ্বারা বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন কর্মফল ভোগেরও অসঙ্গতি-রূপ দোষ উপপন্ন হয়। অতএব প্রতিপন্ন হয় যে জীব যখন নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করে তখন জীবই কর্তা অন্য কেহ নয়।

---

### শক্তি-বিপর্যয়াৎ ॥২।৩।৩৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ

শক্তি-বিপর্যয়াৎ—(জীবের) ভোক্তৃত্বরূপ শক্তিরও বিপর্যয় হয় বলিয়া (আত্মারই কর্তৃত্ব স্বীকর্তব্য)।

সরলার্থ—

যে কর্তা সেই কর্মফলের ভোক্তা হয়। যদি জীব কর্তা না হইয়া বুদ্ধি বা প্রকৃতি কর্তা হইত তাহা হইলে এই বুদ্ধি বা প্রকৃতি ফলভোক্তা হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, কারণ অচেতন বুদ্ধি বা প্রকৃতির ফল-ভোগের সামর্থ্য নাই। একমাত্র চেতন জীবেরই ফলভোগের সামর্থ্য আছে। অতএব জীবেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

---

### সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২।৩।৩৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমাধি-অভাবাৎ চ—(প্রকৃতি বা বুদ্ধির) সমাধিরূপ ক্রিয়ার সামর্থ্য নাই বলিয়া (প্রকৃতি বা বুদ্ধি কর্তা হইতে পারে না)।

সরলার্থ—

প্রকৃতি হইতে নিজকে ভিন্ন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসই সমাধির অবলম্বন। প্রকৃতি বা প্রাকৃত বুদ্ধির পক্ষে নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি সম্ভব নহে। সুতরাং ইহারা সমাধিরূপ ক্রিয়ার কর্তা হইতেই

পারে না। সুতরাং বুদ্ধিকে সকল ক্রিয়ার কর্তা বলা যাইতে পারে না। এই কারণেও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

---

**যথা চ তক্ষোভয়থা ॥২।৩।৩৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ যথা—এবং যেমন; তক্ষা—সূত্রধর; উভয়থা—(ইচ্ছানুসারে) কর্তা এবং অকর্তা উভয়ই হইতে পারেন (চেতন আত্মার পক্ষেই এইরূপ উভয়বিধ সম্ভাবনা আছে)।

সরলার্থ—

ইতিপূর্বে যুক্তি অবলম্বনে আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন করিয়া এই সূত্রে দৃষ্টান্তদ্বারা এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত পরিপুষ্ট করিতেছেন। সূত্রধর যেমন কার্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ নিকটে থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছানুসারে কার্য করিতেও পারেন এবং না করিতেও পারেন সেইরূপ চেতন আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে এই ইচ্ছা এবং অনিচ্ছারূপ উভয় প্রকারই সঙ্গত হয়। কিন্তু অচেতন বুদ্ধি বা প্রকৃতির পক্ষে এইরূপ কখন ইচ্ছা কখন অনিচ্ছা সম্ভবপর নয়। অতএব বুদ্ধি বা প্রকৃতি কর্তা নহে, আত্মাই প্রকৃতকর্তা।

কর্তৃ-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—পরায়ত্ত-অধিকরণ (৪০,৪১)

এই অধিকরণে জীবের এই কর্তৃত্ব যে প্রকৃতপক্ষে পরম ব্রহ্মের অধীন তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

**পরাত্তু তৎশ্রুতেঃ ॥২।৩।৪০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু (জীবের এই কর্তৃত্ব); পরাৎ—পরমাত্মা হইতে (সিদ্ধ হয়); তৎশ্রুতেঃ—যেহেতু তদ্‌বিষয়ক শ্রুতি আছে।

সরলার্থ—

শাস্ত্রের বিধিনিষেধ যখন জীবের উপরই প্রযোজ্য তখন জীবের এই কর্তৃত্বে স্বাধীনতা স্বীকর্তব্য ; এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিতেছেন—না, জীবের এই কর্তৃত্ব পরমাত্মার অধীন, যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন। যথা শ্রুতি—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাত্মা" ( তৈত্তি আরণ্যক ৩।১১।১০ ) অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পরমাত্মা শাসন করেন। "য আত্মানমন্তরো যমযতি" ( বৃহদা ৩।৭।২২ ) অর্থাৎ যিনি (ব্রহ্ম) আত্মার অন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মণ করেন ইত্যাদি। কর্তা "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।" ( গীতা ১৮।৬১ ) অর্থাৎ হে অর্জুন ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয় মধ্যে অবস্থান-করতঃ তাহাদিগকে মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় পদার্থের ন্যায় চালিত করেন।

---

**কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২।৩।৪১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ—বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মের সার্থকতা রক্ষার জন্য ; তু—কিন্তু ( পরমেশ্বর ) ; কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ—( কর্মসাধনের জন্য ) জীবকৃত প্রযত্ন বা উদ্যমের অপেক্ষা করেন।

সরলার্থ—

জীব নিজ নিজ বাসনা-অনুগুণ যে সব কার্যের জন্য উদ্যম করে পরমাত্মা সেই সকল প্রাথমিক উদ্যমের অনুগুণ জীবকে কার্যে প্রবৃত্ত করেন। জীবকৃত এই উদ্যম থাকার জন্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অনুসারে জীবকে কর্মফল ভোগ করিতে হয়। যথা—"অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ততে" ( গীতা ১০।৮ )—আমি সকলকে নিজ নিজ পূর্ব কর্মকৃত উদ্যম অনুগুণ কর্মে প্রবর্তিত করাই।

পরায়ত্ত-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

### ৭—অংশাধিকরণ ( সূত্র ৪২-৫২ )

ইতিপূর্বে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়া এই অধিকরণে জীব যে ব্রহ্মের অংশ এবং সেই অংশ যে কি প্রকার তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

**অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি**
**দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২।৩।৪২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অংশঃ—( জীব ভগবানের ) অংশ ; নানা-ব্যপদেশাৎ—( শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ) ভেদের নির্দেশহেতু ; অন্যথা চ—অন্য প্রকারে অর্থাৎ অভেদ নির্দেশ হেতুও ; অপি—এবং ; একে—বেদেরকোন কোন শাখীরা ; দাশকিতবাদিত্বম্—( ব্রহ্মকে ) দাশ ( এক প্রকার জাতি ) এবং কিতব ( ধূর্ত পুরুষ ) রূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

সরলার্থ—

জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, যেহেতু তাহার ভেদ নির্দেশও আছে আবার অভেদ নির্দেশও আছে। বিশেষতঃ কোন কোন শাখীরা ( আথর্বনশাখী ) দাশ-কিতব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষরূপেও ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া সুস্পষ্টরূপে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছে। অতএব অংশবস্তুটি যখন ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে তখন জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত। যথা—ভেদ প্রতিপাদক বাক্য—"অধিকং তু ভেদ-নির্দেশাৎ" ( ব্রহ্মসূত্র ২।১।২২ ) অর্থাৎ জীব পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যেহেতু শ্রুতিবাক্যে এইরূপ দেখা যায়। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ ( শ্বেতাঃ ১।৯ ) অর্থাৎ জন্মরহিত এবং মৃত্যুরহিত দুইটী পুরুষ আছেন একটি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অন্যটি অজ্ঞ জীব ; অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য—"তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ( বৃহদাঃ ৪।৪।৫ )—এই আত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি।

"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ" অর্থাৎ ব্রহ্মই দাশ (এক প্রকার জাতি), ব্রহ্মই দাস (কৈবর্ত) এবং ব্রহ্মই এই ধূর্তগণ।

---

## মন্ত্রবর্ণাৎ ॥২।৩।৪৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

মন্ত্রবর্ণাৎ—মন্ত্রের পদ বা বাক্য হইতে (জীবের একাংশত্ব উপপন্ন হয়)।

সরলার্থ—

পুরুষ-সূক্ত বলিতেছেন—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃত জগৎ এই ব্রহ্মের এক পাদ বা এক অংশমাত্র। অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃত বা নিত্য প্রকাশময়রূপে বর্তমান। এইরূপ মন্ত্রের শব্দদ্বারাও বুঝা যায় যে জীব ব্রহ্মের অংশ।

---

## অপি স্মর্য্যতে ॥২।৩।৪৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপি—এবং ; স্মর্য্যতে—স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে।

সরলার্থ—

গীতাও এই কথা বলিতেছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।৭) অর্থাৎ এই জগতে জীবরূপ নিত্যবস্তু আমারই অংশ। অতএব এই উক্তি হইতেও জীব পরমাত্মার অংশ বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে।

---

দেখা যায় যে অংশ ও অংশী সমান স্বভাববিশিষ্ট হয়। জীব যদি ব্রহ্মের অংশ হয় তাহা হইলে জীবগত দোষসমূহ ব্রহ্মে উপপন্ন হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—

## প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥২।৩।৪৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ব্রহ্ম জীবের অংশী হইলেও ) পরঃ—পরমব্রহ্ম ; এবং ন—( জীবের ন্যায় ) দোষযুক্ত নহেন ; তু—কিন্তু ; প্রকাশাদিবৎ—প্রকাশমান বস্তুর সহিত প্রকাশ বা প্রভার ন্যায় ( জীব ও ব্রহ্মের অংশ-অংশীভাব )।

সরলার্থ—

ব্রহ্ম জীবের অংশী হইলেও অংশরূপ জীবের দুঃখভোগাদি যে সব হেয়গুণ তাহা ব্রহ্মে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকাশমান সূর্যের সহিত তাহার প্রকাশরূপ রশ্মির যে সম্বন্ধ, পরমব্রহ্মের সহিত জীবেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। অভিপ্রায় এই যে, প্রকাশমান আদিত্যাদি বস্তুর প্রকাশরূপ ধর্মটির স্বরূপগত এবং স্বভাবগত ধর্মের যে বৈলক্ষণ্য আছে জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ স্বভাবগত ও স্বরূপগত বৈলক্ষণ্যযুক্ত অংশ-অংশী সম্বন্ধ বর্তমান আছে।

---

## স্মরন্তি চ ॥২।৩।৪৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মরন্তি চ—( পুরাণশাস্ত্র-রচয়িতাগণও ব্রহ্ম ও জীবের অংশাংশীভাব ) স্মরণ করিয়া থাকেন।

সরলার্থ—

বিষ্ণুপুরাণাদিতে পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা এবং প্রভাবিশিষ্ট বস্তুর ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় এবং জগৎ এবং ব্রহ্মের শরীর-শরীরী সম্বন্ধের ন্যায় অংশাংশীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ

যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎসর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ"

( বিষ্ণুপুঃ ১।২২।৫৬ )

অনুভাব—

একস্থানে স্থিত অগ্নির তেজ যেমন চতুর্দিকে প্রসারিত হয় সেইরূপ পরমব্রহ্মের শক্তি এই বিশ্বজগৎরূপে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। হে দ্বিজ, প্রাণীগণকর্তৃক যত কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয় সেই উৎপন্ন সৃষ্টবস্তু সমস্তই শ্রীহরির শরীররূপী। এই সূত্রে 'চ' শব্দের অভিপ্রায় এই যে শ্রুতিও এইরূপ জীবকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দেশ করিতেছেন। যথা, শ্রুতি—"যস্যাত্মা শরীরং" ( বৃহদাঃ ৩।৭।২২ ) অর্থাৎ জীবাত্মা যাঁহার ( যে পরমব্রহ্মের ) শরীর।

---

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥২।৩।৪৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ—( ব্রহ্মের অংশ হিসাবেও সমস্ত জীব একরূপ হইলেও ) বিধি এবং নিষেধের পার্থক্যের উল্লেখ ; দেহ-সম্বন্ধাৎ—ব্রাহ্মণাদি বিভিন্ন দেহ সম্বন্ধের জন্য ; জ্যোতিরাদিবৎ—যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে এইরূপ নির্দেশ দেখা যায়।

সরলার্থ—

সমস্ত প্রকার অগ্নি অগ্নিত্বধর্মে এক হইলেও যেমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগৃহের অগ্নি পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য হয় এবং শ্মশানাগ্নি সেরূপ পবিত্র অগ্নি নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের অংশ হিসাবে সমস্ত জীবাত্মা একরূপ হইলেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ বিভিন্ন দেহ সংযোগের জন্য তত্তৎ জীবের প্রতি বেদাধ্যয়নাদি বিধি-নিষেধ হইয়াছে।

---

**অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২।৩।৪৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অসন্ততেঃ চ—(জীবাত্মার) অবিচ্ছিন্নভাবের অভাবহেতু অর্থাৎ বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন জীবাত্মার অবস্থান হেতুও ; অব্যতিকরঃ—কর্মফলের সংমিশ্রণ হয় না।

সরলার্থ—

জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও বিভিন্ন শরীরে যখন জীব পৃথক পৃথক তখন একটি জীবের কর্মগত ফলভোগ অন্য জীবে সংক্রমিত হইতে পারে না।

---

অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মকেই জীবরূপে প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মে অজ্ঞানকৃত উপাধিরূপ একটি হেতুর বা কারণের কল্পনা করিয়া থাকেন। শ্রীভাষ্যে ভাষ্যকার এই উপাধি-কল্পনারূপ হেতুটি যে বাস্তব নহে, অতঃপর সূত্রের অর্থে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—

**আভাস এব চ ॥২।৩।৪৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং ; আভাসঃ এব—(ব্রহ্মের স্বরূপাবরণরূপ হেতুটির কল্পনা) নিশ্চয় আভাসমাত্র অর্থাৎ প্রকৃত নহে।

সরলার্থ—

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্র ব্রহ্মের স্বরূপের আবরণের জন্য যে অবিদ্যারূপ উপাধির কল্পনা করা হইয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে তাহা আভাসমাত্র, কারণ একমাত্র প্রকাশই যে ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব তাহার প্রকাশ আবৃত হইতে পারে না। তাহা হইলে প্রকাশের নাশে প্রকাশ-স্বরূপেরও বিনাশ ধরিয়া লইতে হয়। শ্রুতি স্মৃতি ইত্যাদিও জীব ও ব্রহ্মের পৃথকত্ব জ্ঞাপন

করিতেছেন। যথা—"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা" অর্থাৎ আত্মা এবংআত্মার প্রেরিত ব্রহ্মকে পৃথকরূপে জানিয়া ইত্যাদি বহু ভেদবাচক বাক্য শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হয়।

---

ব্রহ্ম এবং জীব অভেদের আর একটি দোষ দেখাইতেছেন—

## অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২।৩।৫০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অদৃষ্ট-অনিয়মাৎ—( জীব ও ব্রহ্মে অভেদ হইলে ) অদৃষ্টজনিত ফল-ভোগের কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

সরলার্থ—

নির্বিশেষ চিন্মাত্র অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যখন উপাধির আরোপের দ্বারাও বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন স্বীকার করিলে, বিভিন্ন জীবের অদৃষ্ট ভিন্ন বলিয়া ভোগ যে ভিন্ন হইবে তাহাও বলা যায় না। কারণ তখন বিভিন্ন জীবগত সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত জীবাত্মার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া যাইতে পারে।

---

## অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥২।৩।৫১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভিসন্ধ্যাদিষু অপি চ—বিষয়ভোগের লালসার বিষয়ও ; এবং—এইরূপ ( অনিয়ম )।

সরলার্থ—

উক্ত সিদ্ধান্তে, পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে নিজ নিজ অদৃষ্টবশতঃ বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন ভোগাদি বিষয়ে যে লালসা সে বিষয়েও সংমিশ্রণ বা অব্যবস্থা রহিয়াই গেল।

---

### প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২।৩।৫২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রদেশভেদাৎ—( ব্রহ্মের ) বিভিন্ন অংশভেদে ( বিভিন্ন উপাধির সংযোগ হইয়া থাকে ); ইতি চেৎ—যদি বলা হয়, ন—না, তাহাও হইতে পারে না। অন্তর্ভাবাৎ—যেহেতু ব্রহ্মের সকল প্রদেশ একই নিরবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত।

**সরলার্থ—**

যদি বল, ব্রহ্মে অংশগত ভেদ আছে অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মই একত্র বিভিন্ন উপাধিবিশিষ্ট না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন উপাধিসংযুক্ত হয়, অতএব অদৃষ্ট বা ফলভোগ সংমিশ্রিত হয় না, তাহাও বলিতে পারা যায় না—কারণ, সকল প্রদেশই যখন একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত তখন বিভিন্ন প্রদেশে আরোপিত উপাধি-অনুসারে বিভিন্ন জীবের অদৃষ্ট-জনিত বিভিন্ন সুখদুঃখ ফলভোগের ব্যবস্থা কি প্রকারে সম্ভব হয় ?

অতএব, অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্মই জীবপদবাচ্য হন—এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে।

অংশ-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

**তৃতীয় পাদের উপসংহার—**

এই পাদে সাতটি অধিকরণ আছে। প্রথম দুইটী অধিকরণে প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত পরমাত্মা পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। তৃতীয় অধিকরণে—আকাশাদির ন্যায় জীবও উৎপন্ন হয়, অতএব ইহা নিত্যবস্তু নয়, এই সন্দেহটি উত্থাপনকরতঃ, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-বচন এবং তর্কদ্বারা খণ্ডনপূর্বক জীব যে উৎপন্ন হয় না এবং সে যে নিত্যবস্তু তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীবের এই অনুৎপত্তি এবং নিত্যত্বের প্রসঙ্গে

চতুর্থ অধিকরণে জীবের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। জীবের স্বরূপ যে চৈতন্যমাত্র ( কপিলাদির মত ) নহে, পাষাণকল্প জড়রূপী ( বৈশেষিক মত ) নহে, জড়বস্তু হইয়াও ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধজনিত কদাচিৎ-জ্ঞানগুণকও ( অসৎকার্যবাদী ) নহে—তাহা শাস্ত্রবচন এবং যুক্তিতর্কদ্বারা নিরাকরণ-পূর্বক, জীব স্বরূপতঃ যে জ্ঞাতা বস্তু তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপরন্তু, এই চতুর্থ অধিকরণে জীবের অণুত্ব এবং অব্যাপিত্ব-স্বরূপও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পঞ্চম অধিকরণে, জীবের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ত্তৃত্বের প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধিকরণে, জীবের এই কর্ত্তৃত্ব যে স্বাতন্ত্র্যজনিত নহে তাহা প্রদর্শনপূর্বক এই কর্ত্তৃত্ব যে ঈশ্বরেরই পরতন্ত্র তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে জীবের উক্ত কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হইলে যে সমস্ত দোষের সম্ভাবনা ঈশ্বরেও থাকিতে পারে—এই শঙ্কা উত্থাপনপূর্বক সেই সমস্ত দোষও খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাত্মা উপাধি-অবচ্ছিন্ন হইয়া জীবরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে পূর্বপক্ষীয় এই মতটী নিরাকরণপূর্বক জীব যে ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু এবং ব্রহ্মের শরীররূপী অংশ তাহাও শাস্ত্রবচন এবং যুক্তিতর্কদ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

—·———

## চতুর্থ পাদ

উপক্রমণিকা—

এই পাদে জীবের ভোগ-সাধনের উপকরণরূপ ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির প্রকার নির্ণীত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াদিও যে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট তাহা প্রমাণ করিয়া ব্রহ্মের সর্বকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে যে সকল আপাত পরস্পরবিরোধী শ্রুতিবাক্য আছে সে সকল বাক্যের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

---

### ১—প্রাণোৎপত্তি-অধিকরণ (১-৩)

এই অধিকরণে 'প্রাণ' শব্দে ইন্দ্রিয়গণের বোধকত্ব এবং এই ইন্দ্রিয়-গণের উৎপত্তির ক্রম নির্দ্ধারিত হইতেছে।

**তথা প্রাণাঃ ॥২।৪।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তথা—সেই প্রকার (আকাশাদির ন্যায়); প্রাণাঃ—প্রাণসমূহ (উৎপন্ন হয়)।

সরলার্থ—

এই সূত্রে প্রাণ শব্দ বহু বচন থাকায় ইহা যে ইন্দ্রিয়গণের বোধক তাহা সুনিশ্চিত। শ্রুতিতে উল্লেখ আছে "ঋষয়ো বাব তেঽগ্রে সদাসীৎ··· প্রাণা বাব ঋষযঃ (শতপথ ব্রা ৬।১।১) অর্থাৎ ঋষিগণ অগ্রেও (সৃষ্টির পূর্বেও) সৎস্বরূপই ছিলেন। সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হন নাই; এই ঋষি-গণই প্রাণ সকল। এতদ্বারা সন্দেহ হইতে পারে যে প্রাণসমূহের

উৎপত্তি সম্ভব নহে। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন যে আকাশাদির উৎপত্তির ন্যায় প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণ "এতস্মাদ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মুণ্ডক ২।১।৩) অর্থাৎ ইহা হইতে (এই সদ্বস্তু ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির উল্লেখ আছে।

---

## গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ ॥২।৪।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গৌণী-অসম্ভবাৎ — গৌণ অর্থ অসম্ভব বলিয়া; চ—এবং; তৎ—তাহার (ব্রহ্মের); প্রাক্—সৃষ্টির পূর্বে; শ্রুতেঃ—শ্রুতিতে উল্লেখ হেতু (পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" শ্রুতিটি ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক)।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" এই শ্রুতিটি বিচার করিলে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বে যখন ইহারা সৎস্বরূপ ছিল তখন এই ঋষি বা প্রাণ শব্দ ব্রহ্মেরই বাচক। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে তাহা হইলে ব্রহ্ম পদটি যখন একবচনে ব্যবহৃত হয় তখন এই বহুবচনাত্মক শ্রুতিটি (ঋষয়ঃ) কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যখন বহুবচনের সম্ভাবনা নাই এবং সৃষ্টির পূর্বে যখন কেবল ব্রহ্মেরই অস্তিত্ববাচক শ্রুতি রহিয়াছে তখন এই বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌরবার্থে বহুবচন।

---

## তৎপূর্বকত্বাদ্বাচঃ ॥২।৪।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বাচঃ—বাগিন্দ্রিয়ের (বস্তুর বাচক বা নির্দেশক শব্দের) সৃষ্টির;

তৎপূর্বকত্বাৎ—বাচকের পূর্বে বাচ্য আকাশাদির সৃষ্টি হেতু ; ( 'প্রাণ' শব্দ পরমাত্মারই বাচক )।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে হেতু প্রদর্শনপূর্বক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, পূর্বোদ্ধৃত প্রাণ শব্দটি ব্রহ্মবাচক। এই সূত্রে অপর একটি হেতু দ্বারাও পূর্ব সিদ্ধান্তটির সমর্থন করিতেছেন। প্রথম সূত্রে শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে প্রাণের বা ইন্দ্রিয়গণের সম্ভাব ছিল। কিন্তু আকাশাদি সৃষ্টির পরেই তাহার গুণস্বরূপ "শব্দ" এবং তৎসাধন বাগিন্দ্রিয়ের সৃষ্টিই যুক্তিযুক্ত কিন্তু আকাশাদি উৎপত্তির পূর্বে নহে। অতএব আকাশাদি সৃষ্টির পূর্বে বাগিন্দ্রিয়ের অভাব থাকায় পূর্ব-উদ্ধৃত শ্রুতিতে উক্ত সৃষ্টির পূর্বে বর্তমান যে প্রাণ শব্দ তাহা যে ব্রহ্মার্থবোধক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রাণোৎপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ২—সপ্তগতি-অধিকরণ ( সূত্র ৪-৫ )

এই অধিকরণে ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

**সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২।৪।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( জীবের পরলোক গমনের সময় ) সপ্ত—সাতটি মাত্র পদার্থের ; গতেঃ—গমনের উল্লেখহেতু ; বিশেষিতত্বাচ্চ—( এবং এই সাতটি পদার্থ কি কি ) তাহার বিশেষ উল্লেখ থাকায় ( স্বীকার করিতে হয় যে ইন্দ্রিয়গণ সপ্তসংখ্যক )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ

সপ্ত সপ্ত" ( মু ২।১।৮ ) অর্থাৎ এই সাতটি মাত্র লোক যাহাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ গমনাগমন করিয়া থাকে। এই প্রকারে সাতটি প্রাণের বা ইন্দ্রিয়ের গমনাগমন নির্দিষ্ট হইয়াছে। পুনরায়— "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥" ( কঠ ২।৬।১০ ) অর্থাৎ যখন বুদ্ধি এবং মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি মাত্র নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, সেই অবস্থাকে পরমাগতি বলা হয়। এইভাবে মন এবং বুদ্ধি এই দুইটির সহিত আরও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। অতএব বুঝিতে হইবে—ইন্দ্রিয় সাতটি। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

পূর্বসূত্রীয়-পূর্বপক্ষটি খণ্ডন করিতেছেন।

**হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥২।৪।৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

হস্তাদয়স্তু—হস্ত প্রভৃতিও; স্থিতেঃ—বর্তমান থাকে বলিয়া ; অতঃ—এইজন্য ; ন-এবম্—ইন্দ্রিয় পূর্বোক্ত প্রকার সাতটি নহে।

সরলার্থ—

যখন দেহে স্থিতিকালে দেখা যায় যে বাক পাণি প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ও বর্তমান আছে এবং শ্রুতিও যখন বলিতেছেন যে জীবের একাদশটি ইন্দ্রিয় আছে, তখন সিদ্ধ হইতেছে যে ইন্দ্রিয় সাতটি নহে, ( কিন্তু দশটি এবং মন—এই একাদশটি ).। যথা শ্রুতিবাক্য—"দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মৈকাদশঃ ( বৃহদাঃ ) অর্থাৎ জীবদেহে এই দশটি প্রাণ বা ইন্দ্রিয় এবং একাদশ আত্মা বা মন। গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রও এইরূপই উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ইন্দ্রিয়াণি

দশৈকঞ্চ" (গীতা ১৩।৫) "একাদশং মনশ্চাত্র" (বিঃ পুঃ ১।২।৪৭)। অতএব ইন্দ্রিয় একাদশটি।

সপ্তগতি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৩—প্রাণায়ত্ত-অধিকরণ (সূত্র ৬-৭)

এই প্রাণগুলি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ (১ম সূত্র দ্রষ্টব্য) যে অণু-পরিমাণ, বিভুবস্তু নহে,—তাহাই সিদ্ধ করিতেছেন।

**অণবশ্চ ॥২।৪।৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অণবঃ চ—অণু-পরিমাণও।

সরলার্থ—

এই সমস্ত ইন্দ্রিয় অণু-পরিমাণ, বিভু নহে। যেহেতু দেহান্তের সময়ে এই ইন্দ্রিয়গণ শরীরের অণু-পরিমাণ দ্বার দিয়া বহির্গত হয়। যথা, শ্রুতি—"প্রাণমনুৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি (বৃহদাঃ ৪।৪।২) অর্থাৎ জীবের দেহান্তের সময় মুখ্যপ্রাণ অনুগমন করে এবং তৎসহ অপর সমস্ত প্রাণও অনুগমন করে।

---

**শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২।৪।৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রেষ্ঠঃ চ—প্রধান বা মুখ্য প্রাণও (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়)

সরলার্থ—

প্রধান বা মুখ্যপ্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। যথা, শ্রুতিবাক্য—"এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ (মু ২।১।৩) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম হইতে 'প্রাণ' উৎপন্ন হয়।

প্রাণায়ত্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৪—বায়ুক্রিয়া-অধিকরণ ( সূত্র ৮-১১ )

এই অধিকরণে 'প্রাণ' শব্দে যে প্রাণবায়ু অথবা তাহার ক্রিয়ামাত্র, এই অর্থ বুঝাইতেছে না—তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

### ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২।৪।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন বায়ুক্রিয়ে—( এই প্রাণ ) বায়ু অথবা তাহার ক্রিয়া নহে ; পৃথগুপদেশাৎ—যেহেতু ( শ্রুতিতে বায়ু এবং প্রাণকে ) পৃথক্‌ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

সরলার্থ—

এই প্রাণশব্দে বায়ু অথবা বায়ুর ক্রিয়াগুণকে বুঝাইতেছে না কারণ শ্রুতি এই প্রাণ এবং বায়ুকে পৃথকভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা, শ্রুতি—এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।। খং বায়ুঃ···(মু ২।১।৩) এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে।

---

### চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥২।৪।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; চক্ষুরাদিবৎ—চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতির ন্যায় ( এই প্রাণও একটি ভোগসাধন পদার্থ, অর্থাৎ একটি ইন্দ্রিয় ) ; তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ—এই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও বিশেষ উপদেশ আছে বলিয়া।

সরলার্থ—

চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় এই প্রাণও একটি ভোগসাধন পদার্থ। এই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও ধারকত্বরূপ বৃত্তির বিশেষভাবে উপদেশ আছে বলিয়া এই প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় একটি ভোগ-সাধন ( যাহার দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয় ) বস্তু। যথা, শ্রুতিবাক্য—

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ (ছাঃ ১।২।৭), "যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ" (ছাঃ) অর্থাৎ যে এই মুখ্যপ্রাণ, যে এই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্রিয়-প্রকরণে প্রাণশব্দ এইরূপ বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

---

## অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২।৪।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অকরণত্বাৎ চ—(অপর অপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের ভোগ সম্পর্কিত) উপকার সাধন করে না বলিয়াও; ন দোষঃ—কোন দোষ হয় না; তথাহি দর্শয়তি—কারণ শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন।

সরলার্থ—

জীবের ভোগের সম্বন্ধে কোন উপকার বা সহায়তা করে না বলিয়া এই প্রাণ ভোগসাধন ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি হইলে তদুত্তরে বলিতেছেন, না, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন যে এই প্রাণ দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করিয়া থাকে এবং এই ধারণকার্য দ্বারাই 'প্রাণ' ভোগবিষয়ে উপকার সাধন করিয়া থাকে। যথা, শ্রুতিবাক্য—"যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" (ছাঃ ৫।১।৭) অর্থাৎ প্রাণ এই শরীর ত্যাগ করার পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের ন্যায় অর্থাৎ অস্পৃশ্যরূপে অবস্থান করে। অতএব (হে ইন্দ্রিয়গণ) এই প্রাণই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

## পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥২।৪।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পঞ্চবৃত্তিঃ মনোবৎ—পঞ্চপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট মনের ন্যায় (এই বাক্যে প্রাণকে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া); ব্যপদিশ্যতে—উল্লেখ করা হইয়াছে।

**সরলার্থ—**

শাস্ত্রে প্রাণ পদার্থটির পাঁচটি বিভিন্ন গুণযুক্ত নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব প্রাণ পাঁচটি বিভিন্ন পদার্থ হওয়া উচিত—এই আপত্তির খণ্ডনে বলিতেছেন যে কাম-ক্রোধাদি মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি মন হইতে পৃথক বস্তু নহে সেইরূপ অপানাদিও প্রাণ হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে। যথা, শ্রুতি—"এতৎ সর্বং প্রাণ এব" (বৃহদাঃ) অর্থাৎ অপানাদি সমস্ত বস্তু প্রাণই।

বায়ুক্রিয়া-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৫—শ্রেষ্ঠাণুত্ব-অধিকরণ (সূত্র ১২)

শ্রেষ্ঠ (ইন্দ্রিয়গণের ধারক) প্রাণ যে অণু-পরিমাণ বস্তু তাহাই এই অধিকরণে সিদ্ধ হইতেছে।

**অণুশ্চ ॥২।৪।১২॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অণুঃ চ—(ইন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ প্রাণ) অণু-পরিমাণও।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে "এই প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে", "এই সমস্ত প্রাণদ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত"। এই সমস্ত উক্তি দ্বারা সন্দেহ হয় যে প্রাণ অণু-বস্তু নহে। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন যে এই প্রাণ অণু-পরিমাণও বটে। যেহেতু শ্রুতিতে দেহান্তে সূক্ষ্ম দ্বার দিয়া অণু-পরিমাণ ইন্দ্রিয়গণের বহির্গমনের উল্লেখ আছে। যথা, শ্রুতিবাক্য—"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি" (বৃহদাঃ ৪।৪।২)।

শ্রেষ্ঠাণুত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠান-অধিকরণ ( সূত্র ১৩-১৪ )

ইন্দ্রিয়গণ যে পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া চালিত হয় এই অধিকরণে তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

**জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২।৪।১৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠানং—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্তৃক ( বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ) পরিচালনা ; তু—কিন্তু ; তদামননাৎ—ঈশ্বর-ইচ্ছার অনুযায়ী ; প্রাণবতা—যেহেতু প্রাণবান জীবের সহিত ( ঈশ্বরের অবস্থিতি ) ; শব্দাৎ—শ্রুতি হইতে ( জানা যায় )।

সরলার্থ—

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে রাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে তাহাদিগকে পরিচালনা করেন তাহা যে প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই সাধিত হয় তাহা শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। যথা, শ্রুতিবাক্য—"যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্‌······যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি······যো বায়ৌ তিষ্ঠন্‌······" ( বৃহদাঃ ৩।৭।৫,৭ ) অর্থাৎ যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থানকরতঃ অগ্নির অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়া তাহাকে নিয়মন করেন······যিনি বায়ুর মধ্যে অবস্থান করিয়া······ইত্যাদি।

---

**তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥২।৪।১৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং ; তস্য—তাঁহার ( এইরূপ অবস্থিতি ) ; নিত্যত্বাৎ—( সর্ব পদার্থে ) নিত্য বলিয়া ( অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতেও স্বীকার করিতে হইবে )।

সরলার্থ—

এই নিয়মনকর্তা ঈশ্বরের এইরূপ অধিষ্ঠান সর্ব পদার্থেই তুল্যরূপ এবং নিত্য বলিয়া অগ্ন্যাদি দেবতার অন্তরেও তাঁহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিতেই হইবে।

জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠান অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৭—ইন্দ্রিয়-অধিকরণ ( সূত্র ১৫-১৬ )

এই অধিকরণে 'শ্রেষ্ঠ প্রাণ' ব্যতিরিক্ত কেবল প্রাণশব্দের ইন্দ্রিয়ত্ব এবং এই শ্রেষ্ঠ প্রাণ যে ইন্দ্রিয় নহে তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।

**ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২।৪।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তে—প্রাণসমূহ ; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয় পদবাচ্য ; তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয় শব্দের সহিত এই প্রাণ শব্দের উল্লেখ থাকায় ; অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ—শ্রুতিতে এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য স্থলে শ্রেষ্ঠ প্রাণের উল্লেখ থাকায়। ( ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রাণ নহে )।

সরলার্থ—

'প্রাণ' এই শব্দটির বিষয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে যেখানে প্রাণ শব্দের ব্যবহার আছে সে সমস্ত স্থলে এটি ইন্দ্রিয়বাচক অথবা শ্রেষ্ঠ-প্রাণ-বাচক ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, 'শ্রেষ্ঠ প্রাণ' এইরূপ উক্তি ভিন্ন অন্য স্থলে প্রাণশব্দে ( প্রায়শঃ বহুবচনান্ত ) ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইয়া থাকে যেহেতু শাস্ত্রবাক্য হইতে এইরূপই বুঝা যায়। যথা—ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরাঃ ( গীতা ১৩।৫ ) অর্থাৎ মন এবং অন্য দশটি—এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গোচর রূপরসাদি পাঁচটি বিষয় কেবল মনঃ এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি অন্যান্য দশটি করণকেই ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে।

সুতরাং প্রাণশব্দ সাধারণভাবে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়বাচক। এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি এই শ্রুতিবাক্যে ( মু ২।১।৩ ), ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের অতিরিক্ত উল্লেখ থাকায় এই মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় নহে।

---

**ভেদশ্রুতের্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২।৪।১৬॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ভেদশ্রুতেঃ—শ্রুতিতে ( প্রাণের ) ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক রূপে উল্লেখ থাকা হেতু ; বৈলক্ষণ্যাৎ চ—বিলক্ষণ গুণের উল্লেখ হেতুও ( মুখ্য প্রাণ ) ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক পদার্থ।

**সরলার্থ—**

"এতস্মাদ্ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ" ( মু ২।১।৩ ) এই শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথকরূপে প্রাণের উল্লেখ থাকায় এবং সুষুপ্তির সময় মুখ্য প্রাণের ক্রিয়া ( শ্বাসাদি সজীবতার লক্ষণ ) প্রত্যক্ষ থাকে কিন্তু চক্ষুরাদি ক্রিয়া প্রত্যক্ষ থাকে না—মুখ্য প্রাণের এই বিলক্ষণ গুণের জন্যও বুঝিতে হইবে যে মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে, তৎসমূহ হইতে পৃথকবস্তু।

ইন্দ্রিয়াধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৮—সংজ্ঞামূর্তিক্৯প্তি-অধিকরণ ( ১৭-১৯ )

এই অধিকরণে নাম-রূপসম্পন্ন জগৎ সৃষ্টিতে ব্রহ্মার কর্তৃত্ব পরিহার-পূর্বক ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

**সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্বত উপদেশাৎ ॥২।৪।১৭॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিঃ—নাম ও রূপের ; তু—কিন্তু ; ত্রিবৃৎকুর্বতঃ—( যিনি

আকাশাদি তিনটি আদি-ভূতকে সংমিশ্রিত করিয়াছেন সেই ) ত্রিবৃৎকর্তা ; উপদেশাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়।

সরলার্থ—

স্থষ্টির প্রারম্ভে সূক্ষ্মতর জগৎসৃষ্টির কর্তা যে পরমব্রহ্ম তাহা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট। শাস্ত্র-বাক্য হইতে মনে হইতে পারে যে, অতঃপর নামরূপ বিশিষ্ট যে স্থূল জগৎ সৃষ্টি তাহার কর্তৃত্ব হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার—পরব্রহ্মে নহে। যথা—

নামরূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥
[ বিষ্ণু পুঃ ১।৫।৬৩ ]

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রথমে ( নিত্য ) বৈদিক শব্দ অনুসারে যথাপূর্ব প্রাপঞ্চিক ভূতগণের নাম ও রূপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কর্তব্য কৃত্যের বিধান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাকর্তৃক এইরূপ জগৎসৃষ্টি যে প্রকৃত-পক্ষে পরমব্রহ্মেরই—ব্রহ্মার নহে, এই সূত্র তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

শ্রুতি বলিতেছেন যে এই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া যে সৃজন তাহা ক্ষিতি-অপ-তেজ এই ভূতত্রয়ের সংমিশ্রণ-কর্তা বা ত্রিবৃৎকর্তা* পরমেশ্বরেরই, ব্রহ্মার নহে। যথা—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২,৩) অর্থাৎ সেই দেবতা ( পরমব্রহ্ম ) সঙ্কল্প করিলেন—আমি ক্ষিতি অপ তেজ ভূতত্রয়ের দেবতার অভ্যন্তরে জীবের সহিত জীবাত্মক হইয়া প্রবেশ করতঃ তাহাদের নাম ও রূপ প্রকট করিব। এই সৃষ্ট এক একটি আদি ভূত

---

* ত্রিবৃৎকরণ—এখানে "ত্রি" এই শব্দে যদিও ক্ষিতি অপ এবং তেজ এই তিনটি আদিভূতকে নির্দেশ করিতেছে তথাপি ইহা ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম্—এই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ।

বা আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যকে ত্রিধা করিয়া উক্ত ভূতত্রয়কে পরস্পর সংমিশ্রিত অর্থাৎ ত্রিবৃৎ করিব। পুনরায় স্মৃতি বলিতেছেন—"তস্মিন্নণ্ডেঽভূদ্ ব্রহ্মা সর্বলোক পিতামহঃ" সমস্ত লোকের পিতামহ আদি পুরুষ এই ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে উৎপন্ন হইলেন। এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্টই সিদ্ধ হয় যে নাম ও রূপের ব্যবহারযোগ্য যে সৃষ্টি তাহা পরমব্রহ্মেরই—হিরণ্যগর্ভের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

---

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পরেও শাস্ত্রে ত্রিবৃৎকরণের বাক্য দেখা যায়, অতএব পূর্বসূত্রোদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উত্তরকালীন ত্রিবৃৎকরণ এই বাক্যদ্বয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে? এই আশঙ্কার সমাধান অতঃপর সূত্রে করিতেছেন—

**মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২।৪।১৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

যথাশব্দং—বেদের বর্ণনা-অনুযায়ী; মাংসাদি—মাংস প্রভৃতি; ভৌমং—ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়; ইতরয়োঃ চ—অন্য দুইটি পদার্থও (রক্ত এবং অস্থি); এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

**সরলার্থ—**

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন—"অন্নমশিতং ত্রেধা :বিধীয়তে; তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" (ছা ৬।৫।১) অর্থাৎ (হে সোম্য এই তিনটি দেবতা—তেজ জল ও পৃথিবী, জীবের দেহমধ্যে যেরূপ ত্রিবৃৎকৃত হইয়া থাকে তাহা আমার নিকট শ্রবণকর)। ভোজনের পর অন্ন তিন ভাগে পরিণত হয়, তন্মধ্যে যেটি স্থূলতম ভাগ তাহা বিষ্ঠারূপে যেটী সূক্ষ্মতর তাহার মাংস এবং যাহা সূক্ষ্মতম তাহা মনরূপে পরিণত হয়। তৎপরে, শ্রুতি পুনরায় উপদেশ দিতেছেন যে শরীর মধ্যে জল এবং তেজের বিকারগুলিও এইরূপে ত্রিধা

হয়। জল হইতে মূত্র রক্ত ও প্রাণ এবং অগ্নি হইতে অস্থি মজ্জা ও বচন ত্রিধারূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অণ্ড সৃষ্টির উত্তরকালীন ত্রিবৃৎকরণ বলিতে কেবল ভুক্ত অন্নাদি-দ্রব্যের শরীরাভ্যন্তরে ত্রিবিধ পরিণামের প্রতিপাদক। ইহার সহিত অণ্ড সৃষ্টির পূর্বকালীন ত্রিবৃৎকরণের কোন সম্বন্ধ নাই।

---

## বৈশেষ্যাত্তু, তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২।৪।১৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

নাম ও রূপ বিশিষ্ট স্থূল পদার্থ ত্রিবৃৎকৃত হইলেও; তু—কিন্তু; বৈশেষ্যাৎ—আধিক্যহেতু; তদ্বাদঃ—তাহাদের নাম বা তদ্‌বোধক শব্দ প্রযুক্ত হয়। তদ্বাদঃ—দ্বিতীয় এই 'তদ্বাদঃ' শব্দটি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক।

**সরলার্থ—**

নাম এবং রূপবিশিষ্ট যাবৎ স্থূল পদার্থ আছে সে সমস্তই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম—এই পঞ্চভূত দিয়া সৃষ্ট হইলেও কোন কোন পদার্থে ক্ষিতির অংশ অধিক, কোনটিতে বা অপ্ বা জলের অংশ অধিক কোনটিতে বা তেজ বা অগ্নির অংশ অধিক আছে। সেই অনুসারে বিভিন্ন পদার্থগুলিকে ভৌম, জলীয়, তেজস পদার্থ বলিয়া বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

**সার-সংগ্রহ—**

এই পাদে আটটী অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটীতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি সংখ্যা এবং অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎপরে দুইটী অধিকরণে মুখ্যপ্রাণ কর্তৃক ইন্দ্রিয়সমূহের ধারকত্ব রূপ বৃত্তি এবং অণুত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ষষ্ঠে এই ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সপ্তমে প্রাণ শব্দটি কোথায় ইন্দ্রিয়বাচক এবং কোথায় মুখ্যপ্রাণবাচক তাহা নির্ণীত হইয়াছে। অষ্টম অধিকরণে ব্যষ্টি বা স্থূল জগৎ-সৃষ্টিতে ব্রহ্মার কর্তৃত্ববাচক শাস্ত্র বচনগুলি বিচার করিয়া সেগুলি যে প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরেরই কর্তৃত্ববাচক তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।**

---

# তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব, জীবের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ, জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এখন তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের ব্রহ্মলাভের উপায়রূপ উপাসনার বিষয়ে আলোচনা হইবে। সাংসারিক বস্তুতে বৈরাগ্য উদয়পূর্বক এই উপাসনার দিকে যাহাতে আকর্ষণ বৃদ্ধি হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদে সাংসারিক জীবের পুনঃপুনঃ গতাগতির বিষয় এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা সমস্ত অবস্থাতেই তাহারা যে দোষযুক্ত, এবং পরমব্রহ্ম যে সেই সমস্ত দোষ-লেশ শূন্য এবং অশেষ কল্যাণগুণাকর তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

এই ব্রহ্ম-উপাসনা-বিষয়ে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার সাধন-সমূহও সমালোচনাপূর্বক মীমাংসিত হইবে।

## প্রথম পাদ

**উপক্রমণিকা—**

এই পাদে পাপকারীর দুঃখ ফলভোগ ও কীট-মশকাদি হীন যোনিতে জন্ম, এবং যজ্ঞাদি কর্মকর্তারও তদনুগুণ সুখ-ভোগান্তে পুনরায় দুঃখবহুল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ভগবদুপাসনার অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে উদ্গীথাদি অন্যান্য ক্ষুদ্র উপাসনা যে অল্প এবং অনিত্য ফলদায়ক তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপাসনার প্রসঙ্গে পরস্পর আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যগুলির বিচারদ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

## ১—তদন্তর-প্রতিপত্তি অধিকরণ ( সূত্র ১-৭ )

এই অধিকরণে জীবের দেহত্যাগের সময় উৎক্রমণ-প্রণালী নিরূপিত হইতেছে। স্থূলদেহ ত্যাগানন্তর এই জীবের সহিত ( সূক্ষ্ম দেহের সহিত ) কি কি বস্তু অনুগমন করে বিচারপূর্বক আপাত-পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যগুলির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সে বিষয়ে নির্ণয় করিতেছেন।

**তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ**
**প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥৩।১।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ—দেহান্তর প্রাপ্তির সময়; সংপরিষ্বক্তঃ—(জীব) সম্যক্ আলিঙ্গিত হইয়া; রংহতি—গমন করে; প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্—প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হইতে ( ইহা জানা যায় )।

সরলার্থ—

জীব এক দেহ হইতে অপর দেহে প্রবেশের সময় পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে। এই বিষয়ে ( পঞ্চাগ্নি বিদ্যার প্রকরণে ) প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর হইতে জানা যায়।

---

**ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥৩।১।২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভূয়স্ত্বাৎ—( সূক্ষ্মভূতবস্তু জলের ) আধিক্য হেতু ( শ্রুতিতে কেবল জলের উল্লেখ আছে ); তু—কিন্তু; ত্র্যাত্মকত্বাৎ—সমস্ত বস্তুরই ত্রিবৃৎ-করণ হইয়াছে বলিয়া ( এই জলকে সমস্ত ভূতসূক্ষ্মের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে এই সূক্ষ্ম শরীর বিষয়ে কেবল জলের ( অপ্ ) সম্বন্ধ উক্ত

হইয়াছে। ইহার মীমাংসার জন্য এই সূত্রে বলিতেছেন যে সমস্ত ভূতই যখন ত্রিবৃৎকৃত তখন এক অপ্ বা জলের দ্বারা অপরাপর ক্ষিতি তেজঃ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। তবে সূক্ষ্ম শরীরে এই পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মের মধ্যে জলেরই আধিক্য আছে বলিয়া কেবল অপ্ শব্দের উল্লেখ আছে।

——

## প্রাণগতেশ্চ ॥৩।১।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রাণগতেঃ চ—প্রাণের অনুগমন হইতেও ( বুঝা যায় যে তৎসহ ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ( বৃহদা ৪।৪।২ ) অর্থাৎ জীবের উৎক্রমণের সময় প্রাণও যখন তাহার অনুগমন করে তখন এই প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে। এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে স্থূলদেহ নির্গমন-কালে জীবের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও অনুগমন করে।

——

## অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥৩।১।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( উৎক্রমণকালে ) অগ্ন্যাদি-গতি-শ্রুতেঃ—অগ্নি প্রভৃতিতে বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রবেশের উল্লেখ হেতু (ইন্দ্রিয়গণ অনুগমন করে না) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; ভাক্তত্বাৎ—( কারণ এই উল্লেখ ) ভাক্ত বা গৌণ।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যম্" ( বৃহদাঃ ৩।২।১৩ ) অর্থাৎ যে সময় এই মৃত ব্যক্তির বাক্য অগ্নিতে প্রবেশ করে, প্রাণ বায়ুতে প্রবেশ করে এবং চক্ষুঃ আদিত্যে প্রবেশ করে। এই উক্তিতে, জীবের মৃত্যুর সময় বাক্য প্রাণ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগ্ন্যাদিতে প্রবেশের উল্লেখের জন্য বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মার উৎক্রমণের সময় ইন্দ্রিয়াদির পৃথকভাবে অনুগমন যথার্থ নহে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন, এই অনুমান ঠিক নহে। কারণ এইরূপ প্রসঙ্গে অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতে অবধারিত হয় যে ইতিপূর্বে বাগাদির অগ্নিতে প্রবেশের উল্লেখ গৌণার্থবোধক। বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি প্রভৃতিতে বিলীনবোধক শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে স্থূল শরীর ত্যাগের সময় বাগাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ দেহ হইতে নির্গমন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবতাতে বিলীন হয় ( কিন্তু বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হয় না )।

—

**প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হি উপপত্তেঃ ॥৩।১।৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( অনুগমনবোধক শ্রুতিতে জলের ) প্রথমে অশ্রবণাৎ—প্রথমে উল্লেখ না থাকায় ( জল অনুগমন করে না ); ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—তাহা ঠিক নহে ; ( এই শ্রুতিতে প্রথমে যে শ্রদ্ধা শব্দের উল্লেখ আছে ) তা এব—সেই শব্দে ( জলকে বুঝাইতেছে ); হি—যেহেতু ; উপপত্তেঃ—এইরূপ অর্থ যুক্তিসম্মত ।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত অনুগমন প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—"এতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ

শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" (ছাঃ ৫।৪।২) অর্থাৎ দেবতাগণ (ইন্দ্রিয়সমূহ) এই দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধার আহুতি অর্পণ করেন। এই শ্রুতিবাক্য হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন অগ্নিতে আহুতির বিষয়ে শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে এবং জলের উল্লেখ নাই তখন বুঝিতে হইবে যে জীবের মৃত্যুর পর তাহার সহিত জল অনুগমন করে না। এই সন্দেহ নিরাকরণে বলিতেছেন—না, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, কারণ এই প্রকরণে প্রশ্ন এবং উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বুঝিতে হইবে যে এই স্থলে শ্রদ্ধা শব্দে জলকেই বুঝাইতেছে। নচেৎ, জল-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগে কোন সার্থকতা থাকে না। উপরন্তু শ্রুতি অন্যত্র জলকে শ্রদ্ধা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—"শ্রদ্ধা বা আপঃ" (অষ্ট ২।৪।৩৩) অর্থাৎ শ্রদ্ধাই জল।

—

## অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৩।১।৬॥

### পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অশ্রুতত্বাৎ—(শ্রুতিবাক্যে জীবের উল্লেখ) এইরূপ শোনা যায় না বলিয়া (জীবের অনুগমন সিদ্ধ হয় না); ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; ন—তাহা বলা যায় না; ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ—যজ্ঞকর্তা-দিগের (অনুগমন) প্রতীয়মান হয়।

### সরলার্থ—

যদি সন্দেহ হয় যে, এই অনুগমন প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তররূপ শ্রুতিবাক্যে জীব শব্দের উল্লেখ না থাকায় স্থূল দেহান্তের পরে জীব যে ভূতসূক্ষ্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অনুগমন করে তাহা বলা যায় না। তদুত্তরে বলিতে-ছেন যে, না এই সন্দেহ ঠিক নহে। কারণ, এই প্রকরণে যজ্ঞকর্তা জীবের অনুগমনবোধক শ্রুতিবাক্য রহিয়াছে। যথা—"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে

দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" (ছাঃ ৫।১০।৩) অর্থাৎ যে সকল গৃহস্থ ইষ্ট (যজ্ঞ অতিথিসৎকারাদি) পূর্ত (কূপ খনন দেবালয় স্থাপনাদি) এবং দত্ত (সৎপাত্রে দান) রূপ তিনটি কর্মের অনুষ্ঠান করেন তাহারা ধূমাদি-দক্ষিণাদিমার্গ প্রাপ্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। অতএব, জীব যে ভূত-সূক্ষ্ম বেষ্টিত হইয়া গমন করে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত।

---

এইরূপ যজ্ঞকর্তা জীব (শ্রুতিতে সোমরাজা বলিয়া অভিহিত) দেবলোকে গমন করিলে তাহাকে "দেবগণ ভক্ষণ করেন" এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। অতএব সন্দেহ হইতে পারে যে জীব যখন ভক্ষণীয় বস্তু নহে তখন শ্রুতি উক্ত এই সোমরাজা জীবকে বুঝাইতেছে না। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর সূত্রে বলিতেছেন—

**ভাক্তং বানাত্মবিত্তাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—অথবা; (ভক্ষণ শব্দটি) ভাক্তং—গৌণার্থবোধক; অনাত্মবিত্তাৎ—যেহেতু (উক্ত যজ্ঞকর্তার) আত্মজ্ঞানের অভাব থাকে; তথাহি দর্শয়তি—শ্রুতিতে এইরূপ অর্থ ই দেখা যায়।

সরলার্থ—

"বা" শব্দে জীব-ভক্ষণ-বাচক শ্রুতিবাক্যটিতে ভক্ষণ শব্দটি যে মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই এবং এই ভক্ষণ শব্দের প্রয়োগ গৌণ তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। এখানে ভক্ষণ শব্দের প্রকৃত অর্থ ভোগ করা। অতএব "তং দেবা ভক্ষয়ন্তি" এই শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত অর্থ দেবতাগণ এই যজ্ঞকর্তা জীবকে ভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। শ্রুতিও বলিতেছেন—"ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্তি" (ছাঃ ৩।৬।১) অর্থাৎ

দেবতাগণ ভক্ষণ করেন না এবং পানও করেন না। পুনরায়, এই যজ্ঞকারীগণের আত্মজ্ঞান নাই বলিয়াও দেবতাগণকর্ত্তৃক ইহাদের ভোগে কোন বিরুদ্ধতা হইতে পারে না।

তদনন্তর-প্রতিপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ২—কৃতাত্যয়-অধিকরণ ( সূত্র ৮-১১ )

পরলোক হইতে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের সময় জীবের পূর্ব কর্মের অভুক্ত কিছু অংশ যে অবশিষ্ট থাকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।

**কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ** ॥৩।১।৮॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

কৃতাত্যয়ে—কৃতকর্মের শেষে; অনুশয়বান্—কর্ম-শেষের সহিত ( আগমন করে ); দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং—দৃষ্ট ( শ্রুতি ) এবং স্মৃতিশাস্ত্র হইতে ( এইরূপ বুঝা যায় ); যথেতম চ—এবং ( মৃত্যুর পর ) যেরূপভাবে গমন করে; অনেবং—সেরূপভাবে প্রত্যাগমন করে না।

**সরলার্থ—**

জীব যে চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি পরলোকে স্বকৃত কর্মের ফলভোগের শেষে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম লইয়া পুনরায় ভূমণ্ডলে ফিরিয়া আসে তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায়। যথা—"ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপায়ুঃ শ্রুত-বিত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে" ( গৌতম ২।১১।১২ ) অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম দ্বারা তদুপযুক্ত দেশ জাতি কুল রূপ আয়ু ধন চরিত্র সুখ এবং বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। "ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্মফলশেষেণ জাতিং রূপং···" অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অবশিষ্ট কর্মফল ভোগের জন্য তদনুরূপ জাতি রূপ প্রভৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্য ৫।১০।৭ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও এতদনুরূপ বলিতেছেন।

---

## চরণাদিতি চেন্ন, তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৩।১।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চরণাৎ—( এইরূপ প্রসঙ্গীয় শ্রুতিবাক্যে ) চরণ অর্থাৎ আচরণ-বোধক শব্দের উল্লেখ থাকায় ( ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত নয় ) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায় ; ন—তাহা ঠিক নয় ; তদুপলক্ষণার্থা—আচরণশব্দ কর্মেরই বোধক ; ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ—ইহা কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্যের অভিমত ।

সরলার্থ—

যদি সন্দেহ হয় যে, "য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ( ছাঃ ৫।১০।৭ ) অর্থাৎ যাহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণশীল ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আচার-বোধক "চরণ" শব্দের উল্লেখ থাকায় ( অর্থাৎ আচার এবং কর্ম শ্রুতিতে পৃথক্ শব্দে নির্দিষ্ট আছে ), প্রত্যাগমনের সময় পুনরায় কর্ম সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না । তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এ সন্দেহ ঠিক নহে, কারণ এই চরণ শব্দে কর্মেরও উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে । কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্যের ইহাই অভিমত ।

---

## আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আনর্থক্যম্—আচরণ শব্দ কর্মবাচক নহে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল ; ন—না তাহা নহে ; তদপেক্ষত্বাৎ—কারণ পুণ্য কর্ম সদাচারসাপেক্ষ এবং পাপকর্ম কদাচার সাপেক্ষ ।

সরলার্থ—

পূর্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে শ্রুতিতে চরণ শব্দ আচরণ বা ব্যবহার অর্থে প্রযুক্ত হয় এবং কর্মবোধক অর্থে কর্ম শব্দের প্রয়োগ

হয়, অতএব আচরণ এবং কর্ম শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না তাহা বলা যায় না। কারণ, কার্ষ্ণাজিনি নামক আচার্য মনে করেন যে শ্রুতিতে এই চরণ শব্দ কর্মেরই বোধক; কারণ তাহা না হইলে কেবলমাত্র আচার হইতে সুখদুঃখ প্রাপ্তি সম্ভব নয়—এই সুখ দুঃখ কর্মেরই ফল।

---

## সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( চরণ শব্দ ) সুকৃত-দুষ্কৃতে—পাপ এবং পুণ্যবোধক ; এব—নিশ্চয় ; ইতি তু বাদরিঃ—ইহা কিন্তু বাদরি নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ—

বাদরি নামক আচার্য কিন্তু মনে করেন যে এই চরণ শব্দে পাপ এবং পুণ্য কর্মকে বুঝাইতেছে। কেবল সাধারণ আচার নহে। যেহেতু "পুণ্য কর্ম বা পাপ কর্ম আচরণ করিতেছে" এইরূপ লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়।

কৃতাত্যয়-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৩—অনিষ্টাদিকার্য-অধিকরণ ( সূত্র ১২-২১ )

এই অধিকরণের প্রথম পাঁচটি সূত্রে ( ১২-১৬ ) পূর্বপক্ষ নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, যাহারা যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন নাই তাহাদের প্রথমে স্বীয় পাপকর্মানুগুণ নরকভোগ করিয়া তৎপরে চন্দ্রলোকে আগমন হয় এবং তথা হইতে পুনরায় ( ভূলোকে ) অবরোহণ হয়।

তৎপরে অবশিষ্ট পাঁচটি সূত্রে পূর্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য যজ্ঞাদি কর্মকারি এবং কর্মাঙ্গ-বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষগণই যে কেবল চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন,

পাপী অজ্ঞ লোকেরা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে না কিন্তু নরকে গমন এবং কীটাদি হীন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে তাহা বিচারপূর্বক বলিতেছেন— ।

**অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩।১।১২॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ—যাহারা ইষ্টকারী বা যজ্ঞকারী নহেন তাহাদেরও ; শ্রুতম্—( চন্দ্রলোকে গমন ) শোনা যায় ।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিতেছেন—'যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি" ( কৌষী ১।২ ) অর্থাৎ যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে। এই স্থলে সাধারণভাবে সমস্ত লোকের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে মৃত্যুর পর সকলেই চন্দ্রলোকে গমন করে।

---

যদি উত্তরপক্ষীয় পুরুষগণ বলেন যে পুণ্যকারী এবং পাপী উভয়েরই চন্দ্রমণ্ডল গমনরূপ সমান গতি অসঙ্গত—এই আপত্তির উত্তরে পুনরায় পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—

**সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥৩।১।১৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

সংযমনে—(কিন্তু) যমালয়ে ; অনুভূয়—অনুভবের পর ; ইতরেষাম্—যজ্ঞকারী ব্যতিরিক্ত জীবদের ; আরোহাবরোহৌ—চন্দ্রমণ্ডলে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন ( হয় ) ; তদ্গতিদর্শনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপই দেখা যায়।

সরলার্থ—

কিন্তু, যজ্ঞকারী ব্যতিরিক্ত জীবদেরও যমালয়ে অনুভবের পর চন্দ্রমণ্ডলে গমন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন হয়, কারণ শ্রুতিতে (যজ্ঞকারী ব্যক্তির ন্যায়) পাপীদের যমালয়ে গমনের উল্লেখ আছে। যথা— বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানম্ ( আরণ্যক ২।১ ) অর্থাৎ লোক-সমূহের যমালয়ে গমন এবং যমরাজকে দর্শন হইয়া থাকে।

---

**স্মরন্তি চ ॥৩।১।১৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মরন্তি চ—স্মৃতিশাস্ত্রে বা পুরাণেও ( এইরূপ উল্লেখ আছে )।

সরলার্থ—

পাপ-পুণ্য নির্বিশেষে সকল জীবই যে মৃত্যুর পর যমালয়ে যায় স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। যথা—সর্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবন্ কিল। ( বিষ্ণু পুঃ ৩।৭।৫ ) অর্থাৎ হে ভগবন্, ইহারা সকলে ( মৃত্যুর পর ) যমের বশীভূত হয়। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।

---

**অপি সপ্ত ॥৩।১।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( নরক ) সপ্ত—সপ্ত-সংখ্যক ; অপি—ও।

সরলার্থ—

মহাভারতাদি শাস্ত্রে ( রৌরব মহারৌরবাদি ) সাতটি প্রধান নরকের উল্লেখ আছে।

---

সন্দেহ হইতে পারে যে, যাহারা সাত প্রকার নরকে গমন করে তাহাদের যমসদনপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন—

**তত্রাপি তদ্‌ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তত্র অপি—সেখানেও ; তদ্‌ব্যাপারাদ্—যমের আজ্ঞানুসারেই ( গমন করিয়া করিয়া থাকে ) ; অবিরোধঃ—( অতএব ) কোন বিরোধ নাই।

সরলার্থ—

এই সপ্তবিধ নরকেও যমের আজ্ঞানুসারেই পাপীদের গমন হয়। সুতরাং পূর্ব সূত্রে কোন বিরোধ নাই।

---

অতঃপর ৫টি সূত্রে পূর্বপক্ষীয় আপত্তি খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইতেছে।

**বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—তু শব্দ পূর্বপক্ষ-খণ্ডনবোধক ; বিদ্যা-কর্মণোঃ—বিদ্যা এবং কর্মের ( বিশেষ মার্গে গতি ) ; ইতি প্রকৃতত্বাৎ—এইরূপ শ্রুতিতে নির্দেশ থাকায়।

সরলার্থ—

যাহারা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অর্চিরাদি মার্গে গমন করে এবং যাহারা ইষ্টাপূর্তাদি পুণ্যকর্ম করে তাহারা ধূমমার্গ দ্বারা চন্দ্রলোকে গমন করে। শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন, যথা—"তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহঃ" ( ছাঃ ৫।১০।১ ) ; "তে ধূমম্ অভিসম্ভবন্তি" "যে বৈ কেচাস্মাৎ লোকাৎ

প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি” অর্থাৎ যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন তাহারা অগ্নিলোক প্রভৃতি দেবমার্গ প্রাপ্ত হন, আবার যাহারা গ্রামে ইষ্টপূর্ত প্রভৃতি পুণ্যকর্মের উপাসনা করেন তাহারা ধূমমার্গ প্রাপ্ত হন, এই সমস্ত পুরুষ ইহলোক হইতে প্রয়াণের পর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।

---

শাস্ত্রে আছে যে মৃত্যুর পরে পুনরায় মনুষ্যদেহ আরম্ভের জন্য পূর্ব জন্মে পাঁচটি আহুতি প্রয়োজন হয়। এই কারণে আপত্তি হইতে পারে যে পাপীদের পক্ষে এই পাঁচটি আহুতির সম্ভব না থাকায় তাহাদের পুনরায় দেহারম্ভ ( জন্ম ) সম্ভব হয় না। এই আশঙ্কা দূরীকরণে অতঃপর সূত্রে বলিতেছেন—

**ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥৩।১।১৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তৃতীয়ে—তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ পাপীর স্থলে ; ন—( শরীর আরম্ভের জন্য পঞ্চম আহুতির প্রয়োজন ) হয় না ; তথা উপলব্ধেঃ—যেহেতু সেইরূপ উপলব্ধি হয়।

**সরলার্থ—**

আপত্তি হইতেছে যে, জীব যাহারা কেবল “জায়স্ব ম্রিয়স্ব”—জন্মে আর মরে এইরূপে শ্রুতিতে অভিহিত, তাহাদের পঞ্চম আহুতির সম্ভাবনা না থাকায় তাহাদের আর দেহারম্ভ সম্ভব হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনে বলিতেছেন না এই আপত্তি ঠিক নহে, কারণ কীট মশকাদি পাপী জীবের পক্ষে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু শাস্ত্র ‘জায়স্ব ম্রিয়স্ব’ নামক অর্থাৎ ( কেবল জন্মায় এবং মরে ) তৃতীয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

---

## স্মর্যতেঽপি চ লোকে ॥৩।১।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং ; লোকে জগতে (এবম্ এইরূপ) স্মর্যতে অপি—শোনা যায়।

সরলার্থ—

জগতে, দ্রৌপদী ধৃষ্টদ্যুম্ন (স্ত্রী) প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদিগেরও পঞ্চম আহুতি ভিন্ন (নপুংসক) দেহ আরম্ভের কথা শুনা যায়। অতএব জন্মের জন্য পঞ্চ আহুতির যে একান্ত প্রয়োজন তাহা নহে। (পাঞ্চাল দেশের দ্রুপদরাজ দ্রোণাচার্যের নিকট অবমানিত হইয়া তাহার বধকল্পে একটি যজ্ঞ করেন। দৈবানুগ্রহে সেই যজ্ঞভূমিতেই ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক পুত্র এবং দ্রৌপদী নামক কন্যা উৎপন্ন হয়)।

---

## দর্শনাচ্চ ॥৩।১।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

দর্শনাৎ চ—শ্রুতিতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে পঞ্চম আহুতি ব্যতিরিক্ত কোন কোন বিভাগীয় জীবের জন্মের কথা শোনা যায়। যথা "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—আণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্ (ছাঃ ৬।৩।১) অর্থাৎ এই সমস্ত জীবের উৎপত্তির তিন প্রকার বীজ হইয়া থাকে অণ্ডজ, (পক্ষী প্রভৃতির) জীবজ (মনুষ্যাদির) এবং উদ্ভিজ্জ (বৃক্ষাদির); এতদ্দ্বারা স্বেদজ জীবের উপলক্ষণও বুঝিতে হইবে)।

অতএব বুঝা যাইতেছে উদ্ভিদ্ হইতে জাত বৃক্ষাদির এবং স্বেদজ এই মশক প্রভৃতির উৎপত্তিতে পঞ্চম আহুতির আবশ্যকতা নাই।

---

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্ব-উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে ত্রীণি শব্দে তিনটি বীজের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব স্বেদজ শব্দটি কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—

**তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সংশোকজস্য—স্বেদজ শব্দের ; তৃতীয়শব্দাবরোধঃ—তৃতীয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দে সংগৃহীত হইয়াছে ।

সরলার্থ—

যদিও উক্ত শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টভাবে স্বেদজের উল্লেখ নাই বটে কিন্তু উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন এই শব্দের মধ্যে স্বেদজ শব্দ নিহিত হইয়াছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

অনিষ্টাদিকার্য-অধিকরণ সমাপ্ত ।

---

## ৪—তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ ( সূঃ ২২ )

এই অধিকরণে চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের সময় উল্লেখ আছে যে জীব আকাশাদি সাদৃশ্য প্রাপ্ত হন, তাহার যথার্থ তাৎপর্য কি তাহাই এই স্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে।

**তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ ॥৩।১।২২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( চন্দ্রলোক হইতে অবতরণকালে ) তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ—( কেবল ) আকাশাদির স্বভাবমাত্র প্রাপ্ত হয় ; উপপত্তেঃ—যেহেতু তাহাই সঙ্গত।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে যে, ইষ্টাদি-যজ্ঞকারী পুরুষগণ চন্দ্রলোক হইতে

প্রত্যবরোহণকালে আকাশাদির স্বভাব প্রাপ্ত হন। যথা শ্রুতি—"অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশম্ আকাশাদ্বায়ুম্, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ( ছাঃ ৫।১০।৫ )। অর্থাৎ, অতঃপর যজ্ঞকর্তা জীব চন্দ্রমণ্ডলে গমনের যে পথ সেই পথ ধরিয়াই প্রত্যাগমন করিয়া থাকে। এই প্রত্যাগমনকালে প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূমে অবতরণ করে, এবং আকাশ বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয়।

প্রত্যাগমনকালে এই পুরুষ যে আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না কেবল সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়—তাহাই এই সূত্রে প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য এই যে, যজ্ঞকারী পুরুষ পৃথিবীতে যেরূপ কর্ম করে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিয়া তদনুযায়ী সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া অবশিষ্ট কর্মানুযায়ী দেহ প্রাপ্ত হইয়া তাহা ভোগ করে। মধ্যপথে আকাশাদি লোকে এই সুখ ও দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা না থাকায় আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে, কিন্তু আকাশাদির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাদৃশ্য লাভ করাই সঙ্গত।

তৎস্বাভাব্যাপত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৫—নাতিচির-অধিকরণ ( সূঃ ২৩ )

পূর্ব সূত্রের সিদ্ধান্তের সমর্থনে এই অধিকরণে বলা হইতেছে যে এই আকাশাদির সহিত অবস্থান অল্পকালের জন্য হইয়া থাকে।

### নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥৩।১।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(প্রত্যাগমনশীল জীবের আকাশাদির সহিত অবস্থান) অতিচিরেণ ন—অধিকাল স্থায়ী নহে; বিশেষাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ বিশেষ উল্লেখ আছে।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" ( ছাঃ ৫।১০।৬ )

অর্থাৎ ইহা হইতে অতি কষ্টে নিক্রমণ বা নির্গমন হয়। তাৎপর্য এই যে, পূর্ব জন্মে যজ্ঞকারী ব্যক্তি চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রীহি (ধান্য) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ধান্য অবস্থা হইতে নিক্রমণ করিতে বিলম্ব হয়। এইরূপ উল্লেখে বুঝা যায় যে তৎপূর্ববর্তী আকাশাদি অবস্থা হইতে নিক্রমণে বিলম্ব হয় না। অতএব উক্ত জীব এই আকাশাদির সহিত মিলিত হইয়া কেবল তাহাদের সাদৃশ্য লাভ করে, কিন্তু স্বরূপতঃ আকাশ হইয়া যায় না।

নাতিচির-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—অন্যাধিষ্ঠিত-অধিকরণ (সূঃ ২৪-২৭)

প্রত্যাগমনশীল এই জীবের ব্রীহি বা ধান্য অবস্থা হইতে কোন স্ত্রীলোকের গর্ভ আশ্রয় করিয়া পুনরায় ভোগোপযোগী দেহ প্রাপ্তি অবস্থা পর্যন্ত এই অধিকরণে বর্ণিত হইতেছে।

**অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববদভিলাপাৎ ॥৩।১।২৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

পূর্ববৎ অভিলাপাৎ—আকাশাদির ন্যায়ই উল্লেখ হেতু; অন্য-অধিষ্ঠিতে—ব্রীহি প্রভৃতিতেও অবস্থানমাত্র বুঝাইতেছে।

**সরলার্থ—**

উক্ত জীবের অবরোহণকালে শ্রুতিতে যে ব্রীহি প্রভৃতি রূপ সম্ভাবের কথন আছে, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই জীবের তত্তৎ ব্রীহি প্রভৃতিতে অবস্থান হয় মাত্র কিন্তু ব্রীহি প্রভৃতি রূপে জন্ম নহে। কারণ শ্রুতিতে এই প্রসঙ্গে আকাশাদি সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে ব্রীহির সম্বন্ধেও সেইরূপ উল্লেখ আছে।

---

## অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥৩।১।২৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অশুদ্ধম্—পাপ কার্য ( অনুষ্ঠানহেতু ) ; ইতি চেৎ—যদি বলা হয় ; ন—তাহা নহে ; শব্দাৎ—যেহেতু শ্রুতি হইতে ( জানা যায় )।

সরলার্থ—

এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, যজ্ঞাদি কর্মে যখন পশুবধ প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্য করা হয় তখন এই যজ্ঞাদি কর্ম পুণ্য পাপ মিশ্রিতও বটে। সুতরাং তাহার ফলে ব্রীহি আদিরূপে জন্মও সম্ভব। তদুত্তরে এই সূত্রে বলিতেছেন—না, এইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম পাপজনক হইতে পারে না। যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ কর্মে পশু আদি হিংসার বিধান আছে এবং এই কর্মের কেবল পুণ্যফল ভোগেরই উল্লেখ আছে। যথা, "সর্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরম্ অপরিমিতং সুখম্" ( আপস্তম্ব ২।১।২।২ ) অর্থাৎ নিজ নিজ কর্মানুগুণ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম এবং যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানের ফল হইতেছে ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণের পরম অপরিমিত সুখ। অতএব ব্রীহি প্রভৃতি এই স্থাবর পদার্থে প্রবেশ যজ্ঞাদি কর্মে পশুবলিরূপ পাপকর্মের ফলরূপ নহে।

---

## রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥৩।১।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অথ—অতঃপর ( চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগমনশীল জীবদিগের ) ; রেতঃ-সিগ্‌যোগঃ—যে সকল পুরুষ রেতঃ সিক্ করিতে সমর্থ, তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করে।

সরলার্থ—

( ব্রীহিদশা প্রাপ্তির উল্লেখ অনন্তর ) শ্রুতি বলিতেছেন—"যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ ভূয় এব ভবতি" (ছাঃ ৫।১০।৬) অর্থাৎ যে

যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে যেরূপ রেতঃপাত করে, বহুলাংশে সেইরূপ অন্ন এবং রেতঃ অনুযায়ী জন্মগ্রহণ হয়। এই শ্রুতি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ব্রীহি প্রবিষ্ট উক্ত জীব খাদ্যরূপে রেতঃ-পাতে সমর্থ পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করতঃ পূর্বানুরূপ অবস্থায় স্থিত থাকে।

——

### যোনেঃ শরীরম্ ॥৩।১।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যোনেঃ—স্ত্রীলোকের গর্ভরূপ উৎপত্তি স্থান প্রাপ্তির পর; শরীরম্—মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্তি ( হয় )।

সরলার্থ—

পুর্ব জন্মে যজ্ঞকারী জীবের ফলভোগান্তে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্তনসময়ে মাতৃগর্ভরূপ যোনি প্রাপ্তির পরেই ফলভোগের উপযোগী দেহপ্রাপ্তি হয় এবং এইরূপ শরীরেই সুখদুঃখভোগের সম্ভাব আছে; কিন্তু তৎপূর্বেই আকাশাদি ভাবে ভোগের সম্বন্ধ নাই।

অতএব, এই আকাশাদিতে জীবের কেবল সংশ্লেষজনিত সম্বন্ধ হয়—আকাশাদি স্বরূপের সম্ভাব নহে।

অন্যাধিষ্ঠিত-অধিকরণ সমাপ্ত।

——

প্রথম পাদের সার-সংগ্রহ—

এই পাদে ৬টি অধিকরণ আছে। ১ম অধিকরণে যজ্ঞকর্তা জীবের মৃত্যুকালে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি কি কি বস্তুসংশ্লিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দ্রলোকে আরোহণ করে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ২য় অধিকরণে এই চন্দ্রলোকে উক্ত জীবের পুণ্য কর্মানুগুণ অনিত্য সুখ ভোগান্তে অবশিষ্ট কর্মফলের ভোগহেতু পুনরায় চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে

প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ৩য় অধিকরণে পাপকর্ম-কারীদিগের যে চন্দ্রলোকে গমন হয় না কেবল বিভিন্ন নরকাদিতে গমন হয় বিচারপূর্বক তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনটী অধি-করণে পুণ্যকর্মকারী জীবগণের সুখভোগান্তে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যা-বর্তনের সময় আকাশাদি হইতে ব্রীহি ( ধান্যাদি ) পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তুতে প্রবেশ এবং তত্তৎ স্থলে নিজ স্বরূপেই বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থিতির প্রতি-পাদন করিয়া এই ব্রীহি আদি খাদ্যদ্রব্যের সহিত রেতঃ-স্খলন সমর্থ পুরুষের ভিতর দিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশকরতঃ পুনরায় এই ভোগোপযোগী জীব-দেহ প্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ সমাপ্ত।

—
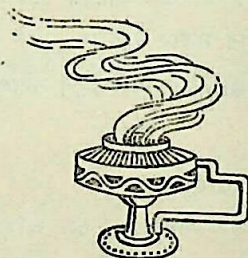
# দ্বিতীয় পাদ

পূর্ব পাদে জীবের নিজ কর্মানুসারে পুনঃপুনঃ জগতে আগমন এবং ফলভোগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া জীবের দুঃখময়ত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

এই পাদে স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও জাগ্রৎ এই চারিটি অবস্থাকেই জীবের পূর্ব কর্মকৃত সুখ* দুঃখভোগরূপ দোষের উল্লেখ করিয়া, ব্রহ্ম জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করিয়াও যে তিনি উক্ত দোষসংস্পর্শ-লেশরহিত নির্দোষ তাহা প্রতিপন্ন করিয়া, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশরূপতা, জ্ঞান-স্বভাব, অব্যক্ত স্বভাব, মূর্ত ও অমূর্ত দুই প্রকার রূপ এবং তাঁহার নির্দোষত্ব ও অনন্ত কল্যাণগুণাকরত্ব—এই উভয়লিঙ্গত্ব, শাস্ত্রবাক্য বিচারদ্বারা এবং সদৃষ্টান্ত যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর এইপ্রকার স্বরূপ, স্বভাব এবং গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের সর্ববিধ ফল প্রদানে যে কর্তৃত্ব আছে তাহাও বিচারপূর্বক প্রতিপন্নকরতঃ এই ব্রহ্মই যে উপাস্য বস্তু তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

### ১—সন্ধ্যা-অধিকরণ ( সূত্র ১-৬ )

এই অধিকরণে সংসারী জীবের দেহ-সম্বন্ধ এবং তজ্জন্য জ্ঞান ঐশ্বর্যাদির তিরোভাব যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সাধিত হয় তাহা জীবের স্বপ্ন অবস্থার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বিচারপূর্বক বর্ণনা করিতেছেন।

**সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সন্ধ্যে—( জীবের ) স্বপ্ন সময়ে ; সৃষ্টিঃ হি—নিশ্চয় ( তৎকর্তৃক ) সৃষ্টি হয় ; আহ—( যেহেতু শ্রুতি এইরূপ ) বলিতেছেন।

---

* দুঃখভোগের পর সুখভোগও মুক্তির পরিপন্থী বলিয়া ইহাকে দোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

জাগ্রৎ এবং সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধিক্ষণ বা মধ্যবর্তী দশা যে স্বপ্ন তাহাকে সন্ধ্যা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টির যে উল্লেখ আছে স্বপ্নদর্শী জীবই তাহার কর্তা; যেহেতু অন্য শ্রুতিবাক্য এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন। যথা—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে,......স হি কর্তা' ( বৃহদাঃ ৪।৩।১০ ) অর্থাৎ স্বপ্নস্থলে প্রকৃতপক্ষে ( স্বপ্নকালে দৃষ্ট ) রথও নাই, রথযুক্ত অশ্বাদিও নাই, পথও নাই। এই সমস্ত সৃষ্ট হয়......জীব সেই সৃষ্টিকর্তা। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২।

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একে—কোন কোন বেদশাখীরা ( এই জীবকে ); নির্ম্মাতারং—নির্মাণকর্তারূপে ( উল্লেখ করিয়াছেন ); পুত্রাদয়ঃ চ—পুত্র প্রভৃতি কাম্যবস্তুরও উল্লেখ করিয়াছেন।

সরলার্থ—

কোন কোন শ্রুতি স্বপ্নদ্রষ্টা এই জীবকে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সৃজনকর্তারূপে অভিহিত করিয়াছেন এবং পুত্র প্রভৃতি বিভিন্ন সৃষ্ট কাম্যবস্তুরও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা শ্রুতি—"য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো-নির্ম্মিমাণঃ" ( কঠ ২।৫।৮ ) অর্থাৎ প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলেও এই জীব জাগ্রত থাকিয়া কাম্যবস্তু পুত্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সূত্রটিও পূর্বপক্ষ।

---

মায়ামাত্রং তু কাৎর্স্নেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—এই শব্দ পূর্বপক্ষ নিবারণ করিতেছে; মায়ামাত্রং*—( স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ) কেবল ( পরমেশ্বরের ) আশ্চর্যজনক সৃষ্টি বা মায়াময়; কাৎর্স্নেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ—যেহেতু দেহবদ্ধ জীবের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্তিরহিত।

সরলার্থ—

এই সূত্রে 'তু' শব্দটি পূর্বপক্ষ নিবৃত্তিবোধক। স্বপ্নে যে রথাদি সৃষ্টি হয় তাহা মায়ামাত্র অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশ্চর্যময় সৃষ্টি। তিনি সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রত থাকিয়া এই সমস্ত আশ্চর্যময় সৃষ্টি করেন। যথা, শ্রুতি—

য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি..............

তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

( কঠ ২।৫।৮ )

ভাবার্থ এই যে, ইহারা সকলে নিদ্রিত হইলেও যিনি জাগ্রত থাকেন তিনি প্রকাশমান বস্তু, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই আশ্রিত হইয়া আছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গের এই উপক্রম-বাক্য এবং পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত কঠ উপনিষদের ২।৫।৮ উপসংহার বাক্য ( ২।৫।৩ ) উভয়েই একই প্রকার পরমেশ্বরের এই আশ্চর্যজনক সৃষ্টিশক্তির প্রতিপাদন

* মায়া শব্দ এখানে আশ্চর্যকরত্ববাচক, যথা—"জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা" ( রামা, বাল ১।২৭ ) অর্থাৎ দেবমায়াই ( সীতারূপে ) যেন জনকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

করিতেছে। উপরন্তু জীবের এই বদ্ধদশায় তাহার স্বরূপ-নিরূপক সত্য-সঙ্কল্পাদিগুণ সম্পূর্ণরূপে আবৃত বা তিরোহিত থাকে বলিয়া জীব এইরূপ আশ্চর্য সৃষ্টির কর্তা হইতে পারে না।

---

জীবের সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক কল্যাণগুণের আবরণের হেতু কি তাহাই বলিতেছেন—

**পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥৩।২।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—এই শব্দটি আশঙ্কা নিবৃত্তিসূচক। (জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি স্বাভাবিক গুণগণ) পরাভিধ্যানাৎ—পরমেশ্বরের সঙ্কল্পহেতু; তিরোহিতম্—তিরোহিত হইয়া থাকে; ততঃ হি অস্য—তাহারই সঙ্কল্প হইতে এই জীবের; বন্ধ-বিপর্যয়ৌ—বদ্ধাবস্থা এবং মুক্তাবস্থা (হইয়া থাকে)।

সরলার্থ—

পরমেশ্বরের সঙ্কল্পানুগুণ এই জীবের স্বরূপ-নিরূপক সত্যসঙ্কল্পাদি ধর্মগুলি তাহাদের নিজ নিজ কর্মানুগুণ আবৃত হইয়া থাকে। এই পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারেই আবার জীবের বন্ধন এবং মুক্তি হইয়া থাকে। যথা, শ্রুতিবাক্য—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি (তৈঃ আন ৭) ইনিই নিশ্চয় আনন্দপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন।

---

**দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৩।২।৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—অথবা; দেহযোগাৎ—দেহধারণজনিত; সঃ অপি—এইরূপ আবরণও (হইয়া থাকে)।

সরলার্থ—

অথবা জীবের নিজ নিজ কর্মানুগুণ শরীর-সম্বন্ধহেতু তাহাদের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি শক্তি আবৃত হইয়া থাকে।

---

**সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( স্বপ্ন যে ) সূচকঃ চ—শুভাশুভসূচকও ; হি—নিশ্চয় ; তদ্বিদঃ—স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ ; শ্রুতেঃ আচক্ষতে—শ্রুতিবাক্য হইতে ইহার প্রমাণ দিয়া থাকেন।

সরলার্থ—

স্বপ্ন যে ভাবী শুভাশুভের সূচনা করে, স্বপ্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাই বলিয়া থাকেন। শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ যথা—

যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥ ( ছাঃ ৫।২।৯ )

অর্থাৎ যখন কোন কাম্যকর্মে প্রবৃত্ত পুরুষ স্বপ্নে স্ত্রীমূর্তি দর্শন করে তখন এই দর্শনের ফল প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ স্বপ্নে যদি কেহ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণকায় পুরুষ দর্শন করে তাহাহইলে সেই পুরুষ দ্রষ্টাকে বধ করে, এইরূপ বাক্যও শ্রুতিতে দেখা যায়।

সৃজনকারী ব্যক্তি কখনই নিজের অমঙ্গলসূচক বস্তু সৃষ্টি করিতেই পারে না। অতএব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা নিশ্চয়ই পরমেশ্বর, জীব নহে।

সন্ধ্যা-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

*......

---

* শ্রীভাষ্যানুসারে, এই গ্রন্থের ৩।২।৪, ৩।২।৫ এবং ৩।২।৬ সংখ্যাত সূত্রগুলি শঙ্করভাষ্যে যথাক্রমে ৩।২।৫, ৩।২।৬ এবং ৩।২।৪ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

## ২—তদভাব অধিকরণ ( সূত্র ৭-৮ )

এই অধিকরণ এবং পরবর্তী অধিকরণে জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা আলোচিত হইয়া আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নিরূপিত হইতেছে।

**তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৩।২।৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্ অভাবঃ—স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থা ; নাড়ীষু—নাড়ীর মধ্যে ; আত্মনি চ—এবং আত্মাতেও ( মিলিত হয় ) ; তৎ শ্রুতেঃ—যেহেতু এইরূপে শ্রুতি রহিয়াছে।

সরলার্থ—

পূর্ব অধিকরণে স্বপ্নাবস্থার আলোচনা হইয়া এই অধিকরণে সুষুপ্তি-অবস্থা আলোচিত হইতেছে। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মা নাড়ী, পুরীতৎ* এবং ব্রহ্ম এই তিনটি পৃথক বস্তুর সহিতই মিলিত হইয়া থাকে। যথা—"অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি, যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততম্ অভিপ্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে"। ( বৃহদাঃ ২।১।১৯ ) অর্থাৎ অতঃপর যখন জীব উত্তমরূপে সুপ্ত হয় তখন কোন বাহ্য পদার্থ বিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকে না। যে বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সে তখন এই পুরীততে অবস্থান করে। শ্রুতি আরও বলিতেছেন—"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সৌম্য তদা সংপন্নো ভবতি" ( ছাঃ ৬।৮।১ ) অর্থাৎ পুরুষের যে সময় সম্পূর্ণ সুপ্তি অবস্থা হয়, হে সৌম্য, তখন সে 'সৎ' বস্তুর ( ব্রহ্মের ) সহিত মিলিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, এই তিনটি বস্তু যখন পৃথক্ পৃথক্ তখন সুষুপ্তির পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় পর্যায়ক্রমে এই তিনটি বস্তুর সহিত

---

* পুরীতৎ—হৃদয় বেষ্টনকারী চর্ম।

জীবাত্মা মিলিত থাকে অর্থাৎ সুষুপ্তির প্রারম্ভে নাড়ীর সহিত, সুষুপ্তির মধ্যদশায় বা পুষ্টিদশায় পুরীততের সহিত এবং পরিসমাপ্তি দশায় ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। অতএব তিনটি স্থানে অবস্থিত থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রধানতঃ ব্রহ্মই জীবাত্মার সুষুপ্তির স্থান।

---

**অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৩।২।৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এইজন্য ; অস্মাৎ—এই ব্রহ্ম হইতে ; প্রবোধঃ—(জীবাত্মার) জাগরণ ( শ্রুতিতে দেখা যায় )।

সরলার্থ—

যেহেতু হৃদয়াকাশস্থ ব্রহ্ম জীবাত্মার প্রকৃত সুষুপ্তির স্থান, সেইজন্য জীবাত্মার সুষুপ্তি অন্তে ব্রহ্ম হইতে তাহার উত্থানবোধক শ্রুতিবাক্য দেখা যায়। যথা—"সত আগত্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে" (ছাঃ ৬।১০।২) অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে জাগরণকালে জীব সৎ ব্রহ্ম হইতে আগত হইলেও সে বুঝিতে পারে না যে সে এই সৎবস্তু হইতে আগমন করিতেছে।

তদভাব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৩—কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধি-অধিকরণ ( সূত্র ৯ )

সুষুপ্তির সময় জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত মিলিত থাকে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় এই জীবই যে ব্রহ্ম হইতে ফিরিয়া আসে এই অধিকরণে অন্য শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন।

**স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥৩।২।৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—উপরন্তু ; সঃ এব—এই সুষুপ্ত পুরুষই ( যে জাগ্রত হইলে ব্রহ্ম

হইতে উত্থিত হয় তাহা ); কর্ম-অনুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ—কর্মফলভোগ, আমি সুপ্ত ছিলাম এইরূপ স্মরণ, শ্রুতিবাক্য এবং শাস্ত্রীয় উপদেশ হইতে ( প্রতিপন্ন হয় )।

সরলার্থ—

পূর্ব অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সুষুপ্তির সময় জীব হৃদয়াকাশে ব্রহ্মে মিলিত হয় এবং সেই জীবই জাগ্রত অবস্থায় এই ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করে। এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে জীব সুষুপ্তির সময় যখন সর্ব-উপাধিরহিত হইয়া ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় তখন জাগ্রৎ সময়ে সেই জীবেরই পুনরায় প্রত্যাবর্তন সঙ্গত হয় না। জাগ্রত অবস্থায় অপর একটি জীবের কল্পনা করা সঙ্গত। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য এই সূত্রে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি যুক্তি এবং শ্রুতিবাক্য দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে।

জাগরণকালে সুষুপ্ত জীবই যে উত্থিত হয় তাহার কারণ ( ১ ) এই সুষুপ্ত জীবকেই পুনরায় কর্মফল ভোগ করিতে হইবে, ( ২ ) সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থায় "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ স্মরণ, ( ৩ ) শ্রুতিবাক্যেও এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়, ( ৪ ) এই জাগ্রত জীবের প্রতি মোক্ষলাভের উপদেশ দেখা যায়। যদি সুষুপ্তিতেই জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে তৎপরে তাহার জন্য আর ঐরূপ উপদেশের প্রয়োজন হইত না। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত জীবের স্বপ্নোত্থিত অবস্থায় পূর্ব-দেহের সদ্ভাবসূচক শ্রুতিবাক্য, যথা—"তে ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি" ( ছান্দোগ্য ৬।১০।২ ) অর্থাৎ এই সুষুপ্ত জীবগণ সুষুপ্তির পূর্বে জাগ্রত অবস্থায় ব্যাঘ্র, সিংহ বরাহ কীট পতঙ্গ মশক

ইত্যাদি যে যেরূপ থাকে, সুষুপ্তিভঙ্গের পরও তাহারা তত্তৎ দেহ-বিশিষ্টই থাকে।

কর্মানুস্মৃতিশব্দবিধি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৪—মুগ্ধ-অধিকরণ ( সূঃ ১০ )

এই অধিকরণে মূর্চ্ছা অবস্থার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতেছে।

**মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

মুগ্ধে—মূর্চ্ছিত অবস্থায়; অর্দ্ধসম্পত্তিঃ—মরণের অর্দ্ধেক অবস্থা; পরিশেষাৎ—যেহেতু ইহা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতিরিক্ত।

সরলার্থ—

জীবের মূর্চ্ছা অবস্থাটি মৃত্যুর অর্দ্ধেক অবস্থা। কারণ, ইহা জাগরণ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থারই বাহিরে।

মুগ্ধ-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৫—উভয়লিঙ্গ-অধিকরণ ( সূঃ ১১-২৫ )

এই অধিকরণে শ্রুতিবাক্য, যুক্তিতর্ক এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং অখিলকল্যাণগুণাকরত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। জাগরণ সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জীবের সহিত পরম ব্রহ্মের সম্বন্ধ থাকিলেও জীবের সহিত সংস্পর্শজনিত দোষসমূহ পরম ব্রহ্মকে যে স্পর্শ করিতে পারে না তাহা এই সূত্রে বিচারপূর্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি ॥৩।২।১১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্থানতঃ অপি—ব্রহ্ম জীবের আশ্রয়স্থল হইলেও; ন—( জীবের

দোষসমূহ তাহাকে স্পর্শ ) করে না ; পরন্তু—পরমব্রহ্মের ; উভয়লিঙ্গং—হেয়গুণরাহিত্য এবং অখিলকল্যাণগুণত্ব—এই দুটী বিশেষ লক্ষণ ; সর্বত্র হি—সকল অবস্থাতেই নিশ্চয়ই ( বিরাজমান )।

সরলার্থ—

জীব জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি সমস্ত অবস্থায় পরম ব্রহ্মের সহিত মিলিত থাকিলেও এই সংশ্লেষের জন্য পরমব্রহ্মে জীবগত কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই এই ব্রহ্মকে সর্বদা হেয়গুণের অভাবরূপ নির্গুণত্ব এবং অখিল কল্যাণগুণের সদ্ভাবরূপ সগুণত্ব এই দুটী বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। যথা—শ্রুতিবাক্য "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ( ছাঃ ৮।৭।১ ) অর্থাৎ তিনি পাপরহিত জরারহিত মৃত্যুরহিত শোকরহিত ক্ষুধারহিত এবং পিপাসারহিত—এই সকল বাক্যে তাহাকে অখিল প্রাকৃত হেয়গুণরহিত বলিয়া 'নির্গুণ'রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সত্যকাম এবং সত্যসংকল্প এইরূপে তাহাকে নিখিল কল্যাণ গুণের আকররূপে 'সগুণ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই শ্রুতি-বাক্যে হেয়গুণবাচক 'অপহতপাপ্মা' প্রভৃতি ৬টি শব্দ কেবল উপলক্ষণ মাত্র। ইহা দ্বারা ব্রহ্মে যাবৎ হেয়গুণের রাহিত্যের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে এবং তদ্রূপ সত্যকাম সত্যসংকল্প এই দুটী কল্যাণগুণক শব্দে যাবৎ কল্যাণ গুণ প্রতিপাদনের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। কারণ স্মৃতিবাক্য হইতেও এইরূপই প্রতিপন্ন হয়। যথা স্মৃতিবাক্য—

"সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।"
"পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।"
( বিষ্ণু পুঃ ৬।৫।৮৪,৮৫ )

—

## ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥৩।২।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভেদাৎ—(জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মের স্থিতিরূপ) পার্থক্যহেতু (দোষ সংস্পর্শ); ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয়; ন—তাহা হইতে পারে না; প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ—যেহেতু কোন শ্রুতিতেই সেইরূপ উক্তি নাই।

সরলার্থ—

যদি সন্দেহ হয় যে পরমব্রহ্ম স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও অন্তর্যামী দশায় দেহসম্বন্ধযুক্ত জীবের সংশ্লেষ জন্য তাঁহারও জীবগত প্রাকৃত দোষের সংস্পর্শ হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন না, তাহা হইতে পারে না। কারণ প্রত্যেক শ্রুতিতেই ব্রহ্মের নির্দোষত্ববাচক শব্দ আছে যথা—"স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি (বৃঃ ৩।৭) অর্থাৎ তিনি তোমার অন্তর্যামী পরমাত্মা অমৃতস্বরূপ।

---

## অপি চৈবমেকে ॥৩।২।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপি চ—এবং উপরন্ত স্পষ্টতররূপে এই প্রকার; একে—কোন কোন বেদান্ত বাক্যে দেখা যায়।

সরলার্থ—

জীব ও পরমেশ্বর উভয়েই একই দেহে অবস্থান করিলেও দেহসম্বন্ধজনিত জীবের দোষ-সম্বন্ধ এবং পরমেশ্বরের নির্দোষত্ব স্পষ্টতররূপে অন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যো অভিচাকশীতি। [ মুণ্ড ৩।১।১ ]

ইহার অর্থ এই যে—একই রূপ স্বভাববিশিষ্ট ( জ্ঞানাকার ) দুইটী পক্ষী ( জীবাত্মা ও পরমাত্মা ) একই বৃক্ষে অবস্থান করে। তন্মধ্যে একটি পক্ষী ( জীব ) কর্মফল ভোগ করে এবং অপরটি ( পরমাত্মা ) ভোগ করে না কেবল দর্শন করে মাত্র।

---

সন্দেহ হইতে পারে যে স্বরূপতঃ জ্ঞানাকার জীবাত্মার মনুষ্যাদি শরীরের মধ্যে অবস্থান এবং তদ্দ্বারা নাম ও রূপে বিশিষ্ট হইয়া অভিব্যক্তি যখন তাহার কর্মবশ্যতার পরিচায়ক তখন এই জ্ঞানাকার পরমাত্মারও এই সকল দেহাভ্যন্তরে অবস্থান হেতুও এই ব্রহ্মের কর্মবশ্যতা স্বীকার করিতে হয়, এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বলিতেছেন—

**অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ** ॥৩।২।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অরূপবৎ এব হি—( ব্রহ্ম ) নিশ্চয়ই রূপরহিতের ন্যায় ; তৎপ্রধানত্বাৎ—যেহেতু এই ব্রহ্ম এই ব্যাপারে প্রধান বা নির্বাহক।

সরলার্থ—

স্বকর্মানুগুণ জীবকে ভোগের উপযোগী নাম এবং রূপবিশিষ্ট দেহ প্রদানরূপ ব্যাপারে পরমাত্মাই প্রধান বা নির্বাহক। ইহাতে পরমাত্মার ভোগের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অতএব তিনি নাম ও রূপ বিশিষ্ট মনুষ্য শরীরে অবস্থান করিলেও তিনি রূপহীনেরই তুল্য।

---

পুনরায় সন্দেহ হইতে পারে যে শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে তখন পুনরায় তাহাকে কল্যাণগুণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা কিরূপে সঙ্গত হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

## প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥৩৷২৷১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রকাশবৎ চ—( ব্রহ্মের ) প্রকাশস্বরূপত্ব নিরূপণের ন্যায়ও ; অবৈয়র্থ্যাৎ—গুণনিরূপক শব্দের সার্থকতাহেতু ( ব্রহ্মের নির্গুণত্ব এবং সগুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্ব স্বীকরণীয় )।

সরলার্থ—

অগ্নি আদি তেজঃস্বরূপ বস্তুর যেমন তেজ বা আলোকরূপ গুণের পৃথক্ সত্তাও আছে সেইরূপ শ্রুতিতে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম" ( তৈত্তি আন ১৷১ ) ইত্যাদি বাক্যে যেমন ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ নিরবদ্য নিরঞ্জন সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ প্রভৃতি শব্দে ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং কল্যাণ-গুণত্ব—রূপ উভয়লিঙ্গত্বও নিরূপিত হইয়াছে। তাহা না হইলে শ্রুতি-বাক্যে সার্থকতার হানি হয়।

---

## আহ চ তন্মাত্রম্ ॥৩৷২৷১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তন্মাত্রম্ চ—( "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" শব্দগুলিতে ব্রহ্মের ) কেবল-মাত্র স্বরূপই ; আহ—শ্রুতি বলিতেছেন।

সরলার্থ—

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ ( তৈত্তি আন ১৷১ ) এই শব্দগুলিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মের স্বরূপই নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই বাক্যে ব্রহ্মের গুণগণের কোন নিষেধ নাই।

---

## দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥৩।২।১৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অথ—এইরূপ ; দর্শয়তি চ—বেদান্ত বাক্যেও দেখা যায় ; স্মর্য্যতে অপি—এবং স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায়।

সরলার্থ—

ব্রহ্মের সগুণত্বরূপ এবং নির্গুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্বের উল্লেখ বিভিন্ন শ্রুতিতে এবং বিভিন্ন স্মৃতি বা পুরাণেও দেখা যায়। যথা—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ( শ্বেতাশ্ব ৬।১৯ ) ; "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ( মুণ্ড ১।১।৯ ) ইত্যাদি এবং "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্" ( গীতা ১০।৩ ), "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বশক্তি-জ্ঞান-বলর্দ্ধিমান্" ( বিষ্ণু পু ৫।১।৪৭ ) ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য।

---

## অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ ॥৩।২।১৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতএব চ—এইজন্যই ; সূর্য্যকাদিবৎ—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যাদির ন্যায় ; উপমা—( ব্রহ্ম বিষয়ে শাস্ত্রে ) দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

সরলার্থ—

সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি জল কিংবা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াও যেমন জলাদি স্থানের দোষ এই সূর্য চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না সেইরূপ ব্রহ্ম জীবশরীরে অবস্থান করিলেও শরীরগত দোষে দুষ্ট হন না। এই কারণে শাস্ত্রে সর্বদেহগত পরমব্রহ্মের সহিত আকাশাদির তুলনা করিয়াছেন।

---

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥৩।২।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অম্বুবৎ—জলের ন্যায় ; অগ্রহণাৎ—গ্রহণ করা যায় না বলিয়া ; তু—কিন্তু ; ন তথাত্বম্—সূর্যের ন্যায় ব্রহ্মের নির্দোষত্ব ( স্বীকার করা যায় না )।

সরলার্থ—

এই সূত্রে পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন। ব্রহ্মের নির্দোষত্ব প্রতিপাদনে জলবিম্বিত সূর্যের তুলনা যথার্থ নহে, কারণ প্রতিবিম্বিত সূর্যটি প্রকৃতপক্ষে জলেতে অবস্থান করে না কিন্তু ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে শরীরে অবস্থান করে কারণ বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য এইরূপই বলিতেছেন। অতএব সূর্যচন্দ্রাদিতে জল ও দর্পণাদিজনিত দোষ স্পর্শ না করিতে পারে, কিন্তু দেহমধ্যে অবস্থিতির জন্য ব্রহ্মের দেহগত দোষ অবশ্য স্বীকর্তব্য।

---

অতঃপর সূত্রে উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তি করিতেছেন—

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবং দর্শনাচ্চ ॥৩।২।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্—বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধহেতু ( পূর্বোক্ত আপত্তি নিবারিত হইতেছে ) ; অন্তর্ভাবাৎ—মধ্যে অবস্থিতির জন্য ; উভয়সামঞ্জস্যাৎ—আকাশ ও সূর্যের দৃষ্টান্তের সহিত ব্রহ্মরূপ দার্ষ্টান্তের সামঞ্জস্য সাধিত হয় ; এবং দর্শনাৎ—অন্যান্য দৃষ্টান্ত স্থলেও অভিপ্রেত অংশের সাদৃশ্য নিরূপিত হয়। ( অতএব ব্রহ্ম শরীর-মধ্যবর্তী হইয়াও ব্রহ্ম নির্দোষ )।

সরলার্থ—

পূর্ব সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তের অসামঞ্জস্যে যে সন্দেহ উঠিয়াছিল এই সূত্রে

সেই অসামঞ্জস্য নিবারিত হইতেছে। পৃথিবী এবং তদ্গত বস্তুসমূহ হ্রাসবৃদ্ধিরূপ পরিণামশীল। পরমাত্মা এই পরিণামশীল যাবৎ বস্তুর মধ্যে অবস্থান করিয়াও পরিণামরহিত। পূর্বোক্ত আকাশ এবং সূর্যের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, আকাশ ঘট ঘড়া প্রভৃতি বিভিন্ন পাত্রে অবস্থিত হইয়াও স্থানদোষে লিপ্ত হয় না। যথা—

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেম্বিবাংশুমান ॥

( যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রায়শ্চিত্ত ১৪৪ )

এখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ দোষযুক্ত বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া আকাশের নির্দোষত্ব এবং জলের বা দর্পণের প্রকৃতপক্ষে অনবস্থিত প্রতিবিম্বিত নির্দোষ সূর্য এই উভয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ কেবল পরম ব্রহ্মের পৃথিব্যাদিগত হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি দোষে সংস্পর্শ রাহিত্যের সহিত তুলনার জন্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বাক্যে আকাশের নির্দোষত্ব দার্ষ্টান্তের পরমব্রহ্মের দোষসংস্পর্শ-রাহিত্যরূপ মোক্ষ প্রতিপাদ্য অংশের সহিত তুলনাই প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব এ দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত।

---

## প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রকৃত-এতাবত্ত্বং—( ব্রহ্মে ) যে ইয়ত্তা নিরূপিত হইয়াছে ; প্রতিষেধতি হি—কেবলমাত্র ততটুকু ইয়ত্তারই নিষেধ করিতেছেন ; ততঃ—( এই ইয়ত্তা বর্ণনার পর ) বাক্য-শেষে ; ব্রবীতি চ—পুনরায় বলিতেছেন ; ভূয়ঃ—অধিক গুণের কথা।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"দ্বে বাব ব্রাহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেব চ"

( বৃঃ ২।৩।১ ) অর্থাৎ ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটিরূপ আছে। তৎপরে এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন—"অথাত আদেশো নেতি নেতি" ( বৃহদাঃ ২।৩।৬ ) অতঃপর উপদেশ এই যে ইহা নহে, ইহা নহে ইত্যাদি। এই বাক্য হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে পূর্ব শ্রুতিবাক্য মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই দুটী রূপই কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ এবং পরবর্তী শ্রুতিবাক্য "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এই বাক্যের দ্বারা পুনরায় এই সমুদয় ব্রহ্মের রূপাদির নিষেধ করিতেছেন। এই ভ্রান্তি নিবারণের জন্য এই সূত্রে বলিতেছেন যে প্রথমোল্লিখিত ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুইটি রূপের যে উল্লেখ, সেই প্রকরণের পরবর্তী নেতি নেতি বাক্যে সেই শ্রুতিতেই আবার তাহার নিষেধ করিতেছেন—এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত। অতএব এই "নেতি নেতি" বাক্য নিছক নিষেধ প্রতিপাদনপর হইতে পারে না। "নেতি নেতি" বাক্যে নিষেধের দ্বারা বুঝাইলেন যে কেবলমাত্র যে মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই দুইটি যে ব্রহ্মের রূপ তাহা নহে, এতদ্ভিন্ন আরও আছে অর্থাৎ এই শ্রুতি এই ব্রহ্মের আরও রূপ ও গুণবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম উভয়-লিঙ্গবিশিষ্ট।

---

## তদব্যক্তমাহ হি ॥৩।২।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ—ব্রহ্ম ; অব্যক্তম্—কোন প্রমাণের গোচর নহে ; আহ হি—( শ্রুতিও ) তাহাও প্রতিপাদন করিতেছেন।

সরলার্থ—

ব্রহ্ম কোন প্রমাণের গোচর নহেন। শ্রুতিও তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। যথা, শ্রুতিবাক্য—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপিবাচা"

( মুণ্ডক ৩।১।৮ ) ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি চক্ষু দ্বারা এবং বাক্য দ্বারা কোনরূপেই গ্রাহ্য নহেন। অতএব, এই অব্যক্ত ও অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণের ইয়ত্তা নির্ণয় যে সম্ভবপর নহে তাহা দৃঢ় করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা।

---

ব্রহ্ম যে অন্য প্রমাণ দ্বারা গোচরীভূত হন না তাহা প্রকারান্তরে অতঃপর সূত্রে সুদৃঢ় করিতেছেন—

**অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥৩।২।২৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অপি—পরন্তু ; সংরাধনে—আরাধনা দ্বারা ( ব্রহ্ম গোচরীভূত হন ) ; প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্—শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে ( ইহা বুঝা যায় )।

**সরলার্থ—**

আরাধনার দ্বারা ব্রহ্ম যে গোচরীভূত হন তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায়। যথা, শ্রুতিবাক্য—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (মুণ্ড ৩।২।৩)—এই পরমাত্মা ব্রহ্মকে পঠন-পাঠন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিংবা বহু শ্রবণ ইত্যাদি দ্বারা জানা যায় না। এই পরমাত্মা যাহাকে বরণ করেন কেবল তাহারই লভ্য হন। আবার স্মৃতি—

"নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।"
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুম্ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপঃ।

( গীতা ১১।৫৩,৫৪ )

হে অর্জ্জুন! বেদ তপস্যা দান যজ্ঞ ইহাদের কোনটীর দ্বারা আমি

গোচরীভূত হই না। এইরূপ অব্যক্ত আমি কিন্তু অনন্যভক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত, যথাতত্ত্ব গোচরীভূত এবং প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

---

**প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥৩।২।২৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ—আরাধনাত্মক কর্মের পুনঃপুনঃ অভ্যাসবশতঃ (সিদ্ধ বামদেব প্রভৃতিরও); প্রকাশঃ চ—(এই বামদেব প্রভৃতির) প্রত্যক্ষীভূত তত্ত্বজ্ঞান এবং; প্রকাশাদিবৎ চ—ব্রহ্মের জ্ঞান প্রভৃতি স্বরূপের সহিত; অবৈশেষ্যম্—পূর্বোক্ত মূর্ত অমূর্ত ব্রহ্মের এই দুইটি রূপের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। (অতএব "নেতি নেতি" শব্দ এই দুটি রূপের নিষেধাত্মক নহে)।

**সরলার্থ—**

ব্রহ্মের জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি যে সব স্বরূপ তাহা ভগবৎ আরাধনার দ্বারা সিদ্ধ বামদেব প্রভৃতি পুরুষগণের দ্বারাই গোচরীভূত হয়। এইরূপ সিদ্ধ পুরুষদিগের নিকট ব্রহ্ম স্থূল মূর্তরূপে এবং সূক্ষ্ম অমূর্তরূপে গোচরীভূত হইয়া থাকেন। অতএব "নেতি নেতি" এই বাক্যে ব্রহ্মের মূর্ত অমূর্ত রূপের নিষেধ সম্ভব নহে।

---

এই অধিকরণের পূর্বোক্ত চতুর্দশটি সূত্রের উপসংহার এই অন্তিম সূত্রে করিতেছেন—

**অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥৩।২।২৫॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অতঃ—পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য; অনন্তেন—অনন্ত গুণবিশিষ্ট

( ব্রহ্ম ) ; তথাহি—অতএব ; লিঙ্গম্—( ব্রহ্মের ) অখিলনির্দোষত্ব এবং অনন্ত কল্যাণগুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্ব ( প্রতিপাদিত হইল )।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য অনন্ত গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের অখিল নির্দোষত্ব এবং অনন্ত কল্যাণগুণত্বরূপ উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইল।

উভয়লিঙ্গ-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৬—অহিকুণ্ডল-অধিকরণ ( সূত্র ২৬-২৯ )

এই অধিকরণে দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের সহিত জীব ও জড়াত্মক জগতের বিশেষ্য-বিশেষণাংশে একত্ব এবং স্বরূপ ও স্বভাবভেদে ভিন্নত্ব নির্ণয় করিয়া পূর্ব অধিকরণে প্রতিপাদিত ব্রহ্মের নির্দোষত্ব দৃঢ় করা হইতেছে।

**উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ** ॥৩।২।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়-ব্যপদেশাৎ—( অভিন্ন এবং ভিন্ন এই ) উভয়রূপ নির্দেশহেতু ; তু—কিন্তু ; অহিকুণ্ডলবৎ—একই সর্পের যেমন সংকুচিত কুণ্ডল-অবস্থা এবং বিস্তৃত দংশনোদ্যত অবস্থা সেইরূপ ( স্বরূপতঃ একই বস্তুর অবস্থা প্রভেদমাত্র )।

সরলার্থ—

শ্রুতি জীব ও জড়াত্মক এই জগৎকে বলিতেছেন—"ব্রহ্ম ইদং সর্বং" ইত্যাদি ( বৃহদাঃ ২।৫।১ ) অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্রহ্মই—এইরূপে একত্ব বিধান করিতেছেন। পুনরায় 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ' ( শ্বেতাশ্ব ৬।১৬ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ এবং জীবের নিয়ামক ঈশ্বর এবং গুণাকর ইত্যাদি উক্তির দ্বারা ভিন্নত্বের নির্দেশ দিতেছেন। অতএব

উভয়বিধ শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এই ভিন্নত্ব এবং অভিন্নত্ব দুইটি রূপই সত্য। যেরূপ একই সর্পের কুণ্ডলীকরণ এবং প্রসারণ দুইটা অবস্থা ভিন্ন হইলেও স্বরূপত এক, ব্রহ্মেরও এই ভেদ ও অভেদ অবস্থা স্বরূপতঃ এক। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

অবশিষ্ট তিনটি সূত্রে পূর্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে—

**প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥৩।২।২৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—অথবা; প্রকাশ-আশ্রয়বৎ—প্রকাশ বা তেজ এবং তাহার আশ্রয়বস্তু অগ্নি প্রভৃতির ন্যায়; তেজস্ত্বাৎ—প্রকাশত্ব গুণের হেতু।

সরলার্থ—

সূত্রস্থ 'বা' শব্দের দ্বারা পূর্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে। প্রভা বা তেজ যেমন তেজের আশ্রয়বস্তু যথা অগ্নি সূর্য প্রভৃতি হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্, আবার আশ্রয়-আশ্রয়ীরূপ অপৃথক্‌সিদ্ধ শরীর-শরীরী ধর্ম-ধর্মী সম্বন্ধহেতু পরস্পর অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে ভিন্নত্ব এবং অভিন্নত্ব উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান।

---

**পূর্ববদ্বা ॥৩।২।২৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—অথবা; পূর্ববৎ—পূর্বোক্ত সূত্রার্থ অনুযায়ী।

সরলার্থ—

ইতিপূর্বে ২।৩।৪২ সূত্রে ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ 'অংশো নানা-ব্যপদেশাৎ' এবং ২।৩।৪৫ 'প্রকাশাদিবৎ নৈবং পরঃ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রকৃতপক্ষে স্বরূপতঃ ভিন্ন জীব ব্রহ্মের অংশ প্রকাশ গুণ বা শরীররূপে

অপৃথকসিদ্ধ* বিশেষণ বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সেইরূপ ৩।২।৪৭ সূত্রেও জীব ও জড়াত্মক জগৎ স্বরূপতঃ পৃথক হইলেও ধর্মধর্মীরূপে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন।

---

## প্রতিষেধাচ্চ ॥৩।২।২৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রতিষেধাৎ চ—( ব্রহ্মের অচিৎ ধর্মের ) নিষেধহেতুও ( ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন )।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে সর্বত্র ব্রহ্মে জন্ম জরা প্রভৃতি পরিণামশীল অচিৎ ধর্মের নিষেধ থাকায় বুঝিতে হইবে যে স্বরূপতঃ ইহারা পৃথক বস্তু। কিন্তু শরীর-শরীরিরূপ অপৃথকসিদ্ধ বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধজনিত ইহাদের অভিন্ন বলা হয়। অতএব অচিৎবস্তুর দোষসমূহ ব্রহ্মে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের অচিৎবস্তু হইতে স্বরূপতঃ ভিন্নত্ব এবং নির্দোষত্ব ও কল্যাণগুণাকরত্ব রূপ উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইল।

অহিকুণ্ডল-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—পর-অধিকরণ ( সূঃ ৩০-৩৬ )

এই অধিকরণে শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নত্ব, ব্যাপকত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সমর্থিত হইয়াছে।

---

* অপৃথক্‌সিদ্ধ—নিরন্তর সংশ্লিষ্ট।

**পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩।২।৩০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এই ব্রহ্ম হইতে ; পরম্—অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব ; সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ—( শ্রুতিতে ) সেতু, পরিমাণ, সম্বন্ধ এবং ভেদ শব্দের উল্লেখ হেতু।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"অমৃতস্যৈব সেতুঃ" ; (মুণ্ডঃ ২।২।৫) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম অমৃত প্রাপ্তির **সেতু**স্বরূপ। অন্য শ্রুতি বলিতেছেন "ততো যদুত্তরতরম্" ( শ্বেতাশ্ব ৩।১০ ) তাহা ( এই ব্রহ্ম ) হইতেও যাহা পরবর্তী, "চতুষ্পাদ ব্রহ্ম" প্রভৃতি ( ছাঃ ৩।১৮।২ ) ব্রহ্ম চারিটি অংশবিশিষ্ট ( **পরিমাণ**-বিশিষ্ট )। "অমৃতস্য পরং সেতুম্ দগ্ধেন্ধনমিবানলম্" প্রভৃতি ( শ্বেতাঃ ৬।১৯ ) মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় সর্বোত্তম সেতুস্বরূপ, তাহার সহিত ( **সম্বন্ধ** )। "পরাৎ পরম্ যন্মহতো মহান্তম্" প্রভৃতি ( তৈত্তি নারাঃ ) অর্থাৎ যাহা শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতেও শ্রেষ্ঠতর এবং মহৎ বস্তু হইতেও মহৎ (ভেদ)—এই সকল শ্রুতির নির্দেশ হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই ব্রহ্ম-মীমাংসা দর্শনে জন্মাদ্যস্য যতঃ ( ১।১।২ ) হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব সূত্র (প্রতিষেধাচ্চ) অবধি সূত্রসমূহে যে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং অখিল গুণাকরত্ব-রূপ উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই ব্রহ্ম হইতেও উৎকৃষ্টতর কোন পদার্থ থাকা সম্ভব। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ। অতঃপর উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্ত হইতেছে।

—

**সামান্যাত্তু ॥৩।২।৩১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; সামান্যাৎ ( সেতু ইত্যাদির উল্লেখ ) সাদৃশ্য হেতু।

**সরলার্থ—**

তু শব্দটি আশঙ্কা নিবারক। শ্রুতি বলিতেছেন—"এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়" ( ছাঃ ৮।৪।১ ) অর্থাৎ এই সমস্ত জগতের অসম্ভেদ অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর ঐকান্তিক সংমিশ্রণ বা সাঙ্কর্য নিবারণের নিমিত্ত পূর্ব সূত্রে 'সেতু' 'উন্মান' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, লৌকিক হিসাবে সেতু যেমন দুইটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে অথচ পরস্পরকে একত্রে মিলিত হইতে দেয় না সেইরূপ ব্রহ্মবস্তুও চেতন-অচেতনাত্মক বিভিন্ন বস্তুর পরস্পর অত্যন্ত সংমিশ্রণ যাহাতে না হয়, সেই পার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের পৃথক্ রূপে ধারণ করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যবহারের এই সাদৃশ্য হেতু ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে। অতএব এই "সেতু" শব্দের দ্বারা পরম ব্রহ্ম হইতে একান্ত অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর কল্পনা করা সংগত নহে।

——

**বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥৩।২।৩২॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

পাদবৎ—( বাক্ প্রাণ প্রভৃতি শব্দের সহিত ) পাদ শব্দের প্রয়োগের ন্যায়; বুদ্ধ্যর্থঃ—স্পষ্টরূপে বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য ( ব্রহ্ম বিষয়ে পরিচ্ছিন্নতাবোধক পাদ শব্দের প্রয়োগ )।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিতেছেন—"বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদো, মনঃ পাদঃ" ( ছাঃ ৩।১৮।২ ) অর্থাৎ ব্রহ্মের বাগিন্দ্রিয় একটি অংশ প্রাণ একটি অংশ ইত্যাদি বাক্যে পাদ শব্দের প্রয়োগের ন্যায় ব্রহ্ম বিষয়ে চতুষ্পাদ ইত্যাদি যে পাদ শব্দের প্রয়োগ, তাহারা পরিমাণবাচক নহে, কিন্তু

ব্রহ্ম-উপাসনার সুবিধার জন্য তাঁহাকে স্পষ্টতর রূপে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত এইরূপ প্রয়োগ।

---

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩।২।৩৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্থানবিশেষাৎ—( বাগিন্দ্রিয়াদি ) বিভিন্ন স্থান বিশেষের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত (ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা চিন্তা) ; প্রকাশাদিবৎ—আলোকাদির ন্যায়।

সরলার্থ—

আলোকাদি প্রকাশবস্তু স্বভাবতঃ ব্যাপক এবং অপরিচ্ছিন্ন হইলেও যেমন বাতায়নাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ মধ্যে অথবা ঘটাদির ছিদ্র মধ্য দিয়া তত্তৎ আধারে পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও উপাসকের ধারণার সুবিধার জন্য ব্রহ্মকে বাগিন্দ্রিয়াদি বিবিধ ঔপাধিক বস্তুর মধ্যে পাদরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন-রূপে উল্লিখিত করা হয়।

---

উপপত্তেশ্চ ॥৩।২।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উপপত্তেঃ চ—যেহেতু যুক্তি দ্বারাও এইরূপ উপপন্ন হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ( মুণ্ডঃ ৩।২।৩ ), অর্থাৎ এই পরমাত্মা পঠন পাঠন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোনটির দ্বারা লভ্য হন না, এই পরমাত্মা নিজে যাহাকে বরণ করেন তাহারই লভ্য হন ; সেইরূপ "অমৃত-স্যৈষ সেতুঃ" ( মুণ্ডঃ ২।২।৫ ) অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির অথবা ব্রহ্ম প্রাপ্তির

জন্য এই ব্রহ্মই একমাত্র সেতু বা উপায়। অতএব, এস্থলে উপায়বাচক হিসাবে সেতু শব্দের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত।

---

ত্রিংশ সূত্রে যে শ্রুতিবাক্যে ভেদের কথা উল্লেখ করিয়া ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য বস্তুর অস্তিত্বের যে সন্দেহের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে এই সূত্রে তাহা দূর করিতেছেন।

**তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥৩।২।৩৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তথা—(অপর পক্ষে) সেইরূপ; অন্যপ্রতিষেধাৎ—শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য বস্তুর নিষেধ রহিয়াছে বলিয়া (ব্রহ্মেরই সর্ব শ্রেষ্ঠত্ব)।

সরলার্থ—

ইতিপূর্বে ৩।২।৩০ সূত্রে "তাহা হইতেও উৎকৃষ্টতর বস্তু," 'শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ বস্তুর অস্তিত্বের যে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা অসঙ্গত, যেহেতু অন্যান্য শ্রুতিবাক্য ব্রহ্ম হইতে উৎকৃষ্ট বস্তুর নিষেধ করিতেছেন যথা—"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ" (শ্বেতাশ্ব ৩।৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ যে বস্তু হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই এবং যাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা বৃহত্তর কোন বস্তু নাই ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

**অনেন সর্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥৩।২।৩৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনেন—এই ব্রহ্ম বস্তুর; সর্বগতত্বং—সর্বব্যাপিত্ব; আয়ামশব্দাদিভ্যঃ—সর্বব্যাপকত্ববোধক আয়াম প্রভৃতি শব্দের দ্বারা (বুঝা যায়)।

সরলার্থ—

ব্রহ্ম যে চিৎ এবং অচিৎ (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) যাবৎবস্তুর মধ্যেই ব্যাপ্ত তাহা শ্রুতিগত ব্যাপকত্ববোধক শব্দ দ্বারা এবং সর্বাত্মবোধক বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। যথা—শ্রুতি "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্" (শ্বেতাশ্ব ৩৷৯) অর্থাৎ সেই পুরুষের (ব্রহ্মের) দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। "অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্বম্ ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" (পুরুষ-সূক্তম্) অর্থাৎ এই সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন (ব্যাপকত্ববোধক বাক্য), এবং "আত্মৈব ইদং সর্বং (ছাঃ ৭৷২৫৷২), ব্রহ্মেদং সর্বং (বৃহদা-২৷৫৷১) ইত্যাদি ব্রহ্মাত্মবোধক শব্দ, অতএব পরমব্রহ্ম যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব তাহা প্রতিপাদিত হইল।

পরাধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৮—ফল-অধিকরণ (৩৭-৪০)

এই অধিকরণে শ্রুতিবাক্য ও যুক্তির দ্বারা সর্ববিধ ফল প্রদানে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

**ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩৷২৷৩৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু এই পরম ব্রহ্ম হইতে; ফলম্—ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্যরূপ ফলপ্রাপ্তি এবং মোক্ষপ্রাপ্তি; উপপত্তেঃ—যেহেতু এইরূপ উপপন্ন হয়।

সরলার্থ—

ঐশ্বর্যপ্রার্থী জীবগণের ঐহিক ও পারলৌকিক ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি এবং

মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রাপ্তিও সাধিত হইয়া থাকে। কারণ, সর্বশক্তি ও সর্বগুণসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর পক্ষেই এইরূপ ফল প্রদানের সামর্থ্য সিদ্ধ হয়।

---

### শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩।২।৩৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ হইতেও ( তাহা বুঝা যায় )।

সরলার্থ—

শ্রুতিবাক্যের নির্দেশ হইতেও ইহা বুঝা যায়। যথা, শ্রুতিবাক্য—"স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানঃ" ( বৃঃ ৪।৪।২৪ ) অর্থাৎ সেই এই মহৎ এবং জন্মরহিত আত্মাই অন্নদাতা এবং ধনদাতা; "এষ হ্যেব আনন্দয়াতি" ( তৈত্তি আন ৭ ) কেবল তিনিই আনন্দ দান অর্থাৎ মোক্ষরূপ শুদ্ধ আনন্দ দান করিয়া থাকেন।

---

### ধর্ম্মং জৈমিনিরতএব ॥৩।২।৩৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ধর্ম্মং—যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম কর্মকে ( ফলদাতা ); জৈমিনিঃ—পূর্ব-মীমাংসা প্রণেতা জৈমিনি ঋষি ( মনে করেন ); অতএব—এইজন্য কর্মের ফল-কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়।

সরলার্থ—

পূর্ব-মীমাংসা প্রণেতা জৈমিনি ঋষি যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম কর্মকে ফলদাতা মনে করেন। এইজন্য কর্মের ফলকর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। যথা—"যজেত স্বর্গকামঃ" ( যজু ২।৫।৫ ) অর্থাৎ স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ আচার্য ( মনে করেন ); পূর্ব্বং—প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত ( ব্রহ্মের ফল-কর্ত্তৃত্ব ); হেতু-ব্যপদেশাৎ—যেহেতু এইরূপ সিদ্ধান্তের হেতু শ্রুতিতে দেখা যায়।

সরলার্থ—

বাদরায়ণ আচার্য কিন্তু মনে করেন যে ফলপ্রদানে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব রূপ সিদ্ধান্তটিই যথার্থ। যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিবাক্য এইরূপই নির্দেশ দিতেছে। শ্রুতিতে প্রথমে যজ্ঞাদি কর্ম এবং বায়ু প্রভৃতি দেবতার ফল প্রদান সামর্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎপরে অন্যান্য শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে এই ফলপ্রদান-সামর্থ্য যে প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ এবং বায়ু প্রভৃতির অন্তর্যামী পরমব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইতেছে তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। যথা শ্রুতি—

"ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ।
তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ু স্তৎসূর্যস্তদু চন্দ্রমাঃ ॥" [ তৈত্তি নারাঃ ১।৬ ]

অর্থাৎ জগতের নাভিস্বরূপ এই পরমব্রহ্ম ইষ্টাপূর্তাদি কর্মের ফলে বহু প্রকারে উৎপন্ন এবং উৎপদ্যমান এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই অগ্নি তিনিই বায়ু তিনিই সূর্য এবং তিনিই চন্দ্রস্বরূপ। আবার স্মৃতিবাক্য বলিতেছেন—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ( গীতা ৯।২৪ ) আমি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা।

## ২য় পাদের সার-সংগ্রহ—

এই পাদে ৮টি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধিকরণে সংসারী জীবের দেহ-সম্বন্ধ ও তজ্জন্য জ্ঞান ঐশ্বর্যাদির তিরোধান এবং এই তিরোধান পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই সাধিত হয়—এই সিদ্ধান্তগুলি স্বপ্নাদি

অবস্থার বৃত্তান্তে বিচারসহ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ অধিকরণে, সুষুপ্তি এবং মূর্চ্ছা অবস্থায় জীবের এবং ব্রহ্মের যথার্থ স্থিতি নির্ণীত হইয়া জীবগত দোষ যে ব্রহ্মে স্পর্শ করে না তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পঞ্চম অধিকরণে, জীবের সহিত এবং ষষ্ঠ অধিকরণে অচিৎবস্তুর সহিতও পার্থক্য নিরূপিত হইয়া ব্রহ্মের নির্দোষত্ব এবং কল্যাণগুণাকরত্বরূপ উভয়-লিঙ্গত্ব সমর্থিত হইয়াছে। সপ্তম অধিকরণে ব্রহ্মের অপরিচ্ছিন্নতা এবং সর্বব্যাপকতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এইরূপ পূর্বাধিকরণসমূহে ব্রহ্মের নির্দোষত্ব, সর্বকল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া অষ্টম অধিকরণে ভোগৈশ্বর্য এবং মোক্ষরূপ সর্ব প্রকার ফল প্রদানে এই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্তে শ্রুতিবাক্য ও যুক্তিতর্কের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে এবং আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যগুলির অবিরুদ্ধতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---
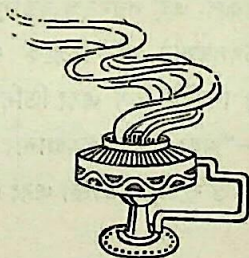
# তৃতীয় পাদ

## উপক্রমণিকা—

পূর্ব পাদে ব্রহ্মবিষয়ে উপাসনার ইচ্ছা সমুৎপাদনের জন্য ব্রহ্মের নির্দোষত্ব অখিল কল্যাণগুণাকরত্ব এবং মোক্ষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফল-দাতৃত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পাদটি ব্রহ্মের উপাসনা-বিষয়ক বা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক। ইহাতে শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থলে যে সমস্ত বিভিন্ন 'ব্রহ্মবিদ্যার' উল্লেখ আছে সেগুলির স্বরূপ নাম ফল উপাস্য গুণ এবং অঙ্গসমূহ আলোচনাপূর্বক বিভিন্ন বিদ্যার ভেদ অথবা ঐক্য নির্ণীত হইয়াছে।

## ১—সর্ববেদান্ত প্রত্যয়-অধিকরণ ( ১-৫ )

বেদান্তে বিভিন্ন স্থলে বর্ণিত বিভিন্ন উপাসনার প্রত্যেকটিতে উপাসনার নাম, রূপ*, বিধি†, ফল, উপাস্য এবং উপাসনার অঙ্গ বা গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সব উপাসনায় নাম রূপ উপাসনাবিধি এবং ফল এই চারিটি বস্তু অভিন্ন সে সকল উপাসনা বা বিদ্যাও অভিন্ন; এই চারিটির মধ্যে একটি বস্তুও যদি পৃথক হয় তবে উপাসনাও ভিন্ন বুঝিতে হইবে।

যখন বিবিধ উপাসনার নাম রূপ ( উপাস্যবস্তু ) ফল এবং বিধি—এই চারিটি বস্তুই অভিন্ন অর্থাৎ যদি সমস্ত উপাসনা একই হয় তখন এই

---

* রূপ—স্থানাদিবিশিষ্ট উপাস্যবস্তু ( যথা—অক্ষিপুরুষ, আদিত্যান্তর্গত পুরুষ ) অথবা সাধারণভাবে কথিত উপাস্যবস্তু ব্রহ্ম।

† বিধি—চোদনা ; যথা—যজেৎ-যাগবিধি, জুহুয়াৎ—হোমবিধি, দদ্যাৎ—দানবিধি, সত্রবিধি—ঋত্বিকগণকর্তৃক নিজ ধর্মার্থ যথানুষ্ঠান।

সকল উপাসনার বিভিন্ন অঙ্গ বা গুণের কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও বিভিন্ন স্থলোক্ত এই সমস্ত বিদ্যাগুলির ঐক্য যে যুক্তিসঙ্গত এবং কোন গুণ বা অঙ্গ এইরূপ একটি বিদ্যায় অশ্রুত থাকিলে সেগুলি অন্য শাখোক্ত তদনুরূপ বিদ্যাগুলিতে উল্লিখিত গুণসমূহ আনিয়া পূর্বোক্ত বিদ্যার গুণ-সমূহের পূরণ করা যে যুক্তিযুক্ত তাহাই এই অধিকরণে, আশঙ্কা উত্থাপন-পূর্বক শ্রুতিবাক্য যুক্তিতর্ক এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাধান করিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ইহাকে **"সর্ববেদান্ত-প্রত্যয়"** বলা হইয়া থাকে। এইজন্য এই অধিকরণের নাম সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় অধিকরণ।

### সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩।৩।১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সর্ববেদান্তপ্রত্যয়ং—বেদান্তের বিভিন্ন শাখায় যে সকল ( দহরাদি ) উপাসনার উল্লেখ আছে তাহারা একই ; চোদনা—উপাসনা-ক্রিয়ার বিধি ; আদি—প্রভৃতি ( নাম উপাস্য বস্তু এবং ফলের ) ; অবিশেষাৎ—পার্থক্য না থাকায়।

সরলার্থ—

বেদান্তের বিভিন্ন শাখায় বর্ণিত দহরাদি একই নামে অভিহিত উপাসনাগুলি একই বটে, পৃথক নহে। কারণ তদ্বিষয়ক নাম, ক্রিয়াবিধি, উপাস্য এবং ফলের কিছু প্রভেদ নাই তবে বিভিন্ন শাখায় এই বিদ্যার গৌণ ( গুণ বা বিদ্যাঙ্গ রূপ ) যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায় তাহা একই বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিকভাবে পঠিত হইয়াছে মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহাকে সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় "সর্বশাখা-ন্যায়" বলা হইয়া থাকে।

---

ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি ॥৩।৩।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—



ভেদাৎ—(একই উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাখায় কিছু কিছু) ভেদের উল্লেখ হেতু; ন—(বিদ্যা এক) নহে; ইতি চেৎ—ইহা যদি বলা যায়; একস্যাম্ অপি—এই উপাসনাতেই (একই সকল বিভিন্ন লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে)।

সরলার্থ—

একই উপাসনা সম্বন্ধে বিভিন্ন শাখায় কিছু কিছু পার্থক্যের উল্লেখের জন্য যদি আশঙ্কা হয় যে এই সকল বিদ্যা পৃথক, তাহা ঠিক নহে। কারণ এই সকল বিভিন্ন গৌণ লক্ষণগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। সেইজন্য একই বিদ্যাতে ইঁহাদের সমাবেশ অসঙ্গত নহে।

———



অতঃপর সূত্রে উক্ত সূত্রদ্বয়ে প্রতিপাদিত "সর্বশাখী-ন্যায়" সিদ্ধান্তের একটি আপত্তি উঠাইয়া তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। আপত্তি এই যে—শ্রুতিবাক্যে আছে, "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবৎ যৈস্তু চীর্ণম্" (মুঃ ৩।২।১০) অর্থাৎ তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবে যাহারা শিরোব্রত নামক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে যাহারা শিরোব্রতের অনুষ্ঠান করেন নাই তাহাদের এই বিদ্যা উপদেশ দেওয়া বিধি নহে। পুনরায়, অন্য শাখায় এই এক নামযুক্ত বিদ্যার এইরূপ কোন অধিকারী নিষেধের উল্লেখ নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে এই দুটি বিদ্যা নামতঃ একই হইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে পৃথক বিদ্যা, এক নহে। অতঃপর সূত্রে এই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন—

**স্বাধ্যায়স্য তথাত্বে হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩।৩।৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বাধ্যায়স্য—"শিরোব্রত" পালনটি মুণ্ডক উপনিষদ্ পাঠের অধিকারী নির্দেশক (কিন্তু উপনিষদুক্ত বিদ্যার ধর্ম নহে); তথাত্বে হি সমাচারে—সমাচার নামক গ্রন্থে এইরূপ বলা হইয়াছে; অধিকারাৎ চ—(মুণ্ডক উপনিষদের ব্রত পালন না করিয়া এই উপনিষদ পাঠ করিবে না এইরূপ) উল্লেখ আছে বলিয়া; সববৎ চ—(অথর্ব বেদোক্ত একাগ্নি যজ্ঞ প্রকরণে উল্লিখিত) 'সবহোমের' ন্যায়; তন্নিয়মঃ—শিরোব্রত অনুষ্ঠানের নিয়ম।

সরলার্থ—

শিরোব্রত পালনটি মুণ্ডক উপনিষদ পাঠের অধিকারসূচক ধর্ম কিন্তু উপনিষদুক্ত বিদ্যার অধিকারসূচক ধর্ম নহে। সমাচার নামক গ্রন্থেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদের ব্রত পালন না করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ পাঠ করা নিষেধ আছে। পুনরায়, যেমন দেখা যায় যে অথর্ব বেদোক্ত 'সব' নামক হোম একাগ্নি যজ্ঞেই প্রযোজ্য কিন্তু ত্রেতাগ্নি যজ্ঞে প্রযোজ্য নহে সেইরূপ এই শিরোব্রত পালনটি মুণ্ডক উপনিষদ পাঠে প্রযোজ্য কিন্তু মুণ্ডক উপনিষদুক্ত বিদ্যার উপদেশে প্রযোজ্য নহে। অতএব মুণ্ডকোক্ত বিদ্যার সহিত অন্য উপনিষদুক্ত একনামীয় বিদ্যা একই, ভিন্ন বিদ্যা নহে।

——

**দর্শয়তি চ ॥৩।৩।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

দর্শয়তি চ—শ্রুতিবাক্যও এইরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতিও বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত একনামীয় বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—ছান্দোগ্য উপনিষদে দহর-আকাশস্থিত বিদ্যায় উপাস্য পরমাত্মার অপহতপাপ্‌মা ইত্যাদি আটটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, তৈত্তিরিয় উপনিষদ এই দহরবিদ্যায় কেবল উপাসনা মাত্র বিধান করিয়াছেন কিন্তু গুণের কোন উল্লেখ করেন নাই। উভয় উপনিষদের 'দহর-বিদ্যা' একই বলিয়া তৈত্তিরীয়োক্ত বিদ্যায় যে এই আটটি গুণেরই উপসংহার করা কর্তব্য তাহাও নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

---

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥৩।৩।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমানে—যে যে স্থলে ভিন্ন উপনিষদুক্ত বিদ্যার ঐক্য আছে ; উপসংহারঃ—অন্যত্র উক্ত ধর্মের অন্যত্র উপসংহার কর্তব্য ; অর্থ অভেদাৎ—যেহেতু ফলের ভেদ নাই ; বিধিশেষবৎ চ—একনামীয় যজ্ঞের বিভিন্ন বেদোক্ত বিধির একত্র সংগ্রহের ন্যায়।

সরলার্থ—

বিভিন্ন উপনিষদুক্ত একনামীয় বিদ্যার ফল যখন একই তখন এই বিদ্যার বিভিন্নোপনিষদুক্ত গুণগুলির একত্র সমাবেশ করিতে হয়। বিভিন্ন বেদোক্ত একই যজ্ঞে বিভিন্ন বিধানগুলির এইরূপে একত্র সমাবেশ করার নিয়ম আছে।

সর্ববেদান্ত-প্রত্যয় অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ২—অন্যথাত্ব-অধিকরণ ( সূত্র ৬-৯ )

বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য দুইটি উপনিষদেই প্রাণবিদ্যায় 'উদ্‌গীথ' নামক উপাসনার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই উপাসনার অনুষ্ঠানে দুইটি উপনিষদে বিধিগত প্রভেদ দেখা যায় এবং এই প্রভেদের জন্য নাম এক হইলেও এই প্রাণবিদ্যা পৃথক্ এই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

**অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শব্দাৎ—( উভয় উপনিষদে ) শব্দের বা উপদেশের পার্থক্যহেতু ; অন্যথাত্বং—একই নাম হইলেও বিদ্যায় পার্থক্য ; ইতি চেৎ—যদি মনে হয় ; ন—তাহা ঠিক নহে ; অবিশেষাৎ—যেহেতু ( প্রকৃতপক্ষে উভয় শ্রুতিতে বর্ণনার ) বিশেষ প্রভেদ নাই।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদে "প্রাণবিদ্যা" নামক এক-নামীয় বিদ্যায় শব্দের বা উপদেশের পার্থক্যহেতু একই নামীয় বিদ্যার পার্থক্য যদি মনে হয়, তাহা ঠিক নহে। কারণ প্রকৃতপক্ষে উভয় শ্রুতিতে বর্ণনার বিশেষ প্রভেদ নাই। অভিপ্রায় এই যে, উভয় উপ-নিষদেই নাম যখন এক এবং বিদ্যা অনুষ্ঠানের আরম্ভও যখন এক তখন বিধিগত পার্থক্য হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যার পার্থক্য থাকিতে পারে না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

অতঃপর তিনটি সূত্রে সিদ্ধান্ত নির্ণীত হইতেছে।

**ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৩।৩।৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

—ন বা—কিন্তু ( পূর্ব সূত্রের অভিমত ) ঠিক নহে ; প্রকরণভেদাৎ—

যেহেতু উভয় প্রকরণ বিভিন্ন ; পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ—(যেহেতু) এক স্থানে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত বস্তুর এবং অন্য স্থলে অপকৃষ্ট গুণযুক্ত বস্তুর উপাসনা আছে।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে উক্ত দুইটি উপনিষদে পৃথকভাবে বর্ণিত যে "প্রাণবিদ্যা" বর্ণিত হইয়াছে, নামের একত্বহেতু ঐ দুটী বিদ্যা যে এক বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, দুইটি উপনিষদে এই বিদ্যার প্রকরণ বিভিন্ন। যেহেতু বৃহদারণ্যক উপনিষদে সমগ্র 'উদ্‌গীথ' নামক স্তবটিতে প্রাণদৃষ্টিতে (প্রাণরূপে) উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আর ছান্দোগ্যে এই উদ্‌গীথ স্তবের কেবলমাত্র ওঙ্কারে অর্থাৎ প্রণবাংশটি প্রাণদৃষ্টিতে বিহিত হইয়াছে। অতএব এই পার্থক্য বিধিগত বা স্বরূপগত এই মূল পার্থক্যের জন্য নাম এক হইলেও এই দুটি প্রাণবিদ্যা এক নহে। কারণ উপনিষদে এইরূপ অন্যান্য বিদ্যারও উল্লেখ আছে যাহাতে এক স্থলে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত উদ্‌গীথ উপাসনার বিধি আছে এবং অপরস্থলে তদপেক্ষা অপকৃষ্ট গুণযুক্ত উদ্‌গীথ উপাসনার উল্লেখ আছে এবং এইজন্য উক্ত দুইটি বিদ্যা উদগীথ উপাসনাযুক্ত হইলেও যেমন উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট গুণযুক্ত বলিয়া পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে উক্ত দুইটি প্রাণবিদ্যাও পৃথক্।

---

### সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥৩।৩।৮॥

পদাচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সংজ্ঞাতঃ—নাম এক বলিয়া ; চেৎ—যদি বিদ্যা বা উপাসনা এক বলা যায় ; তদুক্তম্—বিচারপূর্বক তাহা পূর্ব সূত্রে নির্ণীত হইয়াছে অর্থাৎ তাহা ঠিক নহে ; তৎ অপি অস্তি চ—কারণ সেইরূপই উপনিষদের অন্যত্রও আছে।

**সরলার্থ—**

কেবল নামের একত্বের জন্য যদি বিদ্যারও একত্ব এই সিদ্ধান্ত হয় তাহা ঠিক নহে। কারণ, বিদ্যার নাম এক হইলেও যে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যা ভিন্ন তাহা উপনিষদে বহু স্থলে দেখা যায়। যথা—এই ছান্দোগ্য উপনিষদেই প্রথম অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই উদ্গীথ নামের উল্লেখ দেখা যায়। অভিপ্রায় এই যে শ্রুতিতে বহু স্থলে "উদ্গীথ বিদ্যা" এই নামে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই উদ্গীথ বিষয়ে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিধিরও উল্লেখ আছে। নাম এক হইলেও যে যে স্থলে প্রকরণ বা বিধি ভিন্ন, সে সে স্থলে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাগুলিও ভিন্ন।

---

ছান্দোগ্যোক্ত এবং বৃহদারণ্যকোক্ত উদ্গীথ-উপাসনাত্মক প্রাণবিদ্যা যে পৃথক তাহার আর একটি কারণ দেখাইতেছেন।

**ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্** ॥৩।৩।৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ব্যাপ্তেঃ চ—( উদগীথান্তর্গত ওঁকার শব্দের প্রথম ও শেষাংশের উল্লেখ থাকায় ) মধ্যের অংশে তাহার ব্যাপ্তি বা সম্বন্ধও ; সমঞ্জসম্—সঙ্গত।

**সরলার্থ—**

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্গীথ-উপাসনাত্মক* বিদ্যায় উদ্গীথের প্রণবাংশের উপাসনার উল্লেখ এবং এই অধ্যায়ের শেষের দিকেও প্রণবের উপাসনার বিধান থাকায় মধ্য অংশে প্রণবাংশের উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে এ স্থলেও উদ্গীথ উপাসনায় কেবল প্রণবাংশটিরই সম্বন্ধ বিধেয়। যেহেতু সর্বত্র এইরূপ সম্বন্ধের ব্যাপ্তি সঙ্গত

* উদ্গীথ উপাসনা—যে উপাসনায় উদ্গীথ অর্থাৎ বেদের স্তবনীয় একটি অংশ গীত হইয়া থাকে।

হয়। কিন্তু বৃহদারণ্যকে যখন সর্বত্র উপাসনাত্মক বিদ্যায় উদ্‌গীথ শব্দ সমস্ত উদগীথ স্তবেরই বোধক তখন ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উদ্‌গীথ উপাসনাত্মক প্রাণবিদ্যারও প্রভেদ আছে।

অন্যথাত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ৩—সর্ব্ব অভেদ-অধিকরণ ( সূত্র ১০ )

এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইতেছে যে বিভিন্ন উপনিষদে এক নামীয় বিদ্যাগত মুখ্য ধর্ম বা বিধিগুলি যদি একই নির্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে এই বিদ্যার গৌণ ধর্মগুলি যদি কোন একটি উপনিষদে বর্ণিত না থাকে তখন এই বিদ্যার গৌণ ধর্মগুলিও ইহাতে সংযুক্ত করিতে হইবে, যেহেতু একই বিদ্যার সর্বাংশে অভেদ হওয়াই সঙ্গত।

**সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥৩।৩।১০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সর্ব্বাভেদাৎ—( এই বিদ্যায় ) সর্বাংশের অভেদহেতু ; ইমে অন্যত্র—একটি উপনিষদে উক্ত গুণগুলি অন্য উপনিষদেও এই উপাসনার প্রকরণে ( সংগ্রহ করিতে হইবে )।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই বাক্ প্রভৃতির যে সকল গুণ আছে সে সকল গুণ প্রাণেরও আছে। কৌষীতকী উপনিষদের এই 'প্রাণ-বিদ্যায়' বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা প্রাণই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা উল্লেখ করা হয় নাই যে এই ইন্দ্রিয়গণের যে সকল গুণ আছে তাহা প্রাণেরও আছে। এই সূত্রে বলিতেছেন, যখন উভয় উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যাটি একই অতএব ইহা সর্বাংশেই অভেদ। সুতরাং ছান্দোগ্যোক্ত ইন্দ্রিয়গণের

গুণসমূহ যে প্রাণের আছে, কৌষীতকীতে একথা উল্লেখ না থাকিলেও তাহা আছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

সর্ব অভেদ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## আনন্দাদি অধিকরণ ( সূত্র ১১-১৭ )

এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, আনন্দ সত্য জ্ঞান প্রভৃতি ব্রহ্মের বিলক্ষণ গুণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্ম-উপাসনায় ইহাদের কোন একটির উল্লেখ না থাকিলেও সেখানে তাহার সম্বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু উপাসকের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য কোন একটি উপনিষদে কোন একটি বিদ্যায় একটি বিশেষ অবয়বের উল্লেখ থাকিলে সেটি অন্য উপনিষদের সেই বিদ্যায় সম্বন্ধ করিতে হইবে না। পুনশ্চ যদিও 'আত্মা' 'ব্রহ্ম' ইত্যাদি যে সব শব্দ পরমাত্মা জীবাত্মা ও প্রকৃতি তিনটি তত্ত্বেরই বোধক হইতে পারে, তথাপি উপাসনা বা বিদ্যা প্রকরণে যে স্থলে আনন্দাদি গুণের উল্লেখ দেখা যায় সেই স্থলে এই সকল শব্দ কেবল ব্রহ্মেরই বোধক হইবে জীবাত্মা বা প্রকৃতির বোধক হইতে পারে না।

ব্রহ্মোপাসনার সময়ে ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের চিন্তার উপদেশ এবং ঐ গুণসমূহের পরমার্থত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি গৌণ গুণকল্পনার প্রয়োজনও এই প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে।

**আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥৩।৩।১১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ প্রভৃতি গুণ ; প্রধানস্য—ব্রহ্মের ; ( অভেদাৎ—পূর্ব সূত্র হইতে সংগৃহীত )—এই সকল বিলক্ষণ গুণ, গুণী ব্রহ্মে সর্বত্র সমানভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া সমস্ত ব্রহ্ম বিদ্যায় এই সকল গুণের উপসংহার কর্তব্য।

সরলার্থ—

যখন প্রধান বস্তু গুণী ব্রহ্মের সমস্ত উপাসনাই অভিন্ন বা একই তখন আনন্দ প্রভৃতি বিলক্ষণ গুণসমূহ গুণী ব্রহ্ম হইতে অপৃথক বলিয়া সমস্ত উপাসনাতেই এই সকল গুণের উপসংহার করিতে হইবে।

---

যদি এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে আশঙ্কা হইতে পারে যে কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের গুণ হিসাবে যে উল্লেখ আছে প্রিয়বস্তু তাহার শির, মোদই বা আহ্লাদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আনন্দ তাহার আত্মা ইত্যাদি ব্রহ্মের গুণ, সে সমস্ত গুণগুলিও তো সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় উপসংহার করা কর্তব্য। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—

**প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥৩।৩।১২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রিয়-শিরস্ত্ব-আদি-অপ্রাপ্তি—( সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় ) প্রিয়শিরস্ত্ব* প্রভৃতি ধর্মের সম্বন্ধ নাই ; ভেদে ( সতি )—( শির প্রভৃতি এইরূপ ব্রহ্মের ) অবয়ব ভেদ হইলে ; উপচয়াপচয়ৌ—( ব্রহ্মের ) হ্রাস বৃদ্ধি ; হি—নিশ্চয় সম্ভব।

সরলার্থ—

শির পক্ষ পুচ্ছ প্রভৃতি ব্রহ্মের অবয়বরূপ গুণের সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু এইরূপ অবয়ব-ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের যে হ্রাস-বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে তাহা অনন্ত ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব।

---

* প্রিয়শিরস্ত্ব—'প্রিয়'ই ব্রহ্মের শিরদেশ।

## ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥৩।৩।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু; ইতরে—(ব্রহ্মের আনন্দ প্রভৃতি) অপর গুণগুলি (ব্রহ্মের সহিত সর্বত্র সম্বন্ধ করিতে হইবে; অর্থ-সামান্যাৎ—যেহেতু আনন্দাদি গুণগুলি গুণী ব্রহ্মের সহিত অপৃথকসিদ্ধ অর্থাৎ নিরন্তর সংশ্লিষ্ট।

সরলার্থ—

কিন্তু প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইতে ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্। এই গুণগুলি গুণী ব্রহ্মের সহিত সমান অর্থবোধক। অর্থাৎ এইগুলি ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক গুণ। এইজন্যই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই এই সকল আনন্দাদি গুণের সংগ্রহ করিতে হইবে।

---

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের গুণ না হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রহ্মের গুণ বলিয়া কি হেতু উল্লেখ করা হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

## আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আধ্যানায়—ধ্যান বা উপাসনার উদ্দেশ্যে; প্রয়োজনাভাবাৎ—যেহেতু অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

সরলার্থ—

উপাসকের ধ্যান বা উপাসনার সুবিধার জন্য এইরূপ উল্লেখ হইয়াছে। উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন যখন দেখা যায় না তখন উপাসনা বা ধ্যানের সুবিধার জন্য এইরূপ বর্ণনার প্রয়োজন বলিতে হইবে।

---

## আত্ম-শব্দাচ্চ ॥৩।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মশব্দাৎ চ—আত্মা শব্দের উল্লেখ হেতুও ( বুঝিতে হইবে যে শির ও পক্ষ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের গুণ নহে, যেহেতু আত্মার এইরূপ অবয়ব অসম্ভব )।

সরলার্থ—

তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই প্রকরণে উল্লেখ আছে "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ( তৈত্তি আন ৫ ) অর্থাৎ ইহার মধ্যে অন্য একটি আত্মা ( ব্রহ্ম ) আছেন যিনি আনন্দময়। এই আনন্দময় আত্মার পক্ষে শির পক্ষ পুচ্ছ প্রভৃতি থাকা একান্ত অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উপাসনা বা ধ্যানের সুবিধার জন্য ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

## আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥৩।৩।১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মগৃহীতিঃ—( পূর্ব সূত্রে আত্মশব্দ ) পরমাত্মারূপে গ্রহণীয় ; ইতরবৎ—যেমন অন্যত্র দেখা যায় ; উত্তরাৎ—পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা বুঝা যায়।

সরলার্থ—

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মাশব্দ পরমাত্মবাচক কারণ শ্রুতিতে অন্য স্থলেও আত্মাশব্দে পরমাত্মাকে নির্দেশ করিয়াছে। যথা—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ( ঐতরেয় ১।১ ) অর্থাৎ একমাত্র আত্মা ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। এবং, "আত্মা আনন্দময়ঃ" এই বাক্যের পরের শ্রুতিবাক্য "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ( তৈত্তি আন ৬ )

তিনি ( ব্রহ্ম ) ইচ্ছা করিলেন আমি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিব। সুতরাং আত্মা শব্দ ব্রহ্মবাচক।

---

## অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অন্বয়াৎ—( পূর্ব বাক্যের সহিত ) সম্বন্ধহেতু ( এই আনন্দময় আত্মা জীবাত্মাবাচক—পরমাত্মাবাচক নহে ) ; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয় ; স্যাৎ—পরমাত্মাবাচকই ; অবধারণাৎ—অন্যত্রও আত্মা শব্দে পরমাত্মা শব্দ নিশ্চিত হইয়াছে বলিয়া।

**সরলার্থ—**

পূর্বোদ্ধৃত "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" এই শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্বে আত্মাকে অন্নময় প্রাণময় ও মনোময়রূপে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া যদি সন্দেহ হয় যে, এই আত্মশব্দ জীবাত্মাবোধক, তদুত্তরে বলিতেছেন, না এ সন্দেহ ঠিক নহে, আনন্দময় আত্মা নিশ্চয়ই পরমাত্মা-বোধক, যেহেতু এই শ্রুতিতে এই প্রকরণে 'আনন্দময় আত্মা' বাক্যের পরে "এই আনন্দময় পুরুষ বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিব বলিয়া ইচ্ছা করিলেন" এইরূপ জগৎসৃষ্টিবাচক বাক্য থাকায় এবং পূর্বে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ( তৈত্তি আন ১ ), সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল—এই আত্মবস্তুর জগৎকর্তৃত্বের উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে আনন্দময় আত্মা নিশ্চয়ই পরমাত্মাবোধক, কারণ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কাহারও জগৎসৃষ্টির কর্তৃত্ব নাই।

আনন্দাদি অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—কার্য আখ্যান-অধিকরণ ( সূত্র ১৮ )

এই অধিকরণে ভোজনের পূর্বে এবং পরে আচমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা নিরূপণ করিতেছেন।

**কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥৩।৩।১৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কার্য্য-আখ্যানাৎ—( আচার প্রতিপাদক স্মৃতিশাস্ত্রে আচমনের কর্তব্যতাসূচক উপদেশ থাকিলেও ) শ্রুতির প্রাণবিদ্যায় আচমনের উপদেশ থাকায়; অপূর্বম্—শ্রুতিগত উপদেশ অপূর্ব অর্থাৎ সকলের আদি বলিয়া ( ইহাই গ্রহণীয় )।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে ভোজনের পূর্বে এবং পরে আচমনের উল্লেখ করিয়া ঐ আচমনীয় জলে প্রাণবাসত্ব অর্থাৎ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্ত্ররূপে চিন্তা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ আচারবিষয়ক উপদেশাত্মক স্মৃতিশাস্ত্রে জলের এই আচমনকে সদাচার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্য সন্দেহ হইতে পারে যে প্রাণবিদ্যা প্রসঙ্গোক্ত এই আচমনীয় জলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কোন্‌টী? শ্রুতির প্রাণবাসত্ব অথবা স্মৃতির সদাচারত্ব? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু যে বিষয়ে ইতিপূর্বে উপদেশ হয় নাই সেই অপ্রাপ্ত বিষয়ে উপদেশ করাই শ্রুতির স্বভাব, তখন আচমনীয় জলে অন্যত্র অনুপদিষ্ট প্রাণবাসত্ব চিন্তাই কর্তব্য এবং এইরূপ চিন্তাই প্রাণবিদ্যায় এইরূপে বিহিত হইয়াছে।

কার্য-আখ্যান অধিকরণ সমাপ্ত

—

## ৬—সমান অধিকরণ ( সূত্র ১৯ )

একই শাখার বিভিন্ন উপনিষদে একই উপাসনার উল্লেখ থাকিলে এক স্থলের অনুক্ত গুণগুলি অন্যস্থলে উক্ত অতিরিক্ত গুণগুলি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

**সমান:এবং চাভেদাৎ** ॥৩।৩।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমানঃ—একই শাখার বিভিন্ন স্থলে ; অভেদাৎ—ঐক্যহেতু ; এবং চ—এইরূপেও ( অনুক্ত গুণের সংগ্রহ করা কর্তব্য )।

সরলার্থ—

বাজসনেয়ক শাখায় অগ্নিরহস্যে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে, 'শাণ্ডিল্য-বিদ্যা' নামে একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু উপাস্য বস্তুর গুণাবলী এই বিদ্যায় একস্থলে কিছু অনুক্ত আছে অন্যস্থলে কিছু অতিরিক্ত আছে। এই সম্বন্ধে উপাসকের কর্তব্য নির্দ্ধারিত হইতেছে—যখন শাখা এক এবং বিদ্যাও এক তখন এক স্থলের অতিরিক্ত গুণগুলি অন্য অনুক্ত স্থলে সংগ্রহ করিতে হইবে।

সমান-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—সম্বন্ধ-অধিকরণ ( সূত্র ২০-২২ )

উপাস্য বস্তু এক হইলেও আদিত্য অক্ষি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের সম্বন্ধ নিবন্ধন যদি উপাস্যের রূপভেদ হয় তাহা হইলে বিদ্যারও ভেদ হইবে, সুতরাং বিদ্যাভেদজনিত এক স্থলে উক্ত বিদ্যার অঙ্গ অন্যস্থলে সংগৃহীত হইবে না। এই অধিকরণে প্রথম সূত্রটী আপত্তিসূচক পূর্বপক্ষ, অবশিষ্ট দুইটি সূত্র পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তটি স্থাপিত করিতেছে।

**সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥৩।৩।২০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সম্বন্ধাৎ—( উভয় স্থলে উপাস্যের ঐক্য ) সম্বন্ধহেতু ; এবং—পূর্বোক্ত প্রকার ; অন্যত্র অপি—অন্য স্থলেও ( বিদ্যার অন্য অঙ্গ সংগ্রহ করিতে হইবে ) ।

সরলার্থ—

বৃহদারণ্যক উপনিষদে সত্যব্রহ্মের উপাসনা প্রকরণে একই সত্য ব্রহ্মরূপ উপাস্য বস্তু আদিত্যমণ্ডলে এবং অক্ষিমধ্যে উভয় স্থানেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব উপাস্যবস্তু যখন এক তখন এক স্থলের উপাসনা অঙ্গ অন্য স্থলেও প্রযোজ্য হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ ।

---

অতঃপর সূত্রে পূর্বপক্ষের উপরি-উক্ত আশঙ্কা খণ্ডন করা হইতেছে।

**ন বা বিশেষাৎ ॥৩।৩।২১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন বা—অন্য স্থলে সংগ্রহ করিবে না ; বিশেষাৎ—যেহেতু বিদ্যার প্রভেদ আছে।

সরলার্থ—

যখন আদিত্য ( প্রকাশমান মহান বস্তু ) একটি উপাসনাস্থল এবং যখন চক্ষু ( জীবদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি স্থল ) আর একটি উপাসনাস্থল, তখন এই বিভিন্ন স্থল-সম্বন্ধ নিবন্ধন নিশ্চয়ই উপাস্যের রূপভেদ আছে। অতএব বিদ্যার ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং এক স্থলে উক্ত উপাসনার অঙ্গ অন্য স্থলে প্রযোজ্য হইবে না।

---

**দর্শয়তি চ ॥৩।৩।২২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

দর্শয়তি চ—( এইরূপ স্থানভেদজনিত উপাস্যের গুণ যে এক নহে তাহা ) শ্রুতিও প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্যীয় এই প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন যে আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের যাহা রূপ অক্ষিমণ্ডলস্থ পুরুষেরও সেই রূপ, তাহার যাহা নাম ইহারও তাহাই ( ছাঃ ১।৭।৫ )। কিন্তু তৎপরে উভয়স্থানগত পুরুষের গুণও যে এক তাহা বলেন নাই। অতএব বুঝিতে হইবে এই সকল গুণ এক নহে।

সম্বন্ধ অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—সংভৃতি-অধিকরণ ( সূত্র ২৩ )

এই অধিকরণে নির্দিষ্ট হইতেছে যে সম্ভৃতি ব্যাপ্তিরূপ ব্রহ্মের বিলক্ষণ গুণগুলির যে যে স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ আছে সেগুলি সমস্ত ব্রহ্ম উপাসনা বিষয়ে গ্রহণ করা উচিত নয়। ব্রহ্ম এক হইলেও তাহার বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন বিভূতি অনুসারে বিভিন্নরূপে উপাসনা করা হইয়া থাকে।

**সম্ভৃতি দ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥৩।৩।২৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—পূর্বোক্ত কারণহেতু ( বিভিন্ন শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে সাধারণভাবে ); সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি অপি চ—সম্যক ভরণশক্তি এবং সমগ্র দ্যুলোকে ব্যাপকতার উল্লেখও ( সর্বপ্রকার ব্রহ্ম উপাসনায় সংগৃহীত হইবে না )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে বিভিন্ন উপনিষদে কোন কোনস্থলে সাধারণভাবে ( উপাসনা প্রকরণে নহে ) অলৌকিক ভরণ বা ধারণশক্তি, সম্যক্ ব্যাপ্তিরূপ অতি বিলক্ষণ গুণসমূহের উল্লেখ আছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা দহরবিদ্যা প্রভৃতি যে সব উপাসনায় ব্রহ্মকে ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশের মধ্যে অবস্থিত মনে করিয়া উপাসনার বিধান আছে সে সব স্থলে উক্ত গুণের অনুসন্ধান ঠিক নহে। ব্রহ্ম এক হইলেও হৃদয়াকাশ, অক্ষি প্রভৃতির স্থলে উপাস্য ব্রহ্মের বিভিন্ন বিভূতি অনুসারে বিভিন্ন উপাসনা করিতে হয়।

সংভৃতি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—পুরুষবিদ্যা-অধিকরণ ( সূত্র ২৪ )

শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থলে পুরুষবিদ্যা নামক একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। 'পুরুষ' নামটি এক হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন উপনিষদে বিবৃত এই পুরুষটি স্বরূপতঃ ভিন্ন। অতএব তত্তৎ স্থলে পুরুষবিদ্যাও ভিন্ন। সুতরাং একস্থলে উক্ত অঙ্গগুলি অন্যস্থলেও প্রযোজ্য নহে।

**পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩।৩।২৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পুরুষবিদ্যায়াম্ অপি চ—পুরুষবিদ্যানামক উপাসনাতেও ; (এবম্—এইরূপ নিয়ম ) ; ইতরেষাম্—অপরাপর গুণের ( সংগ্রহ কর্তব্য নহে ) ; অনাম্নানাৎ—যেহেতু উল্লেখ নাই।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'পুরুষ-বিদ্যার' উল্লেখ আছে। যদিও বিদ্যার নাম এক তথাপি একস্থলে উক্ত পুরুষবিদ্যা অন্য স্থলের পুরুষ-বিদ্যা হইতে ভিন্ন বস্তু। কারণ একস্থলে যজমান পত্নী এবং সবনত্রয়াদি যে

সমস্ত যজ্ঞাগ্নির উল্লেখ আছে অন্য স্থলে তাহা নাই। উপরন্তু উভয়স্থলে বিদ্যাফলেরও পার্থক্য রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে বিদ্যা এক নহে। সেইজন্য একস্থলে পঠিত গুণসমূহ অন্য স্থলে প্রযোজ্য নহে।

পুরুষবিদ্যা-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ১০—বেধাদি-অধিকরণ (২৫)

প্রত্যেক উপনিষদ পাঠের পূর্ব কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সে মন্ত্রগুলি কখন নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনাসূচক কখন শত্রুর অমঙ্গল প্রার্থনাসূচক। এ সকল মন্ত্র উপনিষদ্ পাঠের অঙ্গ কিন্তু উপনিষদুক্ত বিদ্যার অঙ্গরূপে গ্রহণীয় নহে।

**বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥৩।৩।২৫॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

বেধ—ভেদকরণ; আদি—মঙ্গল প্রার্থনা প্রভৃতি মন্ত্রের; (এবম্—উক্ত প্রকারে বিদ্যার সহিত অন্বয় করিবে না); অর্থভেদাৎ—কারণ এই সকল বাক্যে মন্ত্রের অর্থ বিদ্যার অর্থ হইতে ভিন্ন।

**সরলার্থ—**

অথর্ববেদীয় উপনিষদ পাঠের পূর্বে একটি মন্ত্র পাঠ করার বিধান আছে যথা "সর্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য" অর্থাৎ শত্রুর সমস্ত দেহ এবং হৃদয় ভেদ কর। কঠ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ পাঠের পুর্বে এইরূপ আর একটি মন্ত্র পাঠ করার বিধান আছে "শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" অর্থাৎ মিত্র এবং বরুণ আমাদের মঙ্গল করুন। এইরূপ প্রত্যেক উপনিষদ পাঠের পূর্বে মন্ত্র পাঠ করার বিধান আছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে এই এই মন্ত্রগুলি তত্তৎ উপনিষদ অন্তর্গত বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যার

অঙ্গরূপে পঠনীয় কি না। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না পঠনীয় নহে ; এই মন্ত্র বেদান্ত পাঠের অঙ্গ, বিদ্যার নহে।

---

## ১১—হানি-অধিকরণ (২৬)

শ্রুতিতে কোন স্থলে একটি উপদেশ বিভিন্ন অঙ্গ সহিত সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত আছে। অন্য শ্রুতিতে তাহার কয়েকটি মাত্র অঙ্গের উল্লেখ আছে। আবার অপর একটি শ্রুতিতে অন্য কয়েকটি অঙ্গ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই অধিকরণে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, যখন কোন একটি শ্রুতিতে সমস্ত অঙ্গ সহিত একটি নির্দিষ্ট উপদেশের উল্লেখ আছে, তখন অন্য শ্রুতিতেও সেই উপদেশের অনুক্ত অঙ্গগুলির যোজনা করিতে হইবে নতুবা উপদেশ সার্থক হয় না।

**হানৌ তুপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ-
স্তুত্যুপগানবৎ, তদুক্তম্** ॥৩।৩।২৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

হানৌ—পাপ পুণ্য বিমোচনের ; তু—কিন্তু ; উপায়নশব্দশেষত্বাৎ—যেহেতু "গ্রহণ" রূপ শব্দের উল্লেখ আছে (সেখানে পরিত্যাগ এবং গ্রহণ উভয়েরই সংগ্রহ বুঝিতে হইবে) ; কুশা-ছন্দঃ-স্তুতি-উপগানবৎ—(পূর্ব-মীমাংসা শাস্ত্রে) কুশা ছন্দ স্তুতি এবং উপগানের উদ্দেশ্য যোজনার ন্যায় ; তৎ উক্তম্—তাহা পূর্ব-মীমাংসায় কথিত হইয়াছে।

সরলার্থ—

জীব যখন দেহত্যাগের পর মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গে গমন করে তখন কৌষীতকী উপনিষদে উল্লেখ আছে যে, এই পুরুষ পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করে প্রিয় জ্ঞাতিগণ পুণ্য লাভ করে এবং অপ্রিয় জ্ঞাতি পাপ গ্রহণ করে (১।৪)। এই প্রসঙ্গে আবার ছান্দোগ্যে উল্লেখ আছে যে এইরূপ পুরুষ

পাপ এবং পুণ্য পরিত্যাগ করে (৮।১৩।১)। কিন্তু ইহাতে পাপ এবং পুণ্য গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই। অতএব প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে গ্রহণের কোন উল্লেখ নাই সেখানে কেবল পরিত্যাগমাত্রই চিন্তা করিতে হইবে অথবা অন্য শ্রুতিতে উক্ত গ্রহণের বিষয়ও সংযোজিত করিতে হইবে কি-না তদুত্তরে বলিতেছেন যেখানে কেবল পাপ পুণ্য ত্যাগের কথা আছে গ্রহণের কথা নাই, সেখানে পরিত্যক্ত পাপ পুণ্য জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করে তাহাও বুঝিতে হইবে, কারণ অন্য শ্রুতিতে এইরূপ প্রকরণে উপায়ন বা গ্রহণ রূপ শব্দেরও উল্লেখ আছে। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে মীমাংসা শাস্ত্রের একটি নিয়মের দৃষ্টান্ত দিতেছেন—পূর্ব-মীমাংসায় নিয়ম আছে যে, কোন কর্মে এক স্থানে উক্ত সামান্যবাচক শব্দ সেইরূপ কর্ম সম্বন্ধে অন্যস্থলে উক্ত বিশেষাত্মক শব্দের অনুগত হইবে। নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না। যথা এক স্থানে সাধারণভাবে কেবল বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে কিন্তু কোন্ বৃক্ষ হইতে তাহার উল্লেখ নাই। অন্য একস্থলে উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত কুশের উল্লেখ আছে। অতএব পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে যেখানে বৃক্ষের কোন নাম উল্লেখ নাই সেখানেও উডুম্বর বৃক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে। ছন্দ, স্তুতি, উপগান সম্বন্ধেও এই নিয়ম বলবান। এই সূত্রোক্ত হানি বা পরিত্যাগ এবং উপায়ন বা গ্রহণ উভয়েই শ্রুতিবাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে।

হানি-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ১২—সাম্পরায়-অধিকরণ (২৭-৩১)

এই অধিকরণে মুক্ত জীবের পুণ্য পাপ ত্যাগের সময় নির্দ্ধারিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় করা হইয়াছে।

## সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥৩।৩।২৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সাম্পরায়ে—( যিনি মোক্ষ লাভ করিবেন তিনি ) দেহত্যাগের সমকালে ( পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করেন )। তর্ত্তব্যাভাবাৎ—( তাহার ) ভোক্তব্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া ; তথাহি অন্যে—শ্রুতিতে অন্য শাখীরা সেই প্রকারই ( নির্দেশ দিয়াছেন )।

সরলার্থ—

যিনি মোক্ষ লাভ করিবেন তিনি দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করেন কারণ মুক্ত পুরুষের সাংসারিক ভোগের ভোক্তব্য আর কিছু থাকে না। যদিও কৌষীতকী শ্রুতি সে কথা বলেন না, কিন্তু শ্রুতির অন্য শাখীরাও সেইরূপই নির্দেশ দিয়াছেন। যথা কৌষীতকী "মুক্ত পুরুষ বিরজা নদী অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির সময় স্বীয় পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করেন (কৌষী ১।৪), অর্থাৎ অর্চিরাদি মার্গে গমনের পূর্বে পাপ পুণ্য ত্যাগ করেন না কিন্তু তৎপরে দেবযানমার্গ অতিক্রম করিবার পরে বৈকুণ্ঠ প্রবেশের সময়ে ইহাদের পরিত্যাগ করেন। কিন্তু অন্য শাখীরা বলেন—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ( ছান্দোঃ ৬।১৪।২ ) অর্থাৎ তাঁহার সেই পর্যন্ত বিলম্ব যে পর্যন্ত দেহত্যাগ না করেন ( অর্থাৎ দেহত্যাগের সমকালেই অর্চিরাদি মার্গে ( দেবযান পথে ) গমনের পূর্বেই পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করেন ), তাহার পর ব্রহ্ম লাভ করেন। অন্যান্য শ্রুতিও এইরূপ বলিয়া থাকেন।

---

## ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥৩।৩।২৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ছন্দতঃ—পূর্বোক্ত তাৎপর্য অনুসারে ; উভয়-অবিরোধাৎ—শ্রুতিবাক্য এবং বস্তুর স্বভাবের অবিরুদ্ধতা ( প্রতিপাদন কর্তব্য )।

সরলার্থ—

জ্ঞানী পুরুষের দেহত্যাগের সময়েই পুণ্য পাপ পরিত্যাগ যখন সিদ্ধান্ত হইল তখন পূর্বোক্ত ছান্দোগ্য কৌষীতকী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের এবং বস্তুর স্বভাবের যাহাতে অর্থ-বিরুদ্ধতা না হয় তদনুসারে পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের সমন্বয় করিতে হইবে।

——

**গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ ॥৩।৩।২৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উভয়থা—( কিছু দেহত্যাগের সময় এবং কিছু মোক্ষ লাভের সময় ) এই উভয় প্রকার স্বীকার ; গতেঃ—পরলোকে গমনের ; অর্থবত্ত্বম্—সার্থকতা হয় ; অন্যথা—এইরূপ স্বীকার না করিলে ; বিরোধঃ হি—নিশ্চয়ই বিরোধ থাকিয়া যায়।

সরলার্থ—

জ্ঞানী মৃত্যুর সময় কিছু পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করে এবং বিরজা নদী অতিক্রমের সময় কিছু পুণ্য পাপ বিনষ্ট হয়—এইরূপ স্বীকার করিলে দেবযান পথে গতিবোধক অর্থ সুসঙ্গত হয়। কারণ দেহত্যাগের সময়ই সমস্ত পুণ্য পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ফলভোগের অভাবে সূক্ষ্ম শরীরও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং শরীরহীন সর্বব্যাপী আত্মার গমনাগমন সম্ভব হয় না। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

——

**উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩।৩।৩০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উপপন্নঃ—সঙ্গত হয় ; তৎলক্ষণ-অর্থ-উপলব্ধেঃ—যেহেতু ঐরূপ অর্থবোধক শ্রুতি দেখা যায় ; লোকবৎ—লোক-ব্যবহারে যেমন ( দেখা যায় )।

সরলার্থ—

পূর্ব সুত্রীয় আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন—জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময় সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার দেবযান পথে গতি সম্ভব হয় কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। যথা—স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ( ছাঃ ৭।২৫।২ ) অর্থাৎ প্রাকৃত দেহ-বিমুক্ত মুক্ত পুরুষ স্বাধীন হন এবং যে কোন লোকে তাহার স্বচ্ছন্দ-বিহার হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও এইরূপ দেখা যায়। যথা—শস্য সেচের জন্য খনিত পুষ্করিণীতে শস্য বিনষ্ট হইয়া গেলেও স্নান-পানাদি অন্যান্য কার্য চলিতে থাকে।

---

পরবর্তী সূত্রে অন্য প্রকারে ৩।৩।২৯ সূত্রে উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইতেছে।

**যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকানাম্** ॥৩।৩।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অধিকারিকানাম্—বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট জীবদের ; যাবৎ অধিকারম্—নিদিষ্ট বিশেষ কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ; অবস্থিতি—শরীরে অবস্থান ( শরীর ধারণ এই জগতে দেখা যায় ) ।

সরলার্থ—

যদিও সাধারণ জ্ঞানীদিগের দেহত্যাগের সঙ্গে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায় এবং দেবযান পথে উর্দ্ধগতি হয় কিন্তু বিশেষ অধিকারী জ্ঞানী পুরুষদিগের কোন একটি সম্পাদনীয় বিশেষ কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা দেহত্যাগ করেন না এবং আবশ্যক হইলে দেহান্তরেও প্রবেশ করেন, যেমন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ। এইরূপ বিশেষ অধিকারী ঋষিগণ মুক্ত হইলেও দেহপাতের পরে দেবযান পথে গমন করেন না এবং আবশ্যক

হইলে ইচ্ছাপূর্বক দেহান্তরে প্রবেশ করেন। সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষেরা পাপ-পুণ্যরূপ কর্ম বিনষ্ট হইয়া গেলেও ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারেন।

সাম্পরায়-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ১৩—অনিয়ম-অধিকরণ ( ৩২ )

এই অধিকরণে সর্বপ্রকার উপাসক মাত্রেরই দেবযান পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি নিরূপিত হইতেছে।

**অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্** ॥ ৩।৩।৩২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অনিয়মঃ—কোন বিশেষ নিয়ম নাই; সর্বেষাম—সর্ববিধ ব্রহ্মো-পাসকগণের ( দেবযান পথে গতি ); শব্দ-অনুমানাভ্যাম্—যেহেতু শ্রুতি এবং স্মৃতি ইহাই নির্দেশ দিতেছেন।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে যে উপাসনা-প্রকরণে দেবযান গতির উল্লেখ আছে কেবল যে সেই সেই উপাসনার সহিত এই দেবযান গতি চিন্তা করিতে হইবে তাহা নহে। কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মোপাসকগণের পক্ষেই ইহা চিন্তনীয়, কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতি এই কথাই বলিতেছেন। যথা বৃহদারণ্যকে আছে—যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যারূপ ব্রহ্ম-উপাসনা করেন তাঁহারা, এবং যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে সত্যব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তাঁহারাও দেবযান পথ প্রাপ্ত হন ( বৃহদাঃ ৬।২।১৫ )। স্মৃতিতেও এইরূপ দেখা যায় যথা ( যে কোন উপাসনার দ্বারা ) ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ দেবযান নামক উত্তরায়ন পথে ব্রহ্মের নিকট গমন করেন ( গীতা ৮।২৪ )।

অনিয়ম-অধিকরণ সমাপ্ত।

---

## ১৪—অক্ষর-অধিকরণ ( সূত্র ৩৩-৩৪ )

অক্ষর ব্রহ্ম উপাসনায় ব্রহ্মের অস্থূল অনণু প্রভৃতি যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সমস্ত ব্রহ্ম উপাসনাতেই সেই সকল গুণ চিন্তনীয়। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি গুণের চিন্তার প্রয়োজন সেইরূপ অস্থূলত্ব অনণুত্ব প্রভৃতি গুণেরও চিন্তা প্রয়োজন। এই অধিকরণে ইহাই নিরূপিত হইতেছে।

**অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৩।৩৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—উপরন্ত ; অক্ষরধিয়াং—ব্রহ্মকে অক্ষররূপে উপাসকদিগের ( অস্থূলত্বাদিরূপে ব্রহ্মচিন্তা ) ; অবরোধঃ—( সর্ব ব্রহ্মবিদ্যা বা উপাসনাতে ) গ্রহণ ; সামান্য-তদ্-ভাবাভ্যাম্—যেহেতু সর্বত্রই সমান সম্বন্ধ এবং অক্ষর জপ চিন্তাও মন্ত্রের ন্যায় ; তৎ—উক্তম্—তাহা ( জৈমিনির কর্ম-মীমাংসায় ) কথিত হইয়াছে।

সরলার্থ—

মুণ্ডক উপনিষদে ব্রহ্মকে অক্ষররূপে উপাসনার বিধি এবং এই উপাসনায় তাহাকে অস্থূল অনণুরূপে চিন্তার বিধান করা হইয়াছে। যথা—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদি ( মুণ্ড ১।১।৫-৬ ) অর্থাৎ যে পরাবিদ্যার দ্বারা দর্শনের অযোগ্য গ্রহণের অযোগ্য ইত্যাদি সেই অক্ষর বস্তুকে লাভ করা যায়। এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, সমস্ত ব্রহ্ম উপাসনাতেই ব্রহ্মকে অস্থূল অনণু প্রভৃতি অক্ষর বস্তুরূপে চিন্তা করিতে হইবে কি-না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্ম উপাসনাতে ব্রহ্মের সম্বন্ধ সমান এবং অস্থূলত্ব প্রভৃতি

ধর্মগুলিও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সমস্ত ব্রহ্ম-বিদ্যাতেই ব্রহ্মের এই অস্থূলত্ব ও অনণুত্ব চিন্তনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে-ছেন—কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ঔপসদ* মন্ত্রটি বস্তুতঃ সামবেদীয় হইলেও যখন যজুর্বেদীয় কর্মে প্রযোজ্য হয় তখন এই মন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে সাম-বেদীয় বিধির পরিবর্তে যজুর্বেদীয় বিধি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কারণ, প্রধান কর্মের উপকারের জন্যই অঙ্গরূপ কর্মের ব্যবস্থা। সেইরূপ ব্রহ্ম উপলব্ধিরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের অঙ্গরূপই যখন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ চিন্তা তখন অস্থূল অনণু প্রভৃতি স্বরূপনিরূপক বিষয়গুলিও ব্রহ্মবিদ্যায় সংগ্রহণীয়।

---

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অঙ্গমাত্রই যদি প্রধানের অনুগামী হইবে এই নিয়ম হয় এবং তদনুযায়ী সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় গুণী বা প্রধানের সহিত ব্রহ্মের ( সর্ব্বরস সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বকর্ম্ম ) সাধারণ গুণাবলীও চিন্তনীয় হওয়া উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—

**ইয়দামননাৎ** ॥৩।৩।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আমননাৎ—একান্ত তদ্‌গতভাবে নিরন্তর চিন্তা কর্তব্য বলিয়া; ইয়ৎ—এই অবধি ( ব্রহ্মের গুণ-চিন্তা করিতে হইবে )।

---

* ঔপসদ—যজ্ঞে পুরোডাশের ( হবণীয় দ্রব্যবিশেষের ) সংস্কারের জন্য 'উপসদ' নামে একটি কর্মের বিধান আছে। ঐ কর্মাঙ্গে একটি মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্রটি সামবেদীয়। সামবেদীয় সমস্ত মন্ত্রই উচ্চৈঃস্বরে গীত হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে ঔপসদ মন্ত্রটিও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা উচিত। কিন্তু যেহেতু এই উপসদ কর্মটি যজুর্বেদীয় প্রধান কর্মের অঙ্গরূপ এবং যেহেতু যজুর্বেদের মন্ত্র মৃদুস্বরে পঠনীয় সেইজন্য ঔপসদ মন্ত্রটি সামবেদীয় হইলেও মৃদুস্বরে পাঠ করিতে হইবে। কেননা, প্রধান কর্মের উপকারের জন্যই অঙ্গরূপ কর্মের ব্যবস্থা এবং অঙ্গ সর্বত্রই প্রধানের অধীন।

সরলার্থ—

যেহেতু সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যায় একান্ত তদ্‌গতভাবে ব্রহ্মচিন্তা অবশ্যকর্তব্য সেইজন্য যে সকল গুণগুলি ব্রহ্মের অসাধারণ বা অনন্য-লক্ষণ, সেই সত্য জ্ঞান আনন্দ এবং অস্থূল অনণু গুণাবলী যাহা ব্রহ্মের স্বরূপনিরূপক ধর্ম—সেই অবধি চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু যেহেতু সর্বকর্মা, সর্বকাম প্রভৃতি ব্রহ্মের অব্যভিচারী ধর্ম নহে (নিত্য মুক্ত জীবেরও ঐ গুণ আছে) সেইজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তাতে এই সকল গুণ প্রযোজ্য।

অক্ষর-অধিকরণ সমাপ্ত

---

১৫—অন্তরত্ব-অধিকরণ ( সূত্র ৩৫-৩৭ )

কোন ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণের উপক্রমে এবং উপসংহারে যদি উপাস্যের ( ব্রহ্মের ) ঐক্য নির্দিষ্ট হয় এবং প্রকরণের মধ্যস্থলে যদি এমন সন্দেহ-জনক বাক্য থাকে যাহাতে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য উপাস্যেরও উপদেশ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তাহা হইলে উপক্রম এবং উপসংহারগত উপাস্য ঐক্যের দ্বারা মধ্যস্থলে উক্ত উপাস্যেরও ব্রহ্ম-রূপতার ঐক্য সিদ্ধ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন উপদেশ-অন্তর্গত গুণের বিনিময় করিতে হইবে।

---

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য-উষস্ত সংবাদে উষস্তের প্রশ্নে "স আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ( ৩।৪।১ ) বাক্যটি দেখা যায়। এই বাক্যে আত্মা শব্দটি জীবাত্মবাচক অথবা পরমাত্মবাচক তদ্বিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া তাহার নিরসন করিতেছেন। ]

**অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনোঽন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশবৎ ॥৩।৩।৩৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অন্তরা—"য আত্মা সর্বান্তরঃ"—এই উষস্ত প্রশ্ন ; ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ—দেহবিশিষ্ট জীবাত্মা-বিষয়ক (মনে করা উচিত) ; অন্যথা—তাহা না হইলে ; ভেদ-অনুপপত্তিঃ—এই প্রকরণান্তর্গত দুই প্রকার পৃথক উপদেশের সার্থকতা থাকে না ; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয় ; ন—না (একই প্রকরণে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বিষয়ক দুইটি বিভিন্ন প্রশ্ন বা উত্তর) সম্ভব নহে ; উপদেশবৎ—যেমন ছান্দোগ্যে 'সদ্বিদ্যা'-প্রকরণে একই ব্রহ্ম বিষয়ে একাধিকবার প্রশ্ন দেখা যায়।

সরলার্থ—

বৃহদারণ্যকে একই 'ব্রহ্মবিদ্যা' প্রকরণে "যিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম এবং যিনি সকলের মধ্যবর্তী আত্মবস্তু তিনি কে ? (বৃহদাঃ ৩।৪।১), এই প্রশ্ন উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে করিয়াছিলেন এবং এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "যিনি প্রাণদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য করেন তিনিই তোমার সর্বাত্মা" (৩।৪।১)। তৎপরে এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কহোল তাঁহাকে পুনরায় এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "যিনি ক্ষুধা এবং পিপাসার অতীত তিনিই তোমার সর্বান্তরাত্মা" (৩।৫।১)। এ স্থলে একই প্রকার প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর দেখিয়া সন্দেহ হইতে পারে যে প্রথম উপদেশটি দেহান্তর্গত জীবাত্মা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এবং দ্বিতীয় উত্তরটি পরমাত্মাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ। তদুত্তরে এই সূত্র বলিতেছেন যে একই প্রকরণে দৃঢ় অবধারণের জন্য একটি বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন এবং বহুবার উপদেশ ছান্দোগ্যাদি বিভিন্ন শ্রুতিতে দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ করা হইয়াছে। তত্তৎ প্রকরণের উপক্রম এবং উপসংহারের ঐক্য অনুগুণ মধ্যবর্তী বিষয়েরও ঐক্য সম্পাদন করিতে হয়—ইহা শাস্ত্রের বিধান।

---

## ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে একই প্রকার প্রশ্নে দুই প্রকার উত্তর দেখা গিয়াছে। এরূপ স্থলে) ব্যতিহারঃ—পরস্পর বিনিময়; বিশিংষন্তি—বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছেন; হি—নিশ্চয়; ইতরবৎ—যেমন ছান্দোগ্যের 'সদ্বিদ্যা'-প্রকরণে হইয়াছে।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিতে যখন এক পরমাত্মাই উভয় প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তখন উভয় উপদেশান্তর্গত গুণসমূহেরও বিনিময় করিতে হইবে অর্থাৎ কহোলকে পরমাত্মার শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্বাহকত্ব গুণের এবং উষস্তকে পরমাত্মার ক্ষুৎপিপাসার অতীতরূপ গুণের চিন্তা করিতে হইবে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্যের উভয় উপদেশই পরমব্রহ্মের প্রতিপাদক। ছান্দোগ্যের সদ্বিদ্যাতেও এই প্রকার একই প্রকারের প্রশ্নের একাধিক উপদেশের ব্রহ্ম প্রতিপাদকত্বহেতু পরস্পর গুণবিনিময়ত্ব বিহিত হইয়াছে।

---

## সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥৩।৩।৩৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স—পরমাত্মা; এব হি—নিশ্চয়ই; সত্যাদয়ঃ—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ।

সরলার্থ—

যেমন ছান্দোগ্যে সদ্বিদ্যা প্রকরণে প্রথমে সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল ব্রহ্মের গুণের উপদেশ আছে, পরেও যে যে স্থলে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই সেই স্থলে সর্বত্র সেই সকল গুণের সংগ্রহ করিতে হইবে; সেইরূপ এখানে বৃহদারণ্যকে উষস্ত এবং কহোলের প্রশ্নের

বিভিন্ন উত্তরে বিভিন্ন গুণের উল্লেখ থাকিলেও এই বিভিন্ন গুণগুলি একত্রই গ্রহণ করিতে হইবে।

অন্তরত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৬—কামাদি-অধিকরণ ( সূত্র ৩৮-৪০ )

বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে যদি উপাস্য বস্তুর এরূপভাবে উল্লেখ থাকে যাহাতে বিভিন্ন বিদ্যার উপাস্য বস্তু এক নহে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তখন এই বিভিন্ন বিদ্যার উপাস্যগুলির উল্লিখিত বিভিন্ন গুণসমূহের বিচার দ্বারা ঐ সকল উপাস্যের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় কর্তব্য এবং উপাস্য এক হইলে একটিতে অনুক্ত গুণগুলি অন্য বিদ্যার অতিরিক্ত গুণ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে অর্থাৎ পরস্পর গুণ-বিনিময় করিতে হইবে—এই অধিকরণে এই সিদ্ধান্তই নির্ণীত হইতেছে।

**কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কামাদি—সত্যকামত্বাদি গুণসমূহ ; ইতরত্র—অন্য স্থলে ( যাহা উক্ত আছে ) ; তত্র চ—সেখানেও ( সংগ্রহ কর্তব্য ) ; আয়তনাদিভ্যঃ—( বিভিন্ন উপনিষদে একই ) হৃদয়াকাশরূপ আয়তন প্রভৃতির উল্লেখের হেতুর জন্য।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্যে আছে "ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে······এই আত্মা মরণহীন সত্য-কাম এবং সত্যসঙ্কল্প (৮।১।১)। বৃহদারণ্যকে আছে "তাহার অভ্যন্তরে যে এই আকাশ তাহার মধ্যে এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা শয়ন করিয়া থাকেন তিনি সর্বনিয়ামক সর্বেশ্বর ( ৪।৪।২২ )।" এই স্থলে সন্দেহ

হইতে পারে যে দুইটি বিভিন্ন উপদেশে যখন উপাস্য আত্মার গুণগুলি এক নহে তখন এই দুটী আত্মা এক বস্তু পরমাত্মা নহেন ( অর্থাৎ একটি জীবাত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। এই সন্দেহ নিরসনে বলিতেছেন যে, উভয় স্থানেই এই আত্মা হৃদয়াকাশস্থিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন, অতএব বুঝিতে হইবে যে আত্মা শব্দে উভয় স্থলেই হৃদয়াকাশমধ্যে ব্রহ্মের উপাসনা গৃহীত হইয়াছে। অতএব উপাস্য এক বলিয়া বিদ্যাও এক। সুতরাং উভয় স্থানীয় গুণের পরস্পর বিনিময় করিতে হইবে।

---

ব্রহ্মকে কোথাও কোথাও নির্বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এইজন্য সন্দেহ হইতে পারে যে ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্বনিয়ামকত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিতে পারে না। এই গুণগুলি গৌণার্থবোধক। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত সূত্রের অবতারণা—

**আদরাদলোপঃ ॥৩।৩।৩৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আদরাদ্—যেহেতু ( সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণ ) আদরপূর্বক শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে; অলোপঃ—এই সকল গুণের নিষেধ ( হইতেই পারে না )।

সরলার্থ—

যখন শ্রুতি ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্বনিয়ামকত্ব সর্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণের আগ্রহ-সহকারে প্রতিপাদন করিতেছেন সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম নির্বিশেষ নির্গুণ, এই প্রকার বাক্যে এই সকল গুণের নিষেধ করা হয় নাই। তাৎপর্য এই যে. যদি গুণের নিষেধ করাই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে কখনই আদরপূর্বক সেই গুণাবলীর প্রতিপাদন করিতেন না।

---

শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে "যাঁহারা সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের পিতৃলোক প্রাপ্তি প্রভৃতি সাংসারিক ফললাভ হয়" ( ছাঃ ৮।১।৬ ) এবং "যিনি পরাবিদ্যায় নিষ্ঠাসম্পন্ন ( শুদ্ধ গুণসম্পন্ন ) তাঁহারা পরমজ্যোতিরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতরূপে ( জ্যোতিরূপে ) পরিনিষ্পন্ন হন" ( ছাঃ ৮।৩।৪ ) অতএব যাঁহারা পরম ব্রহ্মকে লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম উপাসনায় সত্যকামত্ব প্রভৃতি গুণসমূহের চিন্তা করা উচিত নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

**উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ** ॥৩।৩।৪০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—ব্রহ্মভাব লাভ করেন বলিয়া ; উপস্থিতে—ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত আত্মাতে ( স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত কামাচার আদি গুণোৎপত্তি হয় ) ; তদ্বচনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এই অবস্থায় পিতৃলোকাদি প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

সরলার্থ—

জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিলে এই ব্রহ্মভাব লাভ হেতুই তিনি ইচ্ছানুগুণ কাম্যবস্তু উপভোগ করিতে পারেন, কারণ শ্রুতি এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন যথা—"স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" ( ছান্দোগ্য ৮।৪।৩ ) অর্থাৎ তিনি স্বাধীন এবং সমস্ত জগতে স্বেচ্ছা-বিহার করিয়া থাকেন। অতএব, সগুণ উপাসনার ফল যে সংসার ভোগ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ—তাহা সুসিদ্ধ হইল।

কামাদি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৭—তন্নির্ধারণানিয়ম-অধিকরণ (৪১)

এই অধিকরণে যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কাম্য কর্মে কর্মাঙ্গরূপে উদ্‌গীথাদি উপাসনার যে অবশ্যকর্তব্যতা নাই তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্** ॥৩।৩।৪১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তন্নির্ধারণ-অনিয়মঃ—যজ্ঞাদি কর্মে উদ্‌গীথাদি উপাসনা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে ; তদ্দৃষ্টে—যেহেতু সকল কর্মেই এইরূপ উপাসনার নিয়ম দেখা যায় ; পৃথক্—( এই উপাসনা রূপ কর্মের অঙ্গ ) একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া ; হি—যেহেতু ; ফলম্—( মূল কর্মের অঙ্গরূপ উদ্‌গীথ উপাসনার ) ফল ; অপ্রতিবন্ধঃ—প্রধান কর্মের ফলসিদ্ধিতে বিঘ্ন না হওয়া।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে আছে "যাহারা ( যজ্ঞাদি কর্মে যজ্ঞাঙ্গরূপ উদ্‌গীথাদি ) উপাসনা করে, এবং যাহারা এইরূপ উপাসনা করে না তাহারা উভয়েই কর্ম করিয়া থাকে" ( ছাঃ ১।১।১০ )। অতএব কর্মাঙ্গরূপে উদ্‌গীথাদি রূপ উপাসনা করা বা না করা উভয় প্রকারই বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মাঙ্গরূপ উপাসনার দ্বারা অনুষ্ঠিত অঙ্গীরূপ প্রধান কর্মগুলি কেবল অধিক শক্তি লাভ করে মাত্র, অর্থাৎ এই কর্মাঙ্গের দ্বারা যজ্ঞরূপ কর্মের ফলসিদ্ধির-প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব উদ্‌গীথাদি উপাসনারূপ এই কর্মাঙ্গ ও তাহার ফল প্রধান কর্ম বা তাহার ফল হইতে পৃথক বস্তু। সুতরাং কর্মে কর্মাঙ্গরূপ উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা নাই।

তন্নির্ধারণানিয়ম-অধিকরণ সমাপ্ত

## ১৮—প্রদান-অধিকরণ ( ৪২ )

বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্ম-উপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তার পর যে সময় তাহার গুণের চিন্তা কর্তব্য তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহার স্বরূপ বা রূপ চিন্তাও যে প্রয়োজন তাহাই এই অধিকরণে নির্ণীত হইতেছে।

**প্রদানবদেব তদুক্তম্** ॥৩।৩।৪২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( পৃথকভাবে গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপ ও রূপ চিন্তা কর্তব্য ) ; প্রদানবৎ—( ইন্দ্রাদি দেবতা উদ্দেশ্যে ) হবিঃ প্রদানের ন্যায় ; এব—নিশ্চয় ; তৎ উক্তম্—এইরূপ শাস্ত্রে কথিত আছে।

সরলার্থ—

দহরাকাশের উপাসনায় আকাশ শব্দে পরমব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তার উল্লেখ করিয়া তৎপরে এই আকাশের অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মের অপহতপাপ্মা প্রভৃতি গুণের কথাও চিন্তনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন একবার পরমাত্মার চিন্তা করা হইয়াছে তখন এই সকল গুণচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় পরমাত্মার স্বরূপ-চিন্তনের আবশ্যতা নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন না, আবশ্যকতা আছে। কারণ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও বিশেষ বিশেষ গুণযোগে এই স্বরূপে বৈচিত্র্য ঘটিতেছে এবং এই বৈচিত্র্যও চিন্তনীয়, শাস্ত্রেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইন্দ্র এক হইলেও ইন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে হবিঃ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। যথা "রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশ পাত্রে হবণীয় দ্রব্য উৎসর্গ করিবে," "অধিরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে" "স্বরাট্ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে" ( হবিঃ উৎসর্গ করিবে ) ( যজু ২ কাঃ ৩ প্র ৬ অনু )।

প্রদান-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৯—লিঙ্গভূয়স্ত্ব-অধিকরণ ( ৪৩ )

এই অধিকরণে তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত 'দহর-বিদ্যায়' নারায়ণই যে সমস্ত পরবিদ্যার উপাস্য পরমব্রহ্ম তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩।৩।৪৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—চিহ্ন বা তদ্‌বোধক বাক্যের বাহুল্য বশতঃ; তৎ-হি বলীয়ঃ—উক্ত লিঙ্গ বা লক্ষণ প্রতিপাদক বাক্যগুলি ( প্রকরণ অপেক্ষা ) বলবান; তৎ—এই নিয়ম; অপি—পূর্ব-মীমাংসায়ও (কথিত হইয়াছে)।

সরলার্থ—

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দহর-বিদ্যার পরেই "সহস্রঃমস্তকযুক্ত জ্যোতির্ময় বিশ্বদ্রষ্টা বিশ্বকাম বিশ্বাত্মক নির্বিকার পরম প্রভু পরম দেবতাকে ( ভজন করিবে )"—এই হইতে আরম্ভ করিয়া "সমস্ত বস্তুর অন্তর এবং বহির্দেশ ব্যাপ্ত করিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন, তিনিই শিব তিনিই ইন্দ্রিয় তিনিই অক্ষর এবং পরম স্বরাট্'—এই পর্যন্ত পাঠ আছে ( তৈঃ নারাঃ ১৩ )। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে যখন দহর-বিদ্যার প্রকরণের পরেই এই পাঠ আছে, তখন বুঝিতে হইবে যে এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত নারায়ণ কেবলমাত্র দহর-বিদ্যারই উপাস্য। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য এই সূত্রে বলিতেছেন যে ঠিক তাহা নহে; তিনি সমস্ত পরবিদ্যা বা ব্রহ্ম উপাসনারই উপাস্য বস্তু। কারণ, এই বাক্যে তৎপ্রতিপাদক বহু বাক্য রহিয়াছে। প্রকরণ অপেক্ষাও বাক্য যখন বলবান তখন কেবল প্রকরণীয় দহর-বিদ্যার উপাস্য হইতে পারে না। পূর্ব-মীমাংসাতেও এই নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়।

লিঙ্গভূয়স্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২০—পূর্ববিকল্প-অধিকরণ ( ৪৪-৫০ )

ব্রহ্ম ও উপাসনাগত বিদ্যাত্মক মনশ্চিত অর্থাৎ মনের দ্বারা চয়ন করা মানসিক যে অগ্নি কর্মাঙ্গরূপ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নি হইতে পৃথক এই সিদ্ধান্তের আপত্তি উত্থাপন করিয়া এই আপত্তি খণ্ডনপূর্বক এই অগ্নিদ্বয়ের পৃথকত্ব এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথম দুইটি সূত্র পূর্বপক্ষ, অবশিষ্ট পাঁচটি সিদ্ধান্ত।

**পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ** ॥৩।৩।৪৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রকরণাৎ পূর্ববিকল্পঃ—যেহেতু ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণে যজ্ঞীয় অগ্নির উল্লেখের পর মানসিক অগ্নিরই অন্যভাবে উল্লেখ আছে, সেইজন্য এই মানসিক অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির বিকল্প বা প্রকারান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে ; ক্রিয়া মানসবৎ—যেমন কোন কোন যজ্ঞে মানস ক্রিয়ার উল্লেখ আছে সেইরূপ ; স্যাৎ—এখানেও বুঝিতে হইবে।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণের পূর্বে ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির উল্লেখ করিয়া মনশ্চিত ( মনের দ্বারা রচিত ) প্রভৃতি মানসিক অগ্নির অন্যভাবে উল্লেখ আছে। অতএব এই কারণে ক্রিয়াত্মক অগ্নি এবং মানসিক অগ্নি পৃথক নহে—বিকল্প মাত্র অর্থাৎ প্রকারান্তরে উল্লিখিত মাত্র। শাস্ত্রে যেরূপ 'দ্বাদশাহ যজ্ঞে মানস ক্রিয়ার উল্লেখ আছে ( মনে মনে আহুতি দিয়া মনে মনে ভক্ষণ করিতে হয় ) এখানেও মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিকে সেইরূপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এখানেও সেইরূপ মনে মনে বেদী রচনা করিয়া মনে অগ্নি চয়ন করিতে হইবে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

## অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতিদেশাৎ চ—'মনশ্চিত' প্রভৃতি মানস অগ্নিতে, ইষ্টকচিত ( ক্রিয়া দ্বারা যাহা চয়ন করা হইয়াছে ) সেই ক্রিয়াত্মক ( যজ্ঞাঙ্গ ) অগ্নির ধর্ম, অতিদিষ্ট আরোপিত হওয়ার জন্য ( মনশ্চিত আদি অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গের অগ্নির বিকল্প বুঝিতে হইবে )।

সরলার্থ—

মনশ্চিত প্রভৃতি মানসাগ্নিতে অর্থাৎ ইষ্টকচিত ক্রিয়া দ্বারা যাহা চয়ন করা হইয়াছে সেই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি ধর্মের অতিদেশ বা আরোপ করার জন্য মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাঙ্গের অগ্নির বিকল্প বুঝিতে হইবে।

## বিদ্যৈব তু নির্ধারণাদ্দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৪৬॥

তু—এই শব্দটি পূর্বপক্ষ নিবারণার্থ ; বিদ্যা এব—( মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নি ) নিশ্চয়ই বিদ্যাত্মক ; নির্ধারণাৎ—যেহেতু এইরূপ নির্ধারণ বাক্য আছে ; দর্শনাৎ চ—এবং যেহেতু শাস্ত্রে এইরূপ বিধানও দেখা যায়।

সরলার্থ—

পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অগ্নি বিদ্যাস্বরূপ জ্ঞানাত্মক, কিন্তু ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নির বিকল্প নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই যে—"এই সমস্ত অগ্নি নিশ্চয়ই মনে মনে চয়ন করা হইয়াছে" শ্রুতির এই নির্দ্ধারণ বাক্য। উপরন্তু শাস্ত্রে মানস যজ্ঞ রূপ মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব দেখা যায় ( ৩।৩।৪৪ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে )।

—

**শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৩।৩।৪৭॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

শ্রুতি-আদি-বলীয়স্ত্বাৎ চ—প্রকরণ অপেক্ষা শ্রুতি, লিঙ্গ (চিহ্ন বা বিশেষ লক্ষণ বোধক শব্দ) এবং বাক্য বলবান বলিয়াও ; ন বাধঃ—'মনশ্চিত' অগ্নি প্রভৃতির বিদ্যারূপত্বের বাধা হয় না।

**সরলার্থ—**

মীমাংসা শাস্ত্র অনুসারে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান, সমীক্ষা এবং যৌগিকার্থ ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব প্রমাণগুলি পর পর হইতে বলবান। সুতরাং যদিও এই মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াময় যজ্ঞের প্রকরণে পঠিত তথাপি পূর্ব সূত্রে উল্লিখিত এবং অন্যান্য অধিক বলবান শ্রুতি এবং বাক্যের দ্বারা ইহার বিদ্যারূপত্ব সমর্থিত হইতেছে। অতএব এই মনশ্চিত মানস অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নি হইতে পৃথক। এই প্রসঙ্গে সন্দেহ হইতে পারে যে, মনশ্চিত অগ্নি সম্পর্কিত পাঠে কোন প্রকার বিধি-প্রত্যয় (বিধিলিঙ্‌ যুক্ত ক্রিয়া) এবং পৃথক ফল বিশেষের উল্লেখ না থাকায় বুঝিতে হইবে যে মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত বিদ্যাময় ক্রতু (যজ্ঞবিশেষ) হইতে পারে না। এই শঙ্কার নিবারণার্থে অতঃপর সূত্রে বলিতেছেন।

---

**অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৩।৩।৪৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অনুবন্ধ-আদিভ্যঃ—যজ্ঞীয় অনুবন্ধ,* শ্রুতি লিঙ্গ বা বিশেষ লক্ষণ-বাক্য প্রভৃতির জন্য ; প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববৎ—অন্যান্য মানসিক যজ্ঞের ন্যায় আলোচ্যমান যজ্ঞেরও ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ হইতে পার্থক্যবশতঃ ; দৃষ্টশ্চ—

* যজ্ঞীয় অনুবন্ধ—যজ্ঞসম্বন্ধীয় আধার (পাত্র), স্তোত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি।

বিধি-কল্পনা দৃষ্ট হয় বলিয়াও এই মনশ্চিত অগ্নির বিদ্যারূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; তদুক্তম্—এ কথা মীমাংসা-শাস্ত্রেও কথিত আছে ।

সরলার্থ—

এই সূত্রে অন্যান্য কারণ উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে মনশ্চিত অগ্নি সম্পর্কিত বিদ্যাময় যজ্ঞটি পূর্বোক্ত ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে পৃথক্ । প্রমাণের কারণগুলি—অনুবন্ধ অর্থাৎ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় পাত্র স্তোত্র শাস্ত্র প্রভৃতি, ইহার বিদ্যাময়ত্ব সমর্থনে শ্রুতিবাক্য লিঙ্গ বা বিশেষ লক্ষণসূচক শব্দ এবং বাক্য দেখা যায় । ক্রিয়াময় যজ্ঞ হইতে দহর-বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যা বা উপাসনার পার্থক্যের ন্যায় আলোচ্য বিদ্যাময় ক্রতুর পার্থক্য প্রতিপাদক বিধিলিঙ্ প্রত্যয় এ স্থলে নাই এইরূপ আপত্তি যদিও হইতে পারে তথাপি, "জ্ঞানপূর্বক যাহা করা যায় তাহাই বীর্যবান হয়" ইত্যাদি স্থলে বিধি প্রত্যয় না থাকিলেও যেরূপ বিধিকল্পনা দৃষ্ট হয় এস্থলেও সেরূপ বিধিকল্পনা করিতে হইবে—এ কথা মীমাংসা-শাস্ত্রেও কথিত আছে ।

---

৩।৩।৪৫ সূত্রে পূর্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, মনশ্চিতাদি অগ্নি তৎপূর্বে উপদিষ্ট যজ্ঞাগ্নির সমান । এইরূপ পুনরায় উপদেশের (অতিদেশের) জন্য দুই প্রকার অগ্নি অভিন্ন । পূর্বপক্ষীয় এই উক্তির বিরুদ্ধে এই সূত্রে সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।

**ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ৩।৩।৪৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন সামান্যাদ্ অপি—কিছু স্বজাতীয় সাদৃশ্য আছে বলিয়াও ( মনশ্চিত অগ্নির এই বিদ্যাটি ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গ বলা যায় না ) ; উপলব্ধেঃ—যেহেতু বিচার দ্বারা এইরূপ উপলব্ধি হয় ; মৃত্যুবৎ—( বৃহদারণ্যকে )

মৃত্যু শব্দের প্রয়োগের ন্যায় ; ন হি লোকাপত্তিঃ—মৃত্যু শব্দের এই প্রয়োগে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুরূপই হইয়া যায় না।

সরলার্থ—

ইতিপূর্বে ( ৩।৩।৪৫ সূত্রের ) বিচার অনুযায়ী কেবল অতিদেশের জন্য ( মানসিক মনশ্চিতাগ্নি এবং ক্রিয়াময় ইষ্টকচিত অগ্নির পরে পরে উপদেশের জন্য ) মনশ্চিত অগ্নি ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গ হইতে পারে না, কারণ—যে কোনরূপ একটি সাধারণ ধর্মের সাদৃশ্য লইয়াও এইরূপ অতিদেশ করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন যে শ্রুতিতে আছে "এই যে সূর্যমণ্ডল মধ্যস্থিত পুরুষ ইনিই মৃত্যু অর্থাৎ ইনি উদয়াস্ত কর্তব্য পালনের দ্বারা জগৎ সংহার করিয়া থাকেন"। এইরূপ স্থলে যেমন সংহার কর্তৃত্বরূপ সাধারণ ধর্মটির জন্য সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষকে মৃত্যুরূপে কথিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষের মৃত্যুলোকের কোন অধিকার নাই, এই স্থলেও মনশ্চিত অগ্নি ও ইষ্টকচিত অগ্নির প্রয়োগও তদ্রূপ।

---

**পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥৩।৩।৫০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পরেণ চ—পরবর্তী 'ব্রাহ্মণ' পাঠেও ; শব্দস্য তাদ্বিধ্যং—মনশ্চিত প্রভৃতি শব্দের বিদ্যাময় মানসিক ক্রতুর অঙ্গত্ব ( বুঝা যায় ) ; তু—উপরন্তু ; ভূয়স্ত্বাৎ—( ক্রিয়াময় যজ্ঞে ) যজ্ঞাগ্নির বাহুল্য হেতু ; অনুবন্ধঃ—( তাহাদের সহিত প্রাসঙ্গিক রূপে এই মনশ্চিত অগ্নির ) উপদেশ।

সরলার্থ—

বেদে পরবর্তী ব্রাহ্মণের পাঠ হইতে বুঝা যায় যে, এই মানসিক বিদ্যাময় ক্রতু বা যজ্ঞের ফল ক্রিয়াময় যজ্ঞের ফল হইতে বিভিন্ন। অতএব এই

মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্যাময় ক্রতুর অঙ্গরূপ, ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। তবে, ক্রিয়াময় যজ্ঞে যজ্ঞাগ্নির বাহুল্য থাকায় এই ক্রিয়াময় প্রসঙ্গে মনশ্চিতাদি অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ববিকল্প-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২১—শরীরে ভাবাধিকরণ ( ৫১, ৫২ )

এই অধিকরণে নির্ণীত হইতেছে যে, উপাসকের উপাস্য-বস্তু ব্রহ্মের সহিত জীব যে তাঁহার শরীররূপী জীব-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান থাকা উচিত।

### এক আত্মনঃ শরীরভাবাৎ ॥৩।৩।৫১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একে—কেহ কেহ (মনে করেন) ; আত্মনঃ—উপাসককর্ত্তৃক জীবাত্মাকে ভোক্তারূপে চিন্তনীয় ; শরীরে ভাবাৎ—ভোগ্য শরীরে আত্মার অবস্থান হেতু।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ব্রহ্ম উপাসনায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মারও চিন্তার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই যে জীবাত্মার চিন্তা ইহা পরমাত্মার সহিত অপহতপাপ্মা গুণযুক্ত রূপে জীবের ঐক্য চিন্তনীয় অথবা শরীরের ভোক্তারূপে পৃথকভাবে চিন্তনীয়? এই সংশয়ে কেহ কেহ ( পূর্বপক্ষ ) বলিয়া থাকেন যে জীব যখন শরীরের মধ্যে অবস্থিত তখন তাহাকে শরীরের ভোক্তারূপে চিন্তা করা কর্তব্য। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

**ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩।৩।৫২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ব্যতিরেকঃ—( বদ্ধজীব এবং মুক্তজীবের ) পার্থক্য চিন্তনীয় ; তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ—কারণ যিনি যেভাবে উপাসনা করেন তিনি সেই প্রকার উপাস্য বস্তু প্রাপ্ত হন ; ন তু—এইজন্য কিন্তু দেহের ভোক্তারূপে জীব চিন্তনীয় নহে ; উপলব্ধিবৎ—ব্রহ্ম-উপলব্ধির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ যেমন চিন্তনীয় ( জীব উপলব্ধির জন্য জীবস্বরূপও সেইরূপ চিন্তনীয় )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে "পুরুষ ইহলোকে যেরূপ সঙ্কল্প করিতে থাকে মৃত্যুর পরেও তাদৃশভাব প্রাপ্ত হয়।" অতএব মুক্ত জীবের স্বরূপ হইতেছে (জ্ঞানাকার অপহতপাপ্মা ইত্যাদি গুণান্বিত মুক্ত জীবের স্বরূপই) চিন্তনীয়, দেহজন্য ভোক্তৃত্বাভিমানী জীব চিন্তনীয় নহে। উদাহরণস্বরূপ বলিতে-ছেন—শ্রুতিবিহিত ব্রহ্ম উপলব্ধি যেমন ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মা-উপলব্ধিও যথার্থ স্বরূপ বিষয়েই প্রযোজ্য।

শরীরে ভাবাধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২২—অঙ্গাববদ্ধ-অধিকরণ ( সূত্র ৫৩-৫৪ )

বেদের বিভিন্ন শাখায় ক্রিয়াময় যজ্ঞের অঙ্গরূপ উদ্গীথ বিদ্যার উল্লেখ আছে, আবার এই উদ্গীথ বিদ্যার অঙ্গরূপ বিভিন্ন উপাসনার উল্লেখ আছে। একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা আছে অন্যান্য শাখাতেও উদ্গীথ বিদ্যার অঙ্গরূপে সেই উপাসনা গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

**অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৩।৩।৫৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; অঙ্গাববদ্ধাঃ ন—যে যজ্ঞের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট কেবল তাহাতেই আবদ্ধ থাকিবে না ; হি—এইরূপেই ; প্রতিবেদম্ শাখাসু—প্রত্যেক বেদের বিভিন্ন শাখায় ( প্রযোজ্য )।

সরলার্থ—

'ওঁ'—এই উদ্গীথ অংশের উপাসনা করিবে, এইরূপে বেদের বহু স্থলে বিভিন্ন শাখায় কর্মময় যজ্ঞের অঙ্গরূপ উদ্গীথ বিদ্যায় বিভিন্ন প্রকার উদ্গীথ উপাসনার উল্লেখ আছে। পুনরায়, বিভিন্ন উপাসনায় বিভিন্ন প্রকার স্বর-সংযুক্ত উদ্গীথ উপাসনার কথা আছে। অতএব সন্দেহ হইতে পারে যে, কেবল যে যে স্থলে যেভাবে উদ্গীথ উপাসনার কথা উল্লেখ আছে সেই সেই স্থলে সেইভাবেই উপাসনা করিতে হইবে। তু শব্দের দ্বারা এই সন্দেহ নিবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যে একটি শাখাতে যে সকল উপাসনা আছে, অন্য সকল উদ্গীথ উপাসনাত্মক শাখায় উদ্গীথ বিদ্যার উপাসনারূপ অঙ্গরূপেও তাহাদিগকে গ্রহণ করা যাইবে। কারণ, পূর্ব-মীমাংসায় "সর্বশাখা-প্রত্যয় নিয়ম" অনুসারে জানা যায় যে সমস্ত শাখাগত প্রত্যয় এক।

---

**মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—এবং ; মন্ত্র-আদিবৎ—কোন যজ্ঞের অঙ্গরূপ মন্ত্র প্রভৃতির ন্যায় ; অবিরোধঃ—( যজ্ঞের সহিত সর্বত্র যোজনায় ) বিরোধ নাই।

সরলার্থ—

কোন যজ্ঞসম্বন্ধীয় মন্ত্র দ্রব্যসংগ্রহ প্রভৃতি যেমন শাখা বিশেষে গঠিত

হইলেও বিভিন্ন শাখাতে উল্লিখিত এই যজ্ঞ এক হওয়ায় এতৎসম্বন্ধীয় মন্ত্র অনুল্লিখিত স্থলেও প্রযোজ্য, এই উদ্‌গীথের উপাসনাও তদ্রূপ।

অঙ্গাববদ্ধ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২৩—ভূমজ্যায়স্ত্ব-অধিকরণ ( সূত্র ৫৫ )

এই অধিকরণে দ্যুলোক প্রভৃতি, অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার বিধি নিরূপিত হইতেছে।

**ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ॥৩।৩।৫৫॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( স্বর্গাদি অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনারূপ বৈশ্বানরবিদ্যায় ) ভূম্নঃ—সমগ্র অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার ; জ্যায়স্ত্বং—শ্রেষ্ঠত্ব ; ক্রতুবৎ—সমগ্র অঙ্গসহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায় ; তথাহি দর্শয়তি—শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন।

**সরলার্থ—**

ইতিপূর্বে নির্ণীত হইয়াছে যে উপাসনা রূপ অঙ্গ এবং যজ্ঞবিষয়ক দ্রব্যসংগ্রহরূপ বিভিন্ন কর্ম এবং বিভিন্ন অঙ্গের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। এই সূত্রে বলিতেছেন যে, যেখানে ব্রহ্মকে স্বর্গলোক ( মস্তক ), আদিত্য ( চক্ষুঃ ) প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্টরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা করার বিধান আছে ( বৈশ্বানরবিদ্যা ) সেখানে সমগ্র অবয়বরূপে চিন্তা করিয়া উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। অন্যথা উপাসকের হানি হইতে পারে। ছান্দোগ্যোক্ত 'বৈশ্বানর-বিদ্যায়' এই সিদ্ধান্তটি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভূমজ্যায়স্ত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২৪—শব্দাদিভেদ অধিকরণ ( সূত্র ৫৬ )

সদ্বিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দ বা বিভিন্ন নামবিশিষ্ট বিদ্যার উপাস্য ( ব্রহ্ম ) এবং ফল এক হইলেও বিদ্যা যে বিভিন্ন, তাহা হেতু প্রদর্শনপূর্বক এই অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে।

**নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥৩।৩।৫৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

নানা—( বিদ্যা ) ভিন্ন ভিন্ন ; শব্দাদিভেদাৎ—যেহেতু নাম, প্রক্রিয়া ইত্যাদির ভেদ আছে।

সরলার্থ—

সমস্ত উপাসনায় একই ব্রহ্ম উপাস্য হইলেও এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির ফল এক হইলেও ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সৎ ভূমা অপহতপাপ্মাত্ব প্রভৃতি শব্দভেদ থাকায় এবং বিভিন্ন বিদ্যায় নাম, অভ্যাস, গুণ, প্রক্রিয়া প্রভৃতির ভেদ থাকায় বুঝিতে হইবে যে এ সকল এক নহে কিন্তু বিভিন্ন।

শব্দাদিভেদ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২৫—বিকল্প অধিকরণ ( সূত্র ৫৭-৫৮ )

এই অধিকরণে ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য এবং সাংসারিক কাম্যবস্তু প্রাপ্তির জন্য কোথায় কি প্রকার বিকল্প অনুষ্ঠান বিধেয় তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

**বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩।৩।৫৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিকল্পঃ—যে কোন একটি অনুষ্ঠান ( বিধেয় ) ; অবশিষ্ট-ফলত্বাৎ—যেহেতু সমস্ত উপাসনার ফলই এক ( ব্রহ্ম প্রাপ্তি )।

সরলার্থ—

সদ্বিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, দহরবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনাগুলি উপাসনারূপে বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকটির ফলই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। অতএব যে কোন একটি উপাসনার অনুশীলন করিলেই চলিবে। সমস্ত বিদ্যার অনুশীলনের প্রয়োজন নাই।

---

**কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥৩।৩।৫৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু; কাম্যাঃ—(স্বর্গাদি বিভিন্ন ফললাভের উদ্দেশ্যে) বিভিন্ন কাম্যবিদ্যাগুলি; যথাকামং—ফললাভের ইচ্ছানুসারে; সমুচ্চীয়েরন্ ন বা—সমস্তগুলিরই অনুষ্ঠান করা যায় অথবা না করাও যায়; পূর্বহেতু অভাবাৎ—সেই হেতু না থাকায়।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে বিভিন্ন ব্রহ্ম উপাসনার বিকল্প অনুষ্ঠান নির্ণীত হইয়া এই সূত্রে সাংসারিক কামনার জন্য বিভিন্ন সকাম কর্মের অনুষ্ঠানের বিকল্প নিরূপণ করিতেছেন। বিভিন্ন যজ্ঞাদিরূপ সকাম কর্ম বিভিন্নরূপ কাম্য ফলদায়ক। অতএব বিশেষ ফলপ্রাপ্তির কামনা অনুসারে বিভিন্ন কাম্যকর্ম অনুষ্ঠেয়। অভিপ্রায় এই, যদি অধিক ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে কাম্যবিদ্যার সমুচ্চয় অনুষ্ঠান করিবে। নচেৎ বিভিন্ন ফলাকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কেবল তৎফলদায়ক কর্মের অনুষ্ঠান করিবে।

বিকল্প অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২৬—যথাশ্রয়ভাব-অধিকরণ (সূত্র ৫৯-৬৪)

শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত উদ্গীথ অর্থাৎ

বেদের একটি স্তোত্র বিশেষের গানের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন স্থলে এই উদ্‌গীথ অবলম্বনে উপাসনারও (উদ্‌গীথ গানের সহিত এই উদ্‌গীথ বিষয়ক ধ্যানেরও ) বিধান আছে। যে যে স্থলে এই উপাসনার বিধান আছে কেবল সেই সেই স্থলেই উদ্‌গীথ অবলম্বনে উপাসনা করিতে হইবে। যে স্থলে উপাসনার উল্লেখ নাই সেখানে করিতে হইবে না*। এই সিদ্ধান্তটি, আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিয়া এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

### অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৩।৩।৫৭॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অঙ্গেষু—ক্রিয়াময় যজ্ঞে উপাসনার বিধান; যথাশ্রয়ভাবঃ—এই উপাসনার আশ্রয়রূপ উদ্‌গীথাদি স্তোত্রের উল্লেখস্থলমাত্রেই সর্বত্র অনুষ্ঠেয়।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত উদ্‌গীথ অর্থাৎ বেদের একটি স্তোত্র বিশেষের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন স্থলে এই উদ্‌গীথ অবলম্বনে উপাসনার বিধান আছে। এই সূত্রে বলিতেছেন যে, যে যে স্থলে উপাসনার বিধান নাই কেবলমাত্র উদ্‌গীথের বিধান আছে, সে স্থলেও এই উদ্‌গীথের ধ্যানরূপ উপাসনাও অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, উদ্‌গীথ যেরূপ যজ্ঞের আশ্রয় বা অঙ্গ উপাসনাও সেইরূপ এই উদ্‌গীথের আশ্রয় বা অঙ্গ। এই সূত্র হইতে ৬২ সূত্র পর্যন্ত চারিটি সূত্র পূর্বপক্ষ।

——

* কিন্তু যে যে স্থলে উদ্‌গীথের উপাসনা কর্তব্য সেই স্থলে ওকার স্বর সংযোগ ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গের সহিত উপাসনা বিহিত [ ৩।৩।৫৩ সূত্রে দেখ ]।

## শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শিষ্টেশ্চ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ শাসন অর্থাৎ বিধান আছে।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "উদ্গীথের উপাসনা করিবে" (ছাঃ ১।১।১) এইরূপে শ্রুতিতে উদ্গীথের উপাসনার বিধান থাকায় যে যে স্থলে উদ্গীথের উল্লেখ আছে, উপাসনার উল্লেখ না থাকিলেও উপাসনা করিতে হইবে ইহাও বুঝিতে হইবে।

---

## সমাহারাৎ ॥৩।৩।৬১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমাহারাৎ—(উদ্গীথের ত্রুটি হইলে অন্য ক্রিয়া দ্বারা) ত্রুটির সমাধান করিতে হইবে।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে "হোতৃ-বদন হইতে দুরুদ্গীথের সমাধান করিবে" (ছাঃ ১।৫।৫)। দুরুদ্গীথ শব্দের অর্থ উপাসনাবিহীন উদ্গীথ (দূষিত উদ্গীথ)। উক্ত শ্রুতিতে যে উপাসনাবিহীন হইলে উদ্গীথ যে দুষ্ট হয় এবং অন্য ক্রিয়ার দ্বারা এই ক্ষতি পরিপূরণ করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়া এই উদ্গীথ উপাসনার অবশ্য কর্তব্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

---

## গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩।৩।৬২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

গুণসাধারণ্যশ্রুতেঃ চ—উপাসনার অঙ্গভূত গুণের ("ওম্" এই

শব্দের ) সর্বত্র উপাসনার সহিত সম্বন্ধ থাকায়ও ( উদ্‌গীথ উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা আছে )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "তাহার দ্বারাই ( প্রণব বা "ওম্" এই শব্দ দ্বারা ) এই বেদবিদ্যা প্রবৃত্ত হয়। 'ওম্' বলিয়া শ্রবণ করে 'ওম্' বলিয়া আশংকা করে এবং 'ওম্' বলিয়া উদ্‌গান করে" ( ছা ১।১।৯ )। এ স্থলে উপাসনার অঙ্গরূপ এই প্রণব সমস্ত উপাসনার সহিত সাধারণভাবে সম্বন্ধযুক্ত, অতএব এই প্রণব যাহার অঙ্গ সেই অঙ্গী উপাসনাও সর্বত্র অন্বয় বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে উদ্‌গীথের উল্লেখ আছে সেই সেই স্থলেই এই অঙ্গরূপ উপাসনাও বিহিত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

## ন বা তৎসহ ভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩।৬৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন বা—( উক্ত সিদ্ধান্ত ) ঠিক নহে ; তৎ-সহভাব অশ্রুতেঃ—উপাসনাও যে উদ্‌গীথের অঙ্গ এরূপ কথা শ্রুতিতে নাই।

সরলার্থ—

এই অধিকরণে ইতিপূর্বে চারিটি সূত্রে উদ্‌গীথের সহিত উপাসনার সর্বত্র অবশ্য কর্তব্যতারূপ যে মত স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে তাহা খণ্ডন করিয়া তদ্‌বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি নিশ্চয়ই ঠিক নহে অর্থাৎ ক্রিয়াময় যজ্ঞে বা ক্রতুতে উদ্‌গীথাদি ক্রিয়ার যেরূপ সর্বত্র অবশ্য কর্তব্যতা আছে তৎসহ উদ্‌গীথাদি উপাসনা যে অবশ্যকর্তব্য তাহা নহে। কারণ, উপাসনার তৎসহভাব অর্থাৎ উপাসনাও যে উদ্‌গীথাদির অঙ্গ তাহার উল্লেখ শ্রুতিতে নাই। অঙ্গভাব থাকিলেই তখন তাহার অঙ্গীর সহিত সর্বত্র অনুবৃত্তি সর্বত্র নিয়ম হইতে

পারে। উপরন্তু উদ্‌গীথ উপাসনার ফল যজ্ঞের ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (ইহার ফল, কেবল যজ্ঞের ফলসিদ্ধির যে বাধা তাহা বিদূরিত করা)। অতএব ক্রতুফল হইতে পৃথক ফলের সাধনরূপ এই উপাসনাটী উদ্‌গীথের অঙ্গরূপে সর্বত্র প্রয়োগ কখনই সঙ্গত নহে। কেবল যেখানে উপাসনার স্পষ্ট বিধান আছে সেখানেই উপাসনা করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, উদ্‌গীথ উপাসনা করিলে মুখ্যফল বীর্যবত্তর হইবে, নহিলে ফল বিলম্বে সিদ্ধ হইবে। অতএব উদ্‌গীথের সহিত উদ্‌গীথ উপাসনা ইচ্ছা করিলে করিতেও যাজ্ঞিক পারেন, ইচ্ছা না হইলে নাও করিতে পারেন।

—

**দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

দর্শনাৎ চ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়ও।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিতেছেন "এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজমান এবং সমস্ত ঋত্বিকদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন" অর্থাৎ যজ্ঞের উদ্‌গাথা প্রভৃতি ঋত্বিকগণকেও ব্রহ্মাই রক্ষা করেন। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঋত্বিকগণের যদি উপাসনা অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা না থাকে তবেই "ব্রহ্মকর্তৃক তাহাদের সর্বতোভাবে রক্ষা" এই নির্দেশটি সঙ্গত হয় নতুবা নহে।

—

## ৩য় পাদের সার-সংগ্রহ—

বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন শাখায় ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপ দহরবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি যে বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যার উল্লেখ আছে

তাহার প্রকৃত মর্ম সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। প্রত্যেক ব্রহ্মবিদ্যার নাম, উপাস্য, উপাস্যের স্বরূপ ও গুণের বিবিধ চিন্তা, ফল, বিদ্যার অনুষ্ঠানবিধি, বিদ্যার অঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে। একই বিদ্যা দুই কিংবা ততোধিক উপনিষদ বা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। আবার একই উপনিষদের বিভিন্ন শাখায়ও একই বিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু বিভিন্ন উপনিষদে কিংবা একই উপনিষদের বিভিন্ন শাখায় উল্লিখিত এই সকল বিদ্যায় নাম উপাস্য ফল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সমগ্রভাবে বর্ণনা নাই এবং কোন কোন বিষয়ের বর্ণনায় আপাতদৃষ্টিতে প্রভেদেরও প্রতীতি হয়। এতদ্দ্বারা বিভিন্ন ব্রহ্ম বিদ্যার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। যাহাতে শঙ্কা বিদূরিত হইয়া বিশদভাবে প্রকৃত তত্ত্বের অবধারণা সুগম হয় সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসম্বন্ধীয় উক্ত বিভিন্ন নাম উপাস্য ইত্যাদি বিষয়গুলি বা অঙ্গগুলি শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি এবং তর্ক প্রভৃতির দ্বারা বিচার করিয়া আপত্তি খণ্ডনপূর্বক তত্তৎ বিষয়ে নির্ণীত হইয়া বিভিন্ন বিদ্যার এবং একত্ব নানাত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

এই পাদে ২৬টি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধিকরণে দেখাইতেছেন যে বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যার নাম, ফল, রূপ (উপাস্য) এবং বিধি—এই চারিটি বিষয় এক বলিয়া বিভিন্ন উপনিষদুক্ত বিদ্যার একত্ব এবং একই বিদ্যায় বিভিন্ন উপনিষদে যদি গুণের পার্থক্য থাকে তাহা হইলে সমস্ত গুণগুলির সামঞ্জস্যপূর্বক সংগ্রহ করিয়া এই বিদ্যায় একত্র করিতে হইবে। দ্বিতীয় অধিকরণে নিরূপণ করিতেছেন যে বিভিন্ন উপনিষদে বিদ্যা ও নাম এক থাকিলেও যদি স্বরূপগত বা বিধিগত পার্থক্য থাকে তাহা হইলে নামের ঐক্য সত্ত্বেও সে বিদ্যা পৃথক্। তৃতীয় অধিকরণে প্রতিপাদিত হইতেছে যে বিভিন্ন উপনিষদে একনামীয় বিদ্যাগত মুখ্য ধর্ম বা বিধিগুলি যদি একই নির্দিষ্ট থাকে এবং

এই বিদ্যায় অন্যত্র পঠিত ধর্মগুলি ( অঙ্গান্তরগুলি ) যদি একটি উপনিষদে বর্ণিত না হয় তবে অন্য উপনিষদে বর্ণিত এই বিদ্যায় উল্লিখিত গৌণ ধর্মগুলিও ইহাতে সংযুক্ত করিতে হইবে যেহেতু একই বিদ্যার সর্বাংশে অভেদ হওয়াই সঙ্গত। চতুর্থ অধিকরণে ইহাই নিরূপিত হইতেছে যে আনন্দ সত্য জ্ঞান প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপক বিলক্ষণ গুণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্ম উপাসনায় ইহাদের কোন একটির উল্লেখ না থাকিলেও সেখানে তাহার সম্বন্ধ করিতে হইবে এবং কোন কোন উপনিষদে ব্রহ্মের বিশিষ্ট অবয়বাদির উল্লেখ থাকিলেও সেগুলি কেবলমাত্র উপাসকের বুদ্ধিগম্য করিবার জন্য, অন্য উপনিষদে এইগুলির উল্লেখ না থাকিলে এগুলির সম্বন্ধ করিতে হইবে না। পঞ্চম অধিকরণে ভোজনের পূর্বে এবং পরে আচমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন। ষষ্ঠ অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে এই শাখার বিভিন্ন উপনিষদে একই উপাসনার উল্লেখ থাকিলে এক স্থলে অনুক্ত হইলেও অন্য স্থলে উক্ত সেই উপাসনার অতিরিক্ত গুণগুলির সংগ্রহ করিতে হইবে। উপাস্য বস্তু এক হইলেও আদিত্য অক্ষি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধ নিবন্ধন যদি উপাস্যের রূপভেদ হয় তাহা হইলেও বিদ্যার ভেদ হইবে। সুতরাং বিদ্যা-ভেদজনিত এক স্থলে উক্ত বিদ্যার অঙ্গ অন্যস্থলে সংগৃহীত হইবে না— সপ্তম অধিকরণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে।

সম্ভৃতি-ব্যাপ্তিরূপ ব্রহ্মের বিলক্ষণ গুণগুলির (উপাসনা-প্রকরণ ভিন্ন ) যে যে স্থানে সাধারণভাবে উল্লেখ আছে সেগুলি সমগ্রভাবে ব্রহ্ম-উপাসনা বিষয়ে গ্রহণ করা উচিত নয়, যেহেতু ব্রহ্ম এক হইলেও বিভিন্ন স্থলে তাহার বিভিন্ন বিভূতি অনুসারে বিভিন্নরূপে উপাসনা করা হইয়া থাকে।

[ অষ্টম অধিকরণ ]

শ্রুতিতে বিভিন্ন স্থলে পুরুষবিদ্যা নামক একটি বিদ্যার উল্লেখ আছে। 'পুরুষ' নামটি এক হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন উপনিষদে বিবৃত এই

পুরুষটির স্বরূপ (উপাস্যের রূপবিশেষ) ভিন্ন, অতএব তত্তৎস্থলে পুরুষবিদ্যাও ভিন্ন সুতরাং এক স্থলে উক্ত অঙ্গগুলি অন্যস্থলেও প্রযোজ্য নহে। [ নবম অধিকরণ ]

প্রত্যেক উপনিষদ পাঠের পূর্বে এমন কয়েকটি মন্ত্রপাঠ (শান্তিপাঠ) করিবার নিয়ম আছে যেগুলি কখনও নিজেদের মঙ্গল প্রার্থনাসূচক, কখনও শত্রুর অমঙ্গল প্রার্থনাসূচক। এ সকল মন্ত্র উপনিষদ পাঠের অঙ্গ কিন্তু উপনিষদুক্ত বিদ্যার অঙ্গ নহে। [ দশম অধিকরণ ]

একাদশ দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ—এই তিনটি অধিকরণে প্রাসঙ্গিকরূপে বিবিধ ব্রহ্মোপাসকগণের পাপও পুণ্যের পরিত্যাগকালও দেবযানের গতি নিরূপিত হইয়াছে এবং এতৎ সম্পর্কীয় আপাতবিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যগুলির সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

অক্ষর ব্রহ্ম উপাসনায় ব্রহ্মের অস্থূল অনণু প্রভৃতি যে সকল স্বরূপানুরূপ গুণের উল্লেখ আছে, সমস্ত ব্রহ্ম উপাসনাতেই সেই সকল গুণ অন্বয়মুখে চিন্তনীয়। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে যেমন আনন্দাদি গুণের চিন্তার প্রয়োজন সেইরূপ (ব্যতিরেক মুখে) অস্থূলত্ব অনণুত্ব প্রভৃতি গুণেরও চিন্তা প্রয়োজন—চতুর্দ্দশ অধিকরণে ইহাই নিরূপিত হইতেছে। কোন ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণের উপক্রমে এবং উপসংহারে যদি উপাস্যের (ব্রহ্মের) ঐক্য নির্দিষ্ট হয় এবং উক্ত প্রকরণের মধ্যস্থলে যদি এমন সন্দেহজনক বাক্য থাকে যাহা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য উপাস্যের উপদেশ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তাহা হইলে উপক্রম এবং উপসংহারগত উপাস্য ঐক্যের দ্বারা মধ্যস্থলস্থ উপাস্যের ও ব্রহ্মরূপতার ঐক্য সিদ্ধ করিতে হইবে এবং বিভিন্ন উপদেশ অন্তর্গত গুণের বিনিময় করিতে হইবে। [ পঞ্চদশ অধিকরণ ]

বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা প্রকরণে যদি উপাস্য বস্তুর এরূপ উল্লেখ থাকে

যাহাতে বিভিন্ন বিদ্যার উপাস্যবস্তু এক নহে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তখন এই বিভিন্ন বিদ্যার উপাস্যগুলির উল্লিখিত বিভিন্ন গুণসমূহের বিচার দ্বারা ঐ সকল উপাস্যের একত্ব নির্ণয় কর্তব্য এবং তৎপরে একই উপাস্যের একটিতে অনুক্ত গুণগুলি অন্য বিদ্যার অতিরিক্ত গুণ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। [ ষোড়শ অধিকরণ ]

সপ্তদশ অধিকরণে যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কাম্যকর্মে কর্মাঙ্গরূপে উদ্গীথাদি উপাসনার অবশ্যকর্তব্যতা নাই তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে অষ্টাদশ অধিকরণে নিরূপিত হইতেছে যে, বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্ম উপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তার পর যে সময় তাহার গুণের চিন্তা কর্তব্য, সে সময় সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরূপ বা রূপচিন্তাও অবশ্যপ্রয়োজন। উনবিংশ অধিকরণে তৈত্তিরীয় উপনিষদুক্ত দহর-বিদ্যায় নারায়ণই যে সমস্ত পর বিদ্যার উপাস্য পরমব্রহ্ম তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

---
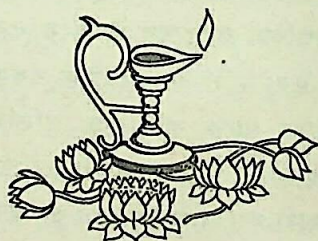
## ( তৃতীয় অধ্যায়ের সার-সংগ্রহের শেষাংশ )

ব্রহ্ম উপাসনায় বিদ্যাত্মক মনশ্চিত অগ্নি অর্থাৎ মনের দ্বারা চয়ন করা মানসিক অগ্নি কর্মাঙ্গরূপ ক্রিয়াত্মক যজ্ঞাগ্নি হইতে যে পৃথক, এ বিষয় পূর্বপক্ষীয় আপত্তি উত্থাপনপূর্বক এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া, সেই সিদ্ধান্ত ২০শ অধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে। ২১শ অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে যে উপাস্য বস্তু ব্রহ্ম উপাসক জীবের শরীরী এবং জীব তাহার শরীর—জীব-সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান উপাসকের থাকা উচিত। ২২শ অধিকরণে, প্রধান যজ্ঞের অঙ্গরূপে উল্লিখিত উদ্গীথাদির সহিত সম্বন্ধ এবং উদ্গীথ উপাসনার বিভিন্ন যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণ করা হইয়াছে। ২৩শ অধিকরণে দ্যুলোক প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার বিধি নিরূপিত হইতেছে। বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যার উপাস্য বস্তু ( ব্রহ্ম ) এবং বিদ্যার ফল এক হইলেও সদ্বিদ্যা, ভূমাবিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বিশ্বানর-বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন নামবিশিষ্ট বিদ্যাসকল যে বিভিন্ন, তাহা হেতু প্রদর্শনপূর্বক ২৪শ অধিকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ২৫শ অধিকরণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য বিকল্পে যে কোন ব্রহ্মবিদ্যা অনুষ্ঠেয় কিন্তু সাংসারিক কাম্যবিষয় প্রাপ্তির জন্য বিশেষ বিশেষ কামনা অনুসারে তত্তৎ অনুগুণ ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান যে বিধেয় তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। অবশেষে ২৬শ অধিকরণে বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ক্রিয়াময় যজ্ঞের সহিত উদ্গীথ অর্থাৎ সামবেদের স্তোত্র বিশেষের পাঠের উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন স্থলে এই উদ্গীথ অবলম্বনে উপাসনার ( ধ্যানের ) বিধান আছে। যে যে স্থলে এই উপাসনার বিধান আছে কেবল সেই সেই স্থলেই উদ্গীথ অবলম্বনে উপাসনা অবশ্য করিতে হইবে। যে স্থলে উপাসনার উল্লেখ নাই সেখানে এইরূপ না

করিলেও চলিবে। এই প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষের নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপনপূর্বক তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে। উদ্গীথ উপাসনাকালে বিভিন্ন স্থলে বিহিত উদ্গীথ উপাসনা-সংশ্লিষ্ট ওঙ্কারাদি বিভিন্ন অঙ্গগুলিরও সমন্বয় করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে—উদ্গীথ উপাসনা (ধ্যান) যজ্ঞের ফলসিদ্ধিতে বিঘ্ন পরিহারপূর্বক তাহাকে বীর্যবত্তর করে বলিয়া এই উদ্গীথ উপাসনা স্বতন্ত্র ফলসাধক কিন্তু যজ্ঞের অঙ্গ নহে, কেবলমাত্র উদ্গীথের গানই যজ্ঞের অঙ্গ। অতএব তত্তৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদ্গীথের গান অবশ্য কর্তব্য নতুবা যজ্ঞের অঙ্গহানি হইয়া যজ্ঞ নষ্ট হইবে। কিন্তু উদ্গীথের ধ্যান বা উপাসনার অনুষ্ঠান যজ্ঞকর্তা ইচ্ছা করিলে না করিতেও পারেন। তাহাতে যজ্ঞ নষ্ট হইবে না, কেবল উদ্গীথ উপাসনার অননুষ্ঠানের জন্য যজ্ঞফলের প্রতিবন্ধক পরিহার হইল না বলিয়া বিলম্বে ফলদান করিবে মাত্র।

---

# চতুর্থ পাদ

উপক্রমণিকা—

তৃতীয় পাদে ব্রহ্মবিদ্যার নাম, উপাস্য, ফল, অনুষ্ঠান বিধি প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের প্রকৃত মর্ম নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল ব্রহ্মবিদ্যা-সম্পর্কিত যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে উক্ত বিষয় অস্পষ্ট বলিয়া সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে অথচ যাহা পূর্ব পাদে আলোচিত হয় নাই সেই বিষয়গুলি এই পাদের প্রথম তিনটি অধিকরণে আলোচিত হইয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব এই চতুর্থ পাদের প্রথম অংশটি তৃতীয় পাদেরই অনুবৃত্তি-স্বরূপ। অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন আশ্রম প্রভৃতিতে বিভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারিদিগের অনুষ্ঠান-বিষয়ক কতকগুলি নির্দেশ, যাহার প্রকৃত মর্ম বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে সেইগুলি, বিচারপূর্বক যথাযথ নিরূপিত হইয়াছে।

## ১—পুরুষার্থ-অধিকরণ (১-২০)

বিদ্যা হইতেই বিদ্যার ফল বা পুরুষার্থ লাভ হয় অথবা বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম হইতে এই ফললাভ হয় তাহা বিচার করিয়া পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক বিদ্যাই যে প্রকৃত পুরুষার্থ লাভের হেতু তাহা এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩।৪।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এই ব্রহ্মবিদ্যা হইতে; পুরুষার্থঃ—মোক্ষ (লাভ হয়); শব্দাৎ—যেহেতু শ্রুতিবাক্য আছে; ইতি—ইহা; বাদরায়ণঃ—বাদরায়ণ নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ—

বাদরায়ণ নামক আচার্য মনে করেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা হইতেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়। (এই বিদ্যা যে কর্মের অঙ্গ সেই কর্ম অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে)। শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈত্তি আন ১ অনু) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" [ পুরুষ সূঃ ] অর্থাৎ মুক্তি লাভের আর অন্য উপায় নাই।

---

২ হইতে ৭ সূত্র পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের আপত্তিপূর্বক পূর্বপক্ষ বলিতেছেন—

**শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥৩।৪।২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শেষত্বাৎ—(ব্রহ্মবিদ্যা) যাগের অঙ্গরূপে যাগের অধীনত্ব হেতু; পুরুষার্থবাদঃ—ইহার মোক্ষ ফলত্ব অর্থবাদ মাত্র (প্রশংসাসূচক বাক্য মাত্র); যজ্ঞের অঙ্গরূপদ্রব্যাদি অন্য পদার্থের যেমন (প্রশংসা করা হয়); ইতি জৈমিনিঃ—ইহার জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ—

জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন যে, যজ্ঞের অঙ্গরূপ বিদ্যা, দ্রব্য প্রভৃতিতে যে মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ ফল শ্রুতি আছে তাহা অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহা কেবল তত্তৎ বস্তুর প্রশংসার জন্যই কথিত। (প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞরূপ কর্মই মোক্ষ-সাধন)। কর্ম-মীমাংসায় যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গগুলিরও এইরূপ প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়।

---

**আচারদর্শনাৎ ॥৩।৪।৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(ব্রহ্মবিদ্‌গণের) আচার-দর্শনাৎ—আচার বা অনুষ্ঠান দর্শনেও (ইহা বুঝা যায়)।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি" ( ছাঃ ৫।১১।৫ ) ( শ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্ অশ্বপতি নামক কেকয়রাজ সমাগত ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন ) হে পূজনীয়গণ সম্প্রতি আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। "কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" ( গীতা ৩।২০ ) অর্থাৎ জনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সব শাস্ত্র-বাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, কর্মই প্রকৃত ফলদাতা কিন্তু কর্মাঙ্গ বিদ্যা নহে।

---

তৎ শ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ—( বিদ্যা যে কর্মের অঙ্গ ) তাহা ; শ্রুতেঃ—শ্রুতি হইতে ( জানা যায় )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি" ( ছাঃ ১।১।১০ ) অর্থাৎ বিদ্যা শ্রদ্ধা এবং উপনিষদ সহযোগে যে অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই অধিকতর বীর্যবান হয়। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে বিদ্যা কর্মের অঙ্গস্বরূপ।

---

সমন্বারম্ভনাৎ ॥৩।৪।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সমন্বারম্ভনাৎ—( মৃত ব্যক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্ম ) উভয়ের অনুগমন-হেতু ( বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তং বিদ্যা-কর্মনী সমন্বারভেতে" (বৃহদা ৪।৪।২) অর্থাৎ বিদ্যা এবং কর্ম উভয়েই সেই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। এই শ্রুতি অনুযায়ী একই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিদ্যা এবং কর্মের (কর্ম-সংস্কারের) অনুগমন ইহা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব ব্যতীত কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব এতদ্দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

---

## তদ্বতো বিধানাৎ ॥৩।৪।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্বতঃ—বিদ্যা সম্পন্ন পুরুষগণের ; বিধানাৎ—কর্মের বিধান হেতু।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"আচার্যকুলাদ্বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে" (ছাঃ ৮।১৫।১) অর্থাৎ গুরু গৃহে যথাবিধি বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এবং গুরুর প্রতি সমস্ত কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পবিত্র দেশে কর্ম করিবে। ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির কর্মের বিধান শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব এতদ্দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব জানা যাইতেছে।

---

## নিয়মাৎ ॥৩।৪।৭॥

নিয়মাৎ—নিয়মিত কর্মানুষ্ঠানের বিধান হইতে (বুঝা যায় যে কর্মই ফলদাতা)।

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"

( ঈশাবাস্য উঃ ২ ) অর্থাৎ মনুষ্য ইহলোকে (নিয়মিত) কর্ম করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপে শ্রুতি আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে নিয়মিত কর্মে নিয়ত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিবার বিধান দেওয়ায় বুঝিতে হইবে যে যাহা কিছু ফল লাভ হয় তাহা বিদ্যা হইতে নহে, কর্ম দ্বারাই। অতএব বিদ্যা কর্মের অঙ্গমাত্র।

---

ইতিপূর্বে কর্মের ফলপ্রদত্ব এবং বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বরূপ যে পূর্বপক্ষ কথিত হইল অতঃপর সেই মতটি খণ্ডিত হইয়া বিদ্যাই যে পরমপুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

**অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—পূর্ব-সিদ্ধান্তের নিষেধবাচক শব্দ; অধিকোপদেশাৎ—জীবের অতিরিক্ত পুরুষকে ( পরমাত্মা ও পরমব্রহ্মকে ) শ্রুতিতে উপাস্যরূপে উপদেশহেতু; বাদরায়ণস্য এবং—বাদরায়ণের এই প্রকার মত ( বিদ্যাই মোক্ষদায়ক এই অধিকরণের ১ম সূত্রে কথিত হইয়াছে ); তদ্দর্শনাৎ—এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সরলার্থ—

"তু" শব্দ দ্বারা জৈমিনির মতের ( কর্মের মোক্ষসাধকত্ব এবং বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব ) আপত্তি করিতেছেন। জীব হইতে অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং উপাস্য বস্তু যে পরম ব্রহ্ম সে বিষয়ে ভূরি ভূরি শ্রুতিবাক্য প্রমাণ আছে এবং এই প্রমাণের প্রধানতম হেতুই বিদ্যা। অতএব এই শাস্ত্রগত বিদ্যার দ্বারা যখন জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং জীবের উপাস্য পরম ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায় তখন বিদ্যাই যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় তাহা সুনিশ্চিত। যথা, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক (১।১।৪) শ্রুতিবাক্য—"তদৈক্ষত বহু স্যাং

প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত” (ছাঃ ৬।২।৩) অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু হইব, বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিব, তিনি তেজ সৃজন করিলেন। “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (মু ১।১।৯) যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ্; “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি” (তৈত্তিঃ আনঃ ৪) অর্থাৎ যিনি বাক্য এবং মনের অগোচর সেই ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া জীব (সংসারমুক্তির জন্য) কোনরূপ ভয় করে না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য। অতএব এই ব্রহ্মবিদ্যাই জীবের পরমার্থ সাধক।

---

এই অধিকরণের অতঃপর সূত্রসমূহে পূর্বপক্ষের অনুকূলে দর্শিত হেতুগুলির (আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম ইত্যাদির) খণ্ডন করিতেছেন—

## তুল্যং তু দর্শনম্ ॥৩।৪।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু; দর্শনম্ তুল্যং—(বিদ্যাসম্পন্নগণের আচারের অভাবরূপ দর্শনও) আচার দর্শনের সমান।

সরলার্থ—

পূর্বে ৩।৪।৩ সূত্রে ব্রহ্মবিদ্গণের কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিগত বিদ্যাকে যে কর্মাঙ্গ বলিয়া উপপন্ন করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কারণ, ব্রহ্মবিদ্ পুরুষদিগের কর্মানুষ্ঠানের অভাবও শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—শ্রুতি, “ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে”—অর্থাৎ, কাবষেয় ঋষিগণ বলিয়াছিলেন কিসের জন্য আমরা অধ্যয়ন করিব, কিসের জন্যই বা যজ্ঞ করিব? (অর্থাৎ আমরা যজ্ঞরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিব না)। অতএব ব্রহ্মবিদ্গণেরও যখন কর্মত্যাগ দৃষ্ট হয় তখন বিদ্যা কখনই কর্মাঙ্গ হইতে পারে না।

---

পূর্বপক্ষের অনুকূলে ৩।৪।৪ সূত্রে বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বের যে হেতুটি উল্লেখ করা হইয়াছে অতঃপর সূত্রে তাহা খণ্ডিত হইতেছে।

## অসার্ব্বত্রিকী ॥৩।৪।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অসার্বত্রিকী—( কোন কোন শ্রুতিতে বিদ্যা-সহযোগে কর্মের বিধান আছে ), বিদ্যার এই সহকারিত্বের নিয়ম সর্বত্র নহে।

সরলার্থ—

"যাহাই বিদ্যার সহিত করা যায়" ( ছাঃ ১।১।১০ ) এই শ্রুতিতে বিদ্যার সহকারিত্বের যে উল্লেখ আছে সেটী কেবল উদ্গীথ বিদ্যার বোধক মাত্র, সমস্ত বিদ্যার নহে। অতএব সাধারণভাবে সমস্ত বিদ্যাকে কর্মাঙ্গ বলিতে পারা যায় না।

---

পূর্বপক্ষের ৩।৪।৫ সূত্রটি অতঃপর সূত্রে খণ্ডিত হইতেছে।

## বিভাগঃ শতবৎ ॥৩।৪।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিভাগঃ—( অধিকার ভেদে ) জ্ঞানানুষ্ঠান এবং কর্মানুষ্ঠানের ভেদ; শতবৎ—যেমন শতকের।

সরলার্থ—

যেমন "ভূমি ও রত্ন বিক্রেতার জন্য দুইশত মুদ্রা" বলিলে ভূমির বিক্রেতার জন্য একশত এবং রত্নবিক্রেতার জন্য একশত, এইরূপ পৃথক ভাবে শতদ্বয়ের সম্বন্ধ যেমন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ "বিদ্যা ও কর্ম তাহার অনুগমন করে" এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে বিদ্যা তাহার নিজের ফল দিবার জন্য তাহার অনুগমন এবং কর্মও পৃথকভাবে ফল দিবার জন্য

তাহার অনুগমন করে। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।

---

অতঃপর সূত্রে পূর্বপক্ষের ৩।৪।৬ সূত্র খণ্ডন করিতেছেন।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥৩।৪।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অধ্যয়নমাত্রবতঃ—কেবল অধ্যয়নসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে।

সরলার্থ—

এই অধিকরণের ষষ্ঠ সূত্রে পূর্বপক্ষকর্তৃক উদ্ধৃত "বেদ অধ্যয়ন করিয়া ...ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্যে, যে সব ব্যক্তি কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত বেদবিদ্যাসম্পন্ন নহে তাহাদের সম্বন্ধেই গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ এবং কর্মের বিধান করা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহার দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

---

অতঃপর দুইটি সূত্রে, এই অধিকরণের সপ্তম সূত্রে উল্লিখিত পূর্ব-পক্ষের যুক্তিটি খণ্ডন করিতেছেন।

নাবিশেষাৎ ॥৩।৪।১৩

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ন—যুক্তিযুক্ত নহে; অবিশেষাৎ—যেহেতু (নিয়মিত কর্মানুষ্ঠানের বিধান) বিশেষ করিয়া জ্ঞানী সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই।

সরলার্থ—

সপ্তম সূত্রে "মনুষ্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা শতায়ু হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই উদ্ধৃত শ্রুতিটিতে যে সর্ববিধ ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠানের অবশ্য

কর্তব্যতা তাহা প্রতিপন্ন হয় নাই। কারণ, "বিদ্বান পুরুষ" এইরূপ বিশেষ কোন শব্দ তাহাতে নাই। সুতরাং বিদ্বান পুরুষের পক্ষে ইহা অবশ্যকর্তব্য নহে। ইহার দ্বারা বিদ্যার কর্মাঙ্গত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

---

অতঃপর সূত্রে, সপ্তম সূত্রে উদ্ধৃত ঈশাবাস্যে "মনুষ্য ইহলোকে কর্ম করিতে করিতেই শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই শ্রুতি-বাক্যের প্রকৃত অর্থ বলিতেছেন—

**স্তুতয়েঽনুমতির্বা** ॥৩।৪।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বা—নিশ্চয়ার্থবোধক শব্দ; স্তুতয়ে অনুমতিঃ—প্রশংসার নিমিত্ত (কর্মের) অনুমতি।

সরলার্থ—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি ইত্যাদি" (ঈশাঃ ২) শ্রুতিবাক্যটি যে বিদ্যার প্রকরণে পঠিত আছে তাহার উপক্রমে "ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্" অর্থাৎ এই সমস্তই ঈশ্বরকর্তৃক ব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে—এইরূপ বিদ্যার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে এই ঈশ্বর-ব্যাপ্তিরূপ প্রকরণে পঠিত 'কুর্বন্নেব' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও ব্যাপ্তিরূপ এই বিদ্যার প্রশংসার জন্যই সর্বদা কর্মানুষ্ঠানের অনুমতির বিধান করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে সর্বত্র ঈশ্বর-ব্যাপ্তিরূপ এই চিন্তার এতই মহিমা যে সর্বদা কর্ম করিলেও এইরূপ বিদ্বান পুরুষ কর্মে লিপ্ত হন না। এই প্রকরণের উপসংহার-বাক্যও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেছে। অতএব বিদ্যা কখনও কর্মাঙ্গ হইতে পারে না।

---

পূর্ব সূত্র অবধি পূর্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়া অবশিষ্ট ৬টি সূত্রে অন্যান্য যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক কর্মের বিদ্যাঙ্গত্ব খণ্ডন এবং বিদ্যার মোক্ষ-সাধকত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন।

## কামকারেণ চৈকে ॥৩।৪।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একে—কোন কোন শাখীরা; কামকারেণ—স্বেচ্ছানুসারে; চ—(গৃহত্যাগের উপদেশও দিয়াছেন)।

সরলার্থ—

উপরন্তু কোন কোন শাখীরা বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গৃহত্যাগের উপদেশও দিয়া থাকেন। যথা—"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" (বৃহদারণ্যক) অর্থাৎ আমরা সন্তান দ্বারা কি করিব যাহার দ্বারা আমাদের অভীষ্ট এই আত্মলোক লাভ করা যায় না।

---

## উপমর্দ্দং চ ॥৩।৪।১৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

উপমর্দ্দং—(লৌকিক কর্মের) উচ্ছেদক বলিয়াও বিদ্যা কর্মের অধীন বা অঙ্গ নহে।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মুণ্ড ২।২।৮)

অর্থাৎ—

সেই পরাবর ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়ের সমস্ত অবিদ্যা গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া সমস্ত সংশয় নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার কর্মরাশিও ক্ষয় প্রাপ্ত

হয়। যদি বিদ্যা কর্মের অঙ্গ বা অধীন হয় তাহা হইলে এইরূপ শ্রুতি-বাক্য কখনো সঙ্গত হয় না।

---

## ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥৩।৪।১৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ—ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম হইতেও (বিদ্যার কর্মাঙ্গত্বের অনুপপত্তি) ; শব্দে হি—শ্রুতিবাক্য দ্বারা নিশ্চয়ই (জানা যায়)।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ( বৃহদারণ্যক উঃ ) অর্থাৎ প্রব্রাজিগণ ( সন্ন্যাসীগণ ) এই আত্মলোক লাভের জন্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাস আশ্রমে কর্মানুষ্ঠানের অসদ্ভাব এবং ব্রহ্মবিদ্যার সদ্ভাব দেখা যায়। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা যজ্ঞরূপ কর্মের অঙ্গ বা অধীন হইতে পারে না।

---

## পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥৩।৪।১৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য মনে করেন। পরামর্শম্—( সন্ন্যাস আশ্রমে যজ্ঞরূপ কর্মত্যাগ ) অনুবাদমাত্র অর্থাৎ কেবল উল্লেখ মাত্র, বিধি নহে ; হি—যেহেতু ; অচোদনাৎ—এতৎসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যে বিধিপ্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়া দ্বারা বিধির নির্দেশ নাই ; অপবদতি—শ্রুতি নৈষ্কর্মের নিন্দা করিতেছেন।

সরলার্থ—

জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে সন্ন্যাস আশ্রমের অস্তিত্বজ্ঞাপক

শ্রুতিবাক্য কেবল অনুবাদ বা উল্লেখ মাত্র, কিন্তু বিধি নহে, কারণ এই শ্রুতিবাক্যে বিধিপ্রত্যয়যুক্ত কোন ক্রিয়াপদ দেখা যায় না। উপরন্তু এই সন্ন্যাস আশ্রমের নৈষ্কর্মকে শ্রুতিবাক্য নিন্দা করিয়াছেন যথা—"বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ( যজু ১ কা ৫ প্র ২ অণু ) অর্থাৎ যে লোক অগ্নি পরিত্যাগ করে সে দেবতাগণের বীর্য হানি করে। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

**অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনুষ্ঠেয়ং—(গৃহস্থ-আশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাস আশ্রমও) অবশ্যই অনুষ্ঠেয় ; বাদরায়ণঃ—ইহা বাদরায়ণ নামক আচার্য ( মনে করেন ) ; সাম্যশ্রুতেঃ—যেহেতু গৃহস্থ-আশ্রম প্রতিপাদক শ্রুতি এবং সন্ন্যাস-আশ্রম প্রতিপাদক শ্রুতি উভয়েই তুল্যরূপে বর্তমান।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে যেরূপ গৃহস্থাশ্রম প্রতিপাদক বাক্য আছে সেইরূপ সন্ন্যাস-আশ্রম প্রতিপাদক বাক্যও আছে। অতএব, এ বাক্যও কেবল সন্ন্যাস-আশ্রমের অনুবাদমাত্র বা উল্লেখ মাত্র হইতে পারে না। যেমন, গৃহস্থাশ্রম যেরূপ অবশ্য পালনীয় সন্ন্যাসাশ্রমও সেইরূপ পালনীয়। ইহাই বাদরায়ণ নামক আচার্যের মত।

---

ইতিপূর্বে অনুবাদ-পক্ষ খণ্ডন করিয়া উর্দ্ধরেতা বা সন্ন্যাস আশ্রমের সদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে। অতঃপর সূত্রে এই আশ্রমের বিধিবোধকত্বও সমর্থিত হইতেছে।

**বিধির্বা ধারণবৎ ৩।৪।২০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিধিঃ—বিধানবোধক ; বা—নিশ্চয়ই ; ধারণবৎ—কর্মকাণ্ডোক্ত ধারণ-শ্রুতির ন্যায়।

সরলার্থ—

কর্মকাণ্ডে অগ্নিহোত্র প্রকরণে শ্রুতি বলিতেছেন "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি"—এই বাক্যে 'অনুদ্রবেৎ' এই ক্রিয়াটি বিধিলিঙ্ প্রত্যয়যুক্ত কিন্তু 'ধারয়তি' ক্রিয়াটি বিধিলিঙ প্রত্যয়ান্ত নহে। তথাপি এই "ধারয়তি" পদটি বিধির যে নির্দেশ দিতেছে, ইহা সুনিশ্চিত। সেইরূপ সন্ন্যাস-আশ্রমসম্বন্ধীয় "ত্রয়োধর্মস্কন্ধাঃ" (ছাঃ ২।২৩।১) এই শ্রুতিবাক্যে যদিও বিধিলিঙ্ প্রত্যয়ান্বিত কোন শব্দ নাই তথাপি ইহাকে বিধিবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব সন্ন্যাস-আশ্রমী ঊর্দ্ধরেতাদের সম্বন্ধেও ব্রহ্মবিদ্যার বিধান থাকা প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং বিদ্যা কর্মাঙ্গ নহে এবং বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে কর্ম হইতে নহে।

পুরুষার্থ অধিকরণ সমাপ্ত

———

অতঃপর দুইটি অধিকরণে বিদ্যার অঙ্গরূপ বাক্য যাহা কেবল স্তুতি মাত্র বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে তাহা যে কেবল স্তুতিবাক্য নহে কিন্তু বিধিবাক্য:তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

## ২—স্তুতিমাত্র-অধিকরণ ( ২১-২২ )

যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি বিষয়ে রসতমত্ব প্রভৃতির চিন্তা যে কেবল প্রশংসা মাত্র নহে কিন্তু যথার্থ, তাহাই এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইতেছে।

**স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্বত্বাৎ ॥৩।৪।২১॥**

( শ্রুতিতে উদ্গীথকে রসতমরূপে যে নির্দেশ তাহা ) স্তুতিমাত্রম্—

কেবলমাত্র প্রশংসাত্মক ; উপাদানাৎ—যেহেতু (যজ্ঞের অঙ্গরূপে উদ্‌গীথকে গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে) উপাদান বা নির্দেশ রহিয়াছে ; ইতি চেৎ—ইহা যদি শঙ্কা হয় ; ন—তাহা হইতে পারে না ; অপূর্ব্বত্বাৎ—যেহেতু এইরূপ রসতমত্বাদি গুণ এই প্রথম কথিত হইল অতএব বিধি, অনুবাদ নহে।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ……যদুদ্গীথঃ" ( ছাঃ ১।১।৩ ) অর্থাৎ যাহা 'উদ্‌গীথ' নামে পরিচিত তাহা হইতেছে সমস্ত রসের সারভূত সর্বোৎকৃষ্ট। এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই উদ্‌গীথকে ( বেদের একটি স্তোত্রবিশেষকে ) যখন যজ্ঞরূপ কর্মের অঙ্গরূপে উল্লিখিত করা হইয়াছে, তখন ইহাতে রসতমত্বাদি চিন্তা বাস্তব হইতে পারে না—ইহা কেবল প্রশংসাসূচক মাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, উদ্‌গীথবিষয়ে রসতমত্বাদির যে নির্দেশ তাহা অশ্রুতপূর্ব অর্থাৎ তাহা এই শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রথম জানা যায়। যদি পূর্বে জানা থাকিত তাহা হইলে দ্বিতীয়বারের উক্তি স্তুতির উদ্দেশ্যে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। অতএব ক্রিয়াময় যজ্ঞে বীর্যবত্ত্বাদি ফল-সাধনের জন্য উদ্‌গীথাদি বিষয়ে রসতমত্বাদি চিন্তাই বিধেয় এবং ন্যায়সঙ্গত।

---

## ভাবশব্দাচ্চ ॥৩।৪।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভাবশব্দাৎ চ—"উদ্‌গীথকে উপাসনা করিতে হইবে" এইরূপ স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য হইতেও ( উদ্‌গীথের রসতমত্বাদিগুণ স্বীকার্য )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিয়াছেন, "উদ্‌গীথমুপাসীত" অর্থাৎ উদ্‌গীথকে উপাসনা

করিবে। এই স্পষ্টাক্ষরে উদ্‌গীথ বিষয়ে উপাসনার উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, উদ্‌গীথের রসতম প্রভৃতি চিন্তা কেবলমাত্র প্রশংসাসূচক নহে কিন্তু বাস্তব।

স্তুতিমাত্র-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—পারিপ্লব-অধিকরণ ( সূত্র ২৩-২৪ )

শ্রুতিতে গল্পরূপে কথিত যে সকল আখ্যায়িকা আছে সেগুলি যে কেবল গল্পচ্ছলে কথিত নয় কিন্তু বিদ্যার প্রশংসার্থেই তাহা এই অধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে।

### পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥৩।৪।২৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পারিপ্লবার্থা*—পরিপ্লবরূপে কথিত; ইতি চেৎ—ইহা যদি বল; ন—না, তাহা হইতে পারে না; বিশেষিতত্বাৎ—যেহেতু বিশেষরূপে নির্দেশ আছে।

সরলার্থ—

উপনিষদে কতকগুলি উপাখ্যান আছে যথা—আরুনি-শ্বেতকেতুর উপাখ্যান ( ছান্দোগ্য ), প্রতর্দ্দনের উপাখ্যান ( কৌষীতকী )—এই সব উপাখ্যান বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে যে, ইহা অশ্বমেধাদি যজ্ঞে রাজাকে শুনাইবার জন্য আখ্যানের ন্যায় গল্পচ্ছলে ( পারিপ্লবরূপে ) কথিত। এতদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা বলা যায় না। কারণ, কোন্ উপাখ্যানগুলি কোন্ যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে, প্রত্যেক যজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ

---

* পারিপ্লব—এই শব্দটি কর্মকাণ্ডের একটি পারিভাষিক শব্দ। অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্র পরিজন সহিত রাজাকে বিবিধ গল্প শোনাইবার বিধান আছে। এই গল্পগুলিকে পরিপ্লব বলে।

বিশেষ নির্দেশ আছে। সুতরাং তদ্ভিন্ন উপনিষদের অন্যান্য উপাখ্যানগুলি যজ্ঞের সময় বলিতে হইবে এইরূপ কোন নির্দেশ না থাকায় সেগুলি তত্তৎ বিদ্যার প্রশংসাসূচক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

## তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥৩।৪।২৪॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তথা চ—সেইরূপও ; একবাক্যোপবন্ধাৎ—বিদ্যার উদ্দেশ্যের সহিত আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য এক বলিয়াও (এই আখ্যায়িকাগুলি বিদ্যার প্রশংসাসূচক)।

**সরলার্থ—**

উপনিষদে কোন একটি বিদ্যার সহিত যে উপাখ্যানটি কথিত হইয়াছে সে বিদ্যার উপদেশ এবং উপাখ্যানের কথন এই উভয়েরই উদ্দেশ্য এক, বিদ্যার মহিমা প্রকাশ করা (একবাক্যতা)। অতএব বিদ্যা সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকাগুলি প্রশংসাসূচক, পারিপ্লবিক নহে।

পারিপ্লব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—অগ্নীন্ধনাদি-অধিকরণ ( সূত্র ২৫ )

ইতিপূর্বে এই পাদের ১ম অধিকরণে সন্ন্যাসীদিগেরও আশ্রম সদ্ভাব সমর্থিত হইয়াছে। এখন সন্ন্যাসীদের কর্মময় যজ্ঞে অধিকার না থাকিলেও যে কর্মাঙ্গরূপ বিদ্যাতে অধিকার আছে, তাহাই নিরূপিত হইতেছে।

## অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥৩।৪।২৫॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অতএব চ—( সন্ন্যাস আশ্রমে যজ্ঞাঙ্গরূপ কেবল বিদ্যার উপদেশ

আছে ) অতএব ও ; অগ্নীন্ধনাদি অনপেক্ষা—অগ্নিস্থাপনপূর্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই।

সরলার্থ—

সন্ন্যাস আশ্রমে যজ্ঞাঙ্গরূপ কেবল বিদ্যার উপদেশ আছে। অতএব অগ্নিস্থাপনপূর্বক অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই। যজ্ঞাদি কর্ম না করিয়াও তাহার অঙ্গরূপে যে বিদ্যার উপদেশ আছে তাহারা সেই বিদ্যারই অধিকারী।

অগ্নীন্ধনাদি অধিকরণ সমাপ্ত

---

পূর্বোক্ত অধিকরণে সন্ন্যাস আশ্রমের উপযুক্ত সাধকদের ক্রিয়াময় যজ্ঞের যে আবশ্যকতা নাই তাহা প্রতিপাদন করিয়া অতঃপর দুইটি অধিকরণে গৃহস্থাশ্রমীদের এই যজ্ঞের অবশ্য অনুষ্ঠেয়তা এবং শমদমাদির আবশ্যকতার বিষয় উপদেশ দিতেছেন—

## ৫—সর্বাপেক্ষা-অধিকরণ ( সূত্র ২৬ )

গৃহস্থের পক্ষেও এই বিদ্যা এবং তৎসহ ক্রিয়াময় যজ্ঞ উভয়েরই যে উল্লেখ আছে এই অধিকরণে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

**সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥৩।৪।২৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সর্ব্বাপেক্ষা চ—( গৃহস্থগণের পক্ষে ) যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মের আবশ্যকতা ও ; যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ—যেহেতু শ্রুতিতে বিদ্যা অনুশীলনের সহিত যজ্ঞাদিরও উল্লেখ আছে ; অশ্ববৎ—যেরূপ অশ্বচালনায় করা কর্তব্য।

সরলার্থ—

গৃহস্থাশ্রমীদের পক্ষে বিদ্যাসিদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সমস্ত

ক্রিয়াময় যজ্ঞের অপেক্ষা আছে, কারণ শ্রুতিতে এই যজ্ঞাদিকেও বিদ্যার অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে হইলে তদুপযোগী অশ্বের সাজসরঞ্জাম লাগাইতে হয়, এ স্থলেও সেইরূপ বিদ্যাসাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে তৎসহ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের আবশ্যকতা আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—শমদমাদ্যাধিকরণ ( সূত্র ২৭ )

গৃহস্থগণেরও যে শমদমাদি সংযমের আবশ্যকতা আছে তাহা এই অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

**শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধে-**
**স্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তথাপি তু—গৃহস্থাশ্রমী বহিরিন্দ্রিয় ব্যাপারে নিরত থাকিলেও ; শমদমাদি-উপেতঃ স্যাৎ—শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য ; তদ্ বিধেঃ তদ্ অঙ্গতয়া—যেহেতু এই বিধেয় বিদ্যার অঙ্গরূপে ; তেষাম্ অপি—এই শমদমাদিও ; অবশ্য-অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ—অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

সরলার্থ—

গৃহস্থকে যদিও চিত্তের একাগ্রতানাশক বহিরিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে নিরত থাকিতে হয়, তথাপি তাহাকে শম ( মনঃ সংযম ) দম ( বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম ) প্রভৃতির সাধনা করিতে হইবে। কারণ, বিদ্যার অঙ্গরূপে এই শমদমাদির সাধনও অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

শমদমাদি অধিকরণ সমাপ্ত

---

শ্রুতি-আদি শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারী পুরুষদের আহারশুদ্ধি প্রয়োজন। এই অধিকরণে বলিতেছেন যে তাহা হইলেও যখন অনাহারে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয় তখন শাস্ত্রে দুষ্ট অন্ন ভোজনেরও বিধি আছে।

## ৭—সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ ( সূত্র ২৮-৩১ )

এই অধিকরণে বিশুদ্ধ আহারের বিধি এবং যথেচ্ছ আহারের নিষেধ শাস্ত্রের প্রমাণ সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে অনশনে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে তখন সর্বপ্রকার অন্নেরই ভক্ষণে শাস্ত্রের অনুমতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

**সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রাণাত্যয়ে—প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইলে ; সর্ব্বান্ন-অনুমতিঃ চ—সর্বপ্রকার অন্ন ভক্ষণের অনুমতিও ; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু এইরূপ দেখা যায়।

**সরলার্থ—**

ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ১।১০।৩ ) একটি উপাখ্যানে আছে যে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণরক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী চাক্রায়ণ ঋষি মাহুতের উচ্ছিষ্ট মাসকলাই ভক্ষণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া প্রাণ-রক্ষার পর তখন তিনি আর মাহুতের উচ্ছিষ্ট জল পান করেন নাই। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে অন্নপানাদি বিষয়ে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অবশ্য পালনীয় হইলেও প্রাণরক্ষার জন্য এই বিধিনিষেধ অতিক্রম করা যায়।

---

## অবাধাচ্চ ॥৩।৩।২৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অবাধাৎ চ—কেবল প্রাণরক্ষার জন্য ( সর্বান্নভক্ষণ ) শ্রুতিবাক্যের আহারশুদ্ধির প্রতিবন্ধক নহে।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে আছে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ( ছাঃ ৭।২৬।২ ) অর্থাৎ আহারশুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাবিষয়ক দৃঢ় ধারণা হয়। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যে আহারশুদ্ধির বিধান রহিয়াছে তাহার সার্থকতা রক্ষার জন্য কেবল আপৎকালে সর্বান্ন ভক্ষণের অনুমতি শাস্ত্রে দেখা যায়।

## অপি স্মর্যতে ॥৩।৪।৩০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপি স্মর্যতে—স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ—

স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ দেখা যায়। যথা—

"প্রাণ সংশয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" [মনু ১০।১০৪]

অর্থাৎ—

যে ব্যক্তি প্রাণসংশয় অবস্থায় যে কোন স্থান হইতে অন্ন ভক্ষণ করে সে ব্যক্তি পদ্মপত্রে জলের ন্যায় পাপ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না।

---

## শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥৩।৪।৩১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এই জন্য ; শব্দঃ চ—শ্রুতিবাক্যও ; অকামকারে—( আহার বিষয়ে ) স্বেচ্ছাচারিতার নিষেধ করিতেছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতিও আহার বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতার নিষেধ করিতেছেন, যথা—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবতি পাপ্মনা নোৎসৃজা" ইতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাপ স্পর্শ ভয়ে সুরা পান করিবে না। অতএব এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে সর্বান্ন ভোজনের অনুমতি কেবল আপৎকালের জন্য।

সর্বান্নানুমতি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—বিহিতত্ব-অধিকরণ ( ৩২-৩৫ )

এই অধিকরণে গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানের উপকারিতা বর্ণিত হইতেছে।

### বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩।৪।৩২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিহিতত্বাৎ চ—শাস্ত্রে বিধান থাকায়ও; আশ্রমকর্ম্মাপি—আশ্রমোচিত কর্মও ( অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ( তৈত্তি ৫ অনু ) অর্থাৎ যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে। শাস্ত্র যখন সর্বপ্রকার আশ্রমীদের জন্যই এই যজ্ঞাদি কর্মের বিধান দিয়াছেন তখন গৃহস্থের পক্ষে ( মোক্ষার্থ বিদ্যা সাধন না করিলেও ) এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্তব্য।

---

### সহকারিত্বেন চ ॥৩।৪।৩৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সহকারিত্বেন চ—( এই সকল যজ্ঞ ) বিদ্যার সহকারীরূপেও ( নির্দিষ্ট হইয়াছে )।

সরলার্থ—

বিদ্যা-প্রকরণে শ্রুতিবাক্য বিদ্যার অঙ্গরূপে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলনকারী গৃহস্থও বিদ্যাঙ্গ-রূপে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যথা শ্রুতিবাক্য—"তমেতং বেদা-নুবচনেন যজ্ঞেন" (তৈত্তি ৫ অনু) অর্থাৎ ইহাকে বিদ্যা এবং যজ্ঞের দ্বারা জানিবে।

---

## সর্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩।৪।৩৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(বিদ্যার উপকারক হিসাবে এবং আশ্রমানুযায়ী কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে) সর্বথা অপি—সর্বপ্রকারেই ; তে—যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল ; (একঃ) এব—একই ; উভয়লিঙ্গাৎ—শ্রুতিতে বিদ্যাঙ্গরূপে এবং আশ্রমাঙ্গরূপে, এই উভয়রূপে উল্লেখ থাকায়।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে বিদ্যার অঙ্গরূপে এবং আশ্রমোচিত কর্তব্যের অঙ্গরূপে এই উভয়রূপে উল্লেখ থাকায় যজ্ঞাঙ্গরূপ কর্ম বিদ্যার উপকারকই হোক্ আর আশ্রমোচিত সাধারণ কর্মের অঙ্গই হোক সর্বত্র একই প্রকার।

---

## অনভিভবং চ দর্শয়তি ৩।৪।৩৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনভিভবং চ—বিদ্যার সিদ্ধিতে বাধার প্রতিবন্ধকরূপেও ; দর্শয়তি—শ্রুতি নির্দেশ দিতেছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "ধর্মেণ পাপং অপনুদতি (তৈঃ নাঃ ৫ অনু) অর্থাৎ

ধর্মের দ্বারা ( যজ্ঞানুষ্ঠানে ) পাপ নষ্ট হয় অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন যে পাপ হইতে বিদ্যা উৎপত্তির বাধা হয় সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে প্রত্যহ বিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে যে বিদ্যা এবং আশ্রম উভয় স্থানে যজ্ঞাদি কর্ম অভিন্ন একরূপই।

বিহিতত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—বিধুর-অধিকরণ ( ৩৬-৩৯ )

ইতিপূর্বে নিরূপিত হইল যে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি চতুরাশ্রমবাসীদের সকলের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এবং তত্তৎ আশ্রমীয় ধর্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক। এক্ষণে যদিও গৃহস্থাদি আশ্রমচতুষ্টয়বাসী অনাশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তথাপি অনাশ্রমবাসীদেরও যে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এই অধিকরণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে।

**অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩।৪।৩৬॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তু—এই শব্দটি আশঙ্কানিবারক ; অন্তরা চ—আশ্রমচতুষ্টয়ের বহির্ভূত 'বিধুর' প্রভৃতি দিগেরও ; অপি—নিশ্চয় ( ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে ) ; তৎ দৃষ্টেঃ যেহেতু সেইরূপ দেখা যায়।

**সরলার্থ—**

যাহারা এই চতুরাশ্রমের বহির্ভূত সেই সকল অনাশ্রমী লোকদেরও নিশ্চয় ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। যেহেতু রৈক্ব ভীষ্ম প্রভৃতি আশ্রম-রহিত ব্যক্তিগণের ব্রহ্মবিদ্যায় নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

## অপি স্মর্যতে ॥৩।৪।৩৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপি স্মর্যতে—( মনুস্মৃতি প্রভৃতি ) স্মৃতি শাস্ত্রও এই কথা বলিতেছেন।

সরলার্থ—

মনুস্মৃতি বলিতেছেন—"জপ্যেনাপি চ সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়। কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" ( মনু ২।৮৭ ) অর্থাৎ লোক আর কিছু করুক আর না করুক কেবলমাত্র তাহার মৈত্রী থাকিলে অর্থাৎ সর্বত্র মিত্রভাবাপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। এই ব্রাহ্মণ কেবল জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। 'সংসিধ্যেদ্' এই শব্দে জপ প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার সিদ্ধি বুঝিতে হইবে।

---

## বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩।৪।৩৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিশেষ-অনুগ্রহঃ চ—( তপস্যা প্রভৃতি ) অনাশ্রমি-ধর্মবিশেষ দ্বারা উপকারও সাধিত হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যেৎ" ( প্রশ্ন ১।১০ ) অর্থাৎ তপস্যা ব্রহ্মচর্য শ্রদ্ধা এবং বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে। এতদ্বারা শ্রুতি তপস্যা প্রভৃতি ধর্মের অনুষ্ঠানও ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

---

**অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩।৪।৩৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; অতঃ—এই অনাশ্রমীদের অপেক্ষা ; ইতরৎ—অন্যটি আশ্রমিত্বটি ; জ্যায়ঃ—শ্রেষ্ঠ ; লিঙ্গাৎ চ—যেহেতু শাস্ত্রে তদ্‌বোধক প্রমাণ আছে।

সরলার্থ—

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ"—দ্বিজ ( ব্রাহ্মণ ) একদিনও অনাশ্রমী হইয়া থাকিবে না। এই বাক্য হইতে বুঝা যায় অনাশ্রমী অপেক্ষা আশ্রমীই উত্তম।

বিধুর-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১০—তদ্‌ভুত-অধিকরণ ( ৪০-৪৩ )

যে সব ব্রহ্মচারীরা বরাবর আচার্যগৃহে বাস করেন তাহাদিগকে 'নৈষ্ঠিক' ব্রহ্মচারী বলা হয়, যাহারা গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদ অধ্যয়ন সমাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে তাহাদের 'উপকুর্বাণ' ব্রহ্মচারী বলা হয়। এই নৈষ্ঠিক, ব্রহ্মচর্য বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হ'ন তাহাদিগের কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় যে অধিকার নাই তাহা এই অধিকরণে নিরূপিত হইতেছে।

**তদ্‌ভুতস্য তু নাতদ্‌ভাবো জৈমিনেরপি**
**নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৩।৪।৪০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু ; তদ্‌ভূতস্য—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমনিষ্ঠদিগের ; অতদ্‌ভাবঃ চ—আশ্রম ত্যাগ নিষিদ্ধ ; জৈমিনেঃ—ইহা জৈমিনি ঋষির

মত ; তদ্রূপ অভাবেভ্যঃ অপি—উক্ত আশ্রমধর্ম ত্যাগের নিষেধবাচক শাস্ত্র হইতেও ; নিয়মাৎ—এই নিয়ম জানা যায় বলিয়া।

সরলার্থ—

শাস্ত্র বলিতেছেন—"ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্" (ছাঃ ২।২৩।১), "অরণ্যমিয়াৎ, ততো ন পুনরেয়াৎ" "সন্ন্যস্যাগ্নিং ন পুনরাবর্তয়েৎ" অর্থাৎ "আচার্যগৃহবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী চিরজীবন গুরুগৃহে বাস করিবেন," "অরণ্যে গমন করিলে ( বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ) সেখান হইতে আর ফিরিবে না," "অগ্নি ত্যাগ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ হইবে না,"—এই সব বাক্যে, নৈষ্ঠিক বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমীদের তত্তৎ আশ্রম ত্যাগ নিষিদ্ধ প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহা যে কেবল বৈদান্তিকদের সিদ্ধান্ত তাহাই নহে পরন্তু কর্মমীমাংসক জৈমিনিরও ইহা সিদ্ধান্ত।

---

**ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥৩।৪।৪১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চ—এবং ; আধিকারিকম্ অপি চ—জৈমিনীর "অধিকার-লক্ষণে" ব্রতভ্রষ্টদিগের বিষয়ে যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে ; ন—( পূর্বোক্ত নৈষ্ঠিক আশ্রমত্যাগীদের পক্ষে তাহা ) প্রযোজ্য নহে ; পতনানুমানাৎ—তাহাদের পতনবোধক স্মৃতিবাক্য হইতে ; তদ্ অযোগাৎ—প্রায়শ্চিত্তের অসঙ্গতির জন্য।

সরলার্থ—

স্মৃতি বলিতেছেন—

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥" (অগ্নি পু ১৬।৫।২৩)

অর্থাৎ—

যে ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে চ্যুত হয় সে আত্মঘাতী, কারণ, এইরূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতেছি না যাহা দ্বারা সে বিশুদ্ধ হইতে পারে। এই পতনবোধক স্মৃতি অনুসারে বুঝা যায় যে পূর্বোক্ত লোকদিগের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নহে। অতএব ভ্রষ্ট নৈষ্ঠিক আদিদিগের জৈমিনীয় অধিকার-লক্ষণে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

---

**উপপূর্ব্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্** ॥৩।৪।৪২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একে—(ব্রতচ্যুত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের মধ্যে) কেহ কেহ ; উপপূর্ব্বম্ অপি—উপপাতক হইলেও (মহাপাতক নহেন) ; ভাবম্—( প্রায়শ্চিত্তের) সম্ভাব আছে ; অশনবৎ—( নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্বাণ উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষেই ) মধু পানের নিষেধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার ন্যায় ) ; তদুক্তম্—তাহা কথিত আছে।

সরলার্থ—

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসঙ্গরূপ পতন মহাপাতক নহে, উপাপাতক মাত্র। ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন যে, মধুসেবনাদির নিষেধ এবং তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত যেমন নৈষ্ঠিক এবং উপকুর্বাণ উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রযোজ্য সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য স্খলনে প্রায়শ্চিত্ত উভয় প্রকার ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রযোজ্য। তবে যে প্রায়শ্চিত্ত নাই বলিয়া শাস্ত্রে বলা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য এই যে যাহাতে পতন না হয় তজ্জন্য এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

**বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তু—কিন্তু; উভয়থাপি—( উপপাতকই হোক আর মহাপাতকই হোক ), উভয় প্রকারই; বহিঃ—ব্রহ্মবিদ্যার বহির্ভূত; স্মৃতেঃ—স্মৃতি বাক্য হইতে; আচারাৎ চ—এবং সাধুদিগের আচরণ হইতে ( ইহা বুঝা যায় )।

সরলার্থ—

তু শব্দ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতেছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর এই পতন উপপাতকই হোক্ আর মহাপাতকই হোক্, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারের বহির্ভূত যেহেতু স্মৃতি বলিতেছেন যে ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং সাধুগণও ইহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করেন।

তদ্‌ভূত-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১১—স্বামি-অধিকরণ ( ৪৪-৪৫ )

এই অধিকরণে নির্ণয় করিতেছেন যে যদিও যজ্ঞ যজমানের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তথাপি যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যার প্রকৃত অধিকারী এই যজমান নহে কিন্তু যজ্ঞের পুরোহিত।

**স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৩।৪।৪৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বামিনঃ—যজ্ঞস্বামীর অর্থাৎ যজমানের ( যজ্ঞে এবং যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যার অধিকার ); ফলশ্রুতেঃ—যেহেতু ইহাদেরই ফল প্রাপ্তির কথা শুনা যায়; ইতি আত্রেয়ঃ—ইহা আত্রেয় আচার্য মনে করেন।

সরলার্থ—

আত্রেয় আচার্য মনে করেন যে, যজ্ঞস্বামীর অর্থাৎ যজমানের যজ্ঞে এবং যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যায় প্রকৃত অধিকার থাকা উচিত, কারণ ইহারাই ফল ভোগ করে এইরূপ শুনা যায়। এই সূত্রটি পূর্বপক্ষ।

---

**আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৩।৪।৪৫**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আর্ত্বিজ্যম্—(অঙ্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন) ঋত্বিকের বা পুরোহিতের কর্ম; ইতি ঔড়ুলোমি—ঔড়ুলোমি নামক আচার্য ইহা মনে করেন; তস্মৈ—যেহেতু এই কর্ম সম্পাদনের জন্য; হি পরিক্রীয়তে—নিশ্চয়ই এই ঋত্বিক বা পুরোহিতকে যজমান ক্রয় করিয়া থাকেন।

সরলার্থ—

ঔড়ুলোমি নামক আচার্য মনে করেন যে অঙ্গের সহিত যজ্ঞ সম্পাদন ঋত্বিক বা পুরোহিতের কর্ম। কারণ, এই কর্ম সম্পাদনের জন্য নিশ্চয়ই ঋত্বিক বা পুরোহিতকে যজমান ক্রয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাহাকে দক্ষিণা প্রভৃতি দান করিয়া থাকেন। অতএব যজ্ঞানুষ্ঠান যখন ঋত্বিকেরই করণীয় তখন যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ উপাসনাদিও সেই ঋত্বিক বা পুরোহিতেরই সম্পাদনীয়, যজমানের নহে।

স্বামি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১২—<u>সহকার্য্যন্তরবিধি-অধিকরণ</u> ( সূঃ ৪৬-৪৮ )

গৃহস্থাদি সমস্ত আশ্রমীদের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য 'মৌনবৃত্তি' যে একটি সহকারী উপায় তাহাই এই অধিকরণে নিরূপণ করিতেছেন।

**সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥৩।৪।৪৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তদ্বতঃ—ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারীদিগের পক্ষে ; সহকার্য্যন্তরবিধিঃ—'মৌনবৃত্তি' সহকারী উপায়দিগের অন্যতম ; বিধি-আদিবৎ—যজ্ঞ-দান, শ্রবণ-মননরূপ বিধির ন্যায় ; তৃতীয়ং—বৃহদারণ্যকোক্ত 'পাণ্ডিত্য' এবং 'বাল্য' শব্দের পরে তৃতীয় শব্দরূপে 'মৌন' শব্দটির বিধান আছে। পক্ষেণ—যেহেতু প্রকৃষ্ট মননশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে (মুনি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ" (বৃহদা ৩।৫।১), অর্থাৎ অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া বাল্যের ন্যায় সরলতাযুক্ত হইয়া এবং পাণ্ডিত্যের জন্য বীতস্পৃহ হইয়া মুনি অর্থাৎ মননশীল হইবেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তদ্বান্ অর্থাৎ বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তির বিদ্যাসিদ্ধির জন্য যজ্ঞাদি বিধি এবং শ্রবণ মননাদি বিধির ন্যায় মৌনবৃত্তিও অপর একটি সহকারী সাধন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পাণ্ডিত্য বাল্য এবং মৌন—এই তিনটি সাধনই পৃথকভাবে বিদ্যাসিদ্ধির সহকারীরূপে সিদ্ধ হইতেছে।

---

**কৃৎস্নভাবাত্তু, গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩।৪।৪৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

কৃৎস্নভাবাৎ—চারিটি আশ্রমেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের অধিকার থাকায় ; তু—কিন্তু ; গৃহিণা—(ছান্দোগ্যোক্ত শ্রুতিবাক্যে) গৃহস্থের বিদ্যা-অধিকারের উল্লেখ ; উপসংহারঃ—সর্ব আশ্রমের অধিকারের উপসংহাররূপ।

সরলার্থ—

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে "ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করিয়া মোক্ষলাভ করিবে"। এই বাক্যে যদিও কেবল গৃহীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তথাপি বুঝিতে হইবে যে সকল আশ্রমীর পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার বুঝাইবার জন্যই এইরূপ গৃহস্থাশ্রমের উল্লেখ। যখন গৃহস্থাশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে তখন অন্য তিনটি আশ্রমে যে এই অধিকার থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৩।৪।৪৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

মৌনবৎ—( বিদ্যার সহকারীরূপে সন্ন্যাসাশ্রমে ) যেমন মৌনবৃত্তির উপদেশ আছে ; ইতরেষাম্ অপি—সেইরূপ অপর তিনটি আশ্রমেরও ( যজ্ঞাদি কর্ম বিদ্যার সহকারীরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে ) ; উপদেশাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে।

সরলার্থ—

বিদ্যার সহকারীরূপে সন্ন্যাসাশ্রমে যেমন মৌনবৃত্তির উপদেশ আছে, সেইরূপ অপর তিনটি আশ্রমেরও যজ্ঞাদি কর্ম বিদ্যার সহকারীরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে কারণ শ্রুতিতে এইরূপ নির্দেশ দেখা যায়।

সহকার্য্যন্তরবিধি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৩—অনাবিষ্কার-অধিকরণ ( সূত্র ৪৯ )

বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতিবাক্যে ( ৩।৫।১ ) ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন—এই বাল্য শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তাহাই এই অধিকরণে নিরূপণ করিতেছে।

### অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥৩।৪।৪৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অনাবিষ্কুর্বন্—নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া ; অন্বয়াৎ—যেহেতু এই গুণের সহিত বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ।

**সরলার্থ—**

বৃহদারণ্যকোক্ত এই সম্পর্কিত শ্রুতিবাক্যে 'বাল্য' শব্দে যথেচ্ছাচারিতা চপলতা, জ্ঞান গৌরবাদির অভিমান প্রকাশ না করা প্রভৃতি বাল্যকালের সমস্ত স্বভাবের সম্বন্ধের অভিপ্রায়, অথবা কেবল জ্ঞান গৌরবাদির অভিমান প্রকাশ না করা এই গুণটিতে সম্বন্ধ নিরূপণই অভিপ্রায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে 'বাল্য' শব্দে দম্ভাদি-রাহিত্য গুণেরই সম্বন্ধ বুঝাইতেছে যেহেতু এই গুণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

অনাবিষ্কার-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৪—ঐহিক-অধিকরণ ( সূঃ ৫০ )

এই অধিকরণে, প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকেই যে সকাম প্রাপক-বিদ্যাসিদ্ধির ফলরূপ স্বর্গাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে তাহা কথিত হইতেছে।

### ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধেঃ, তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৫০॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ঐহিকম্—( স্বর্গাদি প্রাপক বিদ্যার ফলসিদ্ধি ) ইহকালেই হইয়া থাকে ; অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধেঃ—অনুষ্ঠিত কর্মের অপর কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে ; তদ্দর্শনাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপই দেখা যায়।

**সরলার্থ—**

শ্রুতিতে আছে যে কর্মাঙ্গরূপ উদ্গীথাদি বিদ্যা কর্মসিদ্ধির প্রতিবন্ধক

বিদূরিত করিয়া ফল প্রাপ্তির শক্তি বাড়াইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গাদি ফল লাভের জন্য যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে এবং তৎসিদ্ধিতে প্রতিবন্ধক থাকে। এইজন্য এই সূত্রে বলিতেছেন অপর কোন বিশেষ কর্ম প্রতিবন্ধকরূপে না থাকিলে ইহকালে বিদ্যার পরক্ষণেই ফলসিদ্ধি হয়। অন্য প্রতিবন্ধক কর্ম থাকিলে এই প্রতিবন্ধক কর্মের ফলপ্রদান শেষ হইলে তৎপরে বিদ্যাজনিত স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়।

ঐহিক-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১৫—মুক্তিফল-অধিকরণ ( সূঃ ৫১ )

পূর্ব অধিকরণে অভ্যুদয়-ফলজনক বিদ্যার ফলের কথা বলিয়া এই অধিকরণে মুক্তি-ফলজনক বিদ্যার কথা বলিতেছেন যে প্রতিবন্ধক না থাকিলে এই জন্মেই মুক্তিজনক ফলদায়ী বিদ্যার সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

**এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৩।৪।৫১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এবং—পূর্বোক্ত স্বর্গাদি ফলের ন্যায়; মুক্তিফল-অনিয়মঃ—মুক্তি ফলের সম্বন্ধেও নিয়ম এক নহে; তদবস্থা-অবধৃতেঃ—যেহেতু এইরূপ ব্যবস্থা অবধারিত আছে; তদবস্থা-অবধৃতেঃ—এই শব্দটি অধ্যায় সমাপ্তির জন্য দ্বিরুক্তি।

সরলার্থ—

যে বিদ্যার ফল মুক্তি তাহা উপযুক্ত সাধনার দ্বারা ইহজন্মেই সিদ্ধ হইতে পারে, যদি প্রতিবন্ধক রূপ অন্য কোন কর্ম থাকে তবে সেই কর্মফল ভোগের অন্তে অন্য জন্মে এই বিদ্যার সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব স্বর্গাদি অভ্যুদয়রূপ ( পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন ) ফলদায়ক বিদ্যার ন্যায় মুক্তিফলদায়ক বিদ্যাও যে ইহা জন্মেই সিদ্ধ হইবে সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই।

---

## চতুর্থ পাদের সার-সংগ্রহ :—

এই পাদে ১৫টি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অধিকরণে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে পূর্ব পাদে অনুক্ত কতকগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তৎপরে ১টি অধিকরণে এই ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারিটি আশ্রমবাসীদের প্রত্যেকের কাহার কিরূপ অধিকার, এই অনুশীলনকালে কাহার কিরূপ আচরণ বিধেয় তাহা নিরূপণ করিয়া অবশিষ্ট ২টি অধিকরণে সকাম বিদ্যার ফল এবং মুক্তি-ফলদায়ক বিদ্যার ফলসিদ্ধির সময় নিরূপিত হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যাই প্রকৃত পুরুষার্থ লাভের হেতু, বিদ্যারূপ অঙ্গবিশিষ্ট কর্ম হইতে পুরুষার্থ লাভ হয় না। প্রথম অধিকরণে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধিকরণে বিদ্যাবিষয়ক কতকগুলি বাক্য যাহা কেবল স্তুতিমাত্র বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে, তাহা যে কেবল স্তুতিবাক্য নহে কিন্তু বিধিবাক্য, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, সন্ন্যাসীদের কর্মময় যজ্ঞে অধিকার না থাকিলেও কর্মাঙ্গরূপ বিদ্যাতে তাহাদের অধিকার আছে। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধিকরণে গৃহস্থাশ্রমীদের পক্ষে ক্রিয়াময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং শম দম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সংযম সাধনা অবশ্য কর্তব্য কারণ বিদ্যার অঙ্গরূপ যজ্ঞাদি এবং শম দমাদির সাধন অবশ্য করণীয় বলিয়া শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে। শ্রুতি আদি শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনকারী পুরুষদের আহারশুদ্ধি প্রয়োজন। এই নির্দেশ থাকিলেও যখন অনাহারে প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয় তখন শাস্ত্রে দুষ্ট অন্ন ভক্ষনেরও বিধি আছে।
[ ৭ম অধিকরণ ]

অতঃপর ৮ম অধিকরণে গৃহস্থের পক্ষে আশ্রমোচিত কর্মানুষ্ঠানের উপকারিতার বিষয় নানারূপ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এইভাবে ইতিপূর্বে নিরূপিত হইল যে গৃহস্থাশ্রম প্রভৃতি চতুরাশ্রম-বাসীদের সকলের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে এবং তত্তৎ আশ্রমীয় ধর্মগুলিও ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইতেছে যে যদিও গৃহস্থাদি আশ্রমচতুষ্টয়বাসী অনাশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তথাপি অনাশ্রমবাসীদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। [ ৯ম অধিকরণ ]

যে সব ব্রহ্মচারীরা যাবজ্জীবন আচার্য গৃহে বাস করেন তাহাদিগকে 'নৈষ্ঠিক' এবং যাহারা গুরু গৃহে বাস করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন তাহাদিগকে 'উপকুর্বাণ' ব্রহ্মচারী বলা হয়। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম হইতে যাহারা চ্যুত হন তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। [ ১০ম অধিকরণ ]

সাধারণভাবে দেখিলে মনে হয় যে, যজ্ঞ যজমানের মঙ্গলার্থেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞাঙ্গ বিদ্যার প্রকৃত অধিকারী হইতেছে এই যজ্ঞের পুরোহিত, যজমান নহে। [ ১১শ অধিকরণ ]

অতঃপর দ্বাদশ অধিকরণে গৃহস্থাদি সমস্ত আশ্রমীদের পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভে মৌনবৃত্তি যে একটি সহকারী উপায় তাহা নানাবিধ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকোক্ত একটি শ্রুতিবাক্য আছে (৩।৫।১)—"ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য সম্পন্ন হইয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন"। এই বাক্যে 'বাল্য' শব্দটীতে যে দম্ভাদিরাহিত্য গুণের সম্বন্ধ বুঝাইতেছে তাহাই ত্রয়োদশ অধিকরণে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

চতুর্দশ অধিকরণে—প্রতিবন্ধক না থাকিলে সকাম বস্তু-প্রাপক বিদ্যার সিদ্ধি হইলে যে ইহজন্মেই ফলরূপ স্বর্গাদি প্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং পঞ্চদশ অধিকরণে—প্রতিবন্ধক অভাবে এই জন্মেই যে মুক্তিজনক বিদ্যার সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ মুক্তিলাভও ইহজন্মেই হয় এবং জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না তাহাই বিশদরূপে নির্ণীত হইয়াছে। পরন্তু যদি প্রারব্ধ শেষ না হইয়া থাকে তবে বিদ্যাসিদ্ধ হইলেও প্রারব্ধকে বিনাশ পর্যন্ত জন্ম-গ্রহণ করিতে হয় ( যেমন বশিষ্ঠাদি )।

## তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

---

# চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মলাভের উপায়রূপ ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার সাধন প্রণালী বিচারিত হইয়াছে। এখন চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্বাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপগত সংশয় ভঞ্জন করা হইয়াছে, তৎপরে বিদ্যাফল এবং মোক্ষ সম্বন্ধে বিচারপূর্বক নিরূপণ করা হইয়াছে।

## প্রথম পাদ

উপক্রমণিকা—

এই পাদের প্রথম ১২টি সূত্রে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনকালে উপাসক আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিবে এবং পূর্বাধ্যায়োক্ত প্রাণবিদ্যা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ব্রহ্মবিদ্যার প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি প্রতীকাদিকে উপাসক কিরূপে ভাবনা করিবে তাহাই বিচারিত হইয়াছে। অতএব এই ১২টি সূত্র পূর্বাধ্যায়ের শোধক বা পূরক। অবশিষ্ট অংশে উপাসনা সিদ্ধ হইলে উপাসক এই দেহেই কিরূপ অবস্থা লাভ করে সেই বিষয়গুলি মীমাংসিত হইয়াছে। বিদ্যাফল সিদ্ধ হইলে উপাসকের তৎপূর্বকালীন পাপ পুণ্য যে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং পরবর্তী পাপ যে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তাহাই কথিত হইয়াছে।

### ১—আবৃত্তি-অধিকরণ ( সূঃ ১-২ )

এই অধিকরণে, ফলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত উপাসনা যে বারংবার অনুষ্ঠেয় তাহাই নিরূপিত হইয়াছে।

**আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।১।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( উপাসনার ) আবৃত্তিঃ—বারবার অনুষ্ঠান ( কর্তব্য ); অসকৃৎ উপদেশাৎ—বহুবার অনুষ্ঠানের উপদেশ হেতু।

সরলার্থ—

বেদান্তে উল্লেখ আছে—"ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্" (তৈত্তি আন ১।১) অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ; "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেতাশ্ব ৩।৮) অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিলে মৃত্যু হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই উপাসনাত্মক 'বেদন' শব্দে একবার মাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মকে জানিলে মুক্তি হয় না, যে পর্যন্ত না ফললাভ হয়, বারংবার উপাসনা কর্তব্য তাহাই এই সূত্রে বলিতেছেন। শ্রুতিবাক্যই এই সিদ্ধান্তের কারণ, যথা—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃহদা ২।৪।৫) অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ধ্যান করিবে। ধ্যান এবং উপাসনা একার্থবোধক শব্দ। ফলে 'বেদন' শব্দও ধ্যান এবং উপাসনা শব্দের সহিত একার্থবোধক।

---

## লিঙ্গাচ্চ ॥৪।১।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

লিঙ্গাৎ চ—স্মৃতিবাক্য হইতেও (এইরূপ বুঝা যায়)।

সরলার্থ—

স্মৃতিবাক্য হইতেও বুঝা যায় যে ফললাভ না হওয়া পর্যন্ত বেদন বা উপাসনা বারংবার অনুষ্ঠেয়। যথা—

তদ্রূপ-প্রত্যয়ে চৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈর্নিষ্পাদ্যতে তথা ॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৯১)

অর্থাৎ—

বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য হইয়া একমাত্র উপাস্য বিষয়ে নিরন্তর চিন্তার

নাম ধ্যান। এই ধ্যান, আসন নিয়মাদি ছয়টি অঙ্গ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আবৃত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—আত্মত্বোপাসনা-অধিকরণ ( সূত্র ৩ )

উপাসনাকালে উপাসক পরমব্রহ্মকে নিজের ( জীবাত্মার ) আত্মারূপে উপাসনা করিবে—ইহা নিরূপিত হইয়াছে।

**আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৪।১।৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

( উপাসনাকালে ) তু—কিন্তু ; আত্মা ইতি—( ব্রহ্মকে উপাসকের ) আত্মারূপে ( চিন্তা করিবে ) ; উপগচ্ছন্তি—যেহেতু জীবাত্মা এবং ব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধই স্বাভাবিক ; গ্রাহয়ন্তি চ—শ্রুতিবাক্যও তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।

**সরলার্থ—**

জীবাত্মা যেরূপ দেহের আত্মা ব্রহ্মও সেইরূপ জীবের আত্মা, এইজন্য উপাসনাকালে ব্রহ্মকে জীবের আত্মা এবং জীবকে ব্রহ্মের শরীর এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। কারণ জীব এবং ব্রহ্মের এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধই স্বাভাবিক। শ্রুতিও এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন। "য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তর......" ( কাণ্বশাখীয় বৃহদাঃ ৩।৭।২২ ) অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থান করেন এবং আত্মারও আন্তর বস্তু।

আত্মত্বোপাসনা-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—প্রতীক-অধিকরণ ( সূত্র ৪-৫ )

প্রাণবিদ্যা প্রভৃতি প্রতীক-উপাসনায়* এই প্রাণ মন প্রভৃতি প্রতীক বস্তুকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর্তব্য—ইহাই এই অধিকরণে বলিতেছেন—

**ন প্রতীকে ন হি সঃ ॥৪।১।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রতীকে—( প্রতীক উপাসনার সময় ) প্রতীকে ( প্রতীকবস্তুর অন্তরাত্মারূপে ) ; ন—চিন্তনীয় নহে ; সঃ—( যেহেতু এই প্রতীক ) স্বয়ং পরমাত্মা ; ন হি—নিশ্চয় নহে।

সরলার্থ—

'মনকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবে' ইত্যাদি প্রতীক উপাসনাস্থলে মনের ( এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য প্রতীকবস্তুর ) অন্তর্যামীরূপ ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে চিন্তা বা উপাসনা করিবে না। কারণ প্রতীক উপাসনায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা উপাস্যই নহে কিন্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে ইন্দ্র মন প্রভৃতি অনাত্ম পদার্থই উপাস্যরূপে উপাসনীয়।

---

**ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৪।১।৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( ইন্দ্র প্রাণ সূর্য প্রভৃতি প্রতীক বস্তুকে ) ব্রহ্ম-দৃষ্টিঃ—ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর্তব্য ( ব্রহ্মকে তত্তৎ প্রতীক বুদ্ধিতে নহে ) ; উৎকর্ষাৎ—যেহেতু ব্রহ্ম প্রতীক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু।

---

* প্রতীক-উপাসনা—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ( তত্তৎ বস্তুর অন্তর্যামীরূপ ব্রহ্মবস্তুতে নহে ) ইন্দ্র প্রাণ অগ্নি প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তাপূর্বক যে উপাসনা করা হয় তাহাকে প্রতীক-উপাসনা বলে। এই সম্পর্কে ইন্দ্রাদি বস্তুকে প্রতীক বলা হয়।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিয়াছেন, সূর্যকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। এস্থলে ব্রহ্মই যে সূর্য এইরূপ চিন্তা অনুচিত। সূর্যকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তা কর্তব্য। কারণ উৎকৃষ্ট বস্তুকে ( ব্রহ্মবস্তুকে ) নিকৃষ্ট বস্তুরূপে চিন্তা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে, ইহা মর্যাদার হানিকর। পরন্তু নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুরূপে চিন্তাই যুক্তিযুক্ত। যেমন রাজাকে ভৃত্যভাবে চিন্তা করা অপরাধজনক কিন্তু ভৃত্যকে রাজারূপে জ্ঞান অপরাধজনক নহে উপরন্তু মঙ্গলজনক হইতে পারে।

প্রতীক-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—আদিত্যাদিমতি-অধিকরণ ( সূত্র ৬ )

যেহেতু আদিত্য উদ্‌গীথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু সেইজন্য যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি উপাসনাকালে উদ্‌গীথকে উপাস্যবস্তু আদিত্য বলিয়া চিন্তা করিবে কিন্তু তদ্‌বিপরীতরূপে নহে—এই অধিকরণে তাহাই বলিতেছেন।

**আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ** ॥৪।১।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( উদ্‌গীথাদি উপাসনাকালে ) অঙ্গে—যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি প্রভৃতিতে ; আদিত্যাদিমতয়ঃ চ—আদিত্য প্রভৃতিরূপে চিন্তাও ( কর্তব্য ) ; উপপত্তেঃ—যেহেতু তাহাই যুক্তিযুক্ত।

সরলার্থ—

যেহেতু আদিত্য উদ্‌গীথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু সেইজন্য যজ্ঞাঙ্গ উদ্‌গীথাদি উপাসনাকালে উদ্‌গীথকে উপাস্য বস্তু আদিত্য বলিয়া চিন্তা

করিবে. কিন্তু তদ্‌বিপরীতরূপে নহে অর্থাৎ আদিত্যকে উদ্‌গীথ বলিয়া নহে অর্থাৎ আদিত্যকে উদ্‌গীথ বলিয়া নহে।

আদিত্যাদিমতি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—আসীন-অধিকরণ ( সূত্র ৭-১১ )

উপাসনাকালে চিত্তের একাগ্রতার জন্য উপযুক্ত আসন দেশ ও কালের প্রয়োজনীয়তা এই অধিকরণে নির্দিষ্ট হইতেছে।

### আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৪।১।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আসীনঃ—( উপাসনাকালে আসনে ) উপবিষ্ট থাকা কর্তব্য ; সম্ভবাৎ—যেহেতু এইরূপ অবস্থায় উপাসনা সম্ভব।

সরলার্থ—

আসনে উপবিষ্ট না হইলে চিত্তের একাগ্রতা সম্ভব হয় না। দণ্ডায়মান বা শয়ান অবস্থায় উপাসনা সম্ভব নহে।

---

### ধ্যানাচ্চ ॥৪।১।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ধ্যানাৎ চ—উপাসনা নিদিধ্যাসনাত্মক অর্থাৎ ধ্যানস্বরূপ বলিয়াও।

সরলার্থ—

উপাসনায় যখন ধ্যান বা একাগ্রচিত্তে পুনঃপুনঃ চিন্তনের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আসন যখন এই একাগ্রতার একান্ত সহায়ক তখন উপাসনাকালে আসনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

---

## অচলত্বং চাপেক্ষ্য ॥৪।১।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অচলত্বং অপেক্ষ্য চ—এই নিশ্চলত্ব গুণকে লক্ষ্য করিয়াই ( পৃথিবী কর্তৃক ধ্যানের উল্লেখ আছে )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন "ধ্যায়তীব পৃথিবী ইত্যাদি" ( ছাঃ ৭।৬।১ ) অর্থাৎ ( নিশ্চল ) পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে। অতএব নিশ্চলত্ব ধ্যানের সহায়ক এবং সেইজন্য ধ্যানের সময় আসনের প্রয়োজন।

---

## স্মরন্তি চ ॥৪।১।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মরন্তি চ—স্মৃতিশাস্ত্রও ( এই কথা বলিতেছেন )।

সরলার্থ—

গীতাও ধ্যানকালে আসনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিতেছেন। যথা—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" ( গীঃ ৬।১১) অর্থাৎ পবিত্র দেশে স্থির আসনে উপবিষ্ট হইয়া।

---

## যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥৪।১।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যত্র-একাগ্রতা—যে দেশে বা যে কালে চিত্তের একাগ্রতা হয়; তত্র—সেইখানে ( উপাসনা কর্তব্য ); অবিশেষাৎ—যেহেতু এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ দেশ এবং কালের উল্লেখ নাই।

সরলার্থ—

যে দেশে বা যে কালে চিত্তের একাগ্রতা হয় সেইখানে উপাসনা কর্তব্য। কারণ, এতদ্ব্যতীত কোন বিশেষ দেশ অথবা কালের উল্লেখ নাই।

আসীন-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—আপ্রয়াণ-অধিকরণ ( সূত্র ১২ )

মোক্ষলাভের জন্য যাবজ্জীবন উপাসনা কর্তব্য—ইহাই এই অধিকরণে নির্দেশ দিতেছেন। এই অধিকরণটী প্রথম অধিকরণের পোষকস্বরূপ।

**আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্** ॥৪।১।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আ-প্রয়াণাৎ—মৃত্যুকাল পর্যন্ত ( উপাসনার অনুষ্ঠান কর্তব্য ); তত্র অপি—শ্রুতিতেও ; হি দৃষ্টম্—ইহাই দেখা যায়।

সরলার্থ—

উপাসনার ফলরূপ মোক্ষলাভের জন্য যাবজ্জীবন ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য। যেহেতু শ্রুতিও এইরূপ নির্দেশ দিতেছেন। যথা—"স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" ( ছাঃ ৮।১৫।১ ) সে যাবজ্জীবন এইভাবে অতিবাহিত করিলে ( জীবনান্তে ) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

আপ্রয়াণ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—তদধিগম-অধিকরণ ( সূত্র ১৩ )

বিদ্যা-সাধনে সিদ্ধি হইলে পূর্ববর্তী পাপ ও পুণ্যের নাশ এবং উত্তর

কালের পাপ-পুণ্যের অসংস্পর্শ হয়—ইহাই এই অধিকরণে এবং ইহার পরবর্তী অধিকরণে নিরূপিত হইতেছে।

**তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ, তদ্ব্যপদেশাৎ ॥৪।১।১৩॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

তদধিগমে—বিদ্যালাভ সম্পন্ন হইলে ; উত্তরপূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষ-বিনাশৌ—তৎপূর্ববর্তী পাপের বিনাশ এবং তদুত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ হয় ; তদ্ ব্যপদেশাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ নির্দেশ আছে।

**সরলার্থ—**

বিদ্যালাভ সিদ্ধ হইলে পূর্বকালীন পাপের বিনাশ এবং উত্তরকালীন পাপের অসংস্পর্শ হয়, কারণ শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—"তদ্‌যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ( ছাঃ ৪।১৪।৩ ) অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলের ন্যায় এবম্বিধ জ্ঞানী পুরুষে পাপের সংশ্লেষ হয় না। পুনশ্চ—"তদ্‌যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্‌মানঃ প্রদূয়ন্তে" ( ছাঃ ৫।২৪।৩ ) অর্থাৎ তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয় এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগের সমস্ত পাপও সেইরূপ দগ্ধ হইয়া যায়।

তদধিগম-অধিকরণ সমাপ্ত

——

## ৮—ইতরাধিকরণ ( সূত্র ১৪ )

এই অধিকরণের উদ্দেশ্য পূর্বাধিকরণে কথিত হইয়াছে।

**ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥৪।১।১৪॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ইতরস্য অপি—অন্যেরও, (পুণ্যেরও) ; এবম্—এইরূপ ; অসংশ্লেষঃ—অসম্বন্ধ ; তু—কিন্তু ; পাতে—দেহপাতের পর।

সরলার্থ—

ব্রহ্মবিদ্যা-উপাসকদের দেহপাতের পর পুণ্যেরও বিনাশ হইয়া থাকে। পাপের সহিত পার্থক্য এই যে, পাপেরক্ষয় এবং অসংস্পর্শ হয় দেহের বর্তমানকালেই কিন্তু পুণ্যের দেহত্যাগের পর। যথা শ্রুতিবাক্য—"তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে" (কৌষী ১।৪), তখন (দেহত্যাগের পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করে।

ইতর-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—অনারব্ধকার্য-অধিকরণ (সূত্র ১৫)

যে সকল পাপ-পুণ্যের ফলভোগের কার্য আরম্ভ হয় নাই অর্থাৎ অনারব্ধ প্রারব্ধ কর্ম, এই বিদ্যালাভের পর কেবল তাহারাই বিনষ্ট হয়। কিন্তু যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই প্রারব্ধ কর্ম শরীর পতন না হওয়া পর্যন্ত ভোগ করিতে হয়—ইহাই এই অধিকরণে উপদেশ দিতেছেন।

**অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥৪।১।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পূর্ব্বে—পূর্বোক্ত পুণ্য ও পাপগুলি ; অনারব্ধকার্য্যে—যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই ; এব তু—কেবল সেইগুলিই (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর নষ্ট হয়) ; তদবধেঃ—যেহেতু শরীরপাত পর্যন্ত (প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ করিতে হয়)।

সরলার্থ—

পূর্বোক্ত পুণ্যপাপগুলি, যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই কেবল

ফললাভের সহায়ক হয়। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত কর্মও কর্মান্তর দ্বারা প্রতিহত হইয়া থাকে।

অগ্নিহোত্রাদি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১১—ইতরক্ষপণ-অধিকরণ ( সূঃ ১৯ )

প্রারব্ধ (যে অংশটির ভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে) পাপ-পুণ্য কেবল ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হয়—এই অধিকরণে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

**ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥৪।১।১৯॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

ইতরে—পুণ্য-পাপের ফলভোগরূপ যে সকল কর্ম আরব্ধ হইয়াছে তাহাদের ; তু—কিন্তু ; ভোগেন ক্ষপয়িত্বা—ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া ; অথ—তৎপরে ; সম্পদ্যতে—ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

**সরলার্থ—**

পুণ্য-পাপের ফলভোগরূপ যে সকল কর্ম আরব্ধ হইয়াছে তাহাদের ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া তৎপরে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যথা শ্রুতিবাক্য—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে।"

---

## প্রথম পাদের সার-সংগ্রহ—

এই পাদে ১১টি অধিকরণ আছে, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি ব্রহ্মবিদ্যার ও তাহার সাধন প্রণালীর আলোচনা রূপ তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবৃত্তিস্বরূপ। প্রথম এবং ষষ্ঠ অধিকরণে এই ব্রহ্মবিদ্যা যে জীবনান্ত পর্যন্ত পুনঃপুনঃ অনুশীলন কর্তব্য তাহা নিরূপিত হইয়াছে। ২য় অধিকরণে উপাসক

উপাসনাকালে শরীররূপী নিজ আত্মাকে শরীরীরূপী পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবে এই উপদেশ দিয়া তৃতীয় এবং চতুর্থ অধিকরণে বলিতেছেন যে, প্রতীক-উপাসনাকালে প্রতীক বস্তুটিই প্রকৃত উপাস্য বস্তু, সেইজন্য তখন প্রতীক বস্তুকেই ব্রহ্ম চিন্তা কর্তব্য কিন্তু তত্তৎ প্রতীক বস্তুর অন্তর্যামীরূপী ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে চিন্তা কর্তব্য নহে। এই প্রতীক উপাসনার প্রতীক বস্তু অপকৃষ্ট বলিয়া উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবস্তুকে উপাস্য প্রতীক বস্তুরূপে চিন্তা করিতে নিষেধপূর্বক এই সকল প্রতীক বস্তুকেই ব্রহ্মরূপে চিন্তার বিধান দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম-উপাসনার জন্য চিত্তের একাগ্রতার প্রয়োজনীয়তা এবং এই একাগ্রতার জন্য উপযুক্ত আসনে উপবেশন এবং উপযোগী দেশে কালে বাসের প্রয়োজনীয়তা পঞ্চম অধিকরণে উপদিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম হইতে একাদশ অধিকরণে বিদ্যানিষ্ঠ পুরুষের আরব্ধ পাপপুণ্যরূপ কর্ম এবং আরব্ধ পাপপুণ্যরূপ কর্মের পরিণতি কি হয় তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অধিকরণে ব্রহ্মবিদ্যা-নিষ্পন্ন পুরুষের ফলসিদ্ধির পূর্বকালীন আরব্ধ পাপ এবং পুণ্যের বিনাশ এবং উত্তরকালীন পাপ পুণ্যের অসংস্পর্শ প্রতিপাদিত হইয়াছে। একাদশ অধিকরণে, পুণ্য পাপ এবং প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহারা যে কেবল ভোগের দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দশম অধিকরণে অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়ক বলিয়া উহার অনুষ্ঠেয়ত্ব বিহিত হইয়াছে।

———

## দ্বিতীয় পাদ

এই পাদে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহান্তে দেহত্যাগের প্রণালী বা উৎক্রমণ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

### ১—বাক্-অধিকরণ ( সূঃ ১-২ )

জ্ঞানীর দেহত্যাগের সময় বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যে মনেতে প্রথম মিলিত হন, তাহাই এই অধিকরণে প্রতিপন্ন হইতেছে।

**বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥৪।২।১॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বাক্—বাগিন্দ্রিয় ; মনসি—মনেতে ( মিলিত হয় ) ; দর্শনাৎ—যেহেতু ইহাই দেখা যায় ; শব্দাৎ চ—শাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন।

সরলার্থ—

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগের সময় প্রথমে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মনেতে সংযুক্ত হয়, কারণ মৃত্যুকালে মনের পূর্ব্বেই যে বাক্ আদি ইন্দ্রিয়ের বিলোপ হয় তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় এবং শ্রুতিও ইহাই বলিতেছেন, যথা—"অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে, মনঃ প্রাণে, প্রাণস্তেজসি, তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ( ছান্দোগ্য ৬।৮।৬ ), অর্থাৎ হে সৌম্য, এই পুরুষের মৃত্যুকালে তাহার বাক্যও মনেতে মিলিত হয়, মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে এবং তেজ আবার পরদেবতায় মিলিত হয়।

---

**অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥৪।২।২॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ—এই হেতু ; সর্বাণি এব—অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই ; অনু—বাগিন্দ্রিয়ের পর লয় প্রাপ্ত হয়।

সরলার্থ—

উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে বাগিন্দ্রিয়ের পর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যথাক্রমে মনেতে মিলিত হয়।

বাক্-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—মনঃ-অধিকরণ ( সূঃ ৩ )

এই অধিকরণে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত এই মনও আবার যে প্রাণের সহিত সম্মিলিত হয় তাহাই কথিত হইতেছে।

**তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৪।২।৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ—সেই; মনঃ—মন; প্রাণে—প্রাণেতে (মিলিত হয়); উত্তরাৎ—পরবর্তী শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে আছে "মনঃ প্রাণে" অর্থাৎ মন প্রাণে মিলিত হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বাগাদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত মন প্রাণের সহিত মিলিত হয়।

মনঃ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—অধ্যক্ষ-অধিকরণ ( সূঃ ৪ )

ইন্দ্রিয় এবং মনসংযুক্ত প্রাণ যে দেহের অধ্যক্ষ বা অধিপতি জীবে মিলিত হয় তাহা এই অধিকরণে প্রতিপাদ্য বিষয়।

**সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪।২।৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সঃ—সেই প্রাণ; অধ্যক্ষে—দেহের অধিপতি জীবাত্মায় (সংযুক্ত হয়); তৎ উপগমাদিভ্যঃ—যেহেতু তদ্‌বোধক শ্রুতি আছে।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত ( ১ম সূত্রে ) শ্রুতিবাক্য "প্রাণস্তেজসি" হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রাণ তেজেতে মিলিত হয়। এই সন্দেহ নিরাকরণে বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রাণেতে মিলিত হইবার পর এই প্রাণ আবার ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত দেহাধিপতি জীবাত্মায় সংযুক্ত হয়, যেহেতু অন্য শ্রুতিবাক্য স্পষ্টই ইহা উল্লেখ করিতেছেন, যথা— "এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" ( বৃহদা ৪।৩।৩৮ ) অর্থাৎ ঠিক এই প্রকারে মৃত্যুকালে সমস্ত প্রাণ আত্মাতে মিলিত হয়। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" ( বৃহদা ৪।৪।২ ) অর্থাৎ এই জীবাত্মার দেহ হইতে নির্গমনের সময় সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে। এইরূপ বাক্য অন্য শ্রুতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ছান্দোগ্যে যে প্রাণ তেজের সহিত মিলিত হয় বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে প্রাণ জীবাত্মার সহিত মিলিত হইলে উভয়ে তেজের সহিত মিলিত হয়।

অধ্যক্ষ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—ভূত-অধিকরণ ( সূঃ ৫-৬ )

এই অধিকরণে প্রাণ-মিলিত দেহে যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সংযুক্ত হয় তাহাই কথিত হইতেছে।

### ভূতেষু তৎ শ্রুতেঃ ॥৪।২।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভূতেষু—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে মিলিত হয়; তৎশ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতি আছে।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে যে বলা হইয়াছে ইন্দ্রিয় মন এবং প্রাণের সহিত মিলিত জীবাত্মা তেজে মিলিত হয়, সেই অর্থটি এই সূত্রে পরিস্ফুট করিতেছেন। জীব-সংযুক্ত প্রাণ কেবল তেজের সহিত মিলিত হয় না, পরন্তু ( সূক্ষ্ম ) পৃথিব্যাদি সংমিশ্রিত পঞ্চভূতেই মিলিত হয়, কারণ শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন যথা—"পৃথিবীময় আপোময়ঃ......তেজোময়ঃ" ( বৃহদা ৪।৪।৫ ) অর্থাৎ ( দেহ নিষ্ক্রমণকালে সঞ্চরণশীল জীবের ) পৃথিব্যাদি সর্বভূতময়ত্বের নির্দেশ রহিয়াছে।

---

## নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৪।২।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

একস্মিন্—কেবলমাত্র একটিতে ( তেজে ) ; ন—(প্রাণের সংযোগ) সম্ভব নহে ; দর্শয়তঃ হি—শ্রুতি এবং স্মৃতি তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ( ছাঃ ৬।৩।৩ ) অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ এবং তেজ ইহার প্রত্যেকটি তিন ভাগ করিয়া প্রত্যেকটিকে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত করিব। স্মৃতি বলিতেছেন—

"নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
মহাদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥"

[ বিষ্ণু পুঃ ১।২।৫২-৫৩ ]

অর্থাৎ—

পরস্পরের সহিত অমিশ্রিতরূপে পৃথক পৃথক পৃথিব্যাদি সূক্ষ্মভূত-সমূহ বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন, এইজন্য তাহারা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত জাগতিক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরে তাহারা প্রত্যেকে পরস্পরের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পরস্পরের শক্তির সাহায্যে মহৎ তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল পাঞ্চভৌতিক জাগতিক বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিল।

এই সকল শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি যখন পঞ্চীকৃত তখন 'প্রাণ তেজের সহিত মিলিত হইল' এই বাক্যে বুঝিতে হইবে যে তেজ শব্দে পঞ্চীকৃত তেজই অভিপ্রেত—শুদ্ধ তেজ নহে।

ভূত-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—আসৃতি-উপক্রম-অধিকরণ ( সূঃ ৭-১৩ )

এই অধিকরণে বিদ্বান এবং অবিদ্বান দেহত্যাগকালে বিশেষ নাড়ীতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত উভয়ের একই রূপ উৎক্রমণ গতি নিরূপিত হইতেছে।

**সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥৪।২।৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আসৃতি-উপক্রমাৎ ( প্রাক্ )—অর্চিরাদি মার্গে গমনের পূর্বে; সমানা চ—( বিদ্বান এবং অবিদ্বানের পক্ষে প্রাথমিক উৎক্রমণ ) সমান; অনুপোষ্য চ—( শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ) দগ্ধ না করিয়াই; অমৃতত্বং—ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

সরলার্থ—

জীব মৃত্যুকালে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে কোন বিশেষ একটি নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করে। বিদ্বান এবং অবিদ্বান উভয়ের পক্ষে শরীর হইতে বহির্গমনের নাড়ী বা পথ বিভিন্ন। জীব যখন এই নাড়ীতে প্রবেশ করে তখন হইতে তাহার দেহের বাহিরে বিভিন্ন মার্গে গতি আরম্ভ হয়। এই সূত্রে বলিতেছেন—মৃত্যুর সময় জীবের যতক্ষণ না এই গতি আরম্ভ হয় ততক্ষণ বহির্গমনের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত ব্যাপারই সমান কিন্তু তৎপরে বিদ্বান এবং অবিদ্বান জীবের গতি বিভিন্ন যেহেতু শ্রুতি বিদ্বানের বিশেষ নাড়ীতে প্রবেশের কথা বলিতেছেন, যথা—

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি॥

[ কঠ ২।৬।১৬ ]

অর্থাৎ—

হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি নাড়ী (সূর্যনাড়ী) মস্তকের দিকে গমন করিয়াছে। যে ব্যক্তি সেই নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ করেন তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" [ কঠ ২।৬।১৪ ] অর্থাৎ মরণশীল ব্রহ্ম-উপাসক অমর হন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন—এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দগ্ধ না করিয়া অর্থাৎ শরীরে থাকিয়াই উপাসনাকালে ব্রহ্মানন্দ-অনুভবরূপ অমৃতত্ব লাভ করেন। এই সূত্রে এই তাৎপর্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

## তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৪।২।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ—পূর্ব সূত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞের দেহের স্থিতিকালে অমৃতত্ব (উক্ত

প্রকারই ) ; আ-অপীতেঃ—যেহেতু বেদ বলিতেছেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ; সংসার ব্যপদেশাৎ—শরীর-সম্বন্ধের কথনহেতু ।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে" ( ছাঃ ৬।১৪।২ ) অর্থাৎ ব্রহ্ম-উপাসকের সেই পর্যন্তই বিলম্ব যে পর্যন্ত দেহ বিমুক্ত না হয়, তদনন্তর ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে শরীর বিমুক্ত হইলে তবে বিদ্বানের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। অতএব বুঝিতে হইবে যে শরীরের স্থিতিকালে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে শ্রুতিবাক্য তাহার প্রকৃত অর্থ—শরীরে বর্তমান থাকিয়া উপাসনার সময় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন, কিন্তু শরীর থাকিতে প্রকৃত ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না।

---

## সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৪।২।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( মৃত্যুকালে ) সূক্ষ্মং—সূক্ষ্ম শরীর ( অনুগমন করে ) ; প্রমাণতঃ—শ্রুতি প্রমাণ হইতে ; চ—এবং যুক্তি প্রমাণ হইতেও ; তথা উপলব্ধেঃ—সেইরূপ উপলব্ধি হয় বলিয়া ।

সরলার্থ—

মৃত্যুর পর ব্রহ্মজ্ঞ জীবের স্থূল শরীর হইতে বহির্গমনের সময় সূক্ষ্ম শরীর তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত জীব চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রের সহিত বার্তালাপ করেন। যুক্তি দ্বারাও জানা যায় যে সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরবয়ব অব্যাপক অণু আত্মার কোথাও গমনাগমন সম্ভব নহে।

---

## নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥৪।২।১০॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অতঃ—উক্ত কারণে ; উপমর্দ্দেন—দেহে অবস্থানকালে বন্ধনদশার ধ্বংস ; ন—সম্ভব নহে।

**সরলার্থ—**

পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তির দ্বারা ( সূক্ষ্ম শরীরে আত্মার গমনাগমন এবং কথোপকথন ) প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কঠোপনিষদুক্ত সপ্তম্ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য "মরণশীল সেই উপাসক অমর হন এবং দেহ অবস্থিতিকালেই ব্রহ্মলাভ করেন" ( কঠ ২।৬।১৪ ), ইহার দ্বারা দেহ অবস্থিতিকালেই বন্ধনদশার ধ্বংস দ্বারা অমৃতত্বলাভ প্রতিপন্ন করিতেছে না। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহে অবস্থানকালেই উপাসনার সময় ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকেন এবং এই অর্থ দ্বারাই এতৎসম্পর্কিত সমস্ত শ্রুতিবাক্যের এবং যুক্তি-তর্কের সমন্বয় হয়।

---

## অস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা ॥৪।২।১১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

চ—পুনরায় ; অস্য—এই সূক্ষ্ম শরীরের ; উপপত্তেঃ—সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ; উষ্মা—মৃত শরীরে উষ্ণতা ( উপলব্ধি হয় )।

**সরলার্থ—**

মৃত্যুকালে স্থূল শরীরের যে স্থান দিয়া সূক্ষ্ম শরীর বাহির হইয়া যায় সেই স্থানটি অল্প গরম বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বান ব্যক্তিরও মৃত্যুর সময় দেহের কোন কোন স্থানবিশেষ উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মৃত্যুর সময় বিদ্বান পুরুষেরও সূক্ষ্ম শরীর দেহ ত্যাগ করে। অতএব নাড়ী

প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্বান এবং অবিদ্বানের গতি যে সমান ( সূক্ষ্ম শরীরের সহিত নিষ্ক্রমণ ) তাহা সুসঙ্গত।

---

সপ্তম এবং দশম সূত্রে কঠবল্লীর শ্রুতিবাক্যে যেরূপ বিদ্বান পুরুষের দেহসম্ভাবকালেই অমৃতত্বলাভরূপ সন্দেহজনক শ্রুতিবাক্যের বিচারপূর্বক প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হইয়াছে, অতঃপর সূত্রেও সেইরূপ বৃহদারণ্যকের অপর একটি সন্দেহজনক শ্রুতিবাক্য বিচারিত হইয়াছে।

**প্রতিষেধাদিতি চেন্ন, শারীরাৎ, স্পষ্টো হ্যেকেষাম্** ॥৪।২।১২॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রতিষেধাৎ—( কোন শ্রুতিবাক্যে ) প্রাণের উৎক্রান্তির নিষেধ থাকায় ( সূক্ষ্ম শরীর বহির্গমন করে না ); ইতি চেৎ—ইহা যদি আশঙ্কা হয়; ন—তাহা বলিতে পারা যায় না; ( কারণ ) একেষাম্—কোন কোন শাখার শ্রুতিবাক্য; শারীরাৎ—জীবাত্মা হইতে ( প্রাণের যে বিচ্ছেদ হয় না ); স্পষ্টো হি—(তাহা) স্পষ্টরূপে সুনিশ্চিত করিয়াছেন।

**সরলার্থ—**

শ্রুতি বলিতেছেন—"অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ( বৃহদাঃ ) অর্থাৎ যে ব্যক্তির কোন কামনা নাই সমস্ত কাম্য বিষয় যে লাভ করিয়াছে এবং একমাত্র আত্মাতেই যাহার কামনা তাহার প্রাণ আর উৎক্রান্ত হয় না। তিনি ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইবার পরেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই শ্রুতিবাক্য হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে বিদ্বান পুরুষের দেহ-ত্যাগকালে তাহার প্রাণ শরীর হইতে নির্গত হয় না অর্থাৎ এই জীবাত্মার দেহ-নির্গমনের সময় সূক্ষ্ম শরীর অনুবর্তন করে না। এই আশঙ্কা

নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন যে এই শ্রুতিবাক্যে বিদ্বান জীবের (জীবাত্মার সহিতই) প্রাণের অবিচ্ছেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু স্থূল শরীর হইতে নিষ্ক্রমণের নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং বিদ্বান পুরুষের দেহত্যাগের সময় তাহার সহিত সূক্ষ্ম শরীরের অনুগমন রূপ সিদ্ধান্তটি সুসঙ্গতই। অন্য শ্রুতিও এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ দিতেছেন। যথা—তস্য তাবদেব চিরং…(ছাঃ ৬।১৪।২) অর্থাৎ বিদ্বান জীব দেহ-বিমুক্ত হইবার পরে তবে ব্রহ্মলাভ করে।

---

## স্মর্য্যতে চ ॥৪।২।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মর্য্যতে চ—স্মৃতিশাস্ত্রও (এই কথাই বলিতেছেন)।

সরলার্থ—

স্মৃতিশাস্ত্রও মূর্দ্ধন্য নামক শরীরের ঊর্দ্ধদিকে অবস্থিত একটি বিশেষ নাড়ীদ্বারা বিদ্বান পুরুষকর্ত্তৃক সূক্ষ্ম শরীরের সহিত বহির্গমনের কথা বলিয়াছেন। যথা—

"ঊর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যো ভিত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্।
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন যাতি পরাং গতিম্ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা অধ্যাত্ম-প্রকরণ ১৬৭)

অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মার লোক অতিক্রম করিয়া তদনন্তর মোক্ষলাভ করেন।

অতএব দেহত্যাগকালে যে পর্যন্ত না বিশিষ্ট নাড়ীতে (মূর্দ্ধন্য নাড়ীতে) প্রবেশ হয় সে পর্যন্ত বিদ্বান পুরুষের এবং অবিদ্বান পুরুষের গতি যে সমান এবং বিদ্বান পুরুষ যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত দেবযান পথে গমনকালে সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট হইয়া গমন করেন এবং ব্রহ্মলাভের

অব্যবহিত পূর্বে এই সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় তাহা শ্রুতি স্মৃতি এবং যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আ-আসৃতি-উপক্রম-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—পরসম্পত্তি-অধিকরণ ( সূত্র ১৪ )

জীবসংযুক্ত প্রাণাদি ভূতবর্গ যে পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয় এই অধিকরণে তাহাই বলিতেছেন—

**তানি পরে তথাহ্যাহ ॥৪।২।১৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তানি—প্রাণ মন ইন্দ্রিয়গণ ; পরে—পরমাত্মাতে ( সংযুক্ত হয় ) ; তথাহি—ইহা নিশ্চয় ; আহ—যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন।

সরলার্থ—

"তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্" ( ছাঃ ৬।৮।৬ ) অর্থাৎ তেজ পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয়, এই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় এই যে, প্রাণাদি সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সংযুক্ত জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রমণের পরে পরমাত্মাতে সংযুক্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে। এই বিশ্রামলাভ সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালে পরমাত্মার সংযোগে জীবের বিশ্রামের অনুরূপ।

পরসম্পত্তি-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৭—অবিভাগ-অধিকরণ ( সূত্র ১৫ )

পূর্ব সূত্রোক্ত জীবের পরমাত্মাতে সংযোগের অর্থ যে পরমাত্মার সহিত লীন হওয়া নহে কিন্তু পৃথক স্থিতিরূপ সংযুক্ত-অবস্থা তাহাই কথিত হইতেছে।

## অবিভাগো বচনাৎ ॥৪।২।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বচনাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে (জানা যায় যে); (পূর্ব্ব সূত্রোক্ত জীব ও পরমাত্মার সংযোগ); অবিভাগঃ—অবিভক্তরূপে স্থিতিমাত্র।

সরলার্থ—

পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, জীব পরমাত্মাতে সংযুক্ত হন। এই উক্তির দ্বারা তিনি যে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান তাহা কথিত হইতেছে না। ইহা কেবল অবিভাগমাত্র অর্থাৎ এই সংযুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত প্রভেদ উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্ম হইতে পৃথক ব্যবহারযোগ্যও থাকে না কিন্তু সত্ত্বা অভিন্ন হইয়া যায় না। এতৎসম্পর্কিত শ্রুতিবাক্যে 'বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে" (ছাঃ ৬।৮।৬) সম্পদ্যতে ক্রিয়া পদটির এস্থলে সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। সম্পত্তি শব্দের অর্থ যে সংযোগ তাহাও ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে।

অবিভাগ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৮—<u>তদোকোঽধিকরণ</u> (সূত্র ১৬)

এই অধিকরণে পরমাত্মার অনুগ্রহে মৃত্যুকালে বিদ্বান পুরুষের হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রকাশিত হয় তাহা কথিত হইতেছে।

**তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিত-দ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥৪।২।১৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তৎ ওকঃ—জীবের হৃদয়রূপ বাসস্থানের; অগ্রজ্বলনং—অগ্রভাগের ঔজ্জ্বল্য; তৎপ্রকাশিতদ্বারো—পরমাত্মাকর্তৃক যাহার বহির্গমন দ্বার প্রকাশিত হইয়াছে; বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ—বিদ্যালাভের প্রভাবে; তৎ

শেষগতি-অনুস্মৃতিযোগাৎ চ—বিদ্যার ফলস্বরূপ ( মৃত্যুকালে ) উৎক্রমণ চিন্তার সম্ভাবনা হেতুও ; হার্দা-অনুগৃহীতঃ ( সন্ )—হৃদয়স্থিত পরমাত্মা কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া ; শতাধিকয়া—এক শতের অধিক যে নাড়ী তাহার দ্বারা ( ঊর্দ্ধে গমন করে )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—

"শতং চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা ।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ॥

( কঠ ২।৬।১৬ )

অর্থাৎ—

হৃদয়ে এক শত একটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি ঊর্দ্ধদিকে ( মস্তকের দিকে ) গমন করিতেছে। বিদ্বান পুরুষ এই নাড়ীর দ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করে। অন্য নাড়ীগুলি অন্যান্য স্থানে গমনের অবলম্বন। এই শ্রুতি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই বিদ্বান পুরুষ হৃদয়স্থ পরমাত্মার অনুগ্রহভাজন হয় এবং বিদ্যার প্রভাবে অন্তিমকালে মুক্তির গতি-বিষয়ক চিন্তা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবৎকৃপায় মৃত্যুকালে জীবের বাসস্থান হৃদয়ের উপরিভাগ প্রকাশিত হইলে এই হৃদয়ের উজ্জ্বল দ্বার দ্বারা শতাধিক নাড়ীর মধ্যে ঊর্দ্ধগামী মূর্দ্ধন্য যে নাড়ী তাহার সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করে।

তদোকঃ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৯—<u>রশ্ম্যনুসার-অধিকরণ</u> ( সূত্র ১৭ )

এই অধিকরণে সূর্যরশ্মি প্রদর্শিত পথে বিদ্বান পুরুষের ঊর্দ্ধগতি নিরূপিত হইতেছে।

**রশ্ম্যনুসারী ॥৪।২।১৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

রশ্মি-অনুসারী—সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া (বিদ্বান পুরুষের ঊর্দ্ধে গমন হয়)।

সরলার্থ—

দেহত্যাগান্তে সূর্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া বিদ্বান পুরুষের ঊর্দ্ধে গমন হয়, যেহেতু শ্রুতি এইরূপই বলিতেছেন। যথা—"তৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" (ছাঃ ৮।৬।৫) অর্থাৎ সেই সূর্যরশ্মি দ্বারা (বিদ্বান পুরুষ স্থূলদেহ ত্যাগান্তে) ঊর্দ্ধে গমন করে।

রশ্ম্যনুসার-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১০—নিশা-অধিকরণ (সূত্র ১৮)

রাত্রিতে মৃত্যুকালেও এই সূর্যরশ্মির অবলম্বন এই অধিকরণে সমর্থিত হইতেছে।

**নিশি নেতি চেন্ন, সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥৪।২।১৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

নিশি—(সূর্যরশ্মি থাকে না বলিয়া বিদ্বান পুরুষের) রাত্রিতে মৃত্যু হইলে; ন—সূর্যরশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধগতি হয় না; ইতি চেৎ—ইহা যদি সন্দেহ হয়; ন—তাহা ঠিক নহে; সম্বন্ধস্য—এই বিদ্বান পুরুষের কর্মসম্বন্ধ; যাবৎ দেহভাবিত্বাৎ—এই চরম দেহ বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত (থাকে কিন্তু তৎপরে আর থাকে না বলিয়া); দর্শয়তি চ—শ্রুতিও এইরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

সন্দেহ হইতে পারে যে রাত্রিতে যখন সূর্যরশ্মি থাকে না তখন বিদ্বান

পুরুষের রাত্রিকালে দেহত্যাগ হইলে সূর্যরশ্মি অবলম্বনে যে উৰ্দ্ধগতি তাহা সম্ভব হয় না। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন—জীবের ব্রহ্মবিদ্যালাভের পর যেহেতু পুণ্যপাপরূপ সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সেইজন্য ফলভোগ নাই বলিয়া দেহ পতনের পর আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেইজন্য রাত্রিতে মৃত্যু হইলেও তাঁহার ঊর্দ্ধে গমন ও মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন, যথা—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্যে" ( ছাঃ ৬।১৪।২ ), অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষের সেই পর্যন্তই বিলম্ব যতক্ষণ না তাহার দেহের পতন হয়, তৎপরে ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়।

নিশা-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ১১—দক্ষিণায়ন-অধিকরণ ( সূত্র ১৯-২০ )

দক্ষিণায়নে (শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস) মৃত্যু হইলেও যে বিদ্বান পুরুষের উৰ্দ্ধগতি হয়—এই অধিকরণে তাহাই নিরূপিত হইতেছে।

### অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥৪।২।১৯॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অতঃ চ—এই কারণেও ( কর্মফলের সম্বন্ধের অভাবহেতু ); দক্ষিণে অয়নে অপি—দক্ষিণায়নে ( মৃত্যুতেও বিদ্বান পুরুষের উৰ্দ্ধগতি হয় )।

**সরলার্থ—**

বিদ্বান পুরুষের যখন সমস্ত পাপপুণ্যরূপ কর্মফল বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ফলভোগের অভাবে পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না তখন দক্ষিণায়নে অর্থাৎ শ্রাবণ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইলেও তাহার উৰ্দ্ধগতি হয়। শ্রুতিতে দক্ষিণায়নে মৃত ব্যক্তির যে পুনরায় সংসারগতির

উল্লেখ আছে তাহা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে নহে কিন্তু যোগীদের স্মরণ করাইবার জন্য।

---

**যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যেতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥৪।২।২০॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

যোগিনঃ প্রতি—যোগিদিগের সম্বন্ধে ; স্মার্ত্তে স্মর্য্যেতে—স্মরণ করাইবার জন্য ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; চ—ও ; এতে—উক্ত দুটি পদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সরলার্থ—

গীতা ( ৮।২৩-২৬ ) প্রভৃতি স্মৃতিতে যে উত্তরায়ন ও অর্চিরাদি মার্গ এবং দক্ষিণায়ন ও ধূমাদি মার্গ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কেবল যোগিরা যাহাতে এ বিষয়ে স্মরণ রাখিয়া সেইরূপে দৃঢ়চিত্ত হইয়া যোগের উন্নতি সাধন করেন সেই উদ্দেশ্য। যথা—

"যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ
..........................................
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ" ( গীঃ ৮।২৩-২৬ )

---

## দ্বিতীয় পাদের সার-সংগ্রহ—

প্রথম পাদে ব্রহ্মবিদ্যা সাধন এবং বিদ্যাসিদ্ধির কথা বলিয়া দ্বিতীয় পাদে এই বিদ্বান জীবের মৃত্যুকালে স্থূলদেহ ত্যাগানন্তর এবং ইন্দ্রিয় মন এবং প্রাণবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীর কি ভাবে গঠিত হয় এবং কি ভাবে এই সূক্ষ্ম শরীর-সংযুক্ত হইয়া বিদ্বান জীব ঈশ্বরানুগ্রহে প্রকাশিত হৃদয়ের অগ্রভাগে উজ্জ্বল বহির্গমন দ্বারস্বরূপ মূর্দ্ধন্য নাড়ী দিয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া

সূর্যরশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমন করে তাহাই বলা হইয়াছে। রাত্রিতে কিংবা দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলেও যে বিদ্বানের সূর্যরশ্মি লাভ হয় সে সিদ্ধান্তও নিরূপিত হইয়াছে।

এই পাদে, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধরূপে আপাতপ্রতীত কতকগুলি শ্রুতিবাক্যের যথার্থ মর্মও অন্য শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিতর্ক দ্বারা বিচারপূর্বক নিরূপণ করিয়া তাহাদের অবিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

---
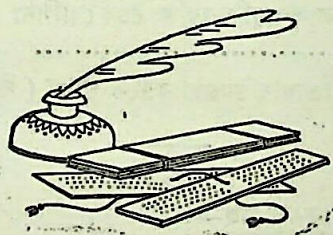
# তৃতীয় পাদ

দ্বিতীয় পাদে বিদ্বান পুরুষের শরীর হইতে নির্গমন বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই পাদে এই নিষ্ক্রান্ত বিদ্বানের মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা অর্চিরাদিমার্গে বিভিন্ন দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

## ১—অর্চিরাদি-অধিকরণ ( সূত্র ১ )

এই অধিকরণে মৃত্যুর পর বিদ্বানের অর্চিরাদি পথে গমন নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতে ॥৪।৩।১॥

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

অর্চিরাদিনা—অর্চিরাদিমার্গে ( মৃত্যুর পর বিদ্বানের গমন ); তৎ প্রথিতে—যেহেতু বিভিন্ন শ্রুতিতে এই মার্গ ই বিখ্যাত।

**সরলার্থ—**

বিদ্বান পুরুষ মৃত্যুর পর মূর্দ্ধন্য নাড়ী দিয়া শরীর হইতে নিষ্ক্রমণকরতঃ অর্চিরাদিমার্গে গমন করে। কারণ, বিভিন্ন শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন। যথা—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ( বৃহদাঃ ৬।২।১৫ ) ইত্যাদি

অর্চিরাদি-অধিকরণ সমাপ্ত

——

## ২—বায়ু-অধিকরণ ( সূত্র ২ )

তৎপরে যথাক্রমে সংবৎসর অভিমানী দেবলোকে গমনের পর এবং আদিত্যলোক প্রাপ্তির পুর্বে বায়ুলোক প্রাপ্তির নিরূপণই এই অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

## বায়ুমব্দাদবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ ॥৪।৩।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বায়ু—বায়ুকে ; অব্দাৎ—বৎসরের পরে ; অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্—(শ্রুতিতে) সামান্যভাবে এবং বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়া।

সরলার্থ—

একটি শ্রুতিতে এই অর্চিরাদিমার্গরূপ দেবযানপথের বর্ণনায় সম্বৎসর-লোক এবং আদিত্যলোকের মধ্যে দেবলোকের উল্লেখ আছে। অন্য শ্রুতিতে আবার এই দেবলোকের পরিবর্তে এই স্থলে বায়ুলোকের উল্লেখ আছে। অতএব সংবৎসর এবং আদিত্যলোকের মধ্যবর্তী এই লোকটি দেবলোক অথবা বায়ুলোক—কোন্‌টী প্রকৃত তাহা নির্দ্ধারণের জন্য বলিতেছেন যে, দেবলোকটির একটি সাধারণ উল্লেখ এবং বায়ুলোক বায়ুদেবতারূপ একটি বিশেষ উল্লেখ ; বায়ুও যখন একটি দেবতা বলিয়া পরিগণিত তখন সংবৎসর এবং আদিত্যের মধ্যবর্তী লোকটি নিশ্চয়ই বায়ুলোক হইবে—এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বায়ু-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৩—বরুণ-অধিকরণ (সূত্র ৩)

এই অধিকরণে বিদ্যুৎলোকের পরে বরুণলোক প্রাপ্তি নিরূপিত হইয়াছে।

## তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৪।৩।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তড়িতঃ অধি—বিদ্যুৎলোকের উপরে ; বরুণঃ—বরুণলোক ; সম্বন্ধাৎ—যেহেতু বিদ্যুতের সহিত বরুণের সম্বন্ধ সর্বত্র।

সরলার্থ—

বিভিন্ন শ্রুতিতে বিদ্যুৎলোক এবং বরুণলোকের বিষয়ে বিভিন্ন ক্রম দেখা যায়। কোথাও বরুণলোককে বায়ুলোক এবং আদিত্যলোকের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে (কৌষী), আবার কোথাও আদিত্যলোকের পুর্বে দেবলোকের উল্লেখ আছে। এই সকল অনৈক্য যুক্তি দ্বারা বিদূরিত করিয়া এই সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত নিরূপিত করা হইয়াছে।

বিদ্যুৎ যখন মেঘ হইতেই উৎপন্ন হয়, মেঘের সহিত যখন ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং বিদ্যুতের সহিতও যখন বরুণের সম্বন্ধ রহিয়াছে উপরন্তু মীমাংসা শাস্ত্রে যখন পাঠক্রম অপেক্ষা অর্থলব্ধক্রম অধিক বলবান তখন বিদ্যুৎলোকের উপরেই বরুণলোকের স্থিতি ধরিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত অর্চিরাদিমার্গের অন্যান্য লোকের উল্লেখ বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। অতএব পূর্বাপর বিচারপূর্বক অর্চিরাদিমার্গের নিম্নলিখিত ক্রমটি নির্দ্ধারিত হইতেছে। যথা—অগ্নি, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, বৎসর, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মলোক। "মুক্তোঽর্চিদিনপূর্ব্বপক্ষষড় দম্ মাসাব্দ বাতাংশুমৎ গ্লৌবিদ্যুৎ বরুণেন্দ্র ধাতৃমোহিতঃ সীমান্তসিন্ধাপ্লু তশ্রীবৈকুণ্ঠমুপেত্য···ইত্যাদি।"

বরুণ-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৪—আতিবাহিক-অধিকরণ (সূত্র ৪-৫)

শ্রুতি উল্লিখিত অর্চি প্রভৃতি শব্দে তত্তৎ অভিমানী দেবতার পথপ্রদর্শকত্ব এই অধিকরণে নিরূপিত হইতেছে।

### আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪।৩।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আতিবাহিকাঃ—আত্মবাহক বা পথপ্রদর্শক ; তল্লিঙ্গাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ অর্থবোধক চিহ্ন আছে।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে অগ্নি দিবস ইত্যাদি শব্দে মৃত পুরুষের আত্মার বহনকারী বা পথপ্রদর্শকরূপ অগ্নি আদি অভিমানী দেবতাকে বুঝাইতেছে। যথা, শ্রুতিবাক্য—"তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ( ছাঃ ৪।১৫।৫ ) অর্থাৎ সেই অমানব পুরুষ ( বিদ্যুৎলোকাভিমানী দেবতা ) ইহাদিগকে ( এই বিদ্বান আমাদিগকে ) ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

---

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে অমানব বলিতে বিদ্যুৎলোকাভিমানী দেবতাকে বুঝাইতেছে। অতএব এ স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি এই বিদ্যুৎপুরুষ বিদ্বান জীবকে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায় তাহা হইলে তাহার পরবর্তী বরুণাদির আতিবাহিকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? এই শঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতেছেন—

**বিদ্যুতেনৈব ততস্তৎশ্রুতেঃ** ॥৪।৩।৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিদ্যুতেন—বিদ্যুৎপুরুষকর্তৃক ; এব—নিশ্চয়ই ( বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মের নিকট নীত হয় ) ; ততঃ তৎ শ্রুতেঃ—যেহেতু শ্রুতিতে বিদ্যুৎ উল্লেখের পরে তৎকর্তৃক মৃত বিদ্বান পুরুষকে ব্রহ্মের নিকট নীত হইবার বাক্য আছে।

সরলার্থ—

যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের নিকট প্রধান আতিবাহকরূপে বিদ্যুৎ পুরুষকেই নির্দেশ করিয়াছেন, যথা শ্রুতিবাক্য—সে এনান্ ব্রহ্ম গময়তি (ছাঃ ৬।১৫।৫) অর্থাৎ সে ( সেই আদিত্য পুরুষ ) মৃত বিদ্বান পুরুষকে ব্রহ্মের নিকট লইয়া যায়—সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে বিদ্যুৎরূপ এই অমানব পুরুষই প্রধান অতিবাহক। বরুণাদি পুরুষেরা বিদ্যুৎপুরুষের এই কার্যে

সহায়তা করেন। এতদ্দ্বারা বরুণ ইন্দ্র আদি পুরুষের গৌণভাবে আতিবাহিকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

আতিবাহিক-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—কার্য-অধিকরণ ( সূত্র ৬-১৫ )

সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের উপাসক, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার উপাসক এবং যাহারা অগ্নি প্রাণ ইন্দ্র প্রভৃতি উপাস্য বস্তুকে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফললাভের জন্য যথাযথরূপেই হউক অথবা ব্রহ্মবুদ্ধিতেই হউক প্রতীক উপাসনা করে—এই তিন প্রকার উপাসকের মধ্যে কোন্ প্রকার উপাসক আতিবাহিকগণ কর্তৃক অর্চিরাদি মার্গে নীত হন সে বিষয়ে বিভিন্ন ঋষির মত এই অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রথম পাঁচটি সূত্রে বাদরি আচার্যের মত বলিতেছেন—

**কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৪।৩।৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

(অতিবাহিকগণ) কার্য্যং—কার্য অর্থাৎ সৃষ্ট পুরুষ হিরণ্যগর্ভরূপ কার্য-ব্রহ্মের উপাসকদের ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ; অস্য গতি উপপত্তেঃ—এই প্রকার উপাসকের উক্তমার্গে গতি সংগত হয় ; বাদরিঃ—বাদরি নামক আচার্য এইরূপ মনে করেন।

সরলার্থ—

বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে যাহারা কার্য-ব্রহ্মের ( হিরণ্যগর্ভের ) উপাসনা করেন কেবল তাহারাই দেবযান পথে গমন করেন যেহেতু তাহাদেরই গতি সংগত হয়। যাহারা কিন্তু সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের গমনের প্রয়োজন হয় না ; যেহেতু তাহাদের প্রাপ্যবস্তু পরমব্রহ্ম সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র বিদ্যমান।

---

## বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৪।৩।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিশেষিতত্বাৎ চ—শ্রুতিতে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া উল্লেখ আছে বলিয়াও ( উক্ত উপাসকদের গমন সঙ্গত )।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ( ছাঃ ৪।১৫।৫ ) অর্থাৎ তিনি এই সকল উপাসকদের ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এস্থলে ব্রহ্মলোক বলিতে যদি ব্রহ্মার লোক বা স্থল বুঝায় তাহা হইলে ব্রহ্মার উপাসকগণ এই বিশেষ উল্লেখ থাকায় তাহাদেরই গতি সঙ্গত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির অপর একটি বাক্যও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেছেন—'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' অর্থাৎ প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব।

---

পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্ম গময়তি" এই ব্রহ্ম পদটি ক্লীবলিঙ্গ হওয়াতে ইহা পরমব্রহ্মের বাচক কিন্তু পুংলিঙ্গবাচী ব্রহ্মার বাচক নহে যদি এই সন্দেহ হয় তদুত্তরে বলিতেছেন—

## সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৪।৩।৮॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সামীপ্যাৎ—নিকটে অবস্থান হেতু; তু—কিন্তু; তদ্ব্যপদেশঃ—এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে ব্রহ্মার উপদেশ।

সরলার্থ—

এখানে কিন্তু ব্রহ্ম শব্দে চতুর্মুখ ব্রহ্মাকেই অভিহিত করা হইয়াছে কারণ তিনি ব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্তী অর্থাৎ সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম প্রথমেই ব্রহ্মাকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

---

## কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥৪।৩।৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভিধানাৎ—শ্রুতিবাক্য হইতে (বুঝা যায়) ; কার্য্যাত্যয়ে—(কল্পান্তে প্রলয়কালে ) ব্রহ্মালোকের বিনাশ হইলে ; তদ্ অধ্যক্ষেণ—সেই লোকের অধিপতি ব্রহ্মার সহিত ; অতঃ—এই লোক হইতে ( অধিবাসীগণ ) ; পরম্—পরমব্রহ্মকে ( প্রাপ্ত হন ) ।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" ( তৈত্তিঃ নারাঃ ১০।২৪ ) অর্থাৎ ব্রহ্মার লোকে অবস্থিত পুরুষগণ সকলে প্রলয়ান্তে চতুর্মুখ ব্রহ্মার সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া বিমুক্ত হন। এই শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রলয়কালে ব্রহ্মালোক ( ব্রহ্মার লোক ) বিনষ্ট হইলে লোকাধিপতি ব্রহ্মার সহিত তত্রত্য পুরুষগণ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

---

## স্মৃতেশ্চ ॥৪।৩।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্মৃতেঃ চ—স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও এইরূপ জানা যায়।

সরলার্থ—

স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও এইরূপ জানা যায়, যথা—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥"

অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মালোকের অধিবাসী বিদ্বান পুরুষগণ সকলে চতুর্মুখ ব্রহ্মার সহিত পরম পদ ( পরমব্রহ্মকে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সূত্র অবধি বাদরির মত কথিত হইল।

---

অতঃপর তিনটী সূত্রে জৈমিনি ঋষির মত বর্ণিত হইতেছে।

## পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥৪।৩।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

পরং—পরমব্রহ্মের উপাসকদিগকে ( আতিবাহিকগণ লইয়া যান ); জৈমিনিঃ—ইহাই জৈমিনি আচার্যের মত; মুখ্যত্বাৎ—যেহেতু এই অর্থ ই মুখ্য।

সরলার্থ—

জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে যাহারা কেবল পরমব্রহ্মের উপাসক আতিবাহিকগণ তাহাদেরই দেবযান পথে লইয়া যান। যেহেতু শাস্ত্র-বচনে এই অর্থ টিই মুখ্য। "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি"—এখানে ব্রহ্মপদে পরমব্রহ্মের লোক এই অর্থ ই যুক্তিযুক্ত—চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক নহে। উপরন্ত পরমব্রহ্মের স্বেচ্ছানুসারে নিজের জন্য রচিত অপ্রাকৃত লোকের সদ্ভাব শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস হইতেও জানা যায়।

---

## দর্শনাচ্চ ॥৪।৩।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

দর্শনাৎ চ—শ্রুতিতেও ( দৃষ্ট হয় )।

সরলার্থ—

শ্রুতিতেও এইরূপ উক্ত আছে। যথা—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ( ছাঃ ৮।৩।৪ ) অর্থাৎ এই বিদ্বান জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পরজ্যোতিরূপ পরম-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপে আবির্ভূত হয়।

---

এই মতের বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, কোন কোন শ্রুতিবাক্যে বিদ্বান পুরুষের দেহান্তে চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোকে গমনের উল্লেখ আছে। যথা—"প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে" অর্থাৎ প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব। তদুত্তরে বলিতেছেন—

**ন চ কার্য্যে প্রত্যভিসন্ধিঃ ॥৪।৩।১৩॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটি ) চ কার্য্যে—কার্য-পুরুষ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিষয়ে ; ন প্রত্যভিসন্ধিঃ—চিন্তা বা উপাসনা নহে।

সরলার্থ—

"প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইব"—এই শ্রুতিবাক্যে প্রজাপতি শব্দ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বোধক নহে কিন্তু নিখিল প্রজাগণের পতি বা পালকরূপ পরমব্রহ্মেরই বোধক। সুতরাং এইরূপ চিন্তা বা উপাসনা চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিষয়ে বলা যাইতে পারে না কিন্তু পরমব্রহ্মের বিষয়ে।

——

অবশিষ্ট দুইটি সূত্রে বাদরায়ণ বেদব্যাসের নিজমত অভিব্যক্ত হইতেছে।

**অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥৪।৩।১৪॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অপ্রতীকালম্বনান্*—প্রতীক উপাসক ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত উপাসক-দিগকে ; নয়তি—আতিবাহিকগণ লইয়া যায় ; ইতি বাদরায়ণঃ—ইহাই

---

* প্রতীক আলম্বন—ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর বস্তুতে ( ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, মন প্রভৃতিতে ) ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফললাভের জন্য শাস্ত্রীয় উপাসনা ঐ সকল ব্রহ্মেন্দ্রাদি প্রভৃতিতেই ( তত্তৎ বস্তুর অন্তর্যামী পরমাত্মাকে নহে ) ব্রহ্মদৃষ্টিতে ব্রহ্মরূপে চিন্তাপূর্বক যে উপাসনা

বাদরায়ণ বেদব্যাসের মত ; উভয়থা চ—কেবল পরমব্রহ্মের উপাসক এবং ব্রহ্মাত্মক আত্মার ( জীবাত্মার ) উপাসক—এই উভয় প্রকার উপাসকই ; দোষাৎ—যেহেতু দোষ হয় ; তৎক্রতুঃ চ—'তৎক্রতুন্যায়' অনুসারেও ( ইহা সিদ্ধ হয় )।

সরলার্থ—

যাহারা কেবল প্রতীকের উপাসনা করে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফললাভাকাঙ্ক্ষায় কার্য-ব্রহ্মের ( হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার ) এবং ইন্দ্র প্রাণাদি বস্তুর উপাসনা করেন, তাহারা আতিবাহিকগণকর্তৃক ( অর্চিরাদিমার্গে ) নীত হন না। তদ্ব্যতিরিক্ত অপ্রতীক সমস্ত উপাসকদিগকেই আতি-বাহিকগণ লইয়া যান (পাদটীকা দেখ)। 'তৎক্রতুন্যায়ও' সিদ্ধ করিতেছে যে উপাসকগণ উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিতেছেন—যথা 'ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি' ( ছাঃ ৩।১৪।১ ) অর্থাৎ উপাসক ইহলোকে যেরূপ চিন্তাযুক্ত হইয়া উপাসনা করেন পরলোকেও তাহার সেইরূপ গতি হয়। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা সর্বকারণ, সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং যাহারা জীবাত্মাকে পরমব্রহ্মের শরীররূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে জীবাত্মার অন্তরাত্মারূপে চিন্তা করিয়া এই ব্রহ্মাত্মক আত্মপ্রাপ্তির জন্য স্বাত্মোপাসনা করে—ইহারা উভয়েই অপ্রতীক উপাসক। এই উভয় প্রকার উপাসককেই আতিবাহিকগণ লইয়া যান। শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপাসকগণের অর্চিরাদিমার্গে গমন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং সংসার নিবৃত্তির উল্লেখ

---

তাহাকে প্রতীক উপাসনা বলা হয়। কিন্তু তত্তৎ বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মার চিন্তাপূর্বক এই সকল ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি পুরুষের অথবা কেবল মন প্রভৃতি অচিৎবস্তু উপাসনাকে প্রতীক উপাসনা বলা হয় না। সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের উপাসনার ন্যায় এই সকল উপাসনাও পরমব্রহ্মেরই উপাসনা। এইরূপ উপাসনাও অপ্রতীক উপাসনা ( ১।১।৩২ সূত্রের সরলার্থ দ্রষ্টব্য )।

হেতু অগ্নি আদি দেবতাতে অন্তর্যামী পরমাত্মার উপাসকগণেরও অর্চিরাদি-মার্গে গমন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইতেছে। যথা, শ্রুতিবাক্য—তে অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি"। এই অভিমত দ্বারা বাদরায়ণ ঋষি বাদরি ঋষি এবং জৈমিনি ঋষির মত খণ্ডন করিয়াছেন।

---

## বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥৪।৩।১৫॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিশেষম্ চ—পার্থক্যও ; দর্শয়তি—শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" অর্থাৎ নামের ( উপাসনার ) যে পর্যন্ত অধিকার সেই পর্যন্ত ( উপাসকের ) কামাচার বা স্বাধীনতা থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যাহারা জড় বা অচিৎ মিশ্রিত প্রতীকাদির অথবা কেবলই জড়বস্তুর উপাসনা করে তাহাদের তদনুরূপ পরিমিত ফললাভ হয়, সুতরাং তাহার জন্য আর অর্চিরাদি পথে গমন আবশ্যক হয় না।

---

## তৃতীয় পাদের সার-সংগ্রহ—

এই পাদে প্রথম তিনটি অধিকরণে বিদ্বান পুরুষ শরীর হইতে উৎক্রমণ-অনন্তর ক্রমানুসারে কি কি লোক অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় তাহাই বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য দ্বারা বিচারপূর্বক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে যে সকল শ্রুতি পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তসূচক বলিয়া মনে হয় উপযুক্ত প্রণালীতে যুক্তিতর্কের দ্বারা বিচারপূর্বক সেগুলির যথার্থ মর্ম নির্দ্ধারণ করিয়া ঐকার্থ প্রতিপাদনপূর্বক ব্রহ্মপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন

লোকের ক্রম বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে তত্তৎ লোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আতিবাহিকগণকর্তৃক এই বিদ্বান পুরুষ অর্চিরাদিমার্গে নীত হন।

অন্তিম (৫ম) অধিকরণে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মের উপাসক, কার্য-ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার) উপাসক এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত ইতর ফল-লাভের জন্য ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতির উপাসক—এই তিন প্রকার উপাসকের মধ্যে দেহান্তে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য, কোন্ কোন্ প্রকার উপাসককে আতিবাহিকগণ অর্চিরাদিমার্গে লইয়া যান সে বিষয়ে বাদরি ঋষি, জৈমিনি ঋষি এবং বাদরায়ণ ঋষির অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে।

কার্য-অধিকরণ সমাপ্ত

**চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত**

———
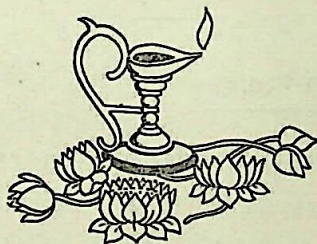
# চতুর্থ পাদ

উপক্রমণিকা—

এই পাদে পরমপদ প্রাপ্ত মুক্ত পুরুষদিগের ব্রহ্মরূপতা লাভ হইলে যে অবস্থায় স্থিতি হয় তাহা অবধারিত হইয়াছে এবং এই মুক্ত পুরুষদিগের বিবিধ ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

## ১—সম্পদ্য আবির্ভাব-অধিকরণ ( সূঃ ১-৩ )

এই অধিকরণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর জীবের স্বাভাবিক স্বরূপ এবং স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

**সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ** ॥৪।৪।১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

সম্পদ্য—সম্পন্ন হইয়া ; আবির্ভাবঃ—আবির্ভূত হয় ; স্বেন-শব্দাৎ—শ্রুতিবাক্যের 'স্বেন' শব্দ হইতে ( জীবের নিজ স্বাভাবিক রূপের অস্তিত্ব জানা যায় )।

সরলার্থ—

"এবমেবৈষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ( ছাঃ ৮।১২।৩ ) অর্থাৎ এই সম্প্রসাদ নামক জীব এই শরীর হইতে নির্গত হইয়া পরমজ্যোতিরূপ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। এই শ্রুতিতে 'স্বেন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এই মুক্ত জীবের পরমজ্যোতিরূপ পরমব্রহ্ম প্রাপ্তির পর ( বদ্ধদশার আবরণ মুক্ত হইয়া ) নিজস্ব প্রকৃত নিত্য স্বাভাবিক রূপে আবির্ভাব হয়। ইহা যদি কোন আগন্তুক রূপ হইত তাহা হইলে 'স্বেন' শব্দ প্রয়োগের কোনই আবশ্যকতা হইত না।

---

## মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥৪।৪।২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

মুক্তঃ—মুক্তিপ্রাপ্ত (আবরণ মুক্ত) ; প্রতিজ্ঞানাৎ—(শ্রুতিবাক্যে এই) প্রতিজ্ঞা হেতু।

সরলার্থ—

আলোচ্য প্রসঙ্গে শ্রুতিবাক্য সমূহের পরম্পরা বিচার করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এই প্রকরণে প্রথম বলা হইয়াছে যে যতক্ষণ জীব দেহসংযুক্ত থাকে ততক্ষণ নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে, কেহ রোদন করে কেহ অন্ধ হয় ইত্যাদি। তৎপরে বলা হইয়াছে যে দেহসম্বন্ধ বিমুক্ত হইলে প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া কিছুই থাকে না। বলা হইয়াছে—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" (ছাঃ ৮।১২।১)। তাহার পরেই পূর্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে (৮।১২।৩) বলিতেছেন যে জীব নিজরূপে আবির্ভূত হয়। সুতরাং পূর্বাপর এই শ্রুতিবাক্যগুলির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেহসংযুক্ত বদ্ধাবস্থায় জীবের নিজরূপ উক্ত ভাবে আবৃত থাকে এবং মুক্ত অবস্থায় দেহাবরণ অনাবৃত হইয়া তাহার এই নিজ স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব হয়।

---

পূর্ব সূত্রদ্বয় অনুযায়ী মুক্ত জীবের যদি কেবলমাত্র নিজরূপেরই আবির্ভাব প্রতিপাদিত হয় তাহা হইলে এই মুক্ত জীবের প্রার্থনীয় অন্য কোন বস্তুর প্রাপ্তি না হওয়ায় মোক্ষ শাস্ত্র তো অপুরুষার্থবোধক হইয়া পড়ে। এই আপত্তির খণ্ডনে বলিতেছেন—

## আত্মা প্রকরণাৎ ॥৪।৪।৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

আত্মা—জীবাত্মা ; প্রকরণাৎ—যেহেতু তাহার এই প্রসঙ্গ।

সরলার্থ—

পূর্বোদ্ধৃত "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ( ছা ৮।১২।৩ ) এই বাক্যে "স্বেন রূপেণ" শব্দে মুক্ত জীবের নিজরূপের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণগণেরও আবির্ভাব হয় বুঝিতে হইবে, কারণ ছান্দোগ্যের এই প্রকরণটি জীবাত্ম-প্রকরণ এবং এই প্রকরণের অপর একটি বাক্যে জীবের অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে, যথা—"য অপহতপাপ্মা...... সত্যসঙ্কল্পঃ" ( ছাঃ ৮।৭।১ )।

সম্পদ্য আবির্ভাবাধিকরণ সমাপ্ত

---

## ২—অবিভাগেন দৃষ্টত্ব-অধিকরণ ( সূঃ ৪ )

ব্রহ্মাত্মক বলিয়া মুক্ত পুরুষ ( মুক্ত আত্মা ) যে নিজ আত্মারূপ পরমাত্মা ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে অনুভব করেন তাহাই এই অধিকরণে কথিত হইতেছে।

### অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪।৪।৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অবিভাগেন—( মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মকে ) অভিন্নরূপে চিন্তা করে; দৃষ্টত্বাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।

সরলার্থ—

পরজ্যোতিরূপ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এবং স্বাভাবিক নিজরূপ ও সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক নিজ গুণযুক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া এই মুক্ত জীব পরমাত্মা হইতে নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করে। যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়, যথা শ্রুতিবাক্য—"অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি"

ইত্যাদি। কিন্তু এই অভিন্নত্ব চিন্তা স্বরূপজনিত অভেদ নহে, এই অভেদ চিন্তা তাদাত্ম্যরূপ সামানাধিকরণ্যজনিত*। কারণ যদি এই অভেদ স্বরূপজনিত হয় তাহা হইলে ভেদবাচক শ্রুতিসমূহ নিরর্থক

---

* সামান্যাধিকরণ্য বৃত্তি—"ভিন্নভিন্নপ্রবৃত্তিনিবিত্তানাং শব্দানাং একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ—সামানাধিকরণ্যং।" তাৎপর্য এই যে—ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক (প্রবৃত্তিবোধক বা নিমিত্তবোধক) শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুসমূহের প্রতিপাদক হইয়াও যখন একটি বিলক্ষণ বস্তুর প্রতিপাদক রূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তখন এই সমস্ত শব্দকে সমানাধিকরণ শব্দ বা পদ বলা হয়। ঐ সকল শব্দের এই প্রকার অর্থবোধক সামর্থ্যকে 'সামানাধিকরণ্যবৃত্তি' বলা হয়। এই পদসমূহ বিশেষণবাচী বা বিশেষণ-স্থানীয়। সামানাধিকরণ্য ব্যবহারস্থলে ইহারা একটি বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে। এই বিশেষণাংশগুলি বিশেষ্যার্থতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ প্রতিপাদনে সামর্থ্য নাই। যথা—'নীল ঘট' এই বাক্যে বিশেষণ 'নীল' পদটি যতক্ষণ পর্যন্ত 'ঘট' এই বিশেষ্য পদটির সহিত সংযুক্ত না হইতেছে ততক্ষণ অবধি ইহার কার্যকরী প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটনের সামর্থ্য নাই। বিশেষণ বস্তু এইরূপে বিশেষ্যের একান্ত অধীন বা পরতন্ত্র বলিয়া ইহা প্রকৃতপক্ষে সেই স্বতন্ত্র বিশেষ্যবস্তুর অতিরিক্ত নহে। বিশেষণ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি তাহাদের বিশেষ্য জ্ঞানেই হইয়া থাকে। সেইজন্য বিশেষণবস্তুবাচক বিভিন্ন শব্দগুলি গৌণ বিশেষণবস্তুসমূহের বাচক হইয়াও মুখ্য বিশেষ্যবস্তুরও বাচক হইয়া থাকে।

অভিপ্রায় এই যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়যুক্ত সকল পদের বিভিন্ন অর্থবোধক শক্তি নির্দিষ্ট থাকিলেও সেই সকল পদবাচ্য বিভিন্ন বিশেষণ বস্তু যখন একটিমাত্র বিশেষ্যকেই সর্বদা আশ্রয় করে তখন সেই বিভিন্ন বিশেষণগুলি তাহাদের আশ্রয়রূপ বিশেষ্যে—আধারে বা অধিকরণে (সমানাধিকরণে) সংযুক্ত বা আশ্রিত থাকে। এই অবস্থায় এই শব্দসমূহ কেবল স্বতন্ত্রভাবে পৃথক অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া তত্তৎ বিশেষণ সমূহের এক মুখ্য আশ্রয়বস্তু বিশেষ্যকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অপৃথকসিদ্ধ বিশেষণবাচী শব্দের অর্থাৎ নিজ নিজ দেহী বা বিশেষ্যকে ছাড়িয়া যে বিশেষণের পৃথক স্থিতি সম্ভব হয় না (যথা দেহবিশিষ্ট জীবাত্মা-রূপ বিশেষ্যকে ছাড়িয়া তাহার বিশেষণরূপ দেহের স্থিতি সম্ভব হয় না) সেই সকল বিশেষণবাচী শব্দের নিজ বিশেষ্যবস্তুর অর্থ-প্রতিপাদক সামর্থ্য সুস্পষ্ট।

হইয়া পড়ে, যথা শ্রুতিবাক্য—"সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" ( তৈত্তি আন ১।২ ) অর্থাৎ, এই মুক্ত জীব সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত কাম্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকে। মুক্ত জীব ব্রহ্মের ন্যায় একই প্রকার ধর্ম লাভ করে বলিয়া এই সাম্য চিন্তাই অভিন্ন চিন্তা।

যথা—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

( মুণ্ড ৩।১।৩ )

অর্থাৎ—

বিদ্বান পুরুষ যে সময়ে স্বর্ণবর্ণ এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে দর্শন করেন সে সময় তিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ ব্রহ্মের পরম সাম্য লাভ করিয়া থাকেন।

---

এই সমস্ত অপৃথকসিদ্ধ বিশেষণবাচী পদসমূহের নিজ নিজ বিশেষণজ্ঞাপক অর্থ প্রতিপাদন করিয়াও নিজ আধার বা বিশেষ্যবস্তুকে প্রতিপাদন করাই স্বাভাবিক নিয়ম। যদিও পৃথকসিদ্ধ স্বতন্ত্রদ্রব্যবাচী বিশেষণ শব্দগুলির সামানাধিকরণ্য অবস্থান-কালে এই বিশেষণের সহিত নিজ আধার বিশেষ্যবস্তুবোধক মত্যর্থী ( মতুপ্ ) প্রত্যয়ের সংযোগের অপেক্ষা থাকে ( যথ. 'কুণ্ডলী' দেবদত্ত, 'দণ্ডী' সন্ন্যাসী ) কিন্তু অপৃথকসিদ্ধ বিশেষণবাচী শব্দের সামানাধিকরণ্য অবস্থানকালে এই মত্যর্থী প্রত্যয় সংযোগের কোনও অপেক্ষা থাকে না ( যথা নীল ঘট, নীল কমল ) কারণ অপৃথক-সিদ্ধ বিশেষণবাচী শব্দ নিজেই ( কোন প্রত্যয় সংযুক্ত না হইয়াও ) নিজ অর্থকে প্রতিপাদন করিয়া স্বভাবতঃ নিজ বিশেষ্যকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

চেতন ও অচেতন সমস্ত বস্তুই, ( শরীরীরূপী ) ব্রহ্মের শরীররূপ, অতএব অপৃথকসিদ্ধ বিশেষণ। সুতরাং চেতন এবং অচেতন যাবৎ বস্তুবাচক শব্দসমূহ নিজেকে প্রতিপাদন করিয়া ইহাদের বিশেষ ব্রহ্মকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্দ্ধারণে শাস্ত্রজ্ঞগণ শব্দের এই সামানাধিকরণ্য বৃত্তির সাহায্য লইয়া থাকেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে, প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। (গীঃ ১৪।২)

অর্থাৎ এই জ্ঞান লাভ করিলে জীব তখন (মুক্ত হইয়া) আমার সমান ধর্ম লাভ করে।

অবিভাগেন দৃষ্টত্ব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

### ৩—ব্রাহ্ম-অধিকরণ (সূঃ ৫-৭)

মুক্ত পুরুষের কেবল চৈতন্য বা জ্ঞানাকার মাত্রই আবির্ভূত স্বাভাবিক রূপ, অথবা অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট রূপই স্বাভাবিক রূপ তাহা এই অধিকরণে নির্ণীত হইতেছে।

**ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৪।৪।৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ব্রাহ্মেণ—ব্রহ্মসম্বন্ধীয়রূপে (মুক্ত জীবের আবির্ভাব); জৈমিনিঃ—জৈমিনি নামক আচার্য (ইহা মনে করেন); উপন্যাসাদিভ্যঃ—যেহেতু শ্রুতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে।

সরলার্থ—

জৈমিনি আচার্য মনে করেন অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব আদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্মসম্বন্ধীয় যে রূপ তাহাই জীবের প্রকৃত রূপ। মুক্তিকালে এই গুণবিশিষ্টরূপেই জীব আবির্ভূত হয়, যেহেতু শ্রুতিতে অপহত-পাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণের উল্লেখ পরমব্রহ্ম এবং মুক্ত জীব এই উভয়ের বিষয়েই দেখা যায়। (এই সকল শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীবের সম্বন্ধে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণের অনুগুণ ভক্ষণ ক্রীড়ন প্রভৃতি গুণেরও উল্লেখ আছে। অতএব কেবলমাত্র চৈতন্যই জীবের স্বরূপ হইতে পারে না)।

---

## চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥৪।৪।৬॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

চিতি—চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মে ; তন্মাত্রেণ—কেবল চৈতন্যস্বরূপে ( মুক্ত জীবের আবির্ভাব ) ; তদাত্মকত্বাৎ—যেহেতু ( জীব ) এই চৈতন্যাত্মক ; ইতি ঔড়ুলোমিঃ—ঔড়ুলোমিঃ নামক আচার্যের ইহাই মত।

সরলার্থ—

শ্রুতি জীবকে 'বিজ্ঞানঘন' অর্থাৎ কেবল জ্ঞান বা চৈতন্যমাত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অতএব ঔড়ুলোমি আচার্য মনে করেন যে চৈতন্যই জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং মুক্তির সময় এই রূপটি আবির্ভূত হইয়া থাকে।

---

## এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৪।৪।৭॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এবম্ অপি—( জীবকে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণযুক্তরূপে এবং ) চৈতন্যমাত্র রূপেও ; উপন্যাসাৎ—উল্লেখ দ্বারা ; পূর্বভাবাৎ—পূর্ববর্তী গুণের উল্লেখের সম্ভব হেতুও ; অবিরোধং—বিরোধ হয় না ; বাদরায়ণঃ—সূত্রকার বাদরায়ণ বেদব্যাস ইহা মনে করেন।

সরলার্থ—

সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন যে শ্রুতি আত্মাকে 'বিজ্ঞানঘন' বা জ্ঞানাকার চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া এবং অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিয়া জীবকে নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এই প্রকার স্বরূপ ও গুণের একত্র সম্ভাবে কোন বিরোধ নাই। অতএব আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্দোষত্ব ও কল্যাণগুণযুক্ত।

---

## ৪—সঙ্কল্প-অধিকরণ ( সূঃ ৮-৯ )

এই অধিকরণে মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণের প্রতিপাদন করিতেছেন।

**সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪।৪।৮॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

( মুক্ত পুরুষের ) সঙ্কল্পাৎ—ইচ্ছামাত্রেই ( তদনুগুণ ফলপ্রাপ্তি ) ; এবং—নিশ্চয়ই ; তৎশ্রুতেঃ—যেহেতু সেইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে।

সরলার্থ—

মুক্ত পুরুষের ইচ্ছামাত্রেই তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য কোন পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। ইহা শ্রুতিবাক্য হইতে প্রমাণিত হয়। যথা—স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" ( ছাঃ ৮।২।১ ) অর্থাৎ তিনি যদি পিতৃলোকের অভিলাষী হন তাহা হইলে ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার পিতৃগণ আসিয়া উপস্থিত হন।

---

**অতএব চানন্যাধিপতিঃ ॥৪।৪।৯॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অতঃ এব চ—এই হেতু নিশ্চয়ই ( মুক্ত জীব ) ; অনন্যাধিপতিঃ—অন্য কাহার অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ।

সরলার্থ—

এই সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণের জন্য মুক্ত জীব নিশ্চয়ই অন্য কাহারও অধীন নহেন স্বতন্ত্র পুরুষ। শ্রুতিও বলিতেছেন—"স স্বরাট্ ভবতি" অর্থাৎ তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ।

সঙ্কল্প-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৫—অভাব-অধিকরণ ( সূঃ ১০-১৬ )

এই অধিকরণে মুক্ত পুরুষের দেহ এবং ইন্দ্রিয় থাকে কি না সে বিষয়ে বিভিন্ন আচার্যের মত কথিত হইয়া জীবের সর্বজ্ঞত্ব আদি গুণের সমর্থন করা হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি সন্দেহজনক শ্রুতিবাক্যের বিচারপূর্বক তাৎপর্য সমন্বয় করা হইয়াছে।

### অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥৪।৪।১০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অভাবং—( মুক্ত জীবের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ) অভাব ; হি এবম্—যেহেতু শ্রুতিবাক্য এই প্রকার ; বাদরিঃ আহ—বাদরি নামক আচার্য বলিয়াছেন।

সরলার্থ—

বাদরি নামক আচার্য মনে করেন যে, মুক্ত পুরুষ অশরীরী, তাহার দেহ এবং ইন্দ্রিয় নাই। যেহেতু শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ( ছাঃ ৮।১২।১ ) অর্থাৎ মুক্ত জীব অশরীরী হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয় রহিত হন।

---

### ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥৪।৪।১১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভাবং—( মুক্ত জীবের দেহেন্দ্রিয়ের ) সদ্ভাব ; জৈমিনিঃ—জৈমিনি আচার্য মনে করেন ; বিকল্প-আমননাৎ—যেহেতু শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকার উক্তি আছে।

সরলার্থ—

জৈমিনি আচার্য মনে করেন যে মুক্ত পুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিয় আছে। যেহেতু শ্রুতি এই কথা বলিতেছেন—"স একধা ভবতি

দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা" ইত্যাদি ( ছাঃ ৭।২৬।২ ) অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ এক প্রকার হন, দুই প্রকার হন, তিন প্রকার হন, পঞ্চ প্রকার হন, সপ্ত প্রকার হন ইত্যাদি।

---

## দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥৪।৪।১২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

দ্বাদশ-আহবৎ—দ্বাদশ যোগের সদৃশ ; উভয়বিধং—( মুক্ত জীব ) সশরীর এবং অশরীর উভয় প্রকার ; বাদরায়ণঃ—সূত্রকার বাদরায়ণ মনে করেন ; অতঃ—যেহেতু মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে মুক্ত জীবকে সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, অতএব স্বেচ্ছানুগুণ এই মুক্ত জীব শরীর পরিগ্রহ করিতেও পারেন নাও পারেন। যেমন ( দ্বাদশাহ যাগের বিধানে দেখা যায় ) দ্বাদশাহ যাগ নামে একটি কর্মময় যজ্ঞ আছে, সে বিষয়ে দুই প্রকার বিধান আছে ( ১ ) ঐশ্বর্যকামী পুরুষেরা দ্বাদশাহ যাগ করিবে। ( ২ ) সন্তানকামী-দিগকে দ্বাদশাহ যাগ করাইবে—এইরূপে একই দ্বাদশাহ যজ্ঞকর্তার ইচ্ছাভেদে উভয় প্রকারেই অনুষ্ঠানের বিধান আছে। সেইরূপ মুক্ত পুরুষ যখন ইচ্ছা করেন শরীর ধারণ করিব তখন তাঁহার শরীর থাকে আবার যখন ইচ্ছা করেন তখন তিনি অশরীরী হন।

---

## তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ ॥৪।৪।১৩॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

তনু-অভাবে—শরীর প্রভৃতি ভোগোপকরণ বস্তুর অভাবে ; ( মুক্ত জীব ) সন্ধ্যবৎ—সুষুপ্তিকালের ন্যায় ( ভোগ করিতে সমর্থ ) ; উপপত্তেঃ—যেহেতু এইরূপ সঙ্গত।

সরলার্থ—

স্বপ্নকালে জীব স্বপ্নদৃষ্ট দেহ যানবাহন প্রভৃতি ভোগোপকরণ এবং কামিনীকাঞ্চনাদি বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি, যাহা স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের ভোগের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত বস্তুর সাহায্যে ভোগ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ মুক্ত জীব সত্যসঙ্কল্প হইলেও সঙ্কল্পানুগুণ নিজ শরীর এবং অন্য ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি না করিয়াও লীলাপ্রবৃত্ত পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট দেহ পিতৃলোক প্রভৃতি ভোগ উপকরণ এবং ভোগ্য পদার্থ অবলম্বনে এই পরমেশ্বরের লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকে। মুক্ত জীবের ভগবৎ লীলারস আস্বাদন বা অনুভব ভিন্ন স্বার্থজনিত কোন কাম্য কর্মের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

——

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥৪।৪।১৪॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভাবে—( মুক্ত পুরুষের ) দেহাদির অস্তিত্বকালে ; জাগ্রৎ বৎ—জাগ্রত বদ্ধ পুরুষের ন্যায় ( তিনি ভোগ সম্পন্ন করেন )।

সরলার্থ—

মুক্ত জীব যখন সত্যসঙ্কল্প তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই ভোগসাধন দেহাদি এবং ভোগোপকরণ পিতৃলোকাদির সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত বদ্ধ জীবের মতনই এই লীলারস উপভোগ করিতে পারেন।

উক্ত দুইটি সূত্রের অভিপ্রায় এই যে মুক্ত জীব কখনও বা পরমপুরুষ পরমেশ্বরকর্তৃক লীলার্থ মুক্তপুরুষদিগের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট পিতৃ-লোকাদি উপভোগ করিয়া থাকেন কখনও বা সত্যসঙ্কল্প রূপে ভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য নিজেরাই পিতৃলোকাদি বিষয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন, উভয়পক্ষই সঙ্গত হইতে পারে।

——

সন্দেহ হইতে পারে যে অণুপরিমাণ একই আত্মার একই কালে যুগপৎ বহু শরীরে প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব, তদুত্তরে বলিতেছেন—

**প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি ॥৪।৪।১৫॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

প্রদীপবৎ—প্রদীপের ন্যায় ; আবেশঃ—ব্যাপ্তি ; তথাহি দর্শয়তি—( শ্রুতি ) সেই প্রকারই প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

প্রদীপ যেমন একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া নিজ আলোকের বিস্তার দ্বারা অন্যস্থানে ব্যাপ্ত হয় সেইরূপ একই দেহের এক অংশে অবস্থিত আত্মা নিজ চৈতন্য গুণের দ্বারা দেহের অন্যান্য অংশে প্রবেশ করিয়া অন্য স্থানেও ব্যাপ্ত হইতে পারেন। শ্রুতিও এই কথা বলিতেছেন যথা—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ( শ্বেতাশ্ব ৫।৯ )

অর্থাৎ কেশের অগ্রভাগের শতাংশের এক ভাগ জীবের অতিসূক্ষ্ম পরিমাণ হইলে সেই জীবই আবার আনন্দ লাভেও সমর্থ।

---

পুনরায়, সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রুতি যখন বলিতেছেন মুক্ত জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কোন বিষয়েই জানে না ( বৃহদা ৪।৩।১১ ) অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে মুক্ত পুরুষের বাহ্য এবং আন্তর সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিলোপ হয় তাহা হইলে এই অবস্থায় মুক্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ বলিয়া কিরূপে অভিহিত পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—

**স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥৪।৪।১৬॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যোঃ—সুষুপ্তি এবং মরণ অবস্থা ; অন্যতর-অপেক্ষম্

আবিষ্কৃতং—এই অবস্থাদ্বয়ের একটিকে লক্ষ্য করিয়া বৃহারণ্যকে পূর্বোক্ত জ্ঞান বিলোপের কথা বলা হইয়াছে ; হি—ইহা নিশ্চয়।

সরলার্থ—

শ্রুতিতে যে বাহ্য এবং আন্তর জ্ঞান বিলোপের কথা আছে তাহা মুক্ত পুরুষের বিষয়ে নহে, কিন্তু সুষুপ্তি ও মরণদশাপন্ন বদ্ধ জীবের বিষয়ে বলা হইয়াছে। মুক্ত জীবের পক্ষে অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ" ( ছাঃ ৭।২৬।২ ) অর্থাৎ আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন।

অভাব-অধিকরণ সমাপ্ত

---

## ৬—জগদ্ব্যাপারবর্জ-অধিকরণ ( সূঃ ১৭-২২ )

কেবল সমস্ত ভোগ্য পদার্থের ভোগ বিষয়েই মুক্ত জীবের ঈশ্বরের সহিত সাম্য আছে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টি এবং জগৎ নিয়মনরূপ ব্যাপারে কেবল ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব আছে জীবের কোন কর্তৃত্বই নাই তাহাই এই অধিকরণে ব্যক্ত হইয়াছে।

**জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ ॥ ৪।৪।১৭॥**

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

জগদ্ব্যাপারবর্জং—জগৎ সৃষ্টির কার্য ব্যতিরিক্ত (মুক্ত জীবের 'ঈশ্বরসাম্য') ; প্রকরণাৎ—যেহেতু বিভিন্ন শ্রুতির জগৎসৃষ্টি প্রকরণে ; অসন্নিহিতত্বাৎ চ—মুক্ত জীবের বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকায়ও।

সরলার্থ—

'জগৎ-ব্যাপার'—এই ব্যাপার শব্দে সৃষ্টি স্থিতি (নিয়মন) এবং সংহার প্রভৃতি কার্য বুঝাইতেছে। এই জগৎ-ব্যাপার রূপ কার্য সম্বন্ধে সৃষ্টি প্রকরণে ব্রহ্মের কথাই আছে, যথা-তৈত্তিঃ ভৃগু ১, ছাঃ ৬।২।১, বৃহদা

৩।৪।১১ ঐত ১।১, মহো ১।১, বৃহদা ৩।৭।৩ প্রভৃতি, কিন্তু এই মুক্ত জীবের কোন উল্লেখ নাই। অতএব মুক্ত জীবের যে ব্রহ্মসাম্য লাভ তাহা সর্বতোভাবে ব্রহ্মসাম্য নহে। এই সাম্যের অর্থ এই যে ব্রহ্ম যেরূপ নিজের বিভূতি অনুভব করেন, মুক্ত পুরুষও সেইরূপই ব্রহ্মের বিভূতি অনুভব করিয়া থাকেন।

---

শ্রুতিতে আছে মুক্ত জীব স্বরাট্ হন এবং সমস্ত লোকে তাহার স্বেচ্ছাবৃত্তি অবারিত থাকে" (ছাঃ ৭।২৫।২) ইত্যাদি। অতএব এই স্বাধীনবৃত্তি উল্লেখের দ্বারা জগৎ ব্যাপারে মুক্ত জীবেরও কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে যদি এইরূপ সন্দেহ হয় তদুত্তরে বলিতেছেন—

**প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥৪।৪।১৮॥**

**পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—**

প্রত্যক্ষোপদেশাৎ—শ্রুতির উপদেশ হইতে (জীবের পরমস্বতন্ত্রতা প্রতিপন্ন হয়); ইতি চেৎ—ইহা যদি মনে হয়; (তদুত্তরে বলিতেছেন) ন—তাহা ঠিক নহে; (এই স্বতন্ত্রতাও পরম স্বতন্ত্র পুরুষ পরমেশ্বর কর্তৃকই প্রদত্ত)। অধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ—যেমন ব্রহ্মাকে প্রাকৃত ভূমণ্ডলস্থ জগৎসৃষ্টির অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ।

**সরলার্থ—**

'মুক্ত জীব স্বরাট্ হন,' 'সর্বত্র স্বেচ্ছাবৃত্তিযুক্ত হন' এই প্রকার অর্থবোধক কয়েকটি শ্রুতি হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে মুক্ত জীবের জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে অধিকার আছে। তদুত্তরে বলিতেছেন যে এ সন্দেহ অমূলক কারণ উক্ত প্রকার শ্রুতিতে মুক্ত জীবের যে সমস্ত সম্পদের উল্লেখ আছে তাহা কেবল পরমেশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভোগস্থানের অধিকারযুক্ত অবস্থাপন্ন পুরুষে প্রযোজ্য, যথা—ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তৃত্ব।

---

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে মুক্ত পুরুষকেও যদি ব্রহ্মাণ্ডাদি বিকারান্তর্ভুক্ত ভোগ্যবিষয় ভোগ করিতে হয় তাহা হইলে বদ্ধ জীবের ন্যায় মুক্তেরও এই ভোগ্য বিষয়গুলি অল্প ও অস্থির হওয়া সম্ভব, তদুত্তরে বলিতেছেন—

বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ ॥৪।৪।১৯॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

বিকার-অবর্ত্তি—বিকাররহিত, নির্বিকার; চ—নিশ্চয়; তথাহি স্থিতিম্—(শ্রুতি) সেইরূপ অবস্থিতির কথা; আহ—বলিতেছেন।

সরলার্থ—

যিনি কখনও বিকাররূপে বর্তমান থাকেন নাই তিনি বিকারাবর্ত্তি বা নির্বিকার। পরমব্রহ্মই নির্বিকার। এই নির্বিকার পরমব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে মুক্ত পুরুষের ভোগ্য বা অনুভাব্য বিষয়। পরমব্রহ্মকে সর্বতোভাবে অনুভব করিতে হইলে তাহার বিভূতিও অবশ্য অনুভাব্য। সুতরাং মুক্ত পুরুষকে লীলা বিভূতির অন্তর্গত বিকার বা পরিমাণশীল ভোগ্য বিষয়গুলিও অনুভব করিতে হয়। অতএব মুক্ত এবং বদ্ধ এই উভয় প্রকার জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বিকারী বস্তুর ভোগে যথেষ্ট পার্থক্য।

---

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥৪।৪।২০॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

এবম্—জগদ্ ব্যাপার ঈশ্বরের অধীন এই বিষয়; প্রত্যক্ষ-অনুমানে চ—শ্রুতি এবং স্মৃতিও; দর্শয়তঃ—প্রদর্শন করিতেছেন।

সরলার্থ—

নিখিল জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে এবং তাহার নিয়মন বা পরিচালনা

ব্যাপারে যে কর্তৃত্ব তাহা শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রমাণ করিতেছেন। যথা শ্রুতি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসং বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ ব্রহ্ম" (তৈত্তি ভৃগু ১) অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই জিজ্ঞাস্য তিনিই ব্রহ্ম। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ইত্যাদি" (বৃহদা ৩।৮।৯) অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে সূর্য এবং চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে ইত্যাদি। স্মৃতিবচন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধি পরিবর্ততে॥　　(গীঃ ৯।১০)
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।　(গীঃ ১০।৪২)

অর্থাৎ—হে কৌন্তেয়! আমার ইঙ্গিতে প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে এবং এইরূপেই এই জগৎ পরিবর্তিত হইতেছে। আমি একাংশে এই সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।

——

## ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥৪।৪।২১॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাৎ চ—শ্রুতিতে কেবল ভোগাংশে (মুক্ত জীবের ব্রহ্মের সহিত) সাম্য নির্দেশ থাকার জন্যও; (বুঝা যায় যে মুক্ত জীবের জগৎ-ব্যাপারে কোন কর্তৃত্ব নাই)।

সরলার্থ—

শ্রুতি বলিতেছেন—"সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈঃ আ ১।২) অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। অতএব কেবলমাত্র ভোগের অংশেই ব্রহ্মের সহিত মুক্ত জীবের সাম্য শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব জগদ্ব্যাপারাদি কার্যে মুক্ত জীবের কোন অধিকার নাই।

——

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥৪।৪।২২॥

পদচ্ছেদ ও অন্বয়ার্থ—

অনাবৃত্তিঃ—মুক্ত জীবের সংসারে পুনরাগমনের অভাব ; শব্দাৎ—শ্রুতি-প্রমাণ হেতু ( বুঝা যায় ) ; অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ—অধ্যায় পরিসমাপ্তির জন্য পুনরায় উল্লেখ।

সরলার্থ—

মুক্ত জীবকে যে পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না সে বিষয়ে শ্রুতি এবং স্মৃতিবাক্য প্রমাণ দিতেছেন যথা—"ন চ পুনরাবর্ততে" ( শ্রুতি ) অর্থাৎ মুক্ত জীবকে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না পুনরায় আসিতে হয় না। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" ( গীতা ) হে অর্জুন, আমাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের আর পুনর্জন্ম থাকে না। ( ভগবৎ লীলার সহায়কারীরূপে ভগবৎ ইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় মুক্ত জীব এই সংসারে অবতরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্মফল ভোগের জন্য কর্মাধীন হইয়া তাহাকে আর সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না। )

## চতুর্থ পাদের সার-সংগ্রহ—

চতুর্থ পাদে মুক্ত পুরুষগণের স্বরূপ বিশেষ রূপ ও বিশেষ গুণ ( ঐশ্বর্য ) বর্ণিত হইতেছে। এই পাদে ৬টি অধিকরণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম অধিকরণে মুক্ত জীবের স্বাভাবিক জ্যোতির্ময় রূপ এবং সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি স্বাভাবিক গুণের অনাবৃত হইয়া আবির্ভাব কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মাত্মক বলিয়া মুক্ত পুরুষ নিজ আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে অনুভব করেন তাহাই দ্বিতীয় অধিকরণে নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় অধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে মুক্ত পুরুষের কেবল চৈতন্য বা জ্ঞানাকার মাত্রই আবির্ভূত স্বাভাবিক স্বরূপ অথবা অপহতপাপ্মত্ব সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট রূপই স্বাভাবিক রূপ। চতুর্থ অধিকরণে মুক্ত পুরুষের সত্যসঙ্কল্পত্ব গুণের প্রতিপাদন করিয়া পঞ্চম অধিকরণে

মুক্ত জীবের যে দেহ ও ইন্দ্রিয় থাকে বিচার দ্বারা সে বিষয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই জীবের সর্বজ্ঞতা আদি গুণের সমর্থন করিতেছেন। ভগবৎ-স্বরূপ গুণ প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ সমূহের ভোগ বিষয়েই কেবল মুক্ত জীবের ঈশ্বরের সহিত সাম্য আছে। কিন্তু জগৎসৃষ্টি এবং জগৎ নিয়মন রূপ ব্যাপারে কেবল ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব আছে, জীবের কোন কর্তৃত্ব নাই—সর্বশেষ অধিকরণে তাহাই প্রতিপাদন করিয়া মুক্ত জীবের কর্মাধীন হইয়া সংসারে আর আসিতে হয় না, অধ্যায় শেষে তাহাই বলিতেছেন।

## চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

**সমগ্র বেদান্ত দর্শনের সারসংগ্রহ—**

মুমুক্ষু পুরুষের জ্ঞাতব্য বিষয়—নিখিলদোষগন্ধরহিত অতিশয় অনন্ত কল্যাণগুণাকর অখিল জগতের একমাত্র কারণবস্তু ব্রহ্মই মুমুক্ষু জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। ব্রহ্মবিষয়ে এই শাস্ত্রজ্ঞানের পুনঃপুনঃ অনুচিন্তন রূপ উপাসনা দ্বারা মোক্ষরূপ ফল লাভ হয়। যাবজ্জীবন এইরূপ ব্রহ্ম উপাসনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া বদ্ধজীব মৃত্যুর পর দেহান্তে অর্চিরাদি মার্গে গমনকরতঃ মুক্তিলাভপূর্বক পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং এই মুক্ত জীবের নিজ স্বাভাবিক স্বরূপ রূপ সত্যসঙ্কল্পত্ব সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের আবির্ভাব হয়। তখন এই মুক্ত পুরুষ অনন্ত মহাবিভূতিমান অতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মের রূপগুণবিভূতিলীলাদি নিরন্তর অনুভবকরতঃ আনন্দসাগরে মগ্ন থাকে এবং তাহাকে আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।

অস্মদ গুরুভ্যো নমঃ।
শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ।
শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ॥

——:——

# ব্রহ্মসূত্রসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী



* শঙ্করমতে এই সূত্রটি পঠিত হয় না।

---

* শঙ্করমতে এই সূত্র এবং পূর্ব সূত্র পৃথিবী ( ২।৩।১২ ) একত্রে গৃহীত হইয়াছে।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটি ভাঙ্গিয়া ২টি সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। ১ম—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ, ২য়—শেষাংশটি।

* শঙ্করাচার্য এই সূত্রটিকে ২।১।১১ সূত্র 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি'র সহিত একত্রে পাঠ করিয়াছেন। "অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ" পাঠও আছে।

† এই সূত্রটিতে 'উভয়থা চ দোষাৎ' এর স্থলে 'উভয়থা অদোষাৎ'—এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

* শঙ্করাচার্য এই সূত্রের "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" শব্দটিকে একটি পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করিয়াছেন।

---

* শঙ্করমতে এই সূত্রটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে পঠিত হয়।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটিকে "বিহারোপদেশাচ্চ" এবং "উপাদানাৎ" দুইটা পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করা হয়।

* শঙ্করমতে এই সূত্র এবং পরবর্ত্তী ১।৩।৩৫ সূত্র "উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ" একত্রে পঠিত হয়।

† শঙ্করমতে এই সূত্রের "শব্দাৎ চ" শব্দটিকে পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করা হয়।

†† শঙ্করাচার্য-মতে এই সূত্রটি "গৌণ্যসম্ভবাৎ" এবং "তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ" এই দুইটী পৃথক্ সূত্ররূপে পাঠ করা হয়।

* শঙ্করাচার্য এই সূত্রটিকে "জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ" এবং "প্রাণবতা শব্দাৎ" এই দুইটী পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করিয়াছেন।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটির সহিত পরবর্তী সূত্র 'অন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ একত্রে গৃহীত হইয়াছে।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটিকে দুইটি সূত্রে ভাগ করা হইয়াছে ; (১) “ন কর্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ”, (২) “উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ”।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটি একটু পরিবর্ত্তিতভাবে লিখিত আছে—'ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ।

† শঙ্কর "শারীরশ্চ" শব্দটি পরের সূত্রের "উভয়েঽপি" শব্দের প্রথমে পাঠ করিয়াছেন।

* শঙ্কর "প্রাণভৃচ্চ" শব্দটিকে পৃথক সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

* শঙ্করাচার্য "পরিণামাৎ" সূত্রটিকে "আত্মকৃতেঃ" পূর্ব সূত্রটির সহিত সংযুক্ত করিয়া "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" এইরূপে পাঠ করিয়াছেন।

† শঙ্করমতে এই সূত্রটি 'প্রকাশবৎ অবৈয়র্থ্যম্'রূপে পঠিত হয়।

* এই সূত্রটি শঙ্করমতে পঠিত হয় না।

† শঙ্করমতে ইহা 'প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শারীরাৎ' এবং 'স্পষ্টো হি একেষাম্'—এই দুটি পৃথক সূত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে।

* শঙ্করমতে ইহা দুইটী পৃথক সূত্ররূপে "ভেদশ্রুতেঃ" এবং "বৈলক্ষণ্যাৎ চ" গৃহীত।

† শঙ্করমতে এই সূত্রটি 'ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ'রূপে গৃহীত হইয়াছে।

(র)



(ল)



(ব)



* শঙ্কর এই সূত্রের "প্রবৃত্তেশ্চ" শব্দটিকে পৃথক্ সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

† শঙ্করমতে 'দর্শনাচ্চ' শব্দটিকে পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করা হয়।

* শঙ্করমতে 'দর্শনাচ্চ' বাক্যটি পৃথক সূত্ররূপে গৃহীত।

* শঙ্করাচার্য এই সূত্রটিকে "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ" এবং "তথা চ দর্শয়তি" দুইটী পৃথক সূত্ররূপে পাঠ করিয়াছেন।

† এই সূত্রটিকে শঙ্করমতে ২।৩।৫ সূত্রের সহিত একত্রে পাঠ করা হয়।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটী 'মায়ামাত্রং তু...' এই সূত্রের (৩।২।৩) পরে পঠিত হয়।

* শঙ্করমতে এই সূত্রটি পূর্ব সূত্র ১৩।৩৮ সূত্রের সহিত যুক্তভাবে পঠিত হয়।